শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব

বিষয়ে

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতা।

১৩০০—১২ই ভাদ্র রবিবার—ষ্টার থিয়েটারে

ষষ্ঠ বক্তৃতা।

কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

মূল্য [illegible]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ লইয়া বিগত চারিমাস আমি আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তাঁহার সরল তত্ত্বোপদেশের মধুরতায়, অজ্ঞান সংসার প্রপীড়িত জীবগণ যে বাস্তবিক প্রাণে শান্তির মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে তদ্বিষয়ে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সন্দেহ নাই। তিনি গভীর ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব যে প্রকার সহজ উপমার ছলে সাধারণ নর নারীর কল্যানের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন, সে প্রকার বিজ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপায় এ পর্য্যন্ত পৃথিবী মণ্ডলে কোথাও প্রকটিত হয় নাই।

যদিও সভ্য এবং অসভ্য প্রভৃতি সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মের ভাব বিশেষ লইয়া কার্য্য হইয়া থাকে, যদিও প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও সকলেই ভগবান বলিয়া এক জনকে স্বীকার করেন, যদিও পরিত্রাতা বলিলে এক সর্ব্বশক্তিবান সৃষ্টি কর্ত্তাকেই বুঝায়। তাহা হইলেও সকল ভাবের সামঞ্জস্য হইয়া কোথাও কার্য্য হয় নাই এবং সে প্রকার ব্যবস্থাও কেহ অদ্যাপি করিয়া যান নাই। এ কথা আমি ধর্ম্ম সমন্বয় প্রস্তাবে বিশেষ রূপে বিচার করিয়াছি।

যদিও সকল দেশেই সাধক এবং সিদ্ধ নর নারী ছিলেন এবং অদ্যাপি আছেন কিন্তু ভারত-বর্ষের বিচিত্র প্রকার সাধু ও সিদ্ধদিগের ন্যায় কোথাও দেখা যায় না। সকল দেশেই প্রায় ধর্ম্ম মত এক প্রকার, স্থানে স্থানে ভাবান্তর আছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নিমিত্ত আমাদের মধ্যে একেবারেই সদ্ভাব নাই বলিয়া অনেক সময়ে স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পর মতান্তর থাকিলেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু আমাদের দেশে সে প্রকার ভাবের কার্য্য হওয়াই একেবারে অসম্ভব এবং ঘটনাতীত। ফলে সকল কার্য্যেই আমাদের না মনের না প্রাণের যোগ হইবার সম্ভাবনা। যে প্রকার সময় পড়িয়াছে, আমাদের দেশে যে প্রকার দিন দিন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, সে প্রকার ভাবের অবসান না হইলে বাস্তবিক আমাদের নিতান্ত অকল্যাণ হইবে। আমরা দেখিতেছি যে আমা-দের মর্য্যাদাপন্ন শাস্ত্রাদি সত্বে, আমাদের মর্য্যাদাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ সত্বে আমাদের ধীশক্তি সম্পন্ন, পণ্ডিত প্রবর মহাশয়গণ সত্বে দিন দিন দীনভাব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যও চলিতেছে কিন্তু তাহাতে সুখও নাই শান্তিও নাই।

কে না এ কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, যে কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক কোন কার্য্যেই হৃদয়

ভরিয়া প্রীতিলাভ করা যায় না। পরস্পর বাদানুবাদ, পরস্পর স্বার্থপরতা বিগ্রহ বিসম্বাদ, পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি এবং ভাগ্য কাতরতা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই জানি না। পরস্পর সহানুভূতি আর নাই। অন্যের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে পারিলে কেহ ছাড়িয়া কথা কহিতে চাহে না তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এরূপ স্থলে আমাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ থাকায় তথায় দর্পভাব ব্যতীত অন্য সূত্রে কখনই প্রীতি জন্মিতে পারে না। এই নিমিত্ত যাহাতে সকলের সকল ভাব বজায় থাকিয়া সর্ব্বত্রে প্রেমের সঞ্চার হয় রামকৃষ্ণদেব তাহারই ব্যবস্থাপক রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা দেহ, দেহাত্মা এবং আত্মা এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। এই কার্য্যত্রয় সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান আছে আমরা তাহাকেই অভ্রান্ত জানিয়া অপরের সহিত মতান্তর বা ভাবান্তর হইলে তাহাকে অজ্ঞান এবং কুসংস্কারাদি পূর্ণ বলিয়া কোলাহলের ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়া যাই। অর্থাৎ আমি ভাল বুঝি, যাহা কিছু করি তাহাই কর্ত্তব্য। অন্যে যাহা করে তাহা সম্পূর্ণ ভুল এবং অন্যায় এই নিমিত্ত আমরা সকলেই সকল বিষয়েই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। সুতরাং তাহাতে সর্ব্বদা বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের দ্বারা আমাদের এই ত্রিবিধ বিশৃঙ্খল হইতে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ লাভ করিবার বিশেষ উপায় হইতে পারে কিনা; তাহারই তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য আমি অদ্য সাধারণে সমীপে অগ্রসর হইয়াছি।

রামকৃষ্ণদেবকে আমরা অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। অবতার প্রতিপদ্য শাস্ত্রাদি ও আমার নিজের জীবনের ফল দ্বারা তাহার যথাসাধ্য মীমাংসাও করিয়াছি। অনেকের সংস্কার যে দশাবতার ব্যতীত আর অবতার হইতে পারে না। কিন্তু অনেকে গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। দশাবতার ব্যতীত আর অবতার হইতে পারে না এরূপ যাঁহাদের ধারণা তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনই অবতার বলিয়া বুঝিবেন না। তাঁহারা যদিও বুঝিতে না পারুন, তাঁহারা যদিও গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করুন, তাহাতে গৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, তাঁহার মধুময় নামে শুষ্ক প্রেমহীন ভক্তি বিবর্জ্জিত ভবুক্ষের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ কথা। চারি শতবর্ষকাল অতীত হইল তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার নামে না হইতেছে কি? তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম শরণাগত জনের আশা পরিপূর্ণ হইতেছে কেন? কোটি কোটি নর নারী তাঁহার নামরস পান করিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, জীবের এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবোন্নতি হওয়া ভগবানের নাম ব্যতীত কখন সম্ভবে না। দশাবতারের মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের নামোল্লেখ নাই বলিয়া তিনি অবতার নহেন এ কথা যিনি অস্বীকার করেন তাঁহারই নিজের ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়েরা যদিও শ্লোকাদির ভাবান্তর করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন কিন্তু গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদির মতে দশাবতার ব্যতীত অসংখ্যাবতার হইবার ভাব ব্যক্ত আছে। গীতার ভাব ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সেই সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই কথার দ্বারা অসীম অবতারের আকাঙ্ক্ষা আসিতেছে। পরে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে অবতারের সংখ্যা নাই। যেমন সমুদ্র হইতে অসংখ্যক নদী বহির্গত হয় সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অসংখ্যক অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রে যে দশাবতার ব্যতীত অন্য অবতার হইবার এককালে উল্লেখ নাই তাহা নহে। সে যাহাহউক আমরা যদ্যপি যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবতারদিগের কার্য্য বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে ভূভার অপনোদনের নিমিত্ত দশাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ তাঁহারা সময়ে সময়ে সাময়িক কার্য্যই সাধন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। মৎস্য,

বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারেরা জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত যে কলেবর ধারণ করিয়াছিলেন শাস্ত্রে তাহার কোন অভাব নাই। রাম কৃষ্ণ, বামন প্রভৃতি অবতারেরাও শাস্ত্র হিসাবে পৃথিবীর সামরিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। রাবণ নিধন, কংশ বিনাশ এবং বলিকে কৃতার্থ করা তাঁহাদিগের এই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাম কৃষ্ণাদি অবতারের আধ্যাত্মিক ভাবের কার্য্য কলাপ বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু দশাবতারের প্রত্যেকের সেরূপ ভাবের বিকাশ হয় নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যদ্যপি দশাবতার ব্যতীত পৃথিবীতে আর অবতার হইতে পারে না বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় তাহা হইলে গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ শাস্ত্রাদির বাক্য মিথ্যা বলিতে হয়। একটি শাস্ত্র সত্য এবং আর একটি শাস্ত্র মিথ্যা বলিলে কোন শাস্ত্রেরই আর মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। যে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া সকলে স্বীকার করেন সেই পূর্ণাবতার নিজ মুখে গীতা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত আছে। অতএব ভগবানের কথা মিথ্যা বলিয়া যাঁহার ধারনা হয় তাঁহার নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় তর্ক নাই।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এ প্রকার শাস্ত্র বিভিন্নতার হেতু কি? সকল শাস্ত্রের এক প্রকার অভিপ্রায় নহে কেন? ভাব বিশেষ লইয়া শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাব অনন্ত সুতরাং শাস্ত্রও অনন্ত প্রকার। শাস্ত্রের ভাব সামঞ্জস্য করিতে হইলে ভাবে অধিকার হওয়া আবশ্যক। ভাবের অভাব থাকিলে শাস্ত্রাদির ও পৃথক ভাব থাকিয়া যায়।

গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ এবং সমগ্র পৃথিবী ব্যাপক। এই শাস্ত্রের ভাব দ্বারা মহম্মদ ও খৃষ্টাদিকেও অবতার বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। মহম্মদ ও খৃষ্ট অবতার ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের চরণাবলম্বন পূর্ব্বক সংখ্যাতীত জীব পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়া মুক্তি পদ লাভ করিতেছেন, সে স্থলে তাঁহাদিগকে সাধারণ জীব বলিয়া কখন পরিগণিত করা যায় না। মহম্মদ ও খৃষ্ট অবতার বটেন কিন্তু তাঁহারা দশাবতারের শ্রেণীতে উল্লেখিত হন নাই। এই নিমিত্ত যে তাঁহারা অবতার নহেন একথা বলিতে যাইলে নিতান্ত বালকবৎ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে। এই নিমিত্ত আমরা কার্য্য দেখিয়া অবতার বিশ্বাস করিয়া থাকি।

যদিও গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ শাস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীতে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে অনন্ত প্রকার অবতার হইবেন সম্ভব বলিয়া বুঝা যায় কিন্তু প্রত্যেক অবতারের পূর্ব্বে তাঁহার আগমনের সূচনা হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন যে শ্রীমদ্ভাগবত, কথিত শ্লোক দ্বারা যদিও গৌরাঙ্গাদি অবতারদিগকে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে কিন্তু তদ্ব্যতীত বামদেব সংহিতায় তাঁহার অবতরনের সূচনা হইয়া ছিল। বামদেব সংহিতায় কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস কালে একদা লক্ষণ ঠাকুর ফলাদি আহরণের নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলে রঘুকুল পতি জানকীকে কহিতে লাগিলেন দেখ! যেমন গঙ্গাকে দেখিয়া পাপ জলিয়া যায় তেমনি তোমাকে দেখিয়া আমার সুখশান্তি জলিয়া গিয়াছে। জানকী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন কেন আমার আজ এমন নিদারুণ কথা কহিলে? আমাকে দেখিয়া তোমার শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে? রাম চন্দ্র বলিলেন তোমার কি কিছু স্মরণ নাই? দেখ দেখি তুমি আমার কত দূর অমঙ্গলকারিনী। বিবাহ কালিন প্রথমেই আমার গুরুর স্বরূপ ধনুকের অপমান করিয়াছি, বিবাহান্তে তোমায় সমভিব্যাহারে আনয়নের সময় পরশুরামের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, বাটীতে আসিয়া রাজা হইব তাহা না হইয়া তোমার জন্ত আমার বনে

আসিতে হইল। অতএব মনে করিয়া দেখ যে তুমি আমার দুঃখ হারিণী কি দুঃখ দায়িনী। তাই তোমায় দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জলিয়া যাইতেছে। বার বার রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া জানকী অভিমানে মস্তকাবনত পূর্ব্বক কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে মহাশক্তি স্বরূপিনী শ্রীজানকী আপন শক্তির বিকাশ করিয়া সেই বন মধ্যে দ্বিতীয় গোলকধাম নির্ম্মান করিলেন। গোলক ধাম সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃহৎ অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহের সিংহাসনোপরি সীতা দেবী উপবেশন করিয়া রহিলেন। সকল গৃহেই সীতা। লক্ষ লক্ষ সীতা শোভা পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বৃক্ষমূল হইতে সীতার এই রূপ শক্তির অভিনয় দেখিয়া তিনি প্রত্যেক সীতার দক্ষিণ পার্শ্বে রামরূপে উপবেশন করিলেন। সীতাদেবী তখন লজ্জিতা হইয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন প্রভু! অপরাধ ক্ষমা করুন। রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, তুমি অনুপল বিলম্ব না করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়া ফেল। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে আমরা মানব লীলা বিস্তার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছি? এ কথা লক্ষণ যদ্যপি জানিতে পারে, তাহা হইলে নিতান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ কহিয়া তিনি সুদর্শণ চক্র দ্বারা একটী বৃক্ষ লুকাইয়া রাখিলেন। রঙ্গময়ের রঙ্গে প্রবেশ করিতে রঙ্গময়ীও অসমর্থা হইয়া ঐ বৃক্ষটী ব্যতীত সমুদয় পদার্থ অন্তর্হিত করিলেন। পরে তাঁহারা যেমন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন তেমনি রহিলেন।

অতঃপর লক্ষণ ঠাকুর অতিশয় দূর বনাদি হইতে ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক সীতারাম গুণ গানে বিভোর হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। কুটীরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে একটি মনোহর বৃক্ষ সুপক্ক ফলদ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষণ এই বৃক্ষ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কি মূর্খ! নিকটের ফল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলাম। অগ্রে জানিতে পারিলে এতক্ষণে তাঁহাদের সেবা করিয়া আমি কৃতার্থ হইতাম। বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া সহসা সন্দেহ হইল। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন যে কত বন, কত উপবন, কত দেশ ভ্রমণ করিলাম কিন্তু এ প্রকার ফল কোথাও দেখি নাই। কিন্তু ইহা যেন আমার পরিচিত বৃক্ষ বলিয়াও বোধ হইতেছে। অনন্তদেব তখন আপন স্বরূপে যাইয়া বৃক্ষের উৎপত্তি কারণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি অভিমানে অধীর হইয়া হেঁট মস্তকে কুটিরে গমন পূর্ব্বক ফল মূলাদি রাখিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা লক্ষণের ভাবান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! আজ তুমি এমন হইয়াছ কেন? রোদন করিবার হেতু কি? বনে কি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছ? অথবা কোন প্রকার বিভীষিকায় কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে শীঘ্র আমাকে বল। বাছা! তোমায় কাতর দেখিলে আমি অস্থির হই। লক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আর তোমায় শুষ্ক স্নেহ দেখাইতে হইবে না। তোমার ভালবাসা কতদূর তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি যেমন মা, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জানাইয়াছ। আমি তোমার চরণাশ্রিত দাস। দাস বলিয়া গণনা করিয়াছিলে, সেই জন্য বলিতেছি, কিন্তু জননী! দাসের প্রতি কি তোর এই ব্যবহার সাজে? তুই রাসলীলা করিলি কিন্তু সেরূপ, আমি দাস—একবার দেখিতে পাইলাম না সেই যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে আমি বঞ্চিত হইলাম! সীতা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বৎস লক্ষণ! তুমি আমার অন্যায় তিরস্কার করিতেছ কেন? তোমরা আজ আমায় কেন এইরূপে বিরক্ত করিতেছ বল দেখি? তোমার ভাই একবার কত কি বলিল তুমি আবার যাহা ইচ্ছা বলিতেছ। রামচন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিক লক্ষণকে শান্তনা না করিয়া কটু বাক্য বলিতেছ কেন? এরূপ করিলে আমি তোমায় অভিশাপ দিব। লীলাময়ী সীতা একেবারে অভিমানে

যেন আত্মহারা হইয়া সরোদনে বলিলেন, "আমায় তুমি অভিশাপ দিবে না আর তোমায় অভিশাপ দিব? লক্ষণ অমনি বলিয়া উঠিলেন তুমি যেমন প্রভুকে বিরক্ত করিলে আমি তোমায় অভিশাপ দিতেছি যে ইহকালে তুমি প্রভুর সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে। সীতাদেবী অবিলম্বে লক্ষণকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে আমাকে যেমন অন্যায় শাপ দিয়াছ আমিও বলিতেছি যে তুই রাম পাদপদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবি। রামচন্দ্র তখন সীতাকে কহিলেন তুমি আমার লক্ষণকে যেমন শাপ দিয়াছ আমিও তোমায় বলিতেছি যে তোমাকে আমার জন্য উপর্য্যুপরি নরলোকে কাঁদিতে হইবে। সীতাও তৎক্ষণাৎ কহিলেন তোমাদিগকেও আমার জন্য পৃথিবীর পথে পথে বার বার পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

দেবতারা ভগবানের এইরূপ রহস্য দেখিয়া তাঁহারা সকলে তথায় আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, মাতা! স্থির হউন, প্রভু! স্থির হউন অনন্ত দেব! স্থির হউন। আপনারা করিতেছেন কি? আপনাদিগকে বার বার পৃথিবীতে নরলীলা করিতে হইবে তাহা কি স্মরণ নাই। লক্ষণ বর্জ্জন জানকীর বনবাস যদিও এই লীলায় সমাপ্ত হইবে কিন্তু প্রভু! মাতার অভিশাপমতে আপনাকে দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে রাধার জন্য বাস্তবিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। আপনার অভিশাপের জন্য মাতাকেও আপনার নামোচ্চারণ করিয়া উপর্য্যুপরি নরলীলা করিতে হইবে। এই লীলায় রামকৃষ্ণদেব গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হওয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বামদেব সংহিতার মতে রামসীতার অভিশাপ দ্বারা গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া যদিও অবতারের পরিসমাপ্তি হইয়াছে কিন্তু তত্ত্বভাবে বাস্তবিক আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না যে হেতু পুরুষ প্রকৃতির পর্য্যায়ক্রমে লীলা বিস্তার হইয়া উভয়ের মিলন ভাব প্রকটিত না হইলে বিরহাবস্থার অবসান হইতে পারে না। রামরূপে রামসীতার আর পুনর্ম্মিলন হয় নাই, কৃষ্ণাবতারেও রাধা কৃষ্ণের পুনর্মিলন হয় নাই, গৌরাঙ্গাবতারে, রাধার কান্তি ধারণ পূর্ব্বক রাধা রাধা বলিয়া বিরহের ভাবই বিস্তার করিয়াছেন! যদিও গৌরাঙ্গদেবকে একেবারে রাধা কৃষ্ণের মিলন ভাব বলিয়া ভক্তেরা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিরহাবসান হয় নাই। গৌরাঙ্গাবতারে রাধাকৃষ্ণ মিলন ভাব স্বীকার করিয়া লইলেও তথাপি অভাব থাকিতেছে। অনন্তদেবের সহিত মিলন হয় নাই। তত্ত্বপক্ষে সমুদয় ভাবের মিলন প্রয়োজন, তাহা না হইলে ভক্তেরা কখনই স্থির হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সকল ভাবের মিলন হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিতেছে। যেমন জ্ঞানপক্ষে এক ব্রহ্মে সকল ভাবের পর্য্যবসান হইলে জ্ঞানীরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন তেমনি লীলায় সকল ভাবের কার্য্য একাধারে পর্য্যবসিত না হইলে ভক্তদিগের জ্ঞান-ভক্তির ভাব সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। ভক্তিতে দ্বৈত ভাব কিন্তু-জ্ঞান-ভক্তিতে ভাবের একাকার হয়।' অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরে ভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অবতারের অবশ্য প্রয়োজন দেখা যায়। এই নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব লীলাবসান কালে কহিয়াছিলেন যে আমি চারিশত বর্ষ পরে পুনরায় অবতীর্ণ হইব। তাঁহার কথা প্রমাণ এবং কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবকে সেই গৌরাঙ্গের দ্বিতীয়াবতার বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে। এ কথা তিনি আমাদের নিকটে স্বীকার করিয়াছেন এবং পুনরায় আর একবার আগমন করিবেন তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে রামকৃষ্ণাবতারে গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। বামদেব সংহিতার ভাবে রামাবতার হইতে গৌরাঙ্গাবতার পর্য্যন্ত পৃথক পৃথক ভাবের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণাবতারে তাঁহারা একীভূত হইয়া একাধারে রাম বা অদ্বৈত ভাব, প্রকৃতি সীতা বা চৈতন্য ভাব এবং লক্ষণ নিত্যানন্দ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

পুনরায় কথা হইতেছে যে ভাব লইয়া অবতার মিলাইবার হেতু কি?

অবতারবাদ বিচার করিতে হইলে, আমরা প্রথমে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, যে ভগবান অবতার হন কেন? উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য হয় না। যদ্যপি এ কথা বলা হয় যে, যে যে অবতার যে যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সেই সময়ে তাঁহার কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে শাস্ত্র তাহার মীমাংসায় স্থল; রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়াছেন, কৃষ্ণ কালীয় দর্পচূর্ণ করিয়াছেন, তাহা হইলে এ সকল লীলার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় কি না? সাময়িক কর্ণসুখ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা কি?

লীলায় বাহ্য কার্য্য ব্যতীত জীবশিক্ষার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা থাকে, তাহাই আলোচনা করা প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অবতারের কথা হইলেই তাঁহার লীলার তাৎপর্য্য বাহির করিয়া যদ্যপি জীব শিক্ষার কোন সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে বাস্তবিক অবতার কহা যায়।

দৃষ্টান্তস্থলে কৃষ্ণাবতারের কালীয় দর্প চূর্ণ লীলা গৃহীত হউক। কালীয় সর্পের বিষে রাখালবালকগণ হতচেতন হইলে শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে কালীয়ের নয়শত নিরনব্বুইটি ফণা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে একটি ফণা অবশিষ্ট থাকিতে সে যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় তখন সে অব্যাহতি পাইয়াছিল। এই লীলার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি বিষাক্ত জলে ডুবিয়া প্রবল বিক্রমশালী কালীয়কে তেজহীন করিয়াছিলেন ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে কিন্তু একজন সংসার প্রপীড়িত ব্যক্তি কি এই লীলা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে? একজন মায়া নিমগ্ন বদ্ধ জীব এই লীলা কাহিনী হইতে কি তাহার বন্ধন মুক্তির কোন উপায় লাভ করিতে পারিবে? কিন্তু ভগবানের প্রত্যেক কার্য্যে নানা প্রকার তাৎপর্য্য নিহিত থাকে। যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা হইতে সে তাহাই লাভ করিতে পারে। সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা হউক কালীয় দমন লীলা হইতে আমরা কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি কি না?

বদ্ধ জীবেরা কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই ছয়টী ভাব হইতে অসংখ্যক সঙ্কল্প বা বাসনার উদয় হয়। এক লোভের বিক্রম যে কতদূর তাহা আমরা সকলেই বিশেষ রূপে জানি। কামের কথাই নাই. মদ ও মাৎসর্য্যাদিরা সর্ব্বদা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থার সহিত কালীয়ের সহস্র ফণার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কালীয়ের ফণা দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইত, আমাদের স্বার্থযুক্ত সঙ্কল্প মনে উত্থিত হইলে অপরের ক্ষতি করিতে আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। সঙ্কল্প রূপ ফণা হইতে কার্য্য রূপ বিষ বহির্গত হইলেই তাহাতে যাঁহার সম্বন্ধ থাকে সে সুতরাং অশান্তিতে নিপতিত হয়।

কালীয় যেমন বিষ উদ্গীরণ করিয়া কিছু কাল সচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিল সেইরূপ আমরাও অবিরত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াও দিন কয়েক কাটাইতে পারি। আজ উহার ভদ্রাসন কাল উহার জমিদারী হরণ ইত্যাকার অত্যাচারের উপর অত্যাচার করিয়াও অনেককে বাঁচিয়া যাইতে দেখিতে পাই। কিন্তু সকলের সীমা আছে, চির কাল একভাবে কাটাইয়া যাওয়া বিধাতার নিয়ম নহে। কালীয় কর্ত্তৃক যে পর্য্যন্ত রাখাল বালক দিগের জীবন নাশ না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহার নিজ হিংসা বৃত্তির অভিনয় বন্ধ হয় নাই। সেইরূপ প্রকার যখন আমরা সাধু ভক্তের অবমাননা করি—এমন সাধু ভক্ত যাঁহাদের আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যাঁহারা রাখাল বালক দিগের ন্যায় অবস্থায় পড়িয়াছেন, যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বাতাসের এঁটো পাতার ন্যায় অভিমান শূন্য হইয়াছেন, তাঁহারা যখন কাহার দ্বারা নিগৃহীত হন সেই সময়ে ভাব রূপী ভগবান সেই দুবৃত্তের মানস ফনার উপরে যাইয়া দণ্ডায়মান হন। প্রকৃত সাধু, অপমানিত হইলে তিনি কখন প্রতিহিংসা করিতে চাহেন না।

তিনি চুপ করিয়া চলিয়া যান, অত্যাচারী সেই সময় মনেং ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। একবার এইরূপ ভাব মনে কার্য্য করিতে পারিলে তাহার মনে যখনি কোন অসৎ সঙ্কল্পের সূচনা হয় অমনি ভাবরূপী ভগবান কর্ত্তৃক তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনের কুৎসিৎ সঙ্কল্প একে একে দূর হইয়া যায় এবং সাধু ভক্ত সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আজ এক জন কিছু মানে না, যথা ইচ্ছা আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে সেই ব্যক্তি কোন সূত্রে মর্ম্মাহত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে দিন যাপন করে। কালীয় দমন লীলার এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

ভগবান অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে তত্ত্ব পক্ষে অবশ্যই স্বতন্ত্রভাব থাকিবে। মনুষ্যদিগের কার্য্যে সে প্রকার ভাব দেখা যায় না। অবতার এবং মনুষ্যে এই প্রভেদ। রামকৃষ্ণ-দেবকে ভাবে অবতার বলিয়া বুঝা গেল বটে এক্ষণে তাঁহার নরলীলায় দেহ, দেহাত্মা এবং আত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি প্রভু! বল দিন, আপনার তত্ত্ব আপনি ব্যক্ত না করিলে আমি তাহা কোথায় পাইব!

পূর্ব্ব প্রস্তাব মতে ১ম দেহ সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। ১৭৫৬ শকাব্দার ১০ ফাল্গুণ শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় রামকৃষ্ণদেব ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার অন্তঃর্গত কামার পুকুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। রামকৃষ্ণদেব ক্ষুদিরামের তৃতীয় পুত্র।

রামকৃষ্ণদেব খুদিরামের পুত্র বলিয়া যদিও পরিচিত ছিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কথাটা অতিশয় গুরুতর হইল বটে কিন্তু কি করিব। সত্য ঘটনা কখন লুকাইয়া রাখা যায় না বিশেষতঃ তদ্দ্বারা তত্ত্ব পক্ষের দ্বারোদ্ঘাটিত হইবার এক মাত্র উপায়।

যে সময়ে রামকৃষ্ণদেব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন সে সময়ে ক্ষুদিরাম গয়াধামে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। খুদিরাম নিতান্ত নৈষ্ঠিক ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিত। নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ করি-বার নিমিত্ত তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। গয়াধামে অবস্থিতি কালে তিনি গদাধরের নিকটে সর্ব্বক্ষণ ঐ প্রার্থনাই করিতেন। একদিন রজনী অবসান কালে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী নারায়ণ সমক্ষে উদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন, খুদিরাম! আর তুমি চিন্তা করিও না, তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। খুদিরামের পরমানন্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণের মাতা এক দিন বাটীর সন্নিহিত শিবালয়ের নিকটে ধনিও অপর আর একটী প্রতিবেশিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে শিবালয়ের দিক্ হইতে ঘণীভূত বায়ু আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। সকলেই তাহা দেখিল। কেহ মনে করিল যে হয়ত ভূত প্রেত এবং কেহ কোন প্রকার ব্যাধি বায়ুরূপে আশ্রয় করিল ইত্যাকার যাহার যে ভাব প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। খুদিরামের স্ত্রীর পেটের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়াছে একথা সকলেই শ্রবণ করিল। এই দিন হইতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। রাম-কৃষ্ণের মাতার বয়ঃক্রম তখন চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার রামেশ্বর এবং রামকুমার নামক দুবটি উপযুক্ত সন্তান ও কন্যাদিও ছিল। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক দিগের ন্যায় সুচতুরা ছিলেন না। অতিথি দেখিলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। যখন তাঁহার পূর্ণ গর্ভ হইল, সেই সময়ে তাঁহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বলিত যে মাগীর হলো কি! যুবতী কালে যেরূপ ছিল না বুড়ো বয়েসে এমন হইল কেন? এইবার হয়ত মরিয়া যাইবে। এই সময়ে লোকে এই রূপ নানাবিধ কথা বলিত। গর্ভ বলিয়া কেহ

স্বীকার করিত না। উদর স্ফীত দেখিয়া ব্রহ্মদত্তি পাওয়াই সকলের সিদ্ধান্ত ছিল। খুদিরাম বাটীতে আসিয়া সকল কথাই শ্রবণ করিলেন এবং স্ত্রীর অবস্থাও নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া যদিও মনে মনে স্থির করিয়া ছিলেন যে প্রাতঃকালের স্বপ্ন কখন মিথ্যা হইবে না কিন্তু এত শীঘ্র যে তাহা ফলবতী হইবে একথা তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। খুদিরাম ব্যতীত কেহই গর্ভ বিশ্বাস করেন নাই। পরে রামকৃষ্ণদেব ভূমিষ্ট হইলে পুত্র জন্মিতে দেখিয়া যাহার যেরূপ সংস্কার তাহার মুখে সেইরূপই কথা বাহির হইতে লাগিল। কেহ মনে করিলেন যে সাধারণ নিয়মাতীত ভাবে পুত্রাদি হওয়া জীবে সম্ভবেনা। ভগবান যখন অবতার রূপ ধারণ করেন তখন এইরূপ শুনা যায়, শাস্ত্রেও তাহা উল্লেখ আছে। তবে কি ভগবান পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন? কেহ সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। বৃদ্ধির শেষ দশায় বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াও কেহ রটনা করিতে লাগিলেন এবং কেহ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণের এই রূপ জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে অনেকে উপহাস করিতে পারেন অনেকে আমাদের পাগল বলিয়া গণনা করিবেন কিন্তু এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণতত্ত্ব অনুশীলন করিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। পিতা মাতা ব্যতীত সন্তান হয় না ইহা সাধারণ নিয়ম বটে কিন্তু অবতার দিগের পক্ষে সে নিয়ম কোথাও নাই।

যাহার যেমন পূর্ব্ব সংস্কার বাল্য কালে তাহাতে সেই প্রকার আভাষ দেখা যায়। কেহ খেলিতে ভাল বাসে, কেহ পড়িতে চাহে কেহ ঠাকুর দেবতার প্রতি অনুরক্ত হয় কেহ বা চুরি করিতে অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়। রামকৃষ্ণ দেব অন্য ক্রীড়া জানিতেন না তিনি নিজে ঠাকুর হইতে চাহিতেন। পাড়ার ছেলেদের সহিত মাঠে কিম্বা নির্জ্জন উদ্যানে গমন পূর্ব্বক কখন কৃষ্ণলীলা কখন রামলীলা কখন বা গৌরাঙ্গলীলা করিতেন। এই লীলা খেলার সময়ে তিনি কখন কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা শুনিতেন তাহাই তাঁহার স্মরণ থাকিত। তিনি যখন গান করিতেন তখন সকলকে উন্মাদ উন্মাদিনী করিয়া তুলিতেন। ঠাকুর বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক তত্ত্ব দর্শী লোকেরা জানিতেন।

কামারপুকুরে লাহা উপাধি বিশিষ্ট এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের অতিথি শালা ছিল এখনও আছে কি না জানিনা। তথায় বহুবিধ সাধু সান্তেরা গমনাগমন করিতেন। এই সাধুরা রামকৃষ্ণকে চন্দন তিলকাদির দ্বারা সাজাইয়া রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনন্দে ভোজন করাইয়া তাঁহারা সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন। লাহা বাবুদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী ক্ষীর সর নবনী প্রস্তুত করিয়া অগ্রে রামকৃষ্ণকে না খাওয়াইতে পারিলে তাঁহার অতিশয় চিত্ত চাঞ্চল্য হইত এবং তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন রামকৃষ্ণ! তোকে ঠাকুর বলিতে ইচ্ছা যায় কেন? রামকৃষ্ণ হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

রামকৃষ্ণদেবের বাল্য খেলার তাৎপর্য্যের দ্বারা তাঁহাকে সাধারণ জীব বলিয়া কখন বুঝা যায় না। যে হেতু ভগবানের লীলা খেলা করা বালক বুদ্ধির অতীত। কোন কোন বালকের ঐশ্বরীক তত্ত্ব বিষয়ে মতি গতি থাকে বটে কিন্তু এ প্রকার নহে। বিশেষতঃ সাধু মহাত্মারা রামকৃষ্ণের ন্যায় কোন্ বালকের বেশ ভূষা ও তাহাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন? অতএব রামকৃষ্ণদেব সাধারণ বালক ছিলেন না।

রামকৃষ্ণদেবকে যখন খুদিরাম পাঠশালায় প্রেরণ করেন তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, লেখা পড়া শিখিয়া কি করিব? বিদ্যা শিক্ষা করা চাল কলার জন্য সে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় নিয়মিত শিক্ষা করিতেন না। লেখা পড়া শিক্ষা না করিবার হেতু তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "যে লেখা পড়ায় চাল কলা লাভ হয় তাহা আমি

শিখিব না।" বর্ত্তমান কালে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যালাভ করা হয়, যদিও আমাদের শিক্ষা প্রণালীতে মানসিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ব্যবস্থা আছে কিন্ত অর্থকরী বিদ্যার অধিক সংস্রব থাকায় তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সুবিধা হয় না। মানসিক উন্নতি হইলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা একেবারেই স্বীকার করা যায় না। বরং সে পথের বিঘ্ন ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। মনের উপরে সংস্কার রূপ আবরণ পতিত হইলে সে মনের অন্য কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না।

কাঞ্চন, ঈশ্বর পথের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত বিশেষ তাহা পরে তিনিই বিশেষ রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ বিদ্যায় লোককে অভিমানী করে, বাচাল করে, মাৎসর্য্যের মূর্ত্তি বিশেষে পরিণত করে, সুতরাং সে বিদ্যায় ভগবান পথের অধিকারী হওয়া যায় না; তিনি লেখা পড়া না শিখিয়া এই শিক্ষা তত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

যদিও তিনি অর্থকরী বিদ্যার বিরোধী ছিলেন সে জন্য এমন কথা কেহ না মনে করেন যে তিনি সকলকে মূর্খ হইতেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, শিক্ষা না করিলে বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না এবং শিখিবার কাল নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সখি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। এ কথা বলিবার হেতু কি? তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে সকলের বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। অর্থকরী বিদ্যায় বুদ্ধির বিকৃতি জন্মায়, অতএব সেই বিদ্যা ত্যজনীয়। যে বিদ্যায় বুদ্ধির উৎকর্ষ্য সাধিত হয়, যে বুদ্ধি ভগবানের দিকে ধাবিত করে সেই বিদ্যা সেইব্রহ্ম বিদ্যা আজীবন কাল শিক্ষা করাই প্রত্যেক নর নারীর কর্ত্তব্য।

যদিও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার অপকৃষ্টতা দেখাইয়াছেন বটে কিন্ত তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অকর্ত্তব্য এবং মহাপাপ এরূপ ভাব তিনি প্রকটিত করেন নাই। আমাদের দেশে সন্ন্যাস ভাব অতিশয় প্রবল। কাহারও মনে ভগবান তত্বের ভাব সঞ্চার হইবামাত্র তিনি গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে এই সংস্কার সর্ব্বত্রে প্রবল দেখা যায়। রামকৃষ্ণদেব এই ভাব অনুমোদন করা দূরে থাক্ তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কমণ্ডলু লওয়া গৈরিক পরিধান করা, লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আত্ম সুখ ভোগ করা সন্ন্যাসের অভিপ্রায় নহে। ভগবানের জন্য যাহার মন ধাবিত হয় সর্ব্ব বিষয়ে তাহার ঔদাস্য জন্মে। অর্থাৎ অবস্থায় তাহাকে যখন যে ভাবে লইয়া যায় তাহাই প্রকৃত ভাবের কথা। সেরূপ সন্ন্যাস বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব দিনকয়েক রাসমণির ঠাকুর বাটীতে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অবস্থা হইতেই তাঁহার অবস্থান্তর হয় সুতরাং আর তিনি পূজাদি করিতেন না। যখন এইরূপ অবস্থা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যাবজ্জীবন দৈহিক ব্যয়াদি মন্দির হইতে সঙ্কুলান হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা যেমন অর্থের দাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই তিনি সেরূপ ছিলেন না। যাহার যত অর্থ হউক, রাজা হউন সম্রাট হউন আর ভিখারী হউন, কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। আরও হউক আরও হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সকলকেই ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়। রামকৃষ্ণদেবের অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রকার ভাব দেখা যায় না। কলিকাতার শম্ভুচরণ মল্লিক বলিয়া এক জন ধনী ব্যক্তি রামকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞায় তিনি সকল কার্য্য করিতেন। রাসমণির কালী বাটীর নিকটে শম্ভু মল্লিকেরও এক খানি অতি রমণীয় উদ্যান ছিল এবং অদ্যাপি আছে। এই উদ্যানে রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন এবং ইচ্ছা ছিল কিন্ত রামকৃষ্ণদেব সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। শম্ভু মল্লিক মনে করিয়াছিলেন যে ঠাকুরের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন

কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। এই কথা রামকৃষ্ণদেবকে বলিলে তিনি বলিতেন 'চলিয়া যাইতেছে আবার নূতন ব্যবস্থা কেন'? রাসমণির জামাতা মথুর বাবু রামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পর এক দিন গোপনে বলিয়াছিলেন যে "বাবা দিন দিন আমার যেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে আর অধিক দিন বিষয় কার্য্যাদি দেখিতে পারিব না ইহার পরে হয় ত ছেলেদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ে তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখি। রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মথুর! কালীর ইচ্ছায় সকলি হয় জানিয়া শুনিয়া তুমি পরিশেষে এই কথা কহিলে? কালীর ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে। তুমি কখনও এমন কথা আমায় বলিও না।"

মথুর বাবু যত দিন জীবিত ছিলেন, রামকৃষ্ণদেব তত দিন প্রতি মাসে কখন কখন দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। মথুর বাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। শুনিয়াছি কীর্ত্তন, যাত্রা কিম্বা চণ্ডীর গান শুনিতে বসিলে রামকৃষ্ণদেবের সমক্ষে রূপার থালা পূর্ণ করিয়া টাকা রাখা হইত, তিনি যখনই গীত শুনিয়া প্রীতির ভাব প্রকাশ করিতেন তখনই তাহাদিগকে অঞ্জলি পূর্ব্বক টাকা দেওয়া হইত। মথুর বাবু রামকৃষ্ণদেবের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট বারাণসী চেলী প্রদান করিতেন সেই সকল সামগ্রী তিনি কীর্ত্তনীয়দিগকে প্রদান করিতে বলিতেন। মথুর বাবুর পরলোক যাত্রার সহিত রামকৃষ্ণদেবের সেই আর্থিক সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং সে সংসার হইতে আর সেরূপ কাহাকে টাকা দিতে পারিতেন না। এক দিন রামকৃষ্ণদেবের বিছানার ছেঁড়া চাদর দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক বড় বাজারের মাড়োয়ারি কহিয়াছিলেন 'মহাশয়! আমাদের দেশের রীতি এই যে, সাধু শান্তদিগের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ধনীরা অর্থ দিয়া থাকেন। অর্থ ভিন্ন কাহারও এক দিন চলে না, কিন্তু সাধুকে অর্থ অর্থ করিয়া যদ্যপি চিন্তা করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার মন ভগবানে থাকিতে পারে না। অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে আপনার নামে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ লিখিয়া দিই। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে, টাকার কোন প্রয়োজন নাই। ঠাকুর বাড়ী হইতে আমার চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন যে 'আপনার বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহারা এ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় নাই। অতএব পরে শ্রদ্ধা করিয়া কখন দিবে সে প্রত্যাশায় না থাকিয়া আপনার নিজের টাকা হইতে অভাব মোচন করা যুক্তিসিদ্ধ এবং সুবিধা। গৃহস্থের মনের অবস্থা কখন কিরূপ থাকে, ঠিক নাই অতএব আপনি আদেশ করুন আমি কল্যই টাকা গুলি লইয়া আসি। যেহেতু শুভ কার্য্যের অশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ? তুমি কি জান না যে অর্থের সম্বন্ধ থাকিলে পরমার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়? লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন 'সে কথা জীবের পক্ষে বটে কিন্তু আপনার তাহাতে দোষ হইবে না। লক্ষ্মীনারায়ণ কিরূপে জানিবেন যে জীব শিক্ষার জন্য রামকৃষ্ণদেব অভিনয় করিতেছেন, তিনি পুনরায় কহিলেন, 'যদ্যপি আপনার নামে না হয় হৃদয়ের নামে লিখিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে তাহাকে বেনামী বলে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কপটতা আর কি হইবে? আমি সাধু সাজিয়া জগতে কাঞ্চন ত্যাগী বলিয়া প্রকটিত হইলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার টাকা বেনামী করিয়া রাখিলাম, ইচ্ছামতে আমি তাহা খরচ করিব। তুমি পণ্ডিত হইয়া আমায় এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যের কেবল পরামর্শ নহে—প্রলোভন জন্মাইতেছ। তোমায় জোড় হাত করিয়া মিনতি করিতেছি এমন কথা আর বলিও না। লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাতেও শুনিলেন না। তিনি অতঃপর জোর করিয়া বলিলেন মহাশয়! আমি যখন দশ হাজার টাকা আপনাকে প্রদান করিব মনে

করিয়াছি তখন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। সে টাকা আপনার, আমার আর তাহাতে কোন অধিকার নাই। আপনাকে আমি দিয়া যাইব, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণের কথা সমাধা হইতে না হইতে অমনি রামকৃষ্ণদেব সিংহনাদে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন—মা! এরূপ হীন বুদ্ধির লোক আনিয়া কেন আমায় যন্ত্রণা দাও। যাহারা তোমার পাদপদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে চাহে, যাহারা তোমায় স্থান চ্যুত করিয়া ছার কাঞ্চন বসাইতে চাহে তাহাদিগকে এখনি দূর করিয়া দাও। যেন তাহাদিগকে আর আমায় দেখিতে না হয়। তাহাদের দেখিলে তোমায় হারাণ ভাব উদ্দীপন হইয়া আমাকে অন্যমনা করিয়া ফেলিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ এতক্ষণ রামকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত রোদন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র অমনি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কাঞ্চনের সম্বন্ধ যেরূপে রাখিয়াছিলেন তৎ পথাবলম্বী প্রত্যেক নরনারীর সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন যেরূপ এক মাঠের জল সাঁকো দিয়া অপর মাঠে যায় সাঁকোর ভিতরে জল জমিয়া থাকে না, সেইরূপ টাকা যেমন আসিবে অমনি ব্যয় করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কিছু সঞ্চয় হইলেই সর্ব্বনাশ। ইহার পক্ষ বিপক্ষ অনেক বিচার আছে, তাহা সময়ান্তরে আলোচনার বিষয়।

রামকৃষ্ণদেবের অর্থ সম্বন্ধের তাৎপর্য্য এই যে দুই বেলা দুই মুঠা না হইলে দেহ রক্ষা হয় না। অতএব তাহার সংস্থান করিয়া ভগবানে মন সংলগ্ন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যাহার পরিবার আছে তাহাদেরও ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি নিজে সে বিষয়ে ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে শব সাধনার সময়ে চাল কড়াই ভাজার প্রয়োজন হয়। শব মধ্যে মধ্যে হাঁ করে সেই সময় সাধক বাম হস্তের দ্বারা শবের মুখে চাল ভাজা দিয়া থাকে। যখন সংসার রূপ শবের বক্ষে বসিয়া আমাদের সাধন করিতে হইবে তখন সে যখন যাহার জন্ম হাঁ করিবে তখন তাহাকে তাহা না দিলে সে সাধন ভ্রষ্ট করিয়া দিবে। অতএব যে কেহ ঈশ্বরারাধনা করিতে চাহেন তাহাকে সর্ব্বাগ্রে খাবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সংসারকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তবে সে আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দিবে। পিতা মাতা, পুত্রের নিকটে যাহা আশা করেন তাহাদের তাহা পূর্ণ করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্র, যাহা আশা করে তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে, সমাজ যাহা আশা করেন তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যক্রম ব্যক্তির সাধনভজন সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে। কথাটা নিতান্ত গুরুতর কিন্তু তাহা বলিলে কি হইবে। মোটের উপর তাৎপর্য্য এই যে অর্থের সহিত আত্ম সম্বন্ধে স্থাপন না করাই রামকৃষ্ণদেবের অর্থোপার্জ্জন তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

দৈহিক তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ কামিনী। কামিনী বলিলে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি স্ত্রী পুত্রাদি সমুদায় বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন তাহা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি।

বাল্যকালেই তাঁহার পিতা পরলোক যাত্রা করেন সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। মাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। রামকৃষ্ণদেব যখন রাসমনির কালী বাটীতে কার্য্যকরিতেন সে সময় এবং তাহার পরেও তাঁহার মাতা প্রায় নিকটেই থাকিতেন। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নি ভাগিনের ইত্যাদি সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিশোর কালাতে তিনি পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাধারণ ব্যক্তিরা যেরূপে কামিনী লইয়া অবস্থিতি করেন তাঁহাকে সেরূপভাবে দেখা যায় নাই। তিনি পাত্র বিচার করিয়া সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহাদি করিতেন। সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি

করিতেন না। দেশের লোকেরা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহাদেরও বিশেষ যত্ন করিতেন।

বিবাহের পর আর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যদিও সময়ে সময়ে শ্বশুরালয়ে গমন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইত কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। যখন যুবাকালে পতিত হন সে সময়ে তাঁহার আর বাহ্য জগতে দৃষ্টি ছিল না। তিনি সর্ব্বদা ঐশ্বরিক ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন. সে সময়ে তিনি কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না, এমন কি তাঁহার নিজের দেহের প্রতিও দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজে আহার করিতে পারিতেন না, এবং শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ করিবার সময়ও বুঝিতেন না। ফলে সকলের সহিত তাঁহার দৈহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ত্র মতে পূজাদি করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে স্ত্রীকে আমরা যেরূপ মনে করি তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহাকে মাতৃস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকেই তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিতেন যে মেছুয়া বাজারের বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে আমার অবিদ্যা মা দণ্ডায়মান থাকেন এবং গৃহস্থের অন্তঃপুরে ঘোম্‌টা দিয়া আমার বিদ্যা মা অবস্থিতি করেন। স্ত্রীজাতিতে যখন মাতৃভাব উপস্থিত হইয়াছিল তখন তাঁহার স্ত্রীতেঅপর ভাব থাকা সম্ভব নহে। তিনি বলিতেন যে, একদিন গণেশ ভগবতীর ললাট দেশে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা! তোমার কপাল কাটিয়াছে কেন। ভগবতী কহিলেন, বাছা একটি দুরন্ত ছেলে ইট মারিয়া বিড়ালের কপাল কাটিয়া দিয়াছে। আমি সর্ব্বত্রে প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিয়া থাকি, সুতরাং বিড়ালকে আঘাৎ করায় আমারই নিগ্রহ করা হইয়াছে। গণেশ এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে তাহা হইলে সকলেই আমার মা সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবও এই গণেশ ভাবে সকলকেই মাতৃ জ্ঞান করিতেন।

কামিনী সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তদ্বারা আমরা কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব?

মাতা পিতা ভাই ভগ্নি প্রতিবাসী যে কেহ হউন সকলকে সাধ্য মত শ্রদ্ধা ভক্তি, সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীসম্বন্ধে তিনি যে ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেব তবে কিজন্য স্ত্রীকে মাতৃস্থানে উপবেশন করাইয়া অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিয়া যাইলেন?

অতি ঘোরতর সময় আসিয়াছে। কালের প্রভাপে সকলেই হীন বীর্য্য, মস্তিষ্ক চালনা ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। কোন মতে শারিরীক এবং মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা উদরান্নের সংস্থাপন করিতে পারিলে সকল কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়। কোন কার্য্য না থাকিলে কামিনী চিন্তাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, সুতরাং আমাদের সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ব্যক্তির নিকটে কোন বিঘ্ন বাধা স্থান পায় না, কোন সম্বন্ধ স্থান পায় না। যে স্থানে মাতৃ সম্বন্ধ থাকে, যাহাকে একবার মা বলিয়া সম্বোধন করা যায়, তাহার প্রতি ভাবান্তর আসা যারপর নাই বিরল। যে কেহ তাহার বিপর্য্যয় করে সে ব্যক্তিকে মনুষ্য শ্রেণীতে গণনা করা যায় না। সে ব্যক্তিকে মনুষ্যাকারে গর্দ্দভ বা শৃগাল ও কুকুর বিশেষ বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

আমরা কামিনী ভাবে কত দূর বিকৃত হইয়াছি, তাহা আমরা আপনাপনি আপনাদের দৈনিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব। রাজপথে স্ত্রীলোক দেখিলে আর আমাদের ধৈর্য্য মানে না, গঙ্গাস্নান করিতে যাইলে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টি নাই, এমন

ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে গমন করিলে তাঁহাদের দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার নিমিত্ত অনেকে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং কোন ২ বাবু বায়ু সেবনের ভান করিয়া গঙ্গাতীরে পদশ্চালনা করিয়া থাকেন। এই রূপ ঘটনা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই প্রত্যেক স্থানে দর্শন করিতেছেন। স্ত্রী সম্ভোগ অন্যান্য সুখভোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বত্রে কথিত হয় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া কি একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে? স্ত্রী সহবাসে সুখোৎপাদন হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জগতে প্রত্যেক কার্য্য পরস্পর বিনিময়ে চলিতেছে। কোন সামগ্রীর প্রয়োজন হইলে তাহার বিনিময়ে আমাদের অবশ্যই কিছু প্রদান করিতে হয়। তেমনি কামিনী সম্ভোগের বিনিময়ে আর্থিক বিনিময় দূরে থাকুক পরমার্থ ধনের সহিত বিনীময় হয়। যাহাদের মনে সর্ব্বদা পরদার গমন রূপ স্পৃহা বলবতী থাকে, স্ত্রী দেখিলে বা কোন স্থানে তাঁহারা আছেন জানিতে পারিলে তাহাদের মন একেবারে সেই দিকে ধাবিত হইয়া যায়, সুতরাং সে মনে আর কোন কর্ম্ম হইতে পারে না। মনের যদ্যপি এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার সমক্ষে আপন পরিজনেরাও দাঁড়াইতে পারে না। মন অধোগামী হইলে আর সেই ব্যক্তির মনুষ্য জন্মে মনুষ্যোচিত কার্য্য না হইয়া বাস্তবিকই পশুভাবে পশুক্রিয়া দ্বারা জীবনাতিবাহিত হইয়া যায়।

কামিনীভাবে কলুষিত মন বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয় অন্ধকারাবৃত, মরুভূমি প্রায়। বাহিরের চাকচিক্যতা, হাসি খুসি, সম্পূর্ণ বাহিরের কথা কিন্তু সংস্কার. অতিশয় ভয়ানক ব্যাপার; জানিয়া শুনিয়া, প্রাণে প্রাণে, অন্তরে অন্তরে, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই।

এই ভাব আমাদের এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তাহা জীবনের অবশ্য সম্ভোগের বিষয় বলিয়া এতদূর বুঝিয়াছি যে বালক বালিকাদিগকে সেই ব্রতে ব্রতী না করিতে পারিলে দুরদৃষ্ট বলিয়া শোক করিয়া থাকি। সকলের সংস্কার এই, তাহা যাইবার নহে।

রামকৃষ্ণ দেব সেইজন্য বিবাহ করিয়া স্ত্রী নিকটে রাখিয়া তাঁহার সহিত স্ত্রী সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে এই জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে স্ত্রী নিকটে থাকিলে পশু ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আবার ভাবান্তরে রাখিয়া দিনযাপন করা কঠিন কথা নহে। এক ব্যক্তির নিকটে মাতা ও স্ত্রী বসিয়া আছে। মাতা ও স্ত্রীলোক, স্ত্রীও স্ত্রীলোক কিন্তু মাতার প্রতি এক প্রকার ভাব এবং স্ত্রীর প্রতি আর এক ভাব, এ স্থানে কেবল ভাবেরই কার্য্য দেখা যাইতেছে। এই ভাব মনের আশ্রয়ীভূত। অতএব যদ্যপি মানসিক শক্তি লাভ হয় তাহা হইলে কার্য্য ক্ষেত্রে সে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

কথিত হইয়াছে যে পরস্পর বিনিময়ে কার্য্য হয়, স্ত্রী গমনে শোণিত বিনিময় হয়। তদ্বারা ক্রমে হীন বীর্য্য হইয়া সাধারণ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য আসিয়া অধিকার করে। মস্তিষ্কের বল-হীন হইলে পার্থিব কার্য্যেই অপটু হইতে হয়, পরমার্থ চিন্তা করিবে কে? অন্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সাংসারিক বিষয় চিন্তা করিতে যখন শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না, সম্বাদ পত্র পাঠ করিতে যখন মাথাধরে তখন অনন্ত বিশ্বপতির চিন্তা, তাঁহার ভাব ধারণা করিতে কি সেই বীর্য্যহীন মস্তিষ্ক কখন সমর্থ হয়?

যাহার পরমার্থ] চিন্তার প্রয়োজন, যাহার মনুষ্যোচিত অবস্থালাভ করিবার প্রয়োজন তাহার হীনবীর্য্য হওয়া কখন কর্ত্তব্যনহে। হীনবীর্য্য হইলে, কোন কার্য্যই হয় না, কেহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না, একেবারে কাপুরুষ, পুরুষাধম হইয়া যাইতে হয়। আমরা বাঙ্গালী জাতি তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। পৃথিবী বক্ষে এমন হীনবীর্য্য জাতি আর দ্বিতীয় নাই। শৌর্য্য বীর্য্যশালী দিব্যাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি কি বাঙ্গালীর ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়? কেন দেখিতে

পাওয়া যায় না ? বালকের মস্তিষ্ক সুপক্ক ও সুবিস্তীর্ণ না হইতেই তাহাকে বীর্য্যহীন করিবার নিমিত্ত, তাহাকে চিররুগ্ন করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক চালনা হইতে তাহাকে বিরত রাখিবার নিমিত্ত পশুবৎ আহার বিহারাদি কার্য্যে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঢাক ঢোল বাজাইয়া উদ্বাহ শৃঙ্খলে তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়া থাকি। আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু এদেশ ছার খার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ডায়াবিটিস্ নাই এমন লোক অতি বিরল, ধাতু-দৌর্ব্বল্য নাই এমন লোক অতি বিরল, মস্তিষ্কের পীড়া, দৃষ্টিহীনতা, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য রোগ সকলের সঙ্গের সাথী হইয়া আসিতেছে। শরীর রুগ্ন, মন ভগ্ন, মনুষ্যের আর মনুষ্যত্ব কোথায় ? এই সমূহ বিপদের পরিত্রাতা রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া কামিনী তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন আমি ষোল আনা বলিলে এক আনা যদ্যপি কেহ কার্য্যে করিতে পারে তাহা হইলেও যথেষ্ট কল্যাণ হইবে।

স্ত্রীকে মাতৃভাবে জ্ঞান করিয়া রামকৃষ্ণদেব আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যুবাকাল পর্য্যন্ত কামিনী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলে পাছে বিভীষিকায় পতিত হয়, বিশেষতঃ তাহার প্রচুর প্রলোভনও রহিয়াছে সেই জন্য তিনি স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব শিক্ষা করিবার ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদ্যপি বাল্যকাল হইতে স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে, সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইলে কখন কাহার পদস্খলন হইতে পারে না। শিক্ষার দ্বারা অবশ্যই সুফল ফলে তাহার অনন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। রামকৃষ্ণদেবের কামিনী সম্বন্ধে তাৎপর্য্য এই যে সামর্থলাভ করিয়া, মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলে মনুষ্যজন্মের সাফল্য হয়। তিনি তজ্জন্য বলিতেন যে, যে প্রকার, কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে হস্তে তৈল মাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কাঁঠালের আঠা ধরিতে পারে না। সেই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কোন দোষ হয় না। কিম্বা যে প্রকার, যত দিন কোন গাছ ছোট থাকে ততদিন তাহাকে বেড়া দিয়া না রাখিলে ছাগল গরুতে পাতা খাইয়া ফেলিলে তাহাকে বাড়িতে দেয় না। গাছ বড় হইয়া যাইলে তাহাতে তখন হাতি বাঁধা সাজে। সেই প্রকার ছাগল গরু রূপ কামিনী তরুণ বৃক্ষরূপ বালকের নব পল্লব রূপ মানসিক বৃত্তি মুহুর্মুহু ছেদিত হইলে নির্য্যাসরূপ শুক্র পতনে বৃক্ষের শুষ্কতার ন্যায় সাধারণ দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা ধূলাপড়া মন্ত্র না শিক্ষা করিলে কেহ সাপ ধরিতে পারে না। ধূলাপড়া জানিলে সর্প ধরা দূরে থাকুক সাতটা সাপ গলায় জড়াইয়া যাইতে পারে। সেই প্রকার আত্মজ্ঞান রূপ ধূলাপড়া শিক্ষা করিয়া কামিনীর সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহার কখন অকল্যান হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, রামকৃষ্ণদেব কি বাস্তবিক জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন ? কিন্তু সে কথা সহসা বিশ্বাস হওয়া যার পর নাই কঠিন। কারণ আমাদের যে প্রকার সংস্কার তাহাতে কামিনী ত্যাগ করা অসম্ভব কথা। যদিও আমরা চিরসন্ন্যাসী দেখিতে পাই কিন্তু ভিতরের ব্যাপার কে জানে ? অনেক স্থলে অনেক প্রকার কথা শ্রবণ করাও যায়। এক স্থলে কাহারও কামিনী গমন হয় নাই বলিয়া স্বীকার করিলেও কামিনীদিগের সহিত বাক্যালাপ, সর্ব্বক্ষণ কথোপকথন, তাহাদের কর্ত্তৃক সেবাদি গ্রহণ করিলে মনের অবস্থা কি হয়, তাহা প্রভুর উপদেশের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিতেন,

কাজল কি ঘরমে কেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর্ লাগে।
যুবতিকী সাৎমে, কেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া কাম যাগে পর্ যাগে॥

এস্থলে তিনি যে নিজে জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ?

রামকৃষ্ণদেব কস্মীনকালে যুবাবস্থায় স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখেন নাই। বলা হইয়াছে যে এমন কি তাঁহার স্ত্রীর মুখাবলোকন ও করেন নাই, এবং যে সময়ে তাঁহার নিকট সর্ব্ব প্রথম গমন করেন সে সময়ে তাঁহাকে ষোড়শী রূপে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব জ্ঞাত হইবার জন্য অনেক বার অনেকে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একবার ঠাকুর বাটীর লোকেরা কোন বারাঙ্গনাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া ছিল। এই স্ত্রীলোক উপর্য্যুপরি কয়েক দিন তাহার মোহিনী জাল বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। রামকৃষ্ণদেব কৃতাঞ্জলী পুটে বলিয়াছিলেন, দেখ তুমি আমার আনন্দময়ী মা আমি তোমার সন্তান। বারাঙ্গনা কোন মতে না শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে বার বার উৎত্যক্ত করে। তিনি তদনন্তর সিংহনাদে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তদ্দর্শনে সে প্রাণভয়ে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় দুইজন স্ত্রীলোক কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কেহই নিকটে ছিলেন না। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তাহারা একেবারে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করে। তিনি ভয়ে মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক দ্বয় নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা তাঁহার মনমোহন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কাহার মন হরণ করিবে? কামোদ্দীপন করিবার জন্ত তাহারা নানাবিধ বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি মা আনন্দময়ী রক্ষা কর বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি অবসান হইবার পর দেখিলেন যে তাহারা চরণে পতিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে ভীষণাবস্থায় নিপতিত করিয়া জীতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

সেই সময়ে মেছুয়া বাজারে লছমী বাই নাম্নী একজন সুচতুরা বারাঙ্গনা ছিল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সে সময়ে পূর্ণ যুবা। বারাঙ্গনার গৃহে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া ভদ্রলোক তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন। লছমী প্রায় ১৫।১৬টি পূর্ণ যুবতীকে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় বসাইয়া এবং গৃহটিও সুগন্ধী দ্রব্যের দ্বারা সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে যে মোহিনীর ফাঁদে মহা মহা যোগি মহা মহা ঋষি পতিত হইয়াছিলেন, যে মোহিনী মুর্ত্তি দর্শন করিয়া চির কুমার মহা তাপস, বীর্য্যবান, শঙ্করাচার্য্য টলটলায়মান হইয়াছিলেন, যে মোহিনীর রূপ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ পরাশরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, অদ্য সেই মোহিনী মুর্ত্তির বাজার বসাইয়াছি। এই মনে করিয়া লছমী রামকৃষ্ণদেবের চিত্ত হরণ করিবার নিমিত্ত বিবিধমতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, সে সকল কথা আপনারা বুঝিয়া লউন। রামকৃষ্ণদেব গৃহে প্রবেশ করিয়াই কৃতাঞ্জলী পুটে ভুমিষ্ট হইয়া সকলকে মা আনন্দময়ী বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে মধ্যস্থানে উপবেশন করিতে দেখিয়া বারাঙ্গনারা ভাবিল যে এইবার আর কোথায় পলাইবে? আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি, আমরা অনেক ভদ্রলোক দেখিয়াছি, আমরা বহুবিধ সভ্য মহাত্মাকে দেখিয়াছি সে হিসাবে ইঁহাকে অতি সামান্য, ক্ষুদ্রতম বলিলেও বলা যায়। বাবু নিতান্ত মূর্খ। এঁর সহিত সংগ্রাম করিতে এত আয়োজন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক মশা মারিতে কামান পাতা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব সকলের দিকে একবার একবার চাহিয়া দেখিলেন এবং প্রত্যেককে মা আনন্দময়ী বলিতে বলিতে প্রেমে জিহ্বা জড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন লছমী চক্ষের ভঙ্গী দ্বারা—বা সাধুজী! এই যে তোমার লাল পানিও চলে। রামকৃষ্ণদেব যে কি পানি সেবন করিতেন তাহা বারাঙ্গনারা কেমন করিয়া বুঝিবে? লছমী উলঙ্গ হইয়া যেমন বাহু প্রসারণ করিল রামকৃষ্ণদেব অমনি কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে কালী কালী বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতী নির্গত হইতে লাগিল

সেই জ্যোতী দর্শন পূর্ব্বক বারাঙ্গনারা ভীতা হইয়া নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কেহ জল আনিতে ছুটিল, কেহ কৃতাঞ্জলি পুটে গলায় অঞ্চলাগ্রভাগে প্রদান পূর্ব্বক চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল, কেহ অজ্ঞান কৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। লছমী অবাক হইয়া তাঁহার চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক রোদন করিতে ২ বলিল প্রভু! আমি অবলা কিছুই জানি না, কিন্তু বারাঙ্গনা হইয়া সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া ছার চতুরালী শিক্ষা করিয়াছি। যাহাদের লইয়া আমরা ক্রীড়া করি সেই বারাঙ্গনা প্রিয় হীন চেতা দিগকে আদর্শ জ্ঞান পূর্ব্বক সমুদয় জগতের লোককে সেই চক্ষে দেখি, এবং সেই জ্ঞানে সকলকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। প্রভু! কখন বারাঙ্গনার ভাগ্যে এ প্রকার ঘটনা হয় নাই। কেহ এ পর্য্যন্ত এমন অবস্থায় পড়ে নাই। কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? আমরা জানি প্রভু! যে আমাদের জন্য জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধনী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সভ্য, অসভ্য সকলেই লালায়িত। সুবিধা হয় না, সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না সেই জন্য তাহারা নিকটে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পথে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। লোক লজ্জার নিমিত্ত অনেকে কৌশল পূর্ব্বক গাড়ির ভিতর আপনাকে লুকাইয়া দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করে। অতি সভ্য যিনি তিনি কখন পত্রের দ্বারা আমাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া থাকেন এবং কখন কুলবধুর ন্যায় আবদ্ধ শকটাদি দ্বারা আসিয়া মিলিত হন। এই অবস্থায় কেমন করিয়া আপনাকে বুঝিব। প্রভু! আপনি দয়াময়, পতিত পাবন। তাহা না হইলে বাবুর কি সাধ্য যে আপনাকে আমাদের দ্বারা পরীক্ষার নিমিত্ত আনিতে পারেন। ইহা আপনার কৌশল। প্রভুর নিকটে আমাদের যাইবার ক্ষমতা নাই, সেই জন্য কৌশল পূর্ব্বক অনাথিনী, বারবিলাসিনীদিগকে আপনি আসিয়া কৃতার্থ করিলেন। আপনি পতিত পাবন না হইলে, এই পতিতাদিগের মুখের দিকে আর কে চাহিত? আমরা প্রভু! প্রাণে প্রাণে জানি যে আমাদের ন্যায় মহাপাতকিনী আর সৃষ্টিতে দ্বিতীয় কেহ নাই। আমাদের ইহকাল যেমন তমোময় পরকালও তদ্রূপ সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। আমাদের কেহ নাই! কেহ নাই! কেহ নাই! দীনবন্ধু! আপনি পাতকীর ত্রাণকর্ত্তা! তাহা না হইলে হৃদয় ভেদ করিয়া একথা বাহির হইতেছে কেন? প্রভু! কি বলিয়া আপনাকে ডাকিব, কি ব'লয়া আপনাকে ডাকিলে প্রাণের কথা বাহির হয় তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াময় আমাদের অপরাধের সীমা নাই, পরিমাণ নাই সে জন্য নরকেও স্থান নাই। কিন্তু আপনার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি তাহার জন্য যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা ভাবিতে পারি না। বলুন প্রভু! বলুন! আমরা আপনাকে কি রূপে বুঝিব! বুঝাইলেন তবে বুঝিতেছি। যাহা হয় হউক, যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে, আয় সকলে মিলিয়া চরণে পতিত হই। আয় সকলে মিলিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আয় সকলে মিলিয়া রামকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় লই। এই বলিয়া লছমী রামকৃষ্ণদেবের চরণ ধারণ করিল। ধন্য লছমী! ধন্য তোরা! প্রভুর চরণ লাভ করা সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। বাস্তবিক বলিয়াছিস্ যে প্রভু আমার পতিত পাবন। যে আপনাকে পতিত মনে করে সেই প্রভুর বিমলচরণ ছায়া প্রাপ্ত হইবার একমাত্র অধিকারী। এই ভাবের দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে যাবৎ মনের বলাধান না হয়, যাবৎ মন আপনার আয়ত্বাধীনে না আইসে, যাবৎ মনের ছলনায় আমরা বিচালিত এবং পরিচালিত হই, তাবৎ কামিনী সম্বন্ধ হওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

রামকৃষ্ণদেবের জীবনতত্বে যে প্রকার দৈহিক বা কামিনীকাঞ্চনের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেল দেহাত্মা বা সাধন পক্ষেও সেই প্রকার অতি অপূর্ব্বতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সাধনের নাম দেহাত্মা বলা হইল কেন? যে পর্য্যন্ত কেহ দৈহিক ভাবে

অবস্থিতি করেন সে পর্য্যন্তদেহেরই পূজা করিয়া থাকে। দেহের সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই কামিনীকাঞ্চনের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। দৈহিক ভাব চিরকাল থাকিলে কামিনীকাঞ্চন তাহাও চিরকাল থাকিবেই থাকিবে। আশ্রয় ভিন্ন মন থাকিতে পারে না একথা আমরা সকলেই অনুধাবন করিতে পারি।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় কথিত হইয়াছে যে আমরা দেহ এবং আত্মার যৌগিক বিশেষ। আত্মা যত দিন দৈহিকভাবে জড়িভূত হইয়া থাকেন ততদিন দৈহিক কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হন না। যখন তাঁহার স্ব স্বরূপে অর্থাৎ পরমাত্মাতে যাইবার অভিপ্রায় হয় তখন দৈহিক ভাবের ক্রীড়ায় আর আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। এই অবস্থায় নর নারীকে মুমুক্ষু বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। মুমুক্ষু জীবেরা বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কামিনীকাঞ্চণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করেন এই কার্য্যকে সাধন কহে। দেহাত্মা বলিলে সাধনাবস্থা অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ অথবা তাহার নিগ্রহ করিবার ভাব বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণতত্ত্বে এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা করিবার অ'ছে তদ্বিষয়ে এক্ষণে মনোনিবেশ করিতেছি।

কথিত হইল দেহাত্মাভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিলে আত্মা সাক্ষাৎ বা ভগবানের দর্শন করিবার নিমিত্ত যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ সাধনের কথা হইতেছে।

রামকৃষ্ণদেবের সাধনাদি আলোচনা করিতে যাইলে আমাদিগকে অজ্ঞান হইতে হয়। অনেকে অনেক প্রকার সাধন করিতেছেন, অনেকে সাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন কিন্তু রামকৃষ্ণের ন্যায় ধারাবাহিক সাধন পন্থা কেহ কখন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অহঙ্কার বা আত্মাভিমান সাধন পথের আবরণ স্বরূপ। অভিমান না যাইলে কস্মিনকালে কেহ আত্মার সন্দর্শন লাভ করিতে পারে না। অভিমান বিবর্জ্জিত ব্যক্তি ভগবানের সন্নিহিত হইবার এক মাত্র অধিকারী। যে ব্যক্তি যে জাতিই হউন, যে ভাবেরই হউন অভিমান পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার কখন কল্যাণ হইতে পারে না। এই সাধারণ শিক্ষায় একমাত্র স্থল রামকৃষ্ণদেব।

অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন যে মন্দিরের প্রত্যেক লোকে এমন কি অতি সামান্য পরিচারক পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিত তিনি তাহাতে পরমানন্দিত হইতেন। তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পাইখানায় গমন পূর্ব্বক কখন কখন মুখে সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহা পরিষ্কার করিতেন এবং মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে মা! আমি ব্রাহ্মণ, সৎকুলোদ্ভব ভূদেবতা এ অভিমান চূর্ণ করিয়া দেমা! আমি দীনের দীন হীনের হীন হাড়ী মুচী অপেক্ষা নিকৃষ্ট এইরূপ জ্ঞান দে মা! আমার আমি দূর হইয়া যাগ, আমার আমি থাকিতে তোমায় পাইব না তাহা আমি বুঝিয়াছি। যতদিন আমি থাকিব ততদিন তোমার দর্শন পাইব না। আমি বুঝিয়াছি মা! যে তোমার আমার মধ্যে অভিমানই ব্যবধান স্বরূপ। কতদিনে এই ব্যবধান দূর হইবে, কি করিলে এই অভিমান যাইবে। আমায় বলে দে মা! আমি মূর্খ, আমি শাস্ত্র জানি না, আমি তন্ত্র মন্ত্র জানিনা, আমার কি উপায় হইবে? এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি কখন কালীর মন্দিরে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া মা মা বলিয়া রোদন করিতেন। কখন গঙ্গাতীরে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। তাঁহার কাতরতা দেখিলে অতি রূঢ় পাষণ্ডের অন্তরেও আঘাৎ লাগিত। কথার লালিত্য এবং মন্ত্রের পারিপাট্য তাঁহার ছিল না তিনি অন্তর ভেদ করিয়া প্রাণের সহিত কোথায় মা! কোথায় মা! বলিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান

করিতেন। কালীর সমক্ষে যাইয়া দেখা দেমা বলিয়া কতই রোদন করিতেন। তিনি কখন কখন বলিতেন যে মা আমি শুনিয়াছি তোকে যে ভাবে যে চায়, যে তোর পদাশ্রয় গ্রহণ করে, যে মা বলিয়া তোর নিকটে যায়, তুই যে তাকে দয়া করিয়া থাকিস? মাগো! তুই যে দীন বৎসলা! ভব ভয় হারিণী! জগৎনিস্তারিণী! আমি মরি মা! কোথায় ভবানী! কোথায় কাত্যায়নী! কোথায় আমার মা! মা! তুই পাষাণের মেয়ে তুইও কি পাষাণী! কে বলে পাষাণী? তুই আমার মা! আনন্দময়ী! ব্রহ্মময়ী! ব্রহ্মময়ী দেখা দে। আমি অষ্ট সিদ্ধাই চাহি না মা! আমি লোক মান্য চাহি না মা! আমি ধন চাহি না, কিছুই চাহিনা। আমায় দেখা দে! শুনিয়াছি মা তোকে যে ডাকে সেইত দেখা পায়, তোর যে শরণ লয় সেইত চরণে আশ্রয় পায়। কেন আমার প্রতি বাম হইয়াছিস? এইরূপ প্রার্থনা করিতেই একদিন তাঁহার অবস্থান্তর হইয়া যায়। তিনি আর কাহার সহিত কথা কহিতেননা, ইচ্ছা মত কোথাও গমনাগমন করিতে পারিতেন না, না খাওয়াইলেও খাইতে পারিতেন না। এই অবস্থা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিত। বিষয় বাতুলেরা ইহা ব্যতীত আর কি বলিবে? কামিণীকাঞ্চনের উপাসনা করিয়া হায়রে পয়সা! হায়রে পয়সা! বলিলে পাগল হয় না, কামিণীর পদসেবা করিলে, তাহার চরণের কীট হইলে পাগলামী হয় না, ব্রহ্মময়ী বলিয়া, ভগবতী বলিয়া মা বলিয়া যে কামিণীকাঞ্চন হইতে মনপ্রাণ বিচ্যুত করিতে পারে তাহাকে পাগল বলে! রামকৃষ্ণদেব এই ভাব অপনোদন করিবার নিমিত্ত এই রূপ পাগলামী তত্বের পরিণাম কি তিনি আপনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থা স্বরূপ সাধারণ ভাবে মন্ত্র তন্ত্রের আশ্রয় না লইয়া সাদা কথায় কেবল অনুরাগে পাগল হওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাই শিক্ষা দিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বিষয় পাগলের পরিণাম হতাশ, ভগবানের জন্য যাহারা পাগল হয় তাহারা তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেবের এই অবস্থা ছয়মাস থাকিয়া তদনন্তর ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব ভাব উদয় হইতে লাগিল।

তিনি অতঃপর প্রকৃত সাধনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সাধন দ্বারা কিরূপে আসক্তি বিহীন হইতে হয় তাহার সুন্দর প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নির্জ্জন স্থানে নয়ন মুদ্রিত করিয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন মন! কামিণীকাঞ্চন সম্ভোগ করিবে? বুঝিয়া দেখ কামিণীকাঞ্চন কি বস্তু। হাড়ের খাঁচায় মাংসের প্রলেপ উপরে চামড়া ঢাকা। ক্লেদাদি বহির্গমনের নিমিত্ত কয়েকটা ছিদ্র আছে। যতক্ষণ চামড়া খানা ঢাকা থাকে, ততক্ষণ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া লোকে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু মন, চামড়া খানা ছাড়াইয়া রমনীর বদন কান্তি নিরীক্ষণ কর দেখি? আর কি উহাকে আলিঙ্গন করিতে পার? আর কি উহার বদনসুধাকরের সুধা পান করিতে পার? পার কি না ভাবিয়া দেখ। কাঞ্চন জড় বস্তু, উহাতে কাপড় চোপড় হয়, ধান চাল হয়, বাড়ী ঘর হয়, এবং তীর্থাদি ভ্রমণ ও দানাদি সৎকার্য্যও হয় কিন্তু মাটীতে এবং টাকাতে বিশেষ প্রভেদ কি? ইহাতে পরমার্থ লাভ হয় না পরমার্থ লাভের নিমিত্ত অর্থের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ইহাব সকল অবস্থায় ক্লেশ। অর্থোপার্জ্জন করিবার শক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত কত ক্লেশ, তাহা সকলেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া থাকেন, অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্লেশের অবধি নাই। অর্থ গৃহে রাখিলে চোরের ভয়ে নিদ্রা হয় না ইহা ব্যয় করিবার সময় এক একখানি হৃদয়ের অস্থি বহির্গত হইয়া যাইবার যন্ত্রণা জ্ঞান হয়। অতএব টাকা মাটি মাটি টাকা একই পদার্থ এই বলিয়া তিনি উভয় পদার্থকে জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চনের নিগ্রহ করিয়া যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বাস্তবিক কামিণীর আয়ত্বাতীত এবং কাঞ্চণের অধিকার বহির্ভূত হইয়া

ছিলেন। কেবল কথায় নহে, কেবল মানসিকভাবে নহে, মনকে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, দেহের এরূপ নিগ্রহ করিয়া ছিলেন যে কামিনীকাঞ্চনের নামে তাঁহার দৈহিক স্বাভাবিক কার্য্যস্থগিত হইয়া যাইত। তিনি কোন ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না। জোর করিয়া কেহ কোন ধাতু তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া না দিলে, তাঁহার হস্ত বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত। তিনি ইচ্ছা করিয়া বা লোকের নিকট বুজরুকী করিবার নিমিত্ত এ প্রকার ভাব দেখাইতেন না, আমরা এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। লজ্জাবতী লতিকার নিকট তুড়ি দিলে যেমন কুঞ্চিত হয়, কামিনীর বাতাস লাগিলে তেমনি তাঁহার দেহ শিথিল হইয়া যাইত। অবস্থাক্রমে তাহা ক্রিয়া হীন হইয়াও আসিত। এ প্রকার দেহের নিকটে কামিনীকাঞ্চন থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে রামকৃষ্ণদেব এপ্রকার ভাব প্রকাশ করিলেন কেন? দেহের এরূপ নিগ্রহ করিবার অভিপ্রায় কি? আত্মার মুক্তি সাধন করিতে হইলে দেহের নিগ্রহ অনিবার্য্য। দেহ যদ্যপি কামিনীকাঞ্চন হইতে একেবারে পৃথক না হয় তাহা হইলে সময়ে পদস্খলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেপ্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই।

মানসিক বলের দ্বারা দেহের প্রবল গতি কখন প্রতিরোধ করা যায় না। মনের কথা দেহ শুনে না এবং দেহের কথাও মন শুনে না, রামকৃষ্ণ দেব সেইজন্য মনের এবং দেহের নিগ্রহ সাধন করিয়াছিলেন।

দেহ এবং মন নিগৃহীত হইলে তবে আত্মা আবরণ বিহীন হইবার সুরাহা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় আত্মার মুক্তি হওয়া সম্ভব। মুক্তির নিমিত্ত যে কার্য্য হয় তাহাকেই তৃতীয় বা আধ্যাত্মিক ভাব বলা যায়।

রামকৃষ্ণদেব এই ভাব লইয়া যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্ম জগতে অদ্যাপি অপ্রকাশিত ছিল। আত্মার মুক্তির নিমিত্ত যে দেশে যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে সেই সেই দেশে সেই সেই মতে সাধকরা কার্য্য করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে নানা বিধ মত আছে এই নিমিত্ত দুই জনকে এক ভাবে কার্য্য করিতে দেখা যায় না। যে ব্যক্তি যে ভাবে কার্য্য করেন সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। যে সকল অবতারেরা ইতি পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা ও নিজ নিজ সাময়িক ভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সময়ে নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়াগিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব ধর্ম্মের এক অদ্বিতীয় ভগবানের উপাসনা করা, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কার্য্য করিয়া তাহা জীবের বুদ্ধি গোচর করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবের জীবন তত্ত্বে এই বিষয়ের সম্যক মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শক্তি উপাসক হইয়া কালী সাধনা করিয়াছিলেন, পরে তন্ত্রাদি মত সাধন ব্যতীত সমুদায় সাধন গুলি নিজে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্রের সাধনা অতীব ভয়ানক এবং তাহা জীবের দ্বারা কস্মিন কালে সাধিত হইতে পারে কি না সন্দেহ তাহা ও তিনি ব্রাহ্মণীর সহায়তায় কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। এই সকল সাধনবৃত্তান্তের আভাস দেওয়া নিতান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং অনধিকারীদিগের নিকটে প্রকাশ যোগ্য নহে এই নিমিত্ত তাহা বলিলাম না। যাহাহউক রামকৃষ্ণদেব তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।

বৈদান্তিক মতে তিনি গুপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করের শাখা বিশেষ পুরী শ্রেণীর অন্তর্গত তোতাপুরী নামক নেংটা সাধুর দ্বারা তিনি দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য প্রবৃত্ত হন এবং সেই সাধনে, তিনি তিন দিবসে কৃত কার্য্য হইয়া ছিলেন। এই সাধনের পূর্ব্বেই তিনি কুম্ভকাদি যোগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন! তোতাপুরী রামকৃষ্ণের সমাধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া

গিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে তিন দিবস অবস্থিতি করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পর এককালীন এগারমাস স্থান পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এতদিন থাকিবার হেতু এই যে যাহা কখন কেহ করিতে পারে নাই, যে অবস্থার নিমিত্ত তিনিই চুয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই দুঃসাধ্য নির্ব্বিকল্প সমাধি তিন দিবসে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! ইহার কারণ বহির্গত করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণকে ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া পরিশেষে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে ডুব জল ছিল না সুতরাং পুনরায় রামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া আত্ম দৌর্ব্বল্য স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

বৈদিক মতে পঞ্চ বটী প্রস্তুত করিয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দক্ষিনেশ্বরের কালীবাটীতে সেই পঞ্চ বটী এবং তান্ত্রিক সাধনের পঞ্চমুণ্ডী ও বেলতলায় নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি রাম মন্ত্র সাধন করিবার নিমিত্ত হনুমানের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু হনুমানের ন্যায় বিশুদ্ধ ভক্ত অতি বিরল।

কৃষ্ণোপাসনার সময় কখন গোপিকা ও কখন শ্রীমতির ভাবে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে এ প্রদেশের প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় ধর্ম্ম ভাব সাধনের প্রক্রিয়ানুসারে গমন করিয়া রামাৎ নিমাৎ বৌদ্ধ নামক পন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ ও পূর্ব্বরূপ তিন দিন করিয়া সাধন করিয়া ছিলেন। অত্যাশ্চার্য্যের বিষয় এই যে তিন দিন অতীত হইবা মাত্র আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া অমনি উপস্থিত হইতেন। যখন প্রকাশ্য মতের কার্য্যাদি সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন গুপ্ত মতের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পূর্ব্বমত সিদ্ধ পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা উপদীষ্ট হইয়া তিনদিনের হিসাবে তদ্‌সমুদয় পন্থাগুলির চরমভাব আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

হিন্দু মতের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য মত গুলির নিদান নিরূপনান্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবময়ের এই অভিনব ভাব মানস ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবামাত্র গোবিন্দ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া মুষলমান ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিল। তাঁহার এই সাধনায় ও তিনদিবসের অধিক সময় প্রয়োজন হয় নাই।

মুষলমান ধর্ম্মের সাধনায় সময় তিনি ঠিক্ মুষলমানদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তকে টুপি দিতেন এবং ভুলিয়া ও কালী দুর্গা কিম্বা রাধা কৃষ্ণ কোন দেব দেবীর নাম উচ্চারণ করেন নাই।

পরে খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময়ে আর কোন সিদ্ধ পুরুষ আসেন নাই। স্বয়ং খৃষ্টই সে কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন অপরাহ্ন কালে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন তথায় মেরীর ক্রোড়শায়ী বালক খৃষ্টের ছবি ছিল। সেই ছবি হইতে জ্যোতি আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। তিনি সর্ব্বদা গির্জ্জা দেখিতেন যেন গির্জ্জের ভিতরে বসিয়া আছেন ইত্যাকার ভাবে তিন দিন কাটিয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ধর্ম্ম সাধনান্তে তিনি ব্রাহ্ম দিগের সহিত দিন কয়েক আলাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য প্রবর ঠাকুর মহাশয়, তদনন্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব বাবু এবং পরিশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গোস্বামী ও শাস্ত্রীমহাশয় দিগের সহিত আনন্দ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কি মনোহর তাৎপর্য্য তাহা যে কেহ শ্রবণ করিবেন তাঁহার হৃদয়ে যদ্যপি ধর্ম্মের বিন্দু মাত্র সংস্রব থাকে তাহা হইলে তিনি আপনিই তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবেন।

তাঁহার এই আধ্যাত্মিক অভিনয়ের দ্বারা কি জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে? ভারতবর্ষ যে দোষে কলুষিত, যে ধর্ম্ম বিদ্বেষীতা ভাব ভারতবর্ষকে সাধারণ লোক সমাজে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে, যে ভ্রাতৃ বিদ্রোহীতা সম্প্রদায়ে, স্বসম্প্রদায়ে, স্বদেশে স্বগৃহে বিচ্ছেদানলের প্রবল শিক্ষা প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে সেই চিরদিনের উত্তাপ বিমোচনের নিমিত্ত রামকৃষ্ণ দেব এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তজ্জন্য বার বার বলিতেন যে কাহাকে লইয়া কলহ? কাহাকে লইয়া মত ভেদ! কাহাকে লইয়া বিদ্রূপ! কাহাকে লইয়া ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ! এক অদ্বিতীয় ভগবান সকলের বন্ধু সকলের পরিত্রাতা সকলের আরাম স্থল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ এক আকাশ সকলের উপরে অবস্থিতি করিতেছে। যাহার ঊর্দ্ধদৃষ্টি নাই, যে ঊর্দ্ধে চাহিতে জানে না যে আপন কৃত্রিম প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে কেমন করিয়া এক আকাশের জ্ঞান লাভ করিবে? নিম্নে, আমরা সীমা বিশিষ্ট বাটীতে বাস করি, সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানে পরিচালিত হই, ঊর্দ্ধে সেরূপ হয় না, হইবারও নহে। তেমনি অজ্ঞানে আমার তোমার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, জ্ঞানে সর্ব্বত্রে একাকার। রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ শিক্ষা এই যে আপন বাটির সীমা বিশিষ্ট জ্ঞান রাখিয়া সর্ব্বত্রে একাকার বোধ করিতে পারিলে বিবাদ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ আপন ভাব বজায় থাকিবে এবং সেই ভাব এক অদ্বিতীয় ভাবময়ের বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন সকলকে এক প্রভুর ভৃত্য জ্ঞান, এক রাজার প্রজা জ্ঞান থাকিলে মনিব বা রাজার ভ্রম হয় না, মনিব বা রাজা লইয়া পরস্পর বিবাদ হয় না সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সকলেরই উপাস্য বলিয়া বোধ হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক সাধন প্রনালী দ্বারা রামকৃষ্ণদেব আর একটি তত্ত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল মতে দীক্ষিত হইয়া দীক্ষানুসারে পরিচালিত হইয়া ছিলেন। ইহা বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষার সামগ্রী যে মতের যে ভাব সেই মতের সমুদয় অনুষ্ঠান না করিলে তাহা কখন প্রস্ফুটীত হইতে পারে না।

ভগবান সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া নূতন নূতন ভাব প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভাব বিশেষ লইয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায় ভূক্ত হউন তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ের বিধি ব্যবস্থা সম্যক রূপে প্রতি পালন করিতে হইবে। তাহা না করিলে কস্মিন কালে ভাবের জ্ঞান হইতে পারে না।

বর্ত্তমান কালে আমরা অতিশয় সুচতুর এবং বুদ্ধি মান হইয়াছি। ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সাধনাদি ব্যতীত সহজে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আভাষ জ্ঞান জন্মিতে পারে কিন্তু সে ভাবের বিজ্ঞান হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য সর্ব্বদা বলিতেন। বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করা কোন কার্য্যেরই নহে। যেমন নিকটে বেল কাঁটা রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক তাহাকে ভস্মীভূত করিলাম। মনে হইল যে উহা আর নাই, ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার উপরে হস্তার্পণ করিবামাত্র অমনি বিদ্ধ হইয়া যায়। তেমনি ধর্ম্ম ভাবে প্রবেশ করিতে হইলে বাহ্যিক বিচারের কর্ম্ম নহে। প্রকৃত কার্য্যের প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণদেব এইরূপে সর্ব্ব জীবের কল্যানের নিমিত্ত দৈহিক দেহাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সাধারনের পরিত্রাণের সহজ উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বল নরনারী দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত এবং তাহাদিগকে বকল্‌মা দিতে বলিতেন যাহারা ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারিত তাহাদের নিজ নিজ স্বভাবানুসারে মত বিশেষে উপাসনাদি করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন। রামকৃষ্ণদেবের এই বকল্‌মা ভাবের তত্ত্ব নিরুপণ

করিতে চেষ্টা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে একথা বলিবার বাস্তবিক তাঁহারই অধিকার ছিল।

সকল কার্য্যের ফল আছে। সাধন ভজনেরও প্রচুর ফল আছে। সাধারণ জীবেরা সাধন দ্বারা সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলে তাঁহারাই অদ্ভুত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাঁহারাই লোকের কল্যান সাধন করিতে পারেন, রামকৃষ্ণ দেব সে হিসাবে যে বিপুল শক্তি সম্পন্ন ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সমুদয় সাধন ফল তাঁহাতে নিহিত ছিল, তিনি তাহা হইতে অন্যের মঙ্গল করিতে না পারিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? যেমন আমাদের কোন ব্রতাদির ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে অর্পিত হয়। তেমনি রামকৃষ্ণদেব সমুদয় সাধন ফল জীবের কল্যাণার্থে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে জীবের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এক বেলা ভোজন না করিলে আর তাহার নাড়ী খুজিয়া পাওয়া যায় না। কলির জীবের অন্নগত প্রাণ ইহা আমাদের শাস্ত্র বাক্য। অন্ন ভিন্ন যখন জীবন কণ্ঠাগত হয় তখন সে সাধন করিবে কি ? সাধন কথা শুনিতে অতি মধুর। ষ্টুডেন্টসিপ পাস করিয়া দশহাজার টাকা পারিতোষিক কথা প্রত্যেক ছাত্রের যার পর নাই প্রলোভনের বিষয় কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা মনে করিলে বুক শুখাইয়া যায়। দশ হাজারের মধ্যে একজন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। সাধন কথাটা কথার কথা নহে। রামকৃষ্ণ দেব মনুষ্য জীবনের ত্রিবিধ বিভাগের যে প্রকার ছবি দেখাইয়াছেন তাহার ভগ্নাংশ বিশেষ লইয়া যদ্যপি কেহ জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি বীর পুরুষ তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হইবার নহে। একজন দুইজন দশজন কিম্বা সহস্র জন সেরূপ হইলে কি হইবে ? কোটী কোটী জীবের কল্যাণ প্রয়োজন, কোটী কোটী জীবের সদ্গতির প্রয়োজন, তাহারা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা সাধন জানেনা ভজন ভাল লাগে না, ভগবানের দিকে চাহিতে রুচি হয় না, তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাহাদিগকে এই সংসার নীরয় হইতে পরিমুক্ত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ দেব আপনি সমুদয় সাধন করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকার সাধন করায় তাঁহার দিকে সর্ব্বশ্রেণীর জীবেরা ধাবিত হইতে অবশ্যই বাধ্য হইবে। যে স্থানে যে অভাব বিমোচন হয় লোকে সেই স্থানেই গমন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মের পিপাসা মিটাইতে রামকৃষ্ণে ধাবিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে রামকৃষ্ণ কোন ব্যক্তি বিশেষের নহেন, কোন সম্প্রদায়ের নহেন, কোন জাতি বিশেষের নহেন কোন দেশ বিশেষেরও নহেন। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রার্থী, যাহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত, যাঁহারা ভগবানের জ্ঞান লাভ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদেরই। আমি জোর করিয়া বলিতেছি না, তাঁহারা আপনারাই এইকথা বলিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপ ঘটনা হয় কি না তাহা অনেকে এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ তত্ত্বে আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে তাঁহাকে মনুষ্য বলা যায় না। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতে আধ্যাত্মিক সাধন পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া কখনই বুঝা যায় না। যেহেতু এরূপ মনুষ্য মনুষ্য সমাজে অদ্যাপি কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

প্রথম। তিনি মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের রীতি বিরুদ্ধ ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

দ্বিতীয়। তিনি বাল্যকালে নারায়ণ বলিয়া সাধু শাস্ত্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

তৃতীয়। তিনি লেখা পড়া না শিখিয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহার একটী পরিচয় দিতেছি।

একদা কলিকাতার মৃত ডেপুটি কালেকটার অধরলাল সেনের কাশিপুর নিবাসী মহিমা চরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত তত্র সম্বন্ধীয় কোন শ্লোকের অর্থ লইয়া মতান্তর হইয়াছিল। অধর বাবু রামকৃষ্ণ দেবের উপাসক ছিলেন। তিনি মহিম বাবুর বাটী হইতে দক্ষিনেশ্বরে গমন করিয়া রামকৃষ্ণ দেবের নিকট মহিম বাবুর সহিত যে মতভেদ হইয়াছিল তাহা বলিবেন বলিয়া মনে করিতে ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব আপনি ঈষৎ হাস্যে সেই শ্লোকটী অন্বয় করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন এইজন্য তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

চতুর্থ। তিনি কালীর পূজা কার্য্যে বেতনভোগী হইয়া মথুর বাবুর ইষ্টদেবী হইয়া ছিলেন, ইহা সাধারণ মনুষ্যে কি কখন সম্ভবে? না কেহ কখন কোন কালে এক কথা শ্রবণ করিয়াছেন? মথুর বাবু রাসমণির জামতা এবং তাঁহার বিষয় কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই লচ্‌মী বাইয়ের দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তাঁহার সহিত ঈশ্বরের নিয়ম সম্বন্ধে এক দিন বিচার হয়। মথুর বাবু এই বলিয়া তর্ক উত্থাপন করেন যে ভগবান যাহা একবার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আর তিনি কিছুই করিতে পারেন না। রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর করিয়াছিলেন যে তাহা হইলে ভগবানকে আর অনন্ত শক্তি সম্পন্ন বলিও না। তিনি ইচ্ছাময় মনে করিলে না হয় কি? মথুর বাবু পুনরায় কহিলেন মহাশয় এই দেখুন দেখি লাল জবা ফুলের গাছে লাল ফুল ফুটিবার তাঁহার নিয়ম, উহাতে কি সাদা ফুল হইতে পারে? রামকৃষ্ণদেব কহিলেন তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। মথুর বাবু বলিতে লাগিলেন যে আপনার বিশ্বাস এক প্রকার আমাদের বিশ্বাস আর এক প্রকার বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণ দেব সেই জবা গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া মথুর বাবুকে দেখাইলেন যে এক বোঁটায় একটি লাল এবং আর একটি সাদা জবা ফুটিয়া রহিয়াছে। মথুর বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন যে হয়ত দুইটী ফুলকে কৃত্রিম কৌশল দ্বারা একত্রিত করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরাক্রমে রামকৃষ্ণের বুজরুকী বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন মথুর বাবু কহিলেন, বাবা! ইহা ভগবানের নিয়ম নহে তাহা এখনও বলিব কিন্তু স্বীকার করিলাম যে ইহা আপনারই মহিমা।

কখন কখন ভোগের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণদেব তাহা ভোজন করিয়া ফেলিতেন। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা এ বিষয় লইয়া মথুরবাবুর কর্ণ গোচর করিলে তিনি তাহাদের শাসন করিয়া দিতেন এবং বলিতেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এইরূপ স্থলে রামকৃষ্ণদেবকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

পঞ্চম। কামিনী কাঞ্চনের সংস্রবে থাকিয়া যে রূপে তাহাদের নিগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সাধারণ জীবে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

ষষ্ঠ। অভিমান শূন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার হওয়া সাধনের উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে যথেষ্ট হইবে। বিকার হীন না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সুখ দুঃখ, চন্দন বিষ্ঠা একাকার হইলে তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত একহস্তে চন্দন এবং একহস্তে নিজ বিষ্ঠা লইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। চন্দনের সুগন্ধে অথবা বিষ্ঠার দুর্গন্ধে মনের স্থৈর্য্য চ্যুতি হইত না। তিনি সচ্ছন্দে সমাহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন মন্দিরের জনৈক কর্ম্মচারী বিদ্রূপ করিয়া বলিল ভট্টাচার্য্য মহাশয় (মন্দিরে লোকেরা তাঁহাকে ভট্টাচার্য্য বলিত) আপন বিষ্ঠায় সকলেই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম জ্ঞানী। সে কার্য্য প্রতিদিন প্রত্যেকেই করিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! তুমি বেশির মধ্যে চন্দন লইয়া

থাক। রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে আমার উত্তম কথাই বলিয়াছে। আপন বিষ্ঠা লইয়া সাধন করায় অভিমানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন। তথায় সদ্যত্যক্ত বিষ্ঠা দেখিতে পাইয়া তিনি উহা জিহ্বার দ্বারা পর পর স্পর্শ করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়া লইলেন। বিষ্ঠা বলিয়া তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হইল না। এ প্রকার নির্ব্বিকারী মনুষ্য সাধারণ জীব শ্রেণীতে কখন দেখাযায় নাই এই জন্য তিনি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

সপ্তম। লোকে একটী সাধন করিতে অপারক হইয়া থাকেন। যোগের অঙ্গ বিশেষ লইয়া সাধন করিতে যাইলে যুগযুগান্তর কাটিয়া যায়। হট যোগের আসন করিতে করিতে অনেকের জীবনান্ত হইয়া থাকে, হরি নামের মালা জপ করিতেই সময় সঙ্কুলান হয় না ধ্যান করিবার সময় কোথায় এমন দুরুহ সাধন তিনি একটি দুইটি নহে সমুদয় মতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পূর্ব্ব বক্তৃতাদিতে দিয়াছি। এ প্রকার শক্তি বান ব্যক্তি কি কস্মিন কালে কেহ দেখিয়াছেন না শ্রবণ কারয়াছেন? এই জন্য তিনি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

অষ্টম। তিনি অসমর্থ দীন পতিত দিগের পরিত্রাণের ভার নিজে গ্রহণ করিতেন ইহা মনুষ্যে সম্ভবে না, এই জন্য তিান সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

নবম। বামদেব সংহিতা কথিত একাধারে পূর্ণ ভাবের বিকাশ সম্বন্ধে যে আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রামকৃষ্ণে দেখা যায়। নিনি বৈশ্লেষিকের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈত বা একাধারে দ্বিতীয় ভাব দেখাইয়াছেন সাংশ্লেষক ভাবে সেই অদ্বৈতের বহু বিকাশ হয় বলিয়া চৈতন্য ভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রে তাহার স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত কালীন নিত্যানন্দের ভাব আসিয়া থাকে। অর্থাৎ রাম ব্রহ্ম, সীতা শক্তি এবং লক্ষণ জীব। ব্রহ্ম নিজ শক্তির দ্বারা যখন প্রকটিত হন তখন তাঁহাকে প্রকৃতি কহে এবং প্রকৃতিহইতে যখন অনন্ত সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্ম, শক্তি এবং জীব(বা) রাম, সীতা এবং লক্ষণ। রামাবতার হইতে পরবর্ত্তী অবতারে এই ভাব পৃথক পৃথক ছিল যথা কৃষ্ণ ভক্তেরা কৃষ্ণ, রাধা এবং বলরাম গৌরাঙ্গাবতারে রাধা কৃষ্ণ একাধারে এবং বলরাম নিত্যানন্দ রূপে, রামকৃষ্ণাবতারে এই তিনভাব একাধারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অবতারে লীলার সম্পূর্ণ হইয়াছে।

একদিকে কামিনী কাঞ্চন, আর একদিকে বিবেক বৈরাগ্য; এক দিকে যোগ আর এক দিকে ভোগ একদিকে ভাবের খেলা আর একদিকে একাকার, রামকৃষ্ণের জীবনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এরূপ ঘটনা জীবে দেখা যায় না অতএব রামকৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

রামকৃষ্ণদেবের যে প্রকার কার্য্য বর্ণিত হইল তাহাতে তাঁহাকে অবতার ব্যতীত মনুষ্য শ্রেণীতে তখন নিবদ্ধ করা যায় না।

সর্ব্ব প্রথমে রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণী ব্যক্ত করেন। পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। রামকৃষ্ণদেবের সাধনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী আমাদের এই দেশের স্ত্রী লোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি কাহার স্ত্রী কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস ইহা কেহ জানিত না। তিনি যে পুরাণ, তন্ত্র এবং যাবতীয় গুপ্ত সাধনাদি তাঁহার আয়ত্তে ছিল। তিনি রামকৃষ্ণের সাধন কার্য্যে সহায়তা করিতেন। ব্রাহ্মণীর সহিত রামকৃষ্ণের গোপাল ভাব ছিল। তিনি কখন কখন যশোদার ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত রূপার থালায় ক্ষীর সর লইয়া তাঁহার নিজের বিরচিত গোপাল বিষয়ক গীত গান করিতে করিতে রামকৃষ্ণের গৃহাভিমুখে গমন কারতেন। গৃহের নিকটস্থ হইবামাত্র প্রায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইতেন। তখন তাঁহার শ্রবণ বিবরে গোপাল নাম উচ্চারণ না করিলে কখন সংজ্ঞা হইত না। কালীর সম্মুখে বলীদান

হইলে সেই রুধিরের সহায় ছাগশোণিতাক্ত রক্তাদি তিনিই আপনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মণীকে কালীর স্বরূপ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। রামকৃষ্ণদেবের নিকট তিনি ক্রমান্বয়ে একাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী যখন রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করেন, মথুর বাবু তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কলিকাতার তাৎকালীক পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণব চরণকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। সেই সময়ে ইঁদেশের অদ্বিতীয় দিগ্‌বিজয়ী গৌরী নামক পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণব চরণকে দেখিবা মাত্র রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহন করেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মহাভাবের লক্ষণ পরম্পরা অবলোকন পূর্ব্বক ভগবান সম্ভাষণে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ও গৌরী ব্রাহ্মণীর কথা অনুমোদন পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণ অবতার বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণাদি সহ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান দূর্ভাগ্য বশতঃ সে গ্রন্থ একণে কোথায় এবং কাহার কাছে আছে তাহার কোন নিদর্শন নাই।

রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে পণ্ডিত এবং সাধুভক্তদিগেরই সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতেন। তাঁহাকে অবতার বলিয়া সাধারণ লোকেরা জানিতেন না বটে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় বিজ্ঞানী সাধু ভক্তেরা তাহা জানিতেন। যখন গুপ্তভাবে রামকৃষ্ণ অবতার বলিয়া পরিচিত হইলেন সেই সময়ে সর্ব্ব সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। ব্রাহ্মণী নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব হিসাব মত কেশব বাবু দ্বারা প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। কেশববাবু রামকৃষ্ণদেবের ভাব-পূর্ণ উপদেশাদি মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে ছাপাইতেন তদ্বারা তাঁহাকে সাধারণে জানিতে পারিয়া ছিল তজ্জন্য তিনি আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

কেশব বাবু ও তাঁহার মতাবলম্বীরা যে সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে গমনাগমন করিতেন সে সময়ে তিনি নিজ ভাব সম্যকরূপে প্রদান করেন নাই তজ্জন্য কেহ নির্দ্দিষ্ট উপাসকও হন নাই। তিনি কি জন্য যে সে সময়ে ভাব সঙ্কোচিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায় না, বোধ হয় সময় হয় নাই ইহা ভিন্ন অন্য কথা আর কি বলা যাইবে! পরে ইং ১৮৭৯ সাল হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই উপাসকের ক্রমে ক্রমে দল পুষ্টি হইয়া একণে প্রায় এই ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহারা গণনার অতীত হইয়া গিয়াছেন।

উপাসকবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া রামকৃষ্ণদেব কণ্ঠদেশে ব্যাধিগ্রস্থ হইলেন। এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তাঁহার উপাসকেরা কলিকাতায় আনয়ন করেন। কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসার জন্য সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাং মহেন্দ্রলাল সরকার এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েরা চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতে আসিয়া তত্ত্ব নিরূপণে কখন কখন সমুদয় দিবা কখন কখন রাত্র দশটা কাটাইয়া যাইতেন। লোকে লোকারণ্য হইত। এই সময়ে কালী পূজার দিন উপস্থিত হয়। তিনি সেই দিন প্রাতঃকালে জনৈক ভক্তকে ডাকিয়া বলেন যে অদ্য মহামায়ীর পূজার দিন, তোমরা পূজার আয়োজন করিও। ভক্তেরা তাহাই করিলেন। সন্ধ্যার পর জনাকীর্ণ হইয়া গেল। পূজার সামগ্রী সকল তাঁহার সম্মুখে সাজাইয়া সকলে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই দিকে দুইটি সুবৃহৎ মোমের বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুই দিকে দুইটি সুবৃহৎ ধূপ হইতে সুগন্ধ ধূমোত্থিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্ব্ব ভাবে শোভা পাইতে ছিলেন তাহা প্রকাশ করিতে

বাক্য পরাজয় হইয়া যায়। অপূর্ব্বরূপ বলিলে যদ্যপি কোন ভাব লাভ করা যায় তদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন। কিয়ৎকাল সকলে অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তিনি পূজা করিলেন না। তখন এই দাস গিরিশ বাবুকে কহিল তুমি কি বুঝিতেছ? প্রভু অদ্য আমাদের মানব জীবন সার্থক করিবার জন্য এই আয়োজন করাইয়াছেন অতএব আইস আমরা রামকৃষ্ণের পূজা করি। এই কথা আমার মুখ বিনিঃসৃত হইবামাত্র সিংহনাদে সমুদয় ভক্ত জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া অঞ্জলী অঞ্জলী পুষ্প বিল্বদল তাঁহার পাদপদ্মে দিতে লাগিল। রামকৃষ্ণনিনাদে দিক কম্পিত হইতে লাগিল, সকলে উন্মাদবৎ হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিবা মাত্র তিনি আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়া ছিলেন। তাঁহার উভয় হস্ত বরাভয় ভাবে পরিণত হইল। আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ী রোলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া কেহ করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুর ভাবাবসান প্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্য পাত্র গুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের পীড়ার জন্য প্রভু আহার অন্য কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। অদ্য সে ব্যাধি কোথায় গেল, যে গলদেশ দিয়া ক্লেশে দুগ্ধ প্রবেশ করিত সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি চলিয়া গেল। পরে সুজীর পাত্র ধরিলাম তিনি তাহাও প্রীতিপূর্ণ ভাবে ভক্ষণ করিলেন। পরিশেষে তাম্বুল গুলিও দুই হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক বদনে প্রবিষ্ট করিলেন। আনন্দের আর অবধি রহিল না। সেইমূর্ত্তি সেই দিনের ঘটনা এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই রূপ কি ইহ জগতে কেহ দেখিয়াছেন, সেই আনন্দময়ীর ভাব কি সুন্দর যে দেখিয়াছে সেই জানে। তাহা বলা যায় না, বুঝান যায় না।

অতঃপর কলিকাতা হইতে তাঁহাকে কাশীপুরের উদ্যানে পরিবর্ত্তন করা যায়। এইস্থানে আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কাশীপুরে তিনি যে কত রঙ্গ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে যুগ প্রমাণ কাল কাটিয়া যায়। যদ্যপি তাঁহার ইচ্ছা হয় ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

তাঁহার ব্যাধির কোন প্রকার উপকার না হওয়ায় কোন ভক্তেরা তারকনাথের উপবাস করিত, কেহ বা তাঁহাকেই তাঁহার কল্যাণের জন্য জানাইত। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, এক দিন কয়েক জন ভক্ত তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিল, প্রভু! কি জন্য এরূপ ব্যাধির ভান করিয়াছেন, আমরা বিধিমত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কেহই রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। আমরা এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপনি নিজে আপনার ব্যবস্থা না করিলে আর উপায় নাই। তিনি নানাবিধ রহস্য করিতে লাগিলেন। যখন ভক্তেরা বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিল, তখন তিনি কহিলেন যে ব্যাধির হেতু তোমরা এখন বুঝিতে পার নাই! প্রত্যেক কার্য্যের ফল আছে। সৎ কার্য্যের সুফল অসৎ কার্য্যের কুফল কার্য্যানুসারে ফলাফল ভোগ করিতে হয়। তোমরা যে সকল অসৎ কার্য্য করিয়াছ যে সকল পাপ করিয়াছ যদ্যপি তোমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ অতিশয় ভয়ানক হইবে। কিন্তু কার্য্যের ফল ভোগ করা ভগবানের নিয়ম। সুতরাং তোমাদের সেই পাপ রাশি আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যে দিন বকল্‌মা দিয়াছ সেই দিন হইতে তোমাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। পাপ বিমোচন না হইলে, শরীর শুদ্ধ না হইলে, ভগবানের সম্বন্ধ হইতে পারে না। মানব দেহে পাপের ভোগ ভুগিতে হয়, এই নিমিত্ত আমার শরীরে ব্যাধি হইয়াছে। আমার এই ব্যাধি দ্বারা তোমরা পাপ-বিবর্জ্জিত হইয়াছ এবং যে কেহ আমাতে আত্ম সমর্পণ করিবে তাহারাও পরিমুক্ত হইবে। অতএব তাহাদের পাপের ভোগও আমি সম্ভোগ করিয়া যাইলাম। আমরা তখন যদিও এই সকল কথা শ্রবণ করিলাম কিন্তু তাহা উপলব্ধি হইল না। মনে হইল যে কি রহস্য করিতেছেন।

রামকৃষ্ণদেব এইরূপে ব্যাধির ছলনায় দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন, নানা প্রকার চিকিৎসক নানা প্রকার সাধু নানাবিধ সাধারণ লোক, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তিনি কোন দিন নির্ব্যাধি হইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন কোন দিন কণ্ঠস্থিত ক্ষত স্থান হইতে কলসি কলসি শোণিত বহির্গমন করিতেন। রহস্যের বিষয় এই যে চিকিৎসকেরা যে দিন যে উপসর্গ প্রতিকার করিবার জন্য যে ঔষধ প্রদান করিতেন, সে দিন সেই উপসর্গই বৃদ্ধি হইত। তাঁহার শরীরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না। একটি দানা সেবন করিলে সর্ব্ব শরীর বিকৃত হইয়া উঠিত। এই নিমিত্ত কোন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিতে সাহস করিতেন না। বলা হইয়াছে যে তাঁহার নিকটে নানা প্রকার লোকের সমাগম হইত। এবং প্রায় সকলেই কৃতার্থ হইয়া যাইত। পরে ইং ১৮৮৬ ১লা জানুয়ারি তারিখে তিনি কল্পতরু হইয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আমরা সকলে উদ্যানের প্রান্ত বিশেষে পরস্পর নানা বিধ প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে ছিলাম এমন সময়ে তাঁহাকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। সকলে এক দৃষ্টিতে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল সর্ব্ব শরীর বস্ত্রাবৃত ছিল, সুতরাং বদন ব্যতীত দেখিবার আর কিছুই ছিল না। সে দিন তাঁহার কি শোভাই হইয়াছিল, তাঁহার কি অপূর্ব্ব রূপই দেখিয়াছিলাম, সেরূপ বর্ণনাতীত। তিনি ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন তোমাদের আমি আর কি বলিব। আমি বলিতেছি যে সকলের চৈতন্য হউক। এই কথা বলিয়া তিনি একএক জনের বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। সকলেই উন্মাদবৎ হইয়া পড়িল; সে দিন আমরা যাহাকে দেখিলাম তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলাম তাহাকেই তিনি কৃপা করিতে লাগিলেন। প্রভু কল্পতরু হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দে মাতিয়া উঠিলাম। এমন জীব দুর্ল্লভ দিন আর হইবে না বলিয়া কে কোথায় আছে ভাবিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ভক্তেরা অবিরত পুষ্প বৃষ্টি করিতেছিলেন, আনন্দের পারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি এতাবৎ কাল ভাবাবেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তদনন্তর ভাবাবসান হইলে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর একদিন নিভৃতে এই ভৃত্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি বল দেখি আমাকে তোমরা কত কি বলিয়া থাক কিন্তু আমি যদ্যপি তাহাই হইব তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন? গলায় ঘা, শরীর রুগ্ন, ইহার হেতু কি? গৌরাঙ্গের কতরূপ ছিল বিদ্যা ছিল, অলৌকিক শক্তি ছিল, আমার সে সকল শক্তি নাই কেন? সেরূপ রূপ নাই কেন? সেরূপ বিদ্যা নাই কেন, আরও বলিতে পার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? প্রভুর এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার চরণ দর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলাম প্রভু! এ আবার আপনার কি রহস্য! আপনার কার্য্যের কারণ বাহির করা কি একজন দাসানুদাসের সাধ্য হইতে পারে? কিন্তু আপনি যখন আদেশ করিয়াছেন তখন আপনার চরণযুগল স্মরণ করিয়া বলিতেছি যদ্যপি বলিবার শক্তি দেন তবে অবশ্যই বলিতে পারিব। আপনি আমায় বুঝাইয়াছেন যে স্থূলে লীলার কার্য্য কস্মিনকালে এক প্রকার হয় না, যখন যেমন সময় তখন সেই কালোপযোগী কার্য্য করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গ দেব যেরূপ প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই অবতারে সে রূপভাবে কার্য্য চলিতে পারে না। প্রভু! বলিতে কি? যদ্যপি রূপ এবং অলৌকিক শক্তি জীব উদ্ধারের একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে আমরা বহুদিন পূর্ব্বে সাধুতম হইয়া যাইতাম। রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ গৌরাঙ্গ খৃষ্ট ইত্যাদি সমুদয় অবতারদিগের অসীম শক্তি ও রূপ

লাবণ্যাদি লইয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কাহিনী বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই কেন? আপনি সাধু এই শুনিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন, আপনি বলিতে পারেন, যে স্থানে ভগবানকে বসাইব মনে করিয়াছিলাম সেই স্থানে আপনি যাইয়া বসিয়াছেন। আপনাকে দূরীভূত করিয়া পরমেশ্বরকে তথায় বসাইব বলিয়া কত চেষ্টা করিয়াছি কত বিচার করিয়াছি, পণ্ডিতের নিকট আপনাকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাদের এই দৌর্ব্বল্য বিনাশের নিমিত্ত কত বাদানুবাদ করিয়াছি কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত আপনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই। কাহারও বিদ্যা, বুদ্ধি এবং মীমাংসায় তাহার অপ্রমান হয় নাই। সুতরাং কি করিব! কাজেই আপনাকে ভগবান বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

আপনি বলিয়াছেন যেমন বিষয়সম্পন্ন স্ত্রীলোকেরা চিক আশ্রয় করিয়া বিষয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন আপনিও সেইরূপ ভাবে লীলা করিতেছেন। আপনার বাহিরের আবরণ বাহিরের লোকেরা ব্যাধি দেখিয়া পলায়ন করিবে কিন্তু যে ভাগ্যবান আপনার কৃপা কণা লাভ করিবে সেই আপনার লীলা রহস্য বুঝিয়া যাইবে। প্রভু! আপনি বাহিরের কয়েকটি কথা বলিয়া আমাদের ভুলাইতেছেন কিম্বা তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন তাহা আপনিই জানেন, তবে আমার মনে হইতেছে যে রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা কিম্বা গৌরাঙ্গ লীলায় যে সকল বিরহ কাহিনী উল্লেখিত আছে তদ্দারা ভগবানের ভাব কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? হাসা কাঁদা মনুষ্যের লীলা তাঁহারা সেই লীলার দ্বারা যখন ভগবান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তখন আপনার এই ব্যাধি কি লীলার হিসাব নহে। বিশেষতঃ তাহার কারণ আপনিই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিনেশ্বর হইতে যে দিন বাহির হইয়াছেন প্রভু! সেইদিন সাধারণ জীবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। ব্যাধির ছলনায় সহস্র সহস্র নরনারী আপনার চরণ দর্শন লাভ করিল। রামকৃষ্ণদেব অতঃপর কহিলেন এ সকল তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত বলিতেছ। প্রভু প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম যে ঠাকুর! আর কথা বাড়াইবেন না। আমার বিশ্বাসকে আপনি গণনা করিলেন, এই জন্য আপনাকে ভগবান বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমি পাষণ্ড! বর্ব্বর! অবিশ্বাসীর শিরোমণি ছিলাম মনুষ্যকে ভগবান বলিব! হৃদয়ে কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবান নিজেই অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আমি বিশ্বাসী হইয়া অদ্য আপনাকে ভগবান পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম! প্রভু! ভাল, সেই বলই দিন, সেই শক্তিই দিন, যেন তাহাই করিতে পারি। আমার বিশ্বাসে যদ্যপি আপনি মনুষ্য হইয়া ভগবান হইয়া যান ইহা আপনার সামান্য লীলা নহে। ঠাকুর ভগবানকেই কত পরিচয় কত প্রমান দিয়া তবে মনুষ্যের নিকটে দাঁড়াইতে হয় আর মনুষ্যে মনুষ্যকে ভগবান বলিয়া ঘোষণা করিলে সকলেই তাহা স্বীকার করিবে? আপনি সকল কথাই বলিতে পারেন। যাহা বলেন তাহাই শোভা পায়। রামকৃষ্ণদেব তথাপি বলিতে লাগিলেন, যে আমার কি সাধ হয় না যে একটু সচ্ছন্দে থাকি? আমি বলিলাম যে আর আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমাদের বিড়ম্বনা। তবে একটী কথা স্মরণ হইতেছে বলিয়া চুপ করি। ঠাকুর! আপনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময়ে আপনার গৃহের পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিয়া ছিলেন যে যে কেহ কিসে ভগবানকে জানিতে পারিব, কিসে জ্ঞান হইবে, কি রূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আসিবে তাহারই বাসনা সিদ্ধ হইবে। আপনি পুনরায় জোর করিয়া বলিয়াছেন ওগো বাবুরা তাহারই বাসনা সিদ্ধ হইবে। একথা ঠাকুর! কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারে? কে এমন সিদ্ধ পুরুষ আছেন যাঁহার এই কথা বলিতে সাহস হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সাধনহীন

ভজনহীন, পাষণ্ড লোক গুলো দিন দিন কি হইয়া যাইতেছে এ সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়াও আপনাতে ভ্রম জন্মিবে ? যদ্যপি আপনি তাহা কহেন উপায় নাই। আর আপনি বার বার যোগের কথা উল্লেখ করিতেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি বৃন্দাবনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দশম দশায় পতিত হইয়া ক্লেশের অবধি রাখেন নাই। তাঁহার একদিনের ক্লেশ কি জীব সহ্য করিতে পারে ? রাধা এইরূপ নরলীলা করিয়া ছিলেন বলিয়া কি তিনি কৃষ্ণ ছাড়া ছিলেন ! আপনিই বলিয়াছেন যে ব্রহ্মশক্তি অভেদ। এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার বদন আরক্তিম হইয়া উঠিল ভাবাবেশের লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্র কথা সমাপ্ত হইয়া যাইল।

ভক্তদিগের নিকটে এইরূপে নানাপ্রকার ভাবের ক্রীড়া করিয়া ১৮০৮ শকের ৩১শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদ তিথির সঞ্চার হইবামাত্র তিনি লীলা রঙ্গভূমির যবনিকা নিপতিত করেন। হায় ! অদ্য সেই কাল প্রতিপদ তিথি আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে সেই দিনের ভীষণ ছবি হৃদে ঘন ঘন নৃত্য করিতেছে। সেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ আমাদের রামকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছে। প্রতিপদের সহিত যে আমাদের কি শত্রুতা ছিল যে সে আমাদের পরম রতন অমূল্য নিধি হইতে জন্মের মত বঞ্চিত করিয়াছে। আর তেমন মধুমাখা কথা শুনিবার উপায় নাই। আর তেমন করিয়া নয়ন ভরিয়া দর্শন সুখ লাভ করিবার উপায় নাই। মনে বড় আক্ষেপ রহিল যে এমন দেব দুর্ল্লভ মুরতি ধারণ করিয়া যদিই কলির জীবের ভাগ্যে অবনীমণ্ডলে আসিবেন কিন্তু জীব তাহা দর্শন করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতে পারিল না। প্রভু ! আমার বড় সাধ ছিল যে আজকাল লোকে যেমন ভগবান মানিতে চাহে না যেমন ভগবানকে নিরাকার বলিয়া উড়াইয়া দেয় তেমনি প্রত্যেক জনকে ডাকিয়া আনিয়া না আসিলে অনুরোধ করিয়া তাহাতে ও না আসিলে হাতে ধরিয়া তাহাতেও অগ্রাহ্য করিলে পায়ে ধরিয়া আনিয়া ভুবনমোহন রূপ দেখাইতাম। হায় ! সে আশায় বঞ্চিত হইলাম। এই বড় দুঃখ রহিল যে এত শীঘ্র পলায়ন করিবেন তাহা একদিনও ভাবি নাই। তাহা হইলে প্রাণপণে আরও চেষ্টা করিতাম। অনেক দুঃখে ভগবানের কৃপা পাইয়াছিলাম। ভগবানকে জানিবার জন্য যে কি ক্লেশ,পাইয়াছিলাম তাহা আমি প্রাণে প্রাণে জানি। ভগবানের তত্ত্বলাভ করিতে যে কত আঘাত পাইয়াছি তাহা আমার প্রাণে অদ্যাপি রহিয়াছে সেই জন্য আমার অত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল কিন্তু কি করিব ভগবানের ইচ্ছার উপরে আমাদের ইচ্ছা কার্য্য করিতে পারে না।

প্রভুর লীলাবসান হইলে তাঁহার অস্থিগুলি এক সপ্তাহকাল কাশিপুরের উদ্যানে রাখিয়া পরে জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুরগাছীর যোগোদ্যানে সমাহিত হইয়া তথায় নিত্য পূজাদি হইতেছে এবং প্রতি বৎসর এই প্রতিপদ তিথি হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত তথায় বিশেষ পূজাদি হয় ও শেষ দিবসে তথায় প্রভুর নিত্যাবির্ভাব নিমিত্ত রামকৃষ্ণোৎসব হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব যদিও মানবলীলা পরিসমাপ্তি করিয়াছেন কিন্তু তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার কার্য্য হইতেছে। আমরা যদিও তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া সময় সময় কাতর হইয়া থাকি কিন্তু এক্ষণে তিনি যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন তদ্দ্বারা আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমা অপেক্ষা আমার নাম বড়। নামেই সকল সাধ মিটিবে। সেই রামকৃষ্ণ নামের যে মহিমা তাহা প্রাণে প্রাণে সম্ভোগ করিতেছি এবং যাহারা বাস্তবিক ধর্ম্ম পিপাসী তাঁহারা ও বুঝিয়া লইতেছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমান আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি।

রামকৃষ্ণতত্ত্ব অসীম এবং অনন্ত। বলিয়াছি যে রামকৃষ্ণ সকলের, কি গৃহী কি সন্ন্যাসী কি হিন্দু কি মুসলমান, কি সাধু কি অসাধু রামকৃষ্ণ সকলেরই পরম আদরের বস্তু। কেমন করিয়া গৃহী হইলে প্রকৃত সাংসারিক সুখে সুখী হওয়া যায় রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত, কেমন করিয়া

যোগ করিলে যোগী হওয়া যায় রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত, কেমন করিয়া সাধন করিলে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় রামকৃষ্ণ তাহার আদর্শ, কেমন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে হয় রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরু, কেমন করিয়া সকলের সহিত মিলিত হইতে হয় রামকৃষ্ণই তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থান।

রামকৃষ্ণকে যখন আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব, যখন আমরা রামকৃষ্ণের রহস্যভেদ করিব, তখনই আমাদের দুঃখ বিমোচন হইবে, তখনই আমাদের মধ্যে সদ্ভাব উপস্থিত হইবে, তখনই আমাদের পরস্পরের দেষাদেষী বিদূরিত হইয়া এই দুঃখময় সংসার আনন্দের হাট হইয়া যাইবে। ভাইরে! কে কয় দিনের জন্য এই সংসারে আসিয়াছি কখন আছি কখন নাই বাদানুবাদে প্রয়োজন কি? ভাল মন্দ লইয়া বিচারের প্রয়োজন কি? আপনার কি হইল, কেমন করিয়া দিন কাটাইলাম পরিনামে কি হইবে তাহার চিন্তা করিবারই সময় নাই। অনর্থক পরচর্চ্চার প্রয়োজন কি? অভিমান চূর্ণ করিয়া আপনাকে ভগবানের দাস জানিয়া দিনকটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে ইহ জগতে সেই ধন্য হইয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণদেব অবতার এবং তাঁহার ভাবই ভবিষ্যৎ কালের ধর্ম্মভাব হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা অন্যভাবে দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া ইষ্ট দর্শন করিতে হইবে। যেহেতু তিনি বর্ত্তমানকালের একচ্ছত্রী রাজা। যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণদেবের শরণাগত হইলে তেমনি সহজে মনোসাধ পূর্ণ হইবে। যাহারা কর্ম্মী সাধক তাঁহাদিগকে আমি একথা বলিতেছি না। যাঁহারা অসমর্থ যাঁহারা সাধন ভজন বিহীন যাঁহারা ইষ্টমন্ত্র লইয়া তাহাকে বিষয়ে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা সুপরামর্শ তাহার সন্দেহ নাই। অভিমানে গঠিত হইয়া যাঁহারা একথা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিবেন পরিণামে তাঁহারা ঠকিয়া যাইবেন। যেমন অনেকে সুবিধা সত্বে তাঁহাকে দর্শন করেন নাই এক্ষণে তাঁহারা অনুশোচনা করিতেছেন সেইরূপ তাঁহাদিকেও পরিতাপ করিতে হইবে। যাঁহারা আমাদের ন্যায় দীনহীন যাঁহারা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল তাঁহারা রামকৃষ্ণকে অবলম্বণ করুন দেখিবেন নামের গুণে কি হয় বা না হয়। কথার কথা নহে বাক্‌চাতুরীর কর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ উপলব্ধির বিষয়। রামকৃষ্ণ নাম একবার বলিয়া দেখ, মনের শান্তি হয় কি না? রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাক মনের অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না? রামকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ তাঁহার দর্শন লাভ হয় কি না? তিনি এখনও দেখা দেন, ও ভক্তেরা এখন দেখা পান, যে কাঁদে, যে রামকৃষ্ণ বলিয়া কাতর হয় যে রামকৃষ্ণ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে যায় রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দেন। এই যে যুবকবৃন্দ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী হইয়া রামকৃষ্ণের দাস হইয়াছে ইহারা কৃতবিদ্য ও সম্রান্ত কেবল কথায় উহারা এরূপ হয় নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী ফল লাভ করিয়া তবে রামকৃষ্ণ নামের মহিমা প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাই বলিতেছি আইস আমরা আজ বিশেষ দিনে প্রভু রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি।

গীত।

চরণে শরণ চাহি বিষম এ দায়।
তোমার মহিমা গান তুমি হে সহায়॥
তব তত্ত্ব নিরূপণ মোরা সে শকতি হীন, বিনা কৃপা বরিষণ বিফল উপায়॥
জীবে দুঃখবিমোচন যুগে যুগে আগমন আছি হে পতিতজন তোমারি আশায়॥

বাঞ্ছা পূর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল,
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল ॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার, এক অনন্ত সবার মূলাধার,
যে যা বলে তাতেই মিলে এক জনার খেলা সকল ॥
যে কালী সে বনমালী হরি বলি ঈশাই বলি আল্লা বলে মোল্লা ভজার কর্ত্তাভজায় সেই কেবল,
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল ॥

দেখি মা তোর রূপের ছবি এমন রূপ ত আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা রুধিরধারা নয় অসিধরা ত্রিনয়নী ॥
রণবেশে ভয়ে হেলে, সে সাজ কি তাই লুকাইলে, সন্তানে অভয় দিলে বরাভয় প্রদায়িনী ॥
কি দোষে ভোলারে ভুলে, রাখনি আজ পদতলে,
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে দিলে আমায় চরণ খানি ॥

হাঁসিমুখ ভুলিনাই ভুলিবনা জীবন থাকিতে।
পড়ে মনে, সে দিনের কথা, যে দিন দীন বলে চরণ দিলে ॥
হায় সেই একদিন আর এই এই দিন হে,
আঁখিবারি নারি নিবারিতে ॥
শত অপরাধী পদে না হলে কি বিপদে
ফেলিয়ে যে গেলে চলে, মুখ না চাহিলে।
বলে ছিলে আমা হতে, নামের মহিমা ভারি,
রামকৃষ্ণ নাম (জীব তরাতে) রেখে গেলে হে,
হয়ে নিদয় কাঁদাও কেন আশ্রিতে।

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
আর ভিখারী, ত্বরা করি প্রেম নিধি আর প্রাণ ভরে ॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়, দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পানে চায়,
পাপী তাপী কে আছিস রে আয়, (বলে) ভয় কিরে আর আমারি ভার, বকলমা দে আমারে ॥

জীবের তরে বারে বারে শরীর ধারণ।
দীনের দুঃখে সদাই দুখী দুঃখনিবারণ ॥
সংসার সন্তাপে সদা রয়েছ যে নিমগন,
নামটী স্মরণ কররে ভাই নাই সাধন ভজন,
পাওনি যেজন ইষ্টধনে কররে রামকৃষ্ণ শরণ—
রামকৃষ্ণ ব'লে ইষ্ট মিলে, হবে সফল জীবন।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

ষ্টার থিয়েটার, নূতন কলিকাতা প্রেস ২নং হরিমোহন বসুর লেন দর্জ্জিপাড়া ও সুলভ পুস্তকালয় ১৯নং বৃন্দাবন বসাকের লেনে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগত পিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
তোমরা সেবক সত্য কর আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা অন্য কেন করিবে প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণু ধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এতবলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনত আপনে॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে।
কি কর কি কর তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনি কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
সেবক সুহৃদ্ প্রভু সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ যোগ্য নহে॥
তাহা পরিহরে কৃষ্ণ সেবক কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন কংশের মরণে॥
কৃষ্ণের কর্য়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্তলাগি তাঁহার সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা বিলাসে॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছেন নবদ্বীপের ভিতর॥

চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনারে।
যা সবার লাগিয়া হইল অবতার [illegible]
কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল [illegible]
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র [illegible]
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করি [illegible]
ধুতি বহে সাজি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমার জীবন ধন প্রাণ॥
বলহ বলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণ দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বহি আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সবাকার॥
যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা মজুক কৃষ্ণরসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণভক্তি কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ পাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥
এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা গৃহী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দেখিলেই পরিহাস করে সর্ব্বজন॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধর
তৃণ জ্ঞান কেহ আমা সবারে না [illegible]
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ [illegible]
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ [illegible] স্থির করি [illegible]

এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হইতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা জানিল নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণ নাম।
তোমা হইতে ব্যক্ত হউক কৃষ্ণগুণগ্রাম॥
ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
শুনিণ ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥
প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে কহ সেই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা রাখিলে গরাসিতে নারে কাল॥
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীরগণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্ত দুঃখ কভু প্রভু সহিতে না পারে।
লাগি কৃষ্ণের যতেক অবতারে॥
এতবুঝি তোমরা আনহ কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ আনন্দ॥
তোমাসবা হইতে হইব জগৎ উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সেবক বলিয়া মোরে সবেই জানিবা।
এই বর কভু মোরে দিতে না ছাড়িবা॥
ইহা বলি পদধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর॥
গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে গেলা ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর॥
আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হইল প্রভুর॥
ছারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার।
সই মুঞি সেই বলে বারে বার॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
ক্ষণে মারিবারে ধায়॥

এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কিছু ব্যাধি কি বিশেষ॥
পুত্র বিনা শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার॥
বিধাতা যে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছেয়ে একজন॥
তাহার কেমন রীতি বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ড ছিণ্ড পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
নামিলে নয়ন যেন উখাড়িয়া পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার
বায়ু জ্ঞান করি লোক বলে বান্ধিবার॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তে ব্যস্তে সকলে শচীর ঠাঁই গিয়া।
লোকে বলে পূর্ব্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া॥
কেহ বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ কচি নারিকেল জল।
যাবৎ উর্দ্ধক বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাহ যে স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥
পরম উদার শচী জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছুই না জানে।
গোবিন্দ শরণ গেলা কায়বাক্যমনে॥

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের সবাকার স্থান।
লোক দ্বারা শচী করিলেন নিবেদন॥
এক দিন গেলা তথি শ্রীবাস পণ্ডিত।
উঠি নমস্কার প্রভু কৈল সাবহিত॥
ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব।
লোমহর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥
তুলসিরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল তখনে॥
বাহ্য পাই কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহাকম্প প্রভু স্থির না পারে হইতে॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
মহা ভক্তিযোগ বায়ু বলে কোন জনে॥
বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
কি বুঝ পণ্ডিত তুমি আমার বিধানে॥
কেহ বলে মহাবায়ু বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥
হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই আমি তাহা চাই॥
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা মহাসুখে॥
সকলে বলয়ে বায়ু আশ্বাসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
তবে আজি প্রবেশিতাম গঙ্গার ভিতরে॥
শ্রীবাস বলেন যে তেমোর ভক্তি যোগ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ॥
সবে মেলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন।
যেতে কেনে না বলয়ে পাষণ্ডীরগণ॥
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে
ইহা নাহি অন্য জন বুঝিবারে পারে॥
ভিন্ন জন স্থানে কভু কথা না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ু জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥
তথাপিও অন্তর দুঃখিতা শচী হয়।
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়॥
এইমত আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে।
মনেচ্ছে হইলু বড় কৌতুকের রঙ্গে॥
অদ্বৈত সভায় গেলা প্রভু দুইজন।
দেখিলা অদ্বৈত করে তুলসী সেবন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র অবতার॥
অদ্বৈত দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িল মুর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥
ভক্তি যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
এই মোর প্রাণনাথ জানিল সকল॥
কোথা যাবে চোর আজি বলে মনে মনে।
এতদিন চুরি করি বুল এইখানে॥
অদ্বৈতের ঠাঁঞি তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥
চুরির সময় এই বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজার সজ্জ লই নামিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি লই সেই ঠাঁঞি।
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করি॥

তথাহি।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ [illegible]।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় [illegible]॥

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড় হস্ত করি যাওাইল পদতলে॥
হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়।
বালকে গোসাঞি হেন করিতে না হয়॥
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
গদাধর বালক জানিবা কতদিনে॥
চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর।
হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশ ময় অদ্বৈত আচার্য্য॥
নমস্কার করি তার পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আজি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা না করিলে কৃষ্ণ নাহি স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ॥
ভক্তি বাড়াইতে সে ঠাকুর ভালজানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥
মনে বলে অদ্বৈত কি কর ভারি ভূরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছ চুরি॥
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
সবা হইতে তুমি হও বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণকথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঞি।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে।
...র করিয়া চলিলেন নিজ বাসে॥
অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ।
...লিলেন শান্তিপুর বাস॥

সত্য যদি প্রভু হয় মুঞি হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজপাশ॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যার শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহ আপন ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ ভাব পরম আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কি কহিব তাহা সবে জানে প্রভু শেষ॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥
কনক পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্তগণ তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীত ময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নর জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে॥
কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহ বলে এশরীরে কৃষ্ণের বিহার॥
কেহ বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।
কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিলা আপদ॥
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তাহারা বলয়ে কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি॥
কেহ বলে হেন বুঝি প্রভু অবতার।
এইমত মনে সব করেন বিচার॥

বাহ্য হইলেও প্রভু সবা গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
কোথা গেলে পাইমু সে মুরলী বদন।
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে।
প্রভু বলে মোর দুঃখ করি নিবেদনে॥
প্রভু বলে মোহার দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইমু জীবন কানাই॥
সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেন চারিভিতে॥
প্রভু বলে.কানাঞির নাট্যশালা গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিমু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটীর পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ন॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন ভিতে॥
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দর।
তার কৃপা বিনা কেবা বুঝিবেক পর॥
কহিতে কহিতে মুর্চ্ছা গেল বিশ্বম্ভর।
পড়িলা হা কৃষ্ণ বলি পৃথিবী উপর॥
আস্তে ব্যস্তে ধরি সবে হরি হরি বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দয়॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি নম্র কলেবর॥

পরম সন্তোষ চিত্ত হৈল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তি মহিমা অপার॥
সবে বলে আমা সবাকার মহাভাগ্য।
তুমি হেন সঙ্গে মোরা হইলাম যোগ্য॥
তুমি সঙ্গ যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেক তোমার সঙ্গে ভক্তি লভ্য নরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সব জন।
সবার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
তোমার যে প্রেমজলে করহ শীতল॥
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্তসিংহপ্রায় নিজ বাস॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার প্রকাশ।
নিরন্তর আনন্দ আবেশ আবির্ভাব॥
কত বা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥ ২
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥
যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোন স্থানে॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যে মত সেইমত প্রবোধয়॥
এক দিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
হরিষে আইলা তিঁহো প্রভুর গোচর॥
গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে।
কি কহিব গদাধর বচন না স্ফুরে॥
সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়।
নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥
হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে গদাধর দুই হস্ত ধরি।
নানামতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥

এই আসিবেন হরি স্থির হও খানি।
গদাধর বলে আই দেখয়ে আপনি ॥ ৩
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর প্রতি।
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি দেখি কতি ॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হঞা প্রবোধিলে তুমি ভালমতে ॥
আই বলে বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা ॥
অদ্ভুত প্রভুর প্রেম যোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই ॥
মনে ভাবে আই এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।
ভয় পাই প্রভুর নিকট নাহি হয় ॥
সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে ॥
ভক্তিযোগ সহিতে যে সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয় ॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্যধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥
হরি বোল বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে কেহ না পারে ধরিতে ॥
শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন।
একেবারে সর্ব্বভাব দিলা দরশন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥
সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায় ॥
এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশি দিবা করেন কীর্ত্তন ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ ॥
হরি বোল বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥
নিদ্রাসুখ ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেই মত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥
কেহ বলে এ গুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিব বড় ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন কোন ব্যবহার ॥
কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
যত পাক করে এই শ্রীবাস ব্রাহ্মণে ॥
মাগিয়া খাইতে লাগি এরা চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা বাই ॥
মনে মনে কহিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের জন্য হৈল দেশের উচ্ছাদ ॥
আজি আমি দেয়ানে শুনিনু সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌকা আইসে এথা ॥
শুনিলেন নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবার হৈল রাজার আদেশ ॥
যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত ॥
তখনি বলিনু আমি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥
কেহ বলে আমরা সবের কিবা দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায় ॥
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আসিব বৈষ্ণব ধরিবারে ॥
বৈষ্ণব সমাজ বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে সেই প্রতিতি সবার ॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥

প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধর শোভে কমললোচন॥
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগিরথী কূল॥
সুকৃতি যতেক তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী সব তারা বিমরিষ॥
এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায়॥
আর জন বলে ভাই বুঝিলাম থাক।
যত দেখ হের সব পলাবার পাক॥
নির্ভয়ে চাহেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥
গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হাম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি কেহ চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে কেহ শুয়ে কেহ জল খায়॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই মুঞি সেই বলে বারে বার॥৪
এইমত ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
কি করিস শ্রীবাসিয়া বলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
কাহারে পূজিস্ করিস্ কাহার ধ্যান।
ধ্যানে যারে দেখ তারে দেখ বিদ্যমান॥৫
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারি ভিত॥
দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধর॥

গর্জ্জিতে আইসে যেন মত্তসিংহরায়।
বামকক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস শরীরে।
স্তব্ধ হৈল শ্রীনিবাস কিছুই না স্ফুরে॥
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরে শ্রীবাস।
এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ॥৬
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সব পরি
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুর গেলা নাড়া মোহারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥৭
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদয়ে শ্রীবাস।
ঘুচিলা অন্তর ভয় পাইয়া আশ্বাস॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
সহজে পণ্ডিত বড় মহাভাগবত।
আজ্ঞা পাই স্তুতি করে যেন অভিমত॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহ পদ্যগণ।
সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করেন প্রথম॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল সল্লুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্র বিষাণ বেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥১

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন পিতাম্বর বসন যাহার॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার॥
গঙ্গাদাস শিষ্য পায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা করে দধি ওদন যাহার॥
জগন্নাথ পুত্র পায়ে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥

চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
ব্রহ্মাস্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
সচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী জীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত জীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র সবার কারণ॥
তোমার মায়ায় কার নাহি ভয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে যার সনে এক সঙ্গ॥
সঙ্গী সখা ভাই সর্ব্বমতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্যজন কে॥ ৮
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছে ভোলে।
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি ধুতি আদি করি সকল বহিলা॥
তাতে মোর ভয় নাই শুন প্রাণনাথ।
তুমি হেন প্রভু মোর হইলা সাক্ষাৎ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হইল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় হইল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হৈল নদীয়ার॥
আজি মোর নয়ন ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি যাহার চরণ সেবে রমা॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ছাড়ি ঘনশ্বাস॥
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥

কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ সাগরে॥
হাসিয়া শুনয়ে প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি॥
স্ত্রী পুত্র বালক যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত।
সর্ব্ব পরিবার সহ আইল ত্বরিত॥
বিষ্ণুপূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজি শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া॥
শ্রীনিবাস প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব শিরের উপর॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু সবার মাথায়
হাসি বলে মোহে চিত্ত হউক সবায়॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস প্রবোধিয়া বলেন উত্তর॥
ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইল রাজ নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার বশে॥
মুঞি যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে যে বলিব সেহ ধরিবার তরে॥
যদিবা এমন নহে সতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে তবে মুঞি চাঙ ইহা॥
আমি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকাতে চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজা গোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে॥

যদিবা এমত নহে সতন্ত্র হইয়া।
জিজ্ঞাসিব মোরে তবে মুক্তি চাও ইহা॥
নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর আবিষ্ট কহিঙু শুন তোরে॥
শুন শুন ওহে রাজা সত্য মিথ্যা জান।
যতেক বলনা কাজী সব তোর আন॥
হস্তী ঘোড়া পশুপক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজিরে।
আপনার শাস্ত্র কহি কান্দাও সবারে॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥
সংকীর্ত্তন মানা করিস্ এগুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিল সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এই নয়ন ভরিয়া।
এতবলি মত্ত হস্তী আনিমু ধরিয়া॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পক্ষী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সবা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভালমতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন নয়নে॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কান্দ॥৯
চারি সংসুরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাঁহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এখনে তোমার সব ঘুচিল কি ডর॥

মহারক্ষা শ্রীনিবাস সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই বাহু বলে প্রভু স্থানে॥
কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়ে আনে॥
তখন না করোঁ ভয় তোর নাম বলে।
এখন কিসের ভয় তুমি মোর ঘরে॥
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥
চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষী।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাস দাসী॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
তাহার চরণ ধুলি সংসার পবিত্র॥
কৃষ্ণ অবতার যেন বসুদেব ঘরে।
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে সকল বিহার॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
তার বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস॥
অনুভাবে যারে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তারে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায়॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু বিশ্বম্ভর।
না কহ এসব কথা কাহার গোচর॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ ঘর॥
সুখময় হৈল তবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পত্নী বধূ দাস দাসী সবার সহিত॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণ দাস॥
অন্তর্যামী রূপ বলরাম ভগবান।
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥
বৈষ্ণবের পায় মোর এই মনস্কাম।
জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম॥ ১০

নরসিংহ যদুসিংহ যেন নাম ভেদ।
এইমত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে অবধূত চন্দ্র করি যারে গাই ॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহু জান
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণধন বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের ঈশ্বর ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥
এইমত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তি সুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর ॥
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার।
কৃষ্ণ বলি কান্দে গলা ধরিয়া সবার ॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্বদাস গণ।
চতুর্দ্দিকে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥
আছুক দাসের কার্য্য সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ ঘামিলা যে ভূমিতে ॥
ছাড়ি ধন গৃহ পুত্র সর্ব্ব ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তিময়।
যখন যে রূপ শুনে সেইমত হয় ॥
দাস্য ভাবে যবে প্রভু করয়ে রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন ॥১
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
মুঞি সেই মুঞি সেই বলি বলি হাসে ॥
কোথা গেল নাড়া বুড়া যে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তি রস প্রতি ঘরে ঘরে ॥
সেই ক্ষণে কৃষ্ণরে বাপরে বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে ॥
অক্রূর ভাবের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
হইলেন মহাপ্রভু যে হেন অক্রূর।
সেইমতে কথা কহে বাহ্য গেল দূর ॥
মথুরায় নন্দ আর রাম কৃষ্ণ লঞা।
ধর্ম্মময় মহা মহোৎসব দেখি গিয়া ॥
এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাসয় ॥
একদিন বিরহ ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি ॥
অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন ॥
শূকর শূকর বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায় ॥
বিষ্ণু গৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখিলা জল ভাজন সুন্দর ॥
বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে মহাপ্রভু তুলিয়া দশনে ॥
গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি ॥
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে।
কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে ॥
প্রভু বলে বোল বোল কিছু ভয় নাই।
এত দিনে না জানিস্ মুঞি এই ঠাঞি ॥
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
তুমি সে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার একফণে ধরে।
সহস্র বদন হই যারে স্তুতি করে ॥

তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কয় ।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয় ॥
যে বেদের মতে করে সকল সংসার ।
সেই বেদে সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার ॥
যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবনে ।
তোর লোমকূপে গিয়া মিশায় যখনে ॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে ।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে ॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র ।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপা পাত্র ॥
তোমার স্তুতি যে মোর কোন অধিকার ।
এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার ॥
গুপ্ত বাক্যে তুষ্ট হৈয়া বরাহ ঈশ্বর ।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর ॥
হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন ।
বেদে মোর এইমত করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ আনন্দ ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে ।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তাহা নাহি জানে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র ।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে ।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥
শুনরে মুরারি গুপ্ত বলি যাহা সার ।
বেদ গুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥
আমি যজ্ঞ বরাহ সকল বেদ সার ।
আমি সে করিল পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার ।
ভক্তজন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার ॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারি ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারি ॥
পুত্র কাটি আপনার সেবক লাগিয়া ।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া ॥

যে কালে করিল মুঞি পৃথিবী উদ্ধার ।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল ।
আপনে পুত্রের কর্ম্ম করিল সকল ॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন ।
দেব দ্বিজ গুরু ভক্তি করেন পালন ॥
দৈবযোগে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ ।
বাণের সংসর্গে হইল ভক্ত দ্রোহী রঙ্গ ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারি সহিতে ।
কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে ॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে ।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন ।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥
মুরারি সহিতে গৌরচন্দ্র জয় জয় ।
জয় যজ্ঞ বরাহ সেবক রক্ষাময় ॥
এইমত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে ।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার ।
পরম আনন্দ চিত্ত হইল সবার ॥
পাষণ্ডীরে আর কেহ নাহি ভয় করে ।
হাটে ঘাটে সবে কৃষ্ণ গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন ॥
মিলিলা সকল ভক্ত বহি নিত্যানন্দ ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে গৌরচন্দ্র ।
জানিলেন অনন্ত ঈশ্বর নিত্যানন্দ ॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান ।
সূত্র রূপে জন্ম কর্ম্ম কহি কিছু তান ॥
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম ।
যহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান ॥
গৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে ।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥

সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত ॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা ॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥
তান বাল্য লীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥
এইমত কত দিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিত ঘরে আছেন লীলায় ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে ॥
পাছে পাছে যদি নিত্যানন্দ চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতুলী যেন মিলায় শরীরে ॥
এইমত পুত্র সঙ্গে চলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ সব ইহা জানে।
পিতৃসুখ ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতাসনে ॥
দৈবে এক দিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর ॥
নিত্যানন্দ পিতা তারে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হঞা ॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তার সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণ কথা কথন প্রসঙ্গে ॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ পিতা প্রতি সন্ন্যাসী যে বলে ॥
ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ॥
শুনি সন্ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥
প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসী ॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তারে করিল যাচন ॥
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন এই পুরাণেই কহে ॥
সেই সে বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
অধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষহ আমারে ॥
দৈবে সেই বস্তু কেনে নহিব সে মতি।
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি ॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে ॥
শুনিয়া বলিল পতিব্রতা জগন্মাতা।
তোমার যে ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা ॥
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
সন্ন্যাসীরে দিল পুত্র নোঙাইয়া মাথা ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসীবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত ॥

সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইয়া বিহ্বল।
লোকে বলে হাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥
প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব ॥
স্বামীহীনা দেবহূতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসীমণি ॥
পরমার্থে এই ত্যাগে ত্যাগ কভু নয়।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয় ॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে ॥
যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিয়া তাহা কান্দয়ে যবনে ॥২
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায় ॥
গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী।
নর নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয় ॥
তবে অনন্তের পুরী গেলা মহাশয়।
ভ্রমেণ নির্জ্জন বনে পরম নির্ভয় ॥
গোমতী গণ্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী।
অযোধ্যা দণ্ডকারণ্য সকল বিহরি ॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্ত গোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা নগরী ॥
রেমা মাহেশ্বতী মল্লতীর্থ হরিদ্বার।
যহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার ॥

এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায় ॥
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করেন দেখি পূর্ব্ব জন্মস্থান ॥
নিরবধি বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে।
ধূলা খেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণ রস বিনে আর না করে আহার ॥
কদাচিত কোনদিন করে দুগ্ধপান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র ॥
নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস ॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া বসিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে ॥
নন্দন আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহা তেজোরাশি যেন সূর্য্যসম ॥
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহা ধীর ॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার ॥
কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগত জীবন হাস্য সুরঙ্গ অধর ॥
মুকুতা জিনিয়া কিবা দশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভাতি ॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥

পরম কৃপায় করে সবারে সন্তোষ।
শুনিলে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্ম বন্ধ নাশ ॥
আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়।
সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায় ॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥
বণিক অধম মূর্খ যে করিল পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যার ॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজ ঘরে ভিক্ষা করাইয়া ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অত্যন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥
পূর্ব্বে ব্যপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥
আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি বিশ্বম্ভর।
সকল বৈষ্ণব যথা মিলিল সত্বর ॥
সবাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
আজি মুঞি অপরূপ দেখিল স্বপনে ॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ মোহার দুয়ার ॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির ॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান নীল বস্ত্র মাথে ॥
বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব তার বুঝি যে চরিত্র ॥
এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয়।
দশবার বিশবার এই কথা কয় ॥
মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি ॥
হাসিয়া আমারে বলে এই ভাই হয়।
তোমার আমার কালি হবে পরিচয় ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম ॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥
মদ আন মদ আন বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঁঞি ॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়
কম্পিত সকলগণ দূরে রহি চায় ॥ ৩
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবেরগণ
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥
আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ স্বভাবে বাখানে রাম মাত্র ॥ ৪
হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষ যে আসিয়াছে এথা ॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি তো সবার স্থানে ॥
কোন মহাজন সঙ্গে হৈল দরশনে ॥
চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখ কে আইসে কোন্ ভিত ॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে ॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জনে।
এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে ॥
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথায় নাহি পায় ॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কেহ না দেখিয়া॥

নিবেদয় দোঁহে আসি প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥
কি সন্ন্যাসী কি বৈষ্ণব কিবা গৃহী স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম॥
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাকে অনেকে যাইব যমঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইলেও কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার বাধ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
জয় কৃষ্ণ বলি সবে করিলা গমন॥
সবা লৈয়া প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘর।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌর সুন্দর॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্যোপম॥
অলক্ষিতে আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তি যোগ প্রভু দেখিয়া অপার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর॥

কেদার রাগঃ।

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চন্দ্রের সাধ লাগে॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে মুখ চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়॥
রসনায় লিহে যেন দরশন পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইল স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু সবেই বিস্মিত॥

বুঝিলেন সর্ব্ব প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিল উপায়॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রাং বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ১০

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈল নিত্যানন্দ রায়।
পড় পড় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে রোদন॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল হেন শুনি সিংহনাদ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥
অন্যের কি দায় বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সবে সঙরয়॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর রূপ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে নত ক্ষণে বাহু তাল।
ক্ষণে যোড় যোড় লম্ফ দেই দেখি ভাল॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবাই কেহ নারে ধরিবার॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর করিলেন আপনার কোলে॥

বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তারে হইলা নিস্পন্দ॥
যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥ ১
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম জলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের কোলে॥
প্রেমভক্তি বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র॥
কি আনন্দ বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা॥ ২
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি বলি জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজনে॥
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥ ৩
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাত গদাধরের অন্তর॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ ময় হৈল সবাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগে চারি বেদ সার॥
এ কম্প এ অশ্রু এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
ইহা কি ঈশ্বর বিনা শক্তি হয় কার॥
সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোনকালে॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমায় ভজিলে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥

তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জন
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমায় ভজিলে সেই পায় কৃষ্ণ ধন॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দ স্তুতি করে নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥
প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্ দিক হৈতে শুভ করিলে বিজয়॥
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন পরম চঞ্চল॥
এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেক মর্ম্ম।
করযোড় করি বলে হই অতি নম্র॥
প্রভু করে স্তুতি শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঞি॥
সিংহাসন সব কেন দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সবে কৃষ্ণ গেল কোন ভিত॥
তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুক্তি পাতকী এথায়॥

প্রভু বলে আমরা সকল ভাগ্যবান।
তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারি ধারা॥
হাসিয়া মুরারি বলে তোমরা তোমরা।
উহাত না বুঝি কিছু আমরা সবারা॥
শ্রীবাস বলয়ে উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥
গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥
কেহ কয় দুইজন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণ রাম॥
কেহ কয় আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥
কেহ বলে দুইজন বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥
এই মত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দুই দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥
সঙ্গ সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বিনা নহে অন্য কোনজন॥
নানা রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায়॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব॥
না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণু ভক্তি হয় তার বাধ॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥

রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এইমত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে বরদাতা তারে বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য সবার ধন প্রাণ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

পঞ্চম অধ্যায়।

জিতং নবদ্বীপ নবপ্রবীণ
প্রভাব পাষণ্ডজনৈকসিংহ।
স্বনাম সংখ্যাজপসূত্রধারী
চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্ মুরারি॥ ১১

হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণ কথা রসে সবে হইলা বিহ্বলে॥
সবে মহা ভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণ রসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ ধারা সবাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস পূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যথা লয় মন॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা এই মোর বামনার ঘর॥
শ্রীবাসের প্রতি তবে বলে গদাধর।
বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু কিছু নাহি ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র মুদ্গা যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়াপান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাস পূজন দেখিব॥
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘর যাই॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুল কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিল ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যাস পূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে গায় বেড়ি ভক্তগণ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞি॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ কেহবা গর্জ্জন।
কেহ মূর্চ্ছা যায় কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প স্বেদ পুলক আনন্দ মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥

দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায় ॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়।
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায় ॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিবে তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥
বোল বোল বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ জলে সর্ব্ব কলেবর ॥
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দসাগর মাঝে ভাসে ॥১
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর ॥
টল মল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে ॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
মদ আন মদ আন বলি ঘন ডাকে ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট মোরে দেহ হল মুষল সত্বর ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র ॥
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহবা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে ॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুর সে জানে।
দেখিতেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥
এ সব নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্বজন স্থানে ॥
নিত্যানন্দ স্থানে হল মুষল লইয়া।
বারুণী বারুণী প্রভু ডাকে মত্ত হঞা ॥

কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে না বুঝি উপায়।
অন্যান্যে সবার বদন সবে চায় ॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল নিয়া ॥
সর্ব্ব জনে দেয় জল প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে হেন জ্ঞান ॥
চতুর্দ্দিকে রাম স্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
নাড়া নাড়া নাড়া প্রভু বলে অনুক্ষণ ॥
সঘনে ঢুলায় শির নাড়া নাড়া বোলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কিছু না বুঝে সকলে ॥
সবেই বলেন প্রভু নাড়া বল কারে।
প্রভু বলে আইল মুঞি যাহার হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাসে লঞা ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিমু পরচার ॥
বিদ্যাধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে ॥২
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥
কি চাঞ্চল্য করিলাঙ প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তগণ বলে কিছু উপাধিক নয় ॥ ৩
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বজন ॥
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু শেষ ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হইল সর্ব্ব কলেবর ॥

কোথা বা থাকিল দণ্ড কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মুল ॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে॥
স্থির হও কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজবাস ॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস মন্দিরে ॥
রাত্র রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেন ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গাদণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন কতক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন যাও ঠাকুরের স্থানে ॥
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
করিলেন গঙ্গাস্নান নিত্যানন্দ লৈয়া ॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে গর্জ্জন ॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে হায় হায় ॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির ॥
নিত্যানন্দ ডাকি তবে বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা আজি তুমি করহ সত্বর ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু সনে ॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিছে কীর্ত্তন ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সব কার্য্য ॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি ও বোধিত ॥
দিব্যগন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া বেদব্যাসে নমস্কার ॥
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥
যত শুনে নিত্যানন্দ করে হয় হয়।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় ॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিল তাঁর মস্তক উপর ॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মুর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥
ষড়ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িল পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই ॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবেরগণ।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ ॥

হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥
মুর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দেখিয়া।
আপনি চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া ॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সুমীহিত ॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈলা কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয় ॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজ জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥
পাইলা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে।
হৈলা আনন্দময় ষড়ভুজ দর্শনে ॥
যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ ॥
ছয় ভুজ দৃষ্টি তারে সে কোন অদ্ভুত।
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ড দান কৈল।
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ নিল ॥
সে যদি অদ্ভুত হয় এ তবে অদ্ভুত।
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেক দাস্য ভাব না হয় অন্যথা ॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতার বল্লভ দাস্য মন প্রাণ ধন ॥৪
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ ॥
যদ্যপিও অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ॥
সর্ব্ব সৃষ্টি যে সময়ে তিরোভাব হয়।
তখন অনন্তরূপ সর্ব্ববেদে কয় ॥
তথাপিও শ্রীঅনন্ত দেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম দাস্য ভাবে অনুরাগ ॥৫
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য বুঝহ বিচারে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত দাস্য লৈয়া ॥
অন্ন পান নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরাম চরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে।
দাস্য ভাব কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥
স্বামী করি শব্দ সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তিবিনা কখন না হয় অন্যমতি ॥
ইহাতে যে বলরাম নিত্যানন্দ প্রতি।
ভক্তি জ্ঞান হেলা করে সেই মূঢ়মতি ॥
সেবা বিগ্রহেরপ্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥৬

তথাহি।

অকৃত্বা লক্ষণমনুং রামমন্ত্রং জপেত্তু যঃ।
তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধেত কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১২

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব চরণ সেবা খেলা ॥
সর্ব্বশক্তি সমন্বিত শেষ ভগবান।
তথাপি স্বভাব ধর্ম্ম সেবা সে তাহান ॥
অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥
ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তি বশ।
বিশেষ প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ ॥
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব চরিত ॥ ৭
বিষ্ণু বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
তাহার মহিমা অন্য জন নাহি জানে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বাক্য মন।
চৈতন্য ঈশ্বর মুঞি তাঁর এক জন ॥

অহর্নিশ শ্রীমুখেতে নাহি অন্য কথা।
মুঞি তার মোর সেই ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহার স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য পাইবেক মোরে॥
আপনে করিয়াছেন ষড়ভুজ দর্শন।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথন॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে॥
তথাপিহ অবতার অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর সেবা কে বুঝিবে লীলা॥৮
সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারত পুরাণে॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ।
তাহা গায় সর্ব্ববেদে ছাড়ি সর্ব্ব ভেদ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি নাশ।
এক বন্দে আর নিন্দে সে যাউক নাশ॥৯

তথাহি নারদীয়ে।

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনং সর্ব্বগতং তমেব।
দ্বিজস্য পাদৌ পরিপূজ্য মূর্দ্ধ্নি
প্রহৃত্য নূনং নরকং প্রয়াতি॥ ১৩

বৈষ্ণব হিংসার কার্য্য সে থাকুক দূরে।
সহজে জীবের যে অধমে পীড়া করে॥
পূজিয়াও বিষ্ণু সে পূজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল তার আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছে বিষ্ণু ইহা না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
একহস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥

এসব জনের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥
যত পাপ হয় প্রজা জনের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দনে॥
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে॥

তথাহি।

নার্চ্চয়েদ্ যোহপরং দেবং হরিমেব প্রপূজয়েৎ।
ন তদ্ভক্তেষু যো ভক্তঃ স ভক্তাধম উচ্যতে॥ ১৪

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণ।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দর্শন॥
এই নিত্যানন্দের ষড়ভুজ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।
মহানদী বহে দুই কমল নয়ন॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
পূর্ণ হৈল ব্যাস পূজা করহ কীর্ত্তন॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ ধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি।
মহামত্ত দুইজন কার বাহ্য নাই॥
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস পূজা মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
সবেই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥
চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
দুইজন মোর পুত্র বাসে হেন মনে॥

ব্যাস পূজা মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥
সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্য চরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ পাইলেই হয় হিত ॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাস পূজা রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর সঙ্গে ॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
হা কৃষ্ণ বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥
এইমত নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বজন লৈয়া ॥
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর ॥
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজ করে ॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা খায় বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে ॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥
এইমত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয় নাহি জানে সর্ব্ব লোকে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো।
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যং পবিত্রা ॥
জয়তি জয়তি ভক্তস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে।
জয়তি জয়তি ভৃত্যাস্তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য ॥ ১৫

জয় জয় জগত জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
জয় জয় জগৎ মঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥
জয় রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয় ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গ ॥
এখন শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যেমতে হইল দরশন ॥
এক দিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ রসে ॥
চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥
যার লাগি করিলে বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥
যার লাগি করিলে বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন ॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন।
যে কিছু দেখিলে তারে কহিয়া কথন ॥
আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া ॥

শ্রীবাস অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে করি।
সেইক্ষণে চলিলা সঙরি হরি হরি ॥
আনন্দে বিহ্বল পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাঞি॥
আচার্য্যেরে নমস্করি রামাই পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত॥
অদ্বৈত ভক্তি যোগের প্রভাবে।
আইল প্রভুর আজ্ঞা জানিয়াছে আগে॥
রামাই দেখিয়া হাসি বলেন বচন।
বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ॥
করযোড় করি বলে রামাই পণ্ডিত।
সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত ॥
আনন্দে বিহ্বল হই আচার্য্য গোসাই।
হেন নাহি জানয়ে আছয়ে কোন ঠাঞি॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন ॥
কোথা বা গোসাঞি আইল মানুষ ভিতরে,
কোন শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে ॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু হাসে মনে মনে ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাদ॥
পুনঃ বলে কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি যোগ্য সজ্জ লৈয়া
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন ॥ ১
তুমি সে তাহারে জান আমি কি বলিব।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিব॥
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥
কান্দিয়া হইল মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
দেখিয়া সকল জন হইল বিস্মিত ॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
আনিলোঁ আনিলোঁ বলি প্রভু আপনার॥
মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।
এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া॥
অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা ॥
অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম।
পরম বালক সেহ কান্দে অবিরাম ॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী পুত্রের সহিত।
অনুচর সব বেড়ি কান্দে চারিভিত ॥
কেবা কোন দিকে কান্দে নারী পরাপর।
কৃষ্ণ প্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥
স্থির হয় অদ্বৈত হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥
রামাইরে বলে প্রভু কি বলিলা মোরে।
রামাই বলেন ঝাট চলিবার তরে ॥
অদ্বৈত বলয়ে শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রতীত ॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেয় মোহার মাথায় ॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিল তোমাত ॥
রামাই বলয়ে প্রভু আমি কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার ॥
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে ।
শুভযাত্রা উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে ॥
পত্নীরে বলিলা ঝাট হও সাবধান ।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান ॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ বস্ত্র অশেষ বিধানে ॥
ক্ষীর দধি সর ননি কর্পূর তাম্বূল ।
লইয়া চলিল সব যত অনুকূল ॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত মহাপ্রভু ।
রামেরে নিষেধে ইহা না কহিবা কভু ॥
না আইলা আচার্য্য তুমি বলিবা বচন ।
দেখ প্রভু মোরে তবে কি বলে তখন ॥
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
না আইল বলি তুমি কহিবা গোচরে ॥
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
অদ্বৈত সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে ।
ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে ॥
প্রিয় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥
আবেশিত চিত্ত প্রভু সবেই বুঝিয়া ।
সশঙ্কে আছেন সবে নিরব হইয়া ॥
হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায় ।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥
নাড়া আইসে নাড়া আইসে বলে বার বার।
নাড়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার ॥
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত ।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥
গদাধর বুঝি দেই কর্পূর তাম্বূল ।
সর্ব্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল ॥
কেহ পড়ে স্তুতি কেহ কোন সেবা করে ।
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে ॥

নাহি কহিতেই প্রভু বলে রায়
মোরে পরিক্ষীতে নাড়া পাঠাইল তোরে ॥
নাড়া আইসে বলি প্রভু মস্তক ঢুলায় ।
জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায় ॥
এথাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে ।
আমা পরিক্ষীতে সেই পাঠাইল তোরে ॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে ।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত ।
সকল অদ্বৈত স্থানে করিলা বিদিত ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য্য ।
আইল প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥
দূরে হৈতে দণ্ডবৎ করিতে করিতে ।
সস্ত্রীকে আইলা স্তব পড়িতে পড়িতে ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ রূপ দেখে ।
ভাবে গদ গদ হৈল কথা নাহি মুখে ॥
দেখিল কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর ।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর ॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর ।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥
দুইবাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি ।
তহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে ।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা বখে ॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত ।
পাদপদ্মে হেমছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে ।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার ।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ ।
মহা ভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥
মকর বাহন রথে এক বরাঙ্গনা ।
দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা ॥

তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র বদন।
চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥
উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে ॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥
দেখে সহস্র ফণাধর মহা নাগগণ।
ঊর্দ্ধ বাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ু পথ ॥
কোটি কোটি নাগবধূ সজল নয়নে।
কৃষ্ণ বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহাঋষিগণ পাশে ॥
মহা ঠাকুরাল দেখি পাইল সম্ভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম ॥
পরম সদয় অতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিল উত্তর ॥
তোমার সাধনা লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলা তুমি ॥
শুইয়া আছিল ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি রহিতে।
আমারে আনিলা সব জীব উদ্ধারিতে ॥
যতেক দেখিলা চতুর্দ্দিকে মোরগণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥

রামকরী রাগ।

এতেক প্রশ্রয় বাক্য প্রভুর শুনিয়া।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥
আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
সফল করিল আজি যত অভিলাষ ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিল তোর চরণ যুগল ॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে ॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বহি জীব উদ্ধারিবে কোন জনা ॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু কয় আমার পূজার কর কার্য্য ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥
চন্দনে ডুবাঞা দিল তুলসী মঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার।
পূজা করে প্রেমজলে বহে মহা ধার ॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করে বন্ধাপনা।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥
করিয়া চরণ পূজা ষোড়শোপচারে
আর বার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে ॥
শাস্ত্র দৃষ্টে পূজা করি পটল বিধানে
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড পরণামে ॥

তথাহি

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৬

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি।
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারী ॥
জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী ॥

জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষণ॥
জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষঃ কুল-হন্তা জানকীজীবন।
তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি হৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ॥
তোমারে সে চারিবেদে ভ্রমে অন্বেষিয়া।
তুমি হেথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বহি নাহি আর॥
এই তোর দুই খানি চরণ কমল।
ইহার যে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি শির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার।
শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥
কোটি বৃহস্পতি সম অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥

বর্ণিতে চরণ ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীর্ঘল হই চরণের তলে॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দেন তাহার মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিল যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল।
হরি হরি বলি সবে করে কোলাহল॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কার গলা ধরি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য গোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি পড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাবে॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দে দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে॥
হাসি বলে ভাল হৈল আইল নিতাই।
এতদিন তোমার লাগালি নাহি পাই॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিব বান্ধিয়া।
ক্ষণে বলে প্রভু ক্ষণে বলে মাতালিয়া॥
অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগে কৃষ্ণের লীলায়॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে॥
কোনরূপে কহে কোনরূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র শয্যা কোন রূপে গান॥২
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জ্ঞান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান॥
যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার॥
সে না বুঝে কলহ এক পক্ষ ধরে।
এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব সকল।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা কেবল॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা ধরি শিরে॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
বর মাগ বর মাগ বলেন হাসিয়া॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিল তাহা পাইল সকল॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলোঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলোঁ॥
কি চাহিমু প্রভু কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিল প্রভু তোর অবতার॥
কি চাহিমু কিবা নাহি জানত আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মাথা ঢুলাইয়া প্রভু বলে বিশ্বম্ভর।
তোমার নিমিত্তে আমি হইল গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিল তোমারে॥
অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
* স্ত্রী পুরুষ আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিয়া হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
গ্রন্থ পড়ি মাথা মুণ্ড কার বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে সে যাইবে নাশ॥
অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥
চৈতন্যে অদ্বৈতে যত রহস্যের কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা॥
সেই ভগবতী সর্ব্বজনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

* কোন কোন পুস্তকে পুরুষের স্থলে শুদ্র এই পাঠ দেখা যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

নাচেন চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি॥ ধ্রু॥

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন॥
জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র অনুচর।
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
মহানৃত্য গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
প্রাচ্য ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥
নবদ্বীপে হইলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়েন নিশ্বাস॥
নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌররায়।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দে উভরায়॥
পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিল গৌরনিধি॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা॥
সবে বলে পুণ্ডরীক বলেন কৃষ্ণেরে।
বিদ্যানিধি নাম শুনি সবেই বিচারে॥

কোন প্রিয় ভক্ত ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু স্থানে সবে বলিলেন॥
কোন ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সবা প্রতি কহত কথন॥
আমা সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তান জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি॥
প্রভু বলে তোমরা সকল ভাগ্যবান।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহান আখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তান সকল চরিত্র।
তান নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥
বিষয়ীর প্রায় তান সব পরিচ্ছদ।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম স্বধর্ম্ম সর্ব্ব লোক অপেক্ষিত॥
কৃষ্ণ ভক্তি সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু কম্প পুলকে বেষ্টিত কলেবর॥
গঙ্গাস্নান না করেন পাদ স্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গার দর্শন করে নিশার সময়ে॥
গঙ্গায় যে সর্ব্বলোক করে অনাচার।
কল্লোল দন্ত ধাবন কেশ সংস্কার॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায়ে সর্ব্বথা॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান॥
তবে সে করেন পূজা আদি নিত্যকর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম॥
চাটিগ্রামে আছেন এথায়ও বাসা আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে॥
তানে ঝাট কেহই চিনিবারে না পারিবা।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিবা॥

জানে না, দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সবে তারে আকর্ষিয়া আনহ হেথাই॥
কহি তার কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দিতে লাগিলা॥
মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তির তত্ত্ব তিনি সে জানেন॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তান প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হইল মতি॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্ব লোকে দেখে॥
বৈষ্ণব সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তান তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গ মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে॥
বিদ্যানিধি আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে হইল আনন্দ তাহার অন্তনাই॥
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ী প্রায় হৈয়া॥
যত কিছু তার প্রেম ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় হয় গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর॥
যথাকার যে বার্ত্তা কহেন আসি সব।
আজি এথা আইল এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥
গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন সঙরি আমারে॥
শুনি গদাধর বড় আনন্দ হইলা।
সেইক্ষণে কৃষ্ণ বলি দেখিতে চলিলা॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়॥
গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসায় আসনে তারে করি পুরস্কার॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
কিবা নাম ইহাঁর থাকেন কোন গ্রামে॥
বিষ্ণুভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর॥
মুকুন্দ বলেন শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান॥
মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহাঁরে॥
ভক্তিপথে রত সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইল দেখিতে॥
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তাহে দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত॥
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে।
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেখে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু বিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে বা কেশ ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান॥

সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান ।
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল সংস্থান ॥
দেখিয়া বিষয়ী রূপ দেব গদাধরে ।
সন্দেহ বিশেষ কিছু হইল অন্তরে ॥
আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয় ।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু হইল সংশয় ॥
ভালত বৈষ্ণব সব বিষয়ীর বেশ ।
দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ ॥
শুনিয়াত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে ।
যে ছিল সে ভক্তি এবে গেল দরশনে ॥
বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর অগোচর ।
কিছু নহে অজানিত হেন মায়াধর ॥
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন ।
পড়িলেন শ্লোক ভক্তি মহিমা বর্ণন ॥
রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া ।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে ।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালেরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ।
অহোবকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কংবাদয়ালুং শরণং ব্রজেম ! ।
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা ।
জিঘাংসয়াপি হরয়েস্তনং দত্ত্বাপি সদ্গতিম্ ॥ ১৭

শুনিলেন মাত্র ভক্তি যোগের বর্ণন ।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার ।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার ।
এককালে হইল সবার অবতার ॥
বোল বোল বলি মহা লাগিল গর্জ্জিতে ।
স্থির হৈতে না পারিলা পড়িল ভূমিতে ॥
লাথি আছাড়ের ঘায় যতেক সম্ভার ।
ভাঙ্গিল সকল রক্ষা নাহি কার আর ॥
কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়াপান ।
কোথা গেল ঝারি যাহে করে জলপান ॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে ।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুইহাতে ॥
কোথায় গেল বা দিব্য কেশের সংস্কার ।
ধূলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার ॥
শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান ॥
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ।
মুঞি সে বঞ্চিত হইল হেন অবতারে ॥
মহা গড়াগড়ি দিয়া পাড়য়ে আছাড় ।
সবে মনে ভাবে যেন চূর্ণ হৈল হাড় ॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে ।
দশজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥
বস্ত্র শয্যা ঝারি বাটি সকল সম্ভার ।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥
সেবক সকল যে করিল সম্বরণ ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন ॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিল পড়িয়া ॥
তিল মাত্র ধাতু নাই সকল শরীরে ।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে ॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত ।
তখন সে মনে মহা হইল চিন্তিত ॥
হেন মহাশয়ে মুঞি অবজ্ঞা করিল ।
কেন বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইল ॥
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার প্রেমানন্দ জলে ॥
মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধু কার্য্য ।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য ॥
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে ।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি দরশনে ॥

আজি আমি এড়াইল পরম সঙ্কট।
সেহ যে কারণ তুমি আছিলা নিকট ॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান ॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক ভক্তির উদয় ॥
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইব চিত্তের প্রসাদ ॥
এপথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন ॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র উপদেশ ধরি ॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥
এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
ভাল ভাল বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥
প্রহর দুয়েতে বিদ্যানিধি মহাবীর।
বাহ্য হই বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জলে।
অন্ত নাহি ধারা অঙ্গ তিতিল সকলে ॥
দেখিয়া সন্তোষে বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয় ॥
পরম সম্ভ্রমে রাহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তার মনের উত্তর ॥
ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দোষ হইল উহার ॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্র দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ॥
বিষ্ণু ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞ রীত।
মাধব মিশ্রের কুল নন্দন উচিত ॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু শিষ্য যোগ্য পুণ্ডরীক গদাধর ॥

আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্র দীক্ষা করাহ ইহানে ॥
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারেত মহারত্ন মিলাইল বিধি ॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥
এই হে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথে মিলিবেক আসি ॥
ইহাতে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে তোমার।
শুনি গদাধর হর্ষে কৈলা নমস্কার ॥
সে দিন মুকুন্দ সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌররায় ॥
বিদ্যানিধি আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ॥
বিদ্যা নিধি মহাশয় অলক্ষিত রূপে।
রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে ॥
সর্ব্ব সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি পড়িলেন মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার।
কান্দে আপনাকে পুনঃ করিয়া ধিক্কার ॥
কৃষ্ণরে জীবন মম কৃষ্ণরে মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে ॥
বিদ্যানিধি হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন মাত্র তাহার ক্রন্দনে ॥
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥
পুণ্ডরীক বাপ বলি কান্দেন ঈশ্বর।
বাপ দেখিলাম আজি নয়ন গোচর ॥
তখনি সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন ॥

তখন সে হৈল সর্ব্ব ভক্তের রোদন।
পরম অদ্ভুত তাহা না যায় বর্ণন॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তান কলেবর॥
প্রিয়তম প্রভুর জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতি ভয় আপ্তুতা সবার হৈল তানে॥
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা প্রভু যেন তাহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি হরি বোলে॥
আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধ করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব মনোরথ পার॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লই সবে করেন কীর্ত্তন॥
ইহান পদবী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
প্রেম ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥
এইমত তান গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে হরি বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥
প্রভু বলে আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহা মঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেম নিধি সাক্ষাত নয়নে॥
শ্রীপ্রেম নিধির আসি হৈল বাহ্য জ্ঞান।
তখন সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥
অদ্বৈত দেবেরে আগে করি নমস্কারে।
যথা যোগ্য প্রেম ভক্তি কৈলেন সবারে॥
পরম সন্তোষ হৈল সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমময়।
ক্ষণে যে হইল প্রেম ভক্তি [illegible]।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাশয়॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু স্থানে।
পুণ্ডরীক মুখে মন্ত্র গ্রহণ কারণে॥
না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এতেকে উহান মুঞি হইলাম শিষ্য।
শিষ্য অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য॥
গদাধর বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
শীঘ্র কর শীঘ্র কর বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্র দিক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর-শিষ্য যার ভক্তির এই সীমা॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাঙ তান॥
যোগ্য গুরু শিষ্য পুণ্ডরীক গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় অনুচর॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুয়ের মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব মণ্ডল।
মহা নৃত্যগীত করে কৃষ্ণ কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে॥১
আপনে তুলিয়া হস্তে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥

নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্রে মাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাস সহিত।
বসিয়া কহেন কথা কৃষ্ণের চরিত॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর॥
কোন কুল কোন জাতি কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি কহিলাম আমি॥
আপনার জাতি কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমারে পরীক্ষা প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিমু আমি॥
লক্ষ্মী যদি ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি বাড়ীর তোমার।
স্থির হইবেক ভক্তি আমাতে সবার॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল মুঞি তোর স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায় সন্তোষ অপার॥

বালক সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
একদিন আই রাত্রে দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিল পুত্র বিশ্বম্ভর স্থানে॥
নিশি-অবশেষ মুঞি দেখিল স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুইজন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুইজনে সান্ধাইলে গোসাঞির ঘরে।
রাম কৃষ্ণ লঞা দোঁহে আইলা বাহিরে॥
তার হাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম কৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে।
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে॥
ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোনজন॥
রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি করো আজি আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥
এইমত কলহ করয়ে চারিজনে।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজনে॥

কাহার হাতের কেহ কাড়ি লৈয়া যায়।
কাহার মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়॥
জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্নদেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইল।
কিছু না বুঝিল মুঞি তোমারে কহিল॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধা আধি না থাকে না কহোঁ কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥
বিশ্বম্ভর বলে মাতা শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত রন্ধন করিলা॥
নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিল সত্বর॥
আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥
এত বলি দুই প্রভু হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে॥
হাসিয়া বসিলা এক ঠাঞি দুইজন।
গদাধর আদি আর পরমাপ্তগণ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এইমত দুইজনে করয়ে ভোজন॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুইজন হাসে॥
আবার আসিয়া আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥

শ্রীরাগ।

কৃষ্ণ শুক্লবর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সর্ব্বঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভু আচমন করি॥
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥
উঠ উঠ উঠ মাতা স্থির কর চিত।
কেনবা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥
বাহ্য পাই আই আস্তে ব্যস্তে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প স্বেদ সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সর্ব্ব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ সকল তাহার॥
সেবিলেন সর্ব্ব কাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্ম ভৃত্য বহি ইহা কেহ নাহি জানে॥

মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড॥
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব ভকত সমাজে॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিল।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইল॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সবার॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব সকল।
অভয় পরমানন্দে হইল বিহ্বল॥
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম আলিঙ্গন॥
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়্‌ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে।
আচার্য্য রত্নের ক্ষণে চলয়ে মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোন দিন গোপী ভাবে করেন ক্রন্দন।
কারে বলি রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥
কোন দিন উদ্ধব অক্রূর ভাব হয়।
কোন দিন রাম ভাবে মদিরা যাচয়॥
কোন দিন চতুর্ম্মুখ ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম স্তব পড়ি পড়ে ধরণী উপর॥
কোন দিন প্রহ্লাদ ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তিসাগরে বিহরে॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনঃ কথা॥

আই বলে বাপ যাই কর গঙ্গাস্নান।
প্রভু বলে কহ মাতা জয় কৃষ্ণ রাম॥
যত কিছু বলে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয় সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥
এক দিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মুর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর॥
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
বোল বোল মহাপ্রভু বলয়ে সদায়॥
সে মহা পুরুষে যত শিব গুণ গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥
সেই সে গাইল গীত নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল তার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল॥
জয় পাই উঠে কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব দাসের বিলাস॥
প্রভু বলে ভাই সব শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা সবাকার॥
আজি হৈতে নিবন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সংকীর্ত্তন করিয়া সকল জন সনে।
ভক্তি স্বরূপিনী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণ নাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস॥
শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥
গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥
গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান শ্রীধর।
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য নাম জানি কত॥
সবাই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বহি আর কেহ নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার আর নিশা হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥
এ গুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রিকালে মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥২
চারি প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই।
বোল বোল হুহুঙ্কার শুনিয়া সদাই॥
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীরগণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় ঘন দেখি।
গোবিন্দ সঙরে আই মুদি দুই আঁখি॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে॥

আছাড়ের আই নাহি জানে প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
যদ্যপি পরমানন্দে তার নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥৩
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেইমত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি সংকীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্য মাত্র ততক্ষণ॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে বলে মুঞি দাস॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যুথে যুথে হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জনকত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কত জন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥

গদাধর আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
শুনহ চল্লিশপদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত জীবন॥

ভাটিয়ারি রাগঃ।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনিশচীরনন্দননাচে রঙ্গে
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে॥

হরি রাম রাম ধ্রু॥

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর পাছে॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাস॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
জিনিল জিনিল বলি উঠে ঘনে ঘনে॥৪
ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তুলা হতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষ করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥৫
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥
যখনই হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহা কম্প।
মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখন বা দেখি অঙ্গ জলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুকায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় এক পাশ॥

ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ ধূলি অপূর্ব্ব রতন॥
আচার্য্য গোসাঞিবলে আরে আরে চোরা।
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি ভুরি মোরা॥
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায়॥
যখন উদ্দণ্ড প্রভু নাচে বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর॥
কখন বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
কখন বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর॥৬
পৃথিবী আলগ হৈয়া ক্ষণে ক্ষণে যায়।
কেহ দেখে কেহ বা দেখিতে নাহি পায়॥
ভাবাবেশে পাকল নয়নে যারে চায়।
মহাত্রাস পায় সেই হাসিয়া পলায়॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর॥
ভাবাবেসে একবার ধরে যার পায়।
আরবার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়॥
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার স্কন্ধে করে আরোহণ॥
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল।
মুখবাদ্য বায় যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খলখলি হাসে।
জানু পাতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত আছে বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিতে যেন বৃন্দাবন চন্দ্র॥

বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে॥
যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত॥
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে॥
গৌরবর্ণ অঙ্গ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি॥
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাহা প্রভু ভাষে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বলে।
এ বেটা আমার দাস ধরে তার চুলে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণ॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যান্য গলায় ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইলা মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
এ কোন অদ্ভুত যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে হয় জগত পবিত্র॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার যে ফল কিবা বলিব পুরাণে॥ ৭
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার নামে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥৮
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যার নাম শ্রবণে সকল বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যার নাম গাই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যার নাম গায়॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস সুতে॥৯
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রূপ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত শয়ন।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখ ভার।
দাস্য সুখে সব সুখ পাসরিল তার॥
কতি গেলা রমার বদন দৃষ্টিসুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ॥
শঙ্কর নারদ আদি যার দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥
সেই প্রভু আপনে যে দন্তে তৃণ করি।
দাস্য যোগ মাগে সব সুখ পরিহরি॥
হেন দাস্য যোগ ছাড়ি যেবা অন্য চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায়॥ ১০
সেবা কেন ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
এই মত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥

বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি ব্রহ্মা অজ ভবের যতন॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার কি বলিব আন॥
দাস্য ভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় যে মূর্চ্ছিত।
তৃণ করে তখন অদ্বৈত উপনীত॥
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটি করিয়া॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সবার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধর দুই জনে হাস॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হয়।
অস্থি মাত্র নাহি যেন নবনীত ময়॥
কখন দেখিতে অঙ্গ গুণ দুই তিন।
কখন স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥
কখন বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায়॥
সকল বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে॥
হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ।
ব্রহ্মা অজ উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥
এইমত সবা দেখি নানামত বলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥১১
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥
পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে॥

প্রভুর আজ্ঞাতে দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্যজন নদীয়ার॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে কেহ দ্বারেতে রহিয়া॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
কীর্ত্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন দেহ অন্য জন কিসে॥
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥
কেহ বলে এগুলা সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কিমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর॥
কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥১২
কেহ বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥১৩
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
ভুঞ্জিয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
অন্য লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহ বলে কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥

যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খানি থাক শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করে দেখো অদ্বৈত আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥
এইমত নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥
কেহ বলে এগুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এগুলার সম্ভাষে সকল কার্য্য যায়॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহ এইমত হয় দেখ পরতেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥
কেহ বলে আত্মা বিনা সাক্ষাত করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয় না জানিল ইহা॥
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥ ১৪
কেহ বলে কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘরে যাই কি কার্য্য রহিয়া॥
কেহ বলে না দেখিল নিজ কর্ম্ম দোষে।
সে সব সুকৃতি তা সবারে বলি কিসে॥১৫
সকল পাষণ্ডী তারা এক চাপ হঞা।
এহো সেইগণ হেন বলি যায় ধাঞা॥
ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ।
শত শত বেড়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্ব জ্ঞান।
তাহা না দেখিয়া করি নিজ কর্ম্ম ধ্যান॥
চালি কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥

পরিহাসে আসি সবে দেখিবার তরে।
দেখি ও পাগল গুলা কোন কর্ম্ম করে॥
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায় আর আসি বাজায় দুয়ারে॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য়॥
পুনঃ ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহবা নিবৃত্ত কয় কার অনুরোধে॥
কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাই লইয়া সব পাগল হইল॥
দুর্দ্দরি উঠিয়াছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেখ হুড়াহুড়ি॥
হই হই হায় হায় এইমাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশ বাণী॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র এথায়।
হেন টাঙ্গাইত গুলা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস বামনে এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
ও বামনে ঘুচাইলে গ্রামের কুশল
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ হয় মহা সুকৃতি সকল॥
প্রভু সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক সে সব বিধানে॥১৬
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ রসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতুহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কার সব নিত্য কলেবর॥
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল
চৈতন্য আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥১৭
যেন মহারাস ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥

এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥
এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র এ এক প্রহর॥
শালগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর ভরে।
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
কলি যুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান দেবকী নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মুই নাথ।
যত গাও সেই মুঞি তোরা মোর দাস॥
তোসবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আহার আমার॥
আমারে যে দিয়াছ সকল উপহার।
শ্রীবাস বলেন প্রভু সকল তোমার॥
প্রভু বলে মুঞি ইহা খাইমু সকল।
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু বড়ই মঙ্গল॥
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায় দুগ্ধ খায় নবনীত খায়।
আর কি আছয়ে আন বলয়ে সদায়॥
বিবিধ সামগ্রী খায় শর্করা মিশ্রিত।
শুদ্ধ নারিকেল জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপিটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
আরবার আন বলে খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে দুইশত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে কি আছয়ে আর॥
প্রভু বলে আন আন এথা কিছু নাই।
ভক্ত সব ত্রাস পাই সঙরে গোসাঞি॥
কর যোড় করি সব বলে ভয় বাণী।
তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তার কি করিবে এই ক্ষুদ্র উপহারে॥
প্রভু কহে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট আন ঝাট আন কি আছয়ে আর॥
কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই॥
আনন্দ হইল ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বূল সবে যার অধিকার॥
হরিষে তাম্বূল যোগাইল সর্ব্ব দাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু সবা চাহি হাসে॥
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে।
অনন্ত গম্ভীর প্রভু খল খল হাসে॥
দুই চক্ষু পাক দিয়া করয়ে হুঙ্কার।
নাড়া নাড়া নাড়া প্রভু বলে বারবার॥
মহাশান্তি কর্ত্তা হেন ভক্ত সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কার হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
যোড়হস্তে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥
মহাভয়ে যোড় হস্তে সব ভক্তগণ।
হেট মাথা করি চিন্তে চৈতন্য চরণ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই শ্রীচৈতন্য মুখ॥
যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা বিনে॥
বর মাগ বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি।
তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঞি॥
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
মাগ মাগ বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্য চৈতন্য রঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুনঃ মূর্চ্ছা পায়॥

বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু কররে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ কররে অনুক্ষণ ॥
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে ভাই বান্ধব বলিয়া ॥
লখিতে না পারে কেহ হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর মায়া কে বুঝিতে পারে॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সবেই বলেন অবতীর্ণ নারায়ণ ॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥
ধাতু মাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ পড়ে চারিভিতে ॥
সর্ব্ব ভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাও এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥
এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরি ধ্বনি ॥
সর্ব্বজনে উঠিল আনন্দ কোলাহল।
না জানি কে কোন দিকে হইল বিহ্বল ॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

—

নবম অধ্যায়।

গৌরনিধি সন্ন্যাসী বেশধারী।
অখিল ভুবন অধিকারী ॥ ধ্রু ॥

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন ধন্য ॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রাণধন ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ হরিদাস প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর পুণ্ডরীক প্রেমধাম ॥
জয় বাসুদেব শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে ॥
এবে শুন চৈতন্যের মহাপরকাশ।
যহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ ॥
সাত প্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার।
যহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার ॥
অদ্ভুত ভোজন যহি অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি দানের বিলাস ॥
রাজ রাজেশ্বর অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে ॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ॥
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম-ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিকে চায় ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিকে করেন কীর্ত্তন ॥
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পুনঃ ভাঙ্গে ॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥

আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥
যোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥
প্রভু বসিলেন যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেক মায়া মাত্র নাহিক কোথাত॥
আজ্ঞা হৈল বল মোর অভিষেক গীত।
শুনি গায় ভক্ত সব হৈয়া হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥
সর্ব্ব ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সব প্রেমযুক্ত হৈয়া॥ ১
মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেক মন্ত্র সবে লাগিল পড়িতে॥
সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতুহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা মন্ত্রবিত।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণে করে জয় জয় কার।
আনন্দ স্বরূপ দেহ হইল সবার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণে জল ঢালে শিরের উপর॥
নাম মাত্র অষ্টোত্তর শত ঘট জল
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতা সকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে হইয়ে সুকৃতি॥
যার পাদপদ্মে জল বিন্দু দিলে মাত্র।
সেহ ধ্যানে সাক্ষাতে কি দিতে আছে পাত্র২
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয়॥
শ্রীবাসের দাস দাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে ভক্ত সেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বলে আন আন॥
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি।
দুঃখী নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী॥
নানা বেদ মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করেন মার্জ্জন॥
পরিধান করাইয়া নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া দিব্য সুগন্ধি চন্দন॥
বিষ্ণু খট্টা পাতিলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ॥
যজ্ঞসূত্র যথাযোগ্য বস্ত্র অলঙ্কারে।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচারে॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী মঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ উপরি॥
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সবে স্তব লাগিল পড়িতে॥
অদ্বৈতাদি আগি যত পার্ষদ প্রধান
পড়িলা চরণে করি দণ্ড পরণাম॥

প্রেম নদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে প্রভু অমায়ায় শুনে॥
জয় জয় জয় সর্ব্ব জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় আদি হেতু জয় জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন আরম্ভাবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধু জন ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম স্তম্ভের মূল প্রাণ॥
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীর সিন্ধু মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ সত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল পাবন ভূষণ।
জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সবার জীবন॥
জয় জয় অজামিল পতিত পাবন।
জয় জয় পূতনা দুষ্কৃতি বিমোচন॥
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত।
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্বদাস॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আদি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমল দিয়ে পূজে কোনজনে॥
কেহ রত্ন রজত সুবর্ণ অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥
পট্টনেত শুক্ল নীল সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ধাতু পাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ রমা শিবে করে যে লাগি কামনা॥

বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে তাহা পূজে।
এইমত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥
দূর্ব্বা ধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্বজনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে॥
নানাবিধ ফল আনি দেন্ত থরে থরে।
গন্ধ পুষ্প চন্দন চরণে কেহ ডারে॥
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে যেন স্ফুরে যারে॥
কস্তুরি কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগুধূলি।
সবে শ্রীচরণে দেন হই কুতূহলী॥
চম্পক মল্লিকা কুন্দ কদম্ব মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ নখ পাতি॥
পরম প্রকাশ বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
কিছু দেহ খাই প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু দেখি সব ভক্তগণ।
যে যে মতে দেয় সব করেন ভোজন॥
কেহ দেয় কদলক কেহ দেয় মুদ্গ।
কেহ দধি ক্ষীর বা নবনী কেহ দুগ্ধ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেয় ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইল সকল লোক নগরে নগরে।
কিনিয়া সকল দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা সহিত দেয় শ্রীহস্ত উপরি॥
নানাবিধ সন্দেশ প্রভুরে দেয় আনি।
শ্রীহস্তে তুলিয়া প্রভু খায়েন আপনি॥
কেহ দেই জম্বু কেহ কর্কটিকা ফল।
কেহ দেই ইক্ষু কেহ দেই গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশ বার পাঁচবার দেই একদাস॥
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহা যোগেশ্বর পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥

কতেক সন্দেশ কতেক ফল ফুল।
কত বা সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম কর্ম্ম কহে শেষে॥
শ্রীবাসেরে বলে আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলা দেবানন্দ স্থানে॥
পদে পদে ভাগবত প্রেম রসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চৈঃস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বলয়ে কান্দয়ে কেন না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ সেই মত শিষ্যগণ॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ বৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাণ্ডাইল সে আমার প্রেমযোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব ভিতি স্থান হৈল বরিষার মত॥
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস॥
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥
আনন্দ সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ॥

কোন ভক্ত নাচে কেহ করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন॥
কদাচিত যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে॥
কিছু দেহ খাই বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেয় তাহা খায়েন সমস্ত॥
খাইয়া বলেন প্রভু তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।
শুনিয়া বিহ্বল হৈয়া পড়ে সেই দাস॥
গঙ্গাদাসে দেখি বলে তোর মনে জাগে
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্ব পরিবার সনে আসি খেয়া ঘাটে
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলা শঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে চিত্ত হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গাতে বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি বলিতে লাগিলা॥
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন যত সকল তোমার॥
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা এক যোড় বক্সিস তোমার॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকরে করি পার।
তবে পুনঃ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার॥
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ।
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন ।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥
তাম্বূল যোগায় কেহ অতি প্রিয় ভৃত্য ।
কেহ গায় কেহ বা সম্মুখে করে নৃত্য ॥
এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈলা ।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিলা ॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ততক্ষণ ॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ ॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ।
কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ ॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া ।
ত্রাহি প্রভু বলি পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
কেহ কাকু করে কেহ করে জয়ধ্বনি ।
চতুর্দ্দিকে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র শুনি ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে ।
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ॥
প্রভুর হইল মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব্বদাস ॥
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি ।
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতুহলী ॥
বর মুখ হইলেন শ্রীগৌর সুন্দর ।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে সর্ব্ব জনে জনে ।
অমায়ায় কৃপা প্রভু করেন আপনে ॥
আজ্ঞা হৈল শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন ।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান ॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা ।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া ॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া ।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া ॥
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে ।
আজ্ঞা লই গেলা সেই শ্রীধর ভবনে ॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান ।
খোলার পসরা করি রাখে নিজ প্রাণ ॥
একবার খোলা গাছ কিনিয়া আনয় ।
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয় ॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায় ।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায় ॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা ।
এই মত হয় বিষ্ণু ভক্তির পরীক্ষা ॥
মহা সত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির ।
যার যেই মুল্য তাহা না বলে বাহির ॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে ।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্য খানি কিনে ॥
এইমত নবদ্বীপে আছে মহাশয় ।
খোলা বেচা জ্ঞান করি কেহ না চিনয় ॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে ।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বলে দীর্ঘল বচনে ॥
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ ফাটে ॥
মহা চাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে ।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে ॥
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি ।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতুহলী ॥
হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে ।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
অর্দ্ধ পথ গেল মাত্র ভক্তগণ ধাঞা ।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথায় থাকিয়া ॥
ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥
চল চল মহাশয় প্রভু দেখ গিয়া ।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া ॥
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত ।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত ॥

আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ লইল তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর আগে নিল আলগ করিয়া ॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইল।
আয় আয় শ্রীধর বলি ডাকিতে লাগিল॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥
এহ জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলার অন্ন খাই নিরন্তর ॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইল বিস্তর।
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত হেন যখন প্রকাশ॥
সেই কালে গূঢ়ভাবে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা বেচা কেনা ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসরাতে গিয়া।
থোড় কলা মুল খোলা আনয়ে কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্য দিয়া ॥
সত্যবাদী শ্রীধর প্রকৃত মুল্য বলে।
অর্দ্ধ মূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর ঠাকুর হুড়াহুড়ি ॥
প্রভু বলে কেন ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসী ॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এত দিন কেবা আমি না জানিস্ ইহা ॥
পরম ব্রহ্মণ্য যে শ্রীধর ক্রুদ্ধ নয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়॥ ৪
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে অতি মনোহর ॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥
শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥

অধরেতে মৃদু হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥
শ্রীধর বলেন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর ॥
প্রভু বলে জানি তুমি পরম চতুর।
খোলা বেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর ॥
আর কি পসরা নাহি শ্রীধর যে বলে।
অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন পাত খোলে ॥
প্রভু বলে যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥৫
রূপ দেখি মুগ্ধ হৈয়া শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে ॥
প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥
কর্ণ ধরি শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে॥
এই মত প্রতি দিনে করেন কোন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল ॥
শ্রীধর-বলেন মুঞি হারিল তোমারে।
কড়ি বিনা কিছু দিমু ক্ষমহ আমারে ॥
একখণ্ড খোলা দিমু একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মুল আর দোষ মোর ॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আর নাহি দায়।
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়॥
এই লীলা করিব চৈতন্য প্রভু পাছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধর খোলা বেচে ॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধর বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা॥৬
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইল সঙরণে ॥

প্রভু বলে শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেঙু তোর॥
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখ সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে মোহন বংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহা জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা ফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে যোড় করে॥
প্রকৃতি স্বরূপ সব যোড় হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী॥
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেইমত ঢুলিয়া পড়িল পৃথিবীত॥
উঠ উঠ শ্রীধর প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুর বোলেতে তবে চৈতন্য পাইল॥
প্রভু বলে শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।
শ্রীধর বলয়ে নাথ মুঞি মূঢ়মতি॥
কোন স্তুতি জানো মুঞি কি মোর শকতি।
প্রভু বলে তোর বাক্য মাত্রে মোর স্তুতি॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিল জিহ্বায় শ্রীধর করে স্তুতি॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরন্দর॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি নাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত॥
জয় জয় বেদ গোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল করি নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে বেড়াইল নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানে তোমারে॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি দেব তুমি সর্ব্ব ধ্যান॥
তুমি বুদ্ধি তুমি সিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ॥

তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি [illegible]॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি [illegible]।
তুমি বা হইবে কেনে তোমারি এ সব॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ সলিলা॥
তবু মোর পাপ চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুঞি তোর অমূল্য চরণ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর।
এখন হইলা নবদ্বীপ পুরন্দর॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বিকিল সত্যভামা।
ভক্তি বশে তুমি কান্ধে কৈলে ব্রজরামা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য লোক কাহারে না কয়॥
ভক্তি লাগি সর্ব্ব স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিঞা বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥৮
সে মায়া হইল চূর্ণ আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা দুই চারি জন স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে জনে॥
মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সব বৈষ্ণবাগ্রগণী॥
প্রভু বলে শ্রীধর বাছিয়া লহ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥
শ্রীধর বলেন প্রভু আর ভাঁড়াইবা।
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা॥
প্রভু বলে দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবে বর যেই চিত্তে লয়॥

মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে প্রভু এই দেহ বর ॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল ॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চৈঃস্বরে ॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল ॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করো তোমারে ঈশ্বর ॥
শ্রীধর বলয়ে মুক্তি কিছুই না চাঙ্।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ্ ॥
প্রভু বলে শ্রীধর তুমি আমার দাস।
এতেকে দেখিল তুমি আমার প্রকাশ ॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে ॥
ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য ॥
কি করিবে বিদ্যাধন রূপ যশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ী সব পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥
কলা মুলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটিশ্বরে না পাইবে তাহা ॥
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে ॥
দেখি মুর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভিপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্ম দোষে ॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি ॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তি মাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি ॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা মদে ধন মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধি হ্রাস।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥
শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তার বন্ধ বিমোচন ॥
প্রেম ভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে ॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা মহাভাগ ॥
অনিন্দুক হই যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ হউ প্রাণ মোর ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

দশম অধ্যায়।

মোর বঁধুয়া গৌর নিধিয়া ধ্রু ॥

জয় জয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর ॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
নাড়া নাড়া নাড়া বলে মস্তক ঢলিয়া ॥
প্রভু বলে আচার্য্য মাগহ নিজ কার্য্য।
যে মাগিল তাহা পাইল বলয়ে আচার্য্য ॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কার বলিতে বচন ॥

মহা পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল প্রভু খায়॥
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহা ধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈষ্ণবর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের কান্ধে পড়ি বন্দী সে হইলা॥
ডাঁকি বলে বিশ্বম্ভর আরেরে বানরা।
পাসরিলি তোরে পোড়াইল সীতা চোরা॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশ ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥
সুমিত্রা নন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি শ্রীগন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিলা॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ॥
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
তোমার যে অভিমত মাগি লহ বর॥
মুরারি বলয়ে প্রভু আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তব গুণ গাঙ॥
যে তে ঠাঞি প্রভু কেন জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥

তুমি প্রভু মুক্তি দাস ইহা [illegible] কথা।
হেন সত্য কর প্রভু না [illegible]।
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইমু তোমার॥
প্রভু বলে সত্য সত্য এই বর দিল।
জয় জয় ধ্বনি তবে হইতে লাগিল॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্ব জীবে কৃপাযুক্ত মুরারি চরিত॥
যে তে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারি বল্লভ প্রভু সর্ব্ব অবতার॥
ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব্ব জনে।
সকৃৎ মুরারি নিন্দা করে যেই জনে॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক উদ্ধার।
গঙ্গা হরিনামে তারে করিবে সংহার॥
মুরারি বসয়ে গুপ্তে উহার হৃদয়ে।
এতেকে মুরারি গুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেম ভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভু সে তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
মোরে দেখ হরিদাস বলে ডাক দিয়া॥
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিল বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥

প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহা সবার কুশলে ॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ ॥
তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিকল ॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ। তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।
এই তার সাক্ষী আছে মিথ্যা নাহি কঙ ॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে ॥
ঝাট আইল তোর দুঃখ না পারি সহিতে ॥
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভালমত।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈত ॥
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কিনা বলে কিনা করে ভক্তের কারণে ॥
জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাই অনন্ত ভুবনে ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত নামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব দোষ ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি ॥
প্রভু মুখে শুনি মহা করুণ বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥
বাহ্য দূরে গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥
বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ দরশন করয়ে ক্রন্দনে ॥
সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥

মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করয়ে স্থির তবু নহে স্থিরে ॥
বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে ত্রাণ কর পড়িল তোমাত ॥
নির্গুণ অধম সর্ব্ব জাতি বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত ॥
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান ॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ স্মরণে ॥
কীট তুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥
এহ বল নাহি মোর স্মরণ বিহীন।
স্মরণ করিতে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥
সভা মধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন ॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥
স্মরণ প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥
কোন কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥
স্মরণ প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হৈয়া।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥
হেন তোমার স্মরণবিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে স্মরণ দেহ বাপ ॥
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥
প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ স্মরণ।
স্মরণ প্রভাবে সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন ॥
কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেজো নাশ।
স্মরণ প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা সদয় হইয়ে ॥

চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখ আমি।
আমি দিমু মুনি ভিক্ষা বসি থাক তুমি॥
অবশেষে এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলে নিজ সেবক রাখিতে॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মতে সব ঋষি পলাইলু ডরে॥
স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডু পুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ কারণ॥
অখণ্ড পরম ধর্ম্ম এই সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা সবার উদ্ধার॥
অজামিল স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব ধর্ম্মহীন তাহা বহি নাহি আর॥
দূত ভয়ে পুত্র স্নেহে দেখি পুত্র মুখ।
সঙরিল পুত্র নাম নারায়ণ রূপ॥
সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে ভক্ত স্মরণ সম্পদ॥
হেন তোর চরণ স্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িল তুঞি॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন অধিকার।
এক বই প্রভু কিছু না চাহিমু আর॥
প্রভু বলে বল বল সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥
করযোড় করি বলে প্রভু হরিদাস।
মুঞি অল্প ভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণ হীন পাপী জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা পদ চাহা যে মোহার যোগ্য নয়॥
প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥

শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥
প্রেম ভক্তি ময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু না পূরয়ে আশ॥
প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে হৈল বাস।
তিলার্দ্ধেক তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য পাবে আমা নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে
নিরবধি আছি মুঞি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে মোহার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে।
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে
প্রেম ধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে।
যে তে কুলে কেন বৈষ্ণবের জন্ম নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস স্তুতি বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এ বচন মোর নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥

ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥
হরিদাস স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥
হরিদাস কান্দে কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
বসি আছে মহাজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে ॥
অদ্বৈতের ভিতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তার কহে প্রকাশিয়া ॥
শুন শুন অদ্বৈত তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল মুঞি তাহা মনে জাগে॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার ॥
গীতা শাস্ত্র পড়াও বাখান ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্বভোগ ॥
দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে মুঞি তোমা স্থানে হই পরকাশ ॥
তোর উপবাসে হয় মোর উপবাস।
তুমি মোরে যাহা দেহ সেই মোর গ্রাস॥
তিলার্দ্ধেক তোর দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি ॥
উঠ উঠ আচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥
উঠিয়া ভোজন কর না কর উপাস।
তোমার কারণ মুঞি করিব প্রকাশ ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি তুমি যেন মানহ স্বপন ॥

এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা প্রভু আপনি কহয় ॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যে দিনে যে ক্ষণে।
যত শ্লোক সব প্রভু কহিলা আপনে ॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি শক্তি কি বলিব এই তার সীমা ॥
প্রভু বলে সর্ব্ব পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে॥
সম্প্রদায় অনুরোধে যবে অন্য পড়ে।
সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্ত এই পাঠ নরে ॥
আজি এই সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্ত এই সত্য পাঠ ॥১

তথাহি।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৮

অতি গুহ্য পাঠ আমি কহিল তোমারে
তোমা বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি।
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিমু মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি ॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাই ॥
এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত ॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা ॥
বেদে যেন নানামত কহয়ে কথন।
এইমত অদ্বৈতের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি যার ॥

শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি নাহি তার দোষে॥

তথাহি।

গিরয়োমুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে বর্ষন্তি জ্ঞানিনো নরাঃ॥১৯

এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সর্ব্ব ঠাঞি॥
চৈতন্য চরণ সেবা অদ্বৈতের কায।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব সমাজ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরী।
অদ্বৈতের সেবা করে নহে প্রিয়কারী॥
চৈতন্যেতে মহা মহেশ্বর বুদ্ধি যার।
সেই সে অদ্বৈত প্রিয় অদ্বৈত তাহার॥
সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র ইহারে না লয়।
অক্ষয় অদ্বৈত সেবা ব্যর্থ তার হয়॥
শিরচ্ছেদি ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথে শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব সে না জানে ইহা।
সেবা হৈল ব্যর্থ মৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল মন্দ শিবে কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে সেই চিত্তে বুঝি লয়॥২
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় অদ্বৈত ভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব বাক্য মরে সদা মনে॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
মহামায়া বলবতী কি বলিব তারে॥
প্রভুর যে অহঙ্কার ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল সেই সত্য হয়।
যাহাতে প্রতীতি যার নাহি তার ক্ষয়॥

যত যত গুণ যার মহত্ত্ব বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন ভাগ্য ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
বল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥
চৈতন্য স্মরণ করি আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বুদ্ধে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব কৃষ্ণ জন্ম জন্ম পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥ ৩
শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে মোরে মাগি লহ যেই ইচ্ছা বর॥
আনন্দ পাইল সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥
কেহ বলে মোর বাপ না দেয় আসিবারে
তার চিত্ত ভাল হউ এই দেহ বরে॥
কেহ বলে শিষ্য প্রতি কেহ পুত্র প্রতি
কেহ ভার্য্যা কেহ ভৃত্য যার যেই মতি
কেহ বলে আমার হউক গুরু ভক্তি।
এইমত বর মাগে যার যেই শক্তি॥
ভক্তবাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর॥

মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥
সবার মুকুন্দ প্রিয় পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে প্রভু শুনে।
কোন জনে না বুঝে তথাপি দণ্ড কেনে॥
ঠাকুর নাহিক ডাকে আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার শরীরে॥
শ্রীবাস বলয়ে শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয় আমা সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥
ভক্তি পরায়ণ সর্ব্বদিকে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥
যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু বল ভালমতে॥
প্রভু বলে হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি কেহ কিছু না কহিবা॥
খড় লয় জাঠি লয় পূর্ব্বে যে শুনিলা।
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আরবার।
বুঝিতে তোমার বাক্য কার অধিকার॥
আমরাত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম দুই সাক্ষী॥
প্রভু বলে ও বেটা যখন যেথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যখন বৈষ্ণবের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়।
না মানয়ে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥

ভক্তি হৈতে বড় আছে ইহা যে বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাদ॥
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
না পাইমু দরশন শুনিলেন ইহা॥
গুরু উপরোধে পূর্ব্বে না মানিল ভক্তি।
নাহি জানে মহাপ্রভু চৈতন্যের শক্তি॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
এ দেহ রাখিতে মোর নহেত যুকত॥
অপরাধী শরীর ছাড়িমু আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি॥
মুকুন্দ বলেন শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
কভুনি দেখিমু মুঞি বল প্রভু পাশ॥
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে॥
প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈল পরানন্দ সুখে॥ ৪
পাইমু পাইমু বলি করে মহা নৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
দেখিবেন হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন্দ।
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥
প্রভু বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইসহ আমারে দেখ ধরহ প্রসাদ॥
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহা পুরুষ দেখিয়া॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার॥

সঙ্গ দোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥
আমার গায়ন তুমি থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ ॥
ভক্তি না মানিল মুক্তি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্যকি পাইব সুখে ॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ ॥৫
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে ॥
যখন চলিলা তুমি রুক্মিণী হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড় বাহনে ॥
মহা অভিষেক রাজ রাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহা জ্যোতিঃধাম ॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ ॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় রূপ কারুণ্য শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে।
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশনে।
না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণে ॥৬
আর মহা প্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঞি ॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে ভক্তি শূন্যের কারণে ॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত মুখ খসি না পড়িল ॥
কুব্জা যজ্ঞপত্নী পুরনারী মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেই খানে মরে কংশ দেখি অনুভব ॥৭
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল
এই বড় কৃপা তোর তথাপি রহিল ॥
যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী ॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন ॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ প্রভাবে এসব অধিকার ॥
হেন ভক্তি না মানিল মুক্তি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি ॥
ভক্তিযোগে গৌরী পতি হইল শঙ্কর।
ভক্তিযোগে হইল নারদ মুনিবর ॥
বেদ ধর্ম্ম যোগে নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ ॥
মহা গোপ্য ভক্তিযোগ বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ চিত্তের বিক্ষেপে ॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার।
তবে মনো দুঃখ গেল তারিলা সংসার ॥৮
কীট হয়ে না মানিল মুক্তি হেন ভক্তি।
আর তোমা দেখিবারে কোন মোর শক্তি ॥
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।

সহজ একান্ত ভক্তি কি কহিব সীমা।
চৈতন্য প্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করেন উত্তর॥
মুকুন্দ তোমার ভক্তি বড় প্রিয়করী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরী॥
তুমি যত কহিল সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমারে দেখিলে কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহোঁ বড় প্রিয় তুমি।
বেদ মুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি॥
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্য গতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ব বিধি উপরে মোহার অধিকারে॥
মুঞি সত্য কহিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্ম নহে সুখে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন সুখ॥
রজকেও দেখিল মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল তার প্রেম নাই॥৭
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে আমার দর্শন।
সুখ না পাইল ভক্তি শূন্যের কারণ॥
* ভক্তিহীন জনে পায় পরম প্রমাদ।
মোর দরশন সুখ তার হয় বাদ॥
ভক্তি স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥
যতেক কহিলা তুমি সব মোর কথা।
তোমার মুখে বা কেন আসিব অন্যথা॥
ভক্তি বিলাইমু মুঞি বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥

যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব মণ্ডল।
শুনিয়া তোমার গান দ্রবিল সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউ তোর সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবা আমার॥
মুকুন্দেরে এত যদি বরদান কৈল।
মহা জয় জয় ধ্বনি তখনি হইল॥
হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ।
হরি বলি নিবেদয়ে সবে তুলি হাত॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেই মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥
এ সব চৈতন্য কথা বেদের নিগূঢ়।
ইহাতে না পায় সুখ যত সব মূঢ়॥
শুনিলে এসব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ॥
এইমত যত যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি বর পাইল সকল॥
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার॥
যার যেনমত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥
মহা মহা পরকাশ ইহারে সে বলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতুহলী॥
এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে যত চৈতন্যের দাস॥
দেহ মনে নির্ব্বিশেষে যে হয়েন দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস॥
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী মাঝে মাঝে॥
যাবৎ কাল গীতা ভাগবত কেহ পড়ে।
কেহ বা পড়ায় কারো ধর্ম্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ বিগ্রহ কিছুই নাহি লয়।
বৃথা আকুমার ধর্ম্মে শরীর শোষয়॥

* কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ পাঠ

সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা অভিমানী একজনও না দেখিল॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একজনও না জানিল॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে॥১০
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে॥
সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি॥১১
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মূর্ত্তি দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে॥
জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা সবা ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥
আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সবারে॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটি চন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাইয়া॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥

ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকা স্বভাব॥১২
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥১৩
যারে যেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারিবেদে গাই॥
চৈতন্যের ভক্ত বলি নাহি যার নাম।
যদি সেবা বস্তু তবে তৃণের সমান॥
নিত্যানন্দ কহে মুঞি চৈতন্যের দাস।
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥
তাহান কৃপাতে হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
বলরাম প্রীতে গাই চৈতন্য চরিত।
কর বলরাম প্রভু জগতের হিত॥
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥১৪
নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভক্তিতত্ত্ব জানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তিপদ পায়॥

কোন মতে করে যদি নিত্যানন্দ হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে সেই জন গেলা ॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥
কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥১৫
নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত ধর্ম্ম হয় ॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা নিম্ব হেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব স্বাদ পায়।
তার দৈব শর্করার স্বাদ নাহি যায় ॥
এইমত চৈতন্যের পরানন্দ যশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব বশ ॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥
পক্ষী মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেহ সত্য যাইবেক শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

একাদশ অধ্যায়।

রাগ মল্লার।

নিধিগৌরাঙ্গকোথাহৈতেআইলাপ্রেমসিন্ধু
অনাথের নাথ প্রভু পণ্ডিতজনের বন্ধু ॥ধ্রু

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজ কুল সিংহ।
জয় হউক যত তোর চরণের ভৃঙ্গ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণ ধন ॥
জয় রূপ সনাতন প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয় ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব জনের গোচর ॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥
নিষ্কপটে সেবিল প্রভুরে শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ ॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি ॥
অহর্নিশ বাল্যভাব বাহ্য নাহি জানে।
কভু নাহি দুগ্ধ পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয়ে ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ।
কাহার সহিতে পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।
শুনি নিত্যানন্দ বিষ্ণু সঙরণ করে ॥
আমার চাঞ্চল্য তুমি কতি না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা ॥
বিশ্বম্ভর বলে আমি তোমা ভাল জানি।
নিত্যানন্দ বলে দোষ কহ দেখি শুনি ॥
হাসি বলে গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু পাগলে সে করে।
এ করিলে ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও ॥
প্রভু বলে তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।

হাসি বলে নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইব সর্ব্বকাল॥
নিশ্চয় বলিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেয় হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর একি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম॥
এখনি বলিলা তুমি আমি কি পাগল।
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥
যার বাহ্য নাহি তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্রে মাতা॥
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহা চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥
বাটী থুই সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
মহা তীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত পাত্র হৈল অপহার॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব হেন মনে গণি।

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ কান্দ কি কারণ।
কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন॥
মালিনী বলয়ে বাপ শুনহ কারণ।
ঘৃত পাত্র ঐ কাকে করিল হরণ॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী তুমি ক্রন্দন সম্বর॥
কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন।
ওহে কাক বাটী ঝাট আনহ এখন॥
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলা মালিনী কাকের দিকে চায়॥
ক্ষণেকে উঠিয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেই খানে আইল॥
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈল অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হইতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটী আনে কি মহত্ত্ব তারে॥
যাহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভব করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংশ হয় যার নামে।
কি মহত্ত্ব বাটী সে আনিল কাক স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা পাশে॥
তথাপিও তুমি মাত্র সীতার চরণ।
ইহা বহি সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সেবনে রাবণের বংশ নাশ।

যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার।
কাক স্থানে বাটী আনি কি মহত্ত্ব তার॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারি বেদে কয়॥
হাসে নিত্যানন্দ তার শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে মুঞি করিমু ভোজন॥
নিত্যানন্দে দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তনপান করে॥
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব সে বাসয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে তে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মার তার শিরের উপরে॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥
এক দিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকয়ে বসিয়া॥
হেন কালে নিত্যানন্দ আনন্দ বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥

বাল্যভাবে দিগম্বর রহে দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর।
নিত্যানন্দ হয় হয় করয়ে উত্তর॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ পরহ বসন।
নিত্যানন্দ বলে আজি আমার গমন॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি।
নিতাই বলেন আর খাইতে না পারি॥
প্রভু বলে এক কহি কহ কেনে আর।
নিতাই বলেন আমি গেনু দশবার॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে প্রভু মোর দোষ নাই।
নিত্যানন্দ বলে প্রভু হেথা নাহি আঁই॥
প্রভু কহে কৃপা করি পরহ বসন।
নিত্যানন্দ বলে আমি করিব ভোজন॥
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে আর বলে হাসিয়া বেড়ায়॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি হাসে পদ্মাবতীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে॥
সেই মত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেই রূপ আই মাত্র দেখে॥
কাহাকে না কহে আই পুত্র স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই স্থানে পঞ্চ ক্ষীর সন্দেশ পাইয়া।
এক খাঞা আর চারি ফেলে বিথারিয়া॥
হায় হায় বলে আই কেন ফেলাইলা।
নিত্যানন্দ বলে কেনে এক ঠাঞি দিলা॥
আই বলে ঘরে আর নাহি কি খাইবা।
নিত্যানন্দ বলে চাহ অবশ্য পাইবা॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ আইল কোন পাকে॥

আই বলে সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল॥
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে বাপ ইহা পাইলা কোথায়॥
নিতাই বলেন যাহা ছড়াঞা ফেলিল।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিল॥
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে॥
আই বলে নিত্যানন্দ কেন মোরে ভাঁড়॥
জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
এইমত নিত্যানন্দ চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহীধর॥
যে তে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হেনমতে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য বাদ্য গীত হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার॥
বর্ষাতে গঙ্গার ঢেউ কুম্ভিরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত॥
সর্ব্ব লোক দেখি তবে করে হায় হায়।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে হায় হায়॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোনক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ার॥
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আস্তে ব্যস্তে প্রভু নিজ মস্তকের বাস
পরাইয়া থুইলেন তথাপিহ হাস॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্যগন্ধে।
শেষে মালা পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোজন ব্যভার।

তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা ॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন যে করেন সর্ব্বত্র সম্মতি ॥
প্রভু বলে একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥
এত বলি প্রভু তান কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া ॥
সকল বৈষ্ণব মণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥
প্রভু বলে এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায় ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ শক্তি ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই।
সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই ॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব রক্ষক জনক সর্ব্ব মিত্র ॥
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয় ॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহা যত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিল বন্ধন ॥
প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ ॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি আন ॥
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
পাঁচবার সাতবার একজনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
সবে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান।
মত্ত প্রায় হরি বলি করয়ে আহ্বান ॥
কেহ বলে আজি ধন্য হইল জীবন।
কেহ বলে আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥
কেহ বলে আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।
কেহ বলে আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥
কেহ বলে পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে ॥
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পানমাত্রে সবে হৈলা চঞ্চল স্বভাব ॥
কেহ নাচে কেহ হাসে গড়াগড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায় ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিল নৃত্য করিতে অপার ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি সর্ব্বগণ ॥
কার গায় কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে রোদন।
কেবা কোন রূপ করে না যায় বর্ণন ॥
প্রভু করিয়াও কার কিছু ভয় নাই।
প্রভু ভৃত্য সকল নাচয়ে এক ঠাঞি ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য করিয়া কোলাকুলি।
অহ্লাদে নাচয়ে দুই মহা কুতুহলী ॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতলে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে হরি বলে ॥
প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম অনুচর ॥
এ সব লীলার কতি নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ ॥
এইমত সর্ব্ব দিন প্রভু নৃত্য করি।

হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌর সুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া উত্তর॥
প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সে করয়ে মোরে॥
ইহান চরণ ব্রহ্মা শিবের বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহা জয় জয় ধ্বনি করিলা তখন॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা।
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁন্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব সেব্য কলেবর॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
লোক দেখে পূর্ব্ব যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেইমত কুতুহলে॥
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে পুনঃ আপনা লুকায়॥ ১
এক দিন আচম্বিতে হেন হৈল মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাঁহারে সংহারিবে ভাল মনে॥
আজ্ঞা পাই দুইজনে কহে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন॥
হেনমতে নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই আনন্দ অন্তরে॥
দোহার সন্ন্যাসী বেশ বুলে ঘরে ঘরে।
আস্তে ব্যস্তে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
এবোল বলিয়া দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥
করিব করিব কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে এ দুজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র দোষে॥
যে গুলা চৈতন্য নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে মার মার॥

তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে॥
ভব্য সব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥
কেহ বলে এ দুজন কিবা চোর চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘর ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে॥
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞা বলি না পায় তরাসে॥
এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া॥
এক দিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা দস্যু প্রায় তারা মহ্মপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেই খানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে।
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।
মন্ত্রের নিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্ব পাপ সে দুয়ের শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
না হৈল বৈষ্ণব নিন্দা এই সব পাকে।
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারু কার বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
দুজনেতে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
কোন জাতি দুই জন এমত বা কেনে॥
লোক বলে গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা মাতা মহা কুলেতে উৎপন্ন
সর্ব্ব কাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেক দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হৈতে করয়ে এতেক অপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠীরা বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কার কোন দিন বসতি পোড়ায়
হেন পাপ নাহি যাহা না করে দু জন।
ডাকা চুরি মদ্য মাংস করয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়।
দুয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
পাতকী তারিতে প্রভু হৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোক করে উপহাস
এ দুয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে
তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুয়ের করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥

মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক হয় মোর পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার॥
এতেক চিন্তিয়া মনে হরিদাস প্রতি।
বলে হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম ঘরে নাহিক নিস্তার॥
প্রাণান্ত মারিলা তোমা যে যবনগণে।
তাহারও করিলে তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিল প্রভু এই তত্ত্ব কথা॥
প্রভুর প্রতাপ সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুয়ের উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে।
সক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে॥
নিত্যানন্দ তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বলে শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥
প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মত্তপের ঠাঞি॥
সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর নির্দ্দেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥

বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার।
বলিলে না লয় তবে সেই ভার তাঁর॥
কহিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিল গমনে॥
সাধু লোকে মানা করে নিকটে না যাও।
লাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসী জ্ঞান ও দুয়ের ঠাঞি।
ব্রহ্মবধ গো বধ তাহার অন্ত নাই॥
তথাপিও দুই জন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
নিকটে চলিলা দুই মহা কুতুহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ লোচন॥
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
ধর ধর ধর বলি ধরিবারে যায়॥
আস্তে ব্যস্ত নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
রহ রহ বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোকে বলে এখনই নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিনু ধরিনু বলি লাগালি না পায়॥

নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ রহে তবে পাই সব॥
হরিদাস বলে ঠাকুর আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥
মত্তপেরে কৈলে হেন কৃষ্ণ উপদেশ।
অতএব তার শাস্তি প্রাণ অবশেষ॥
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে ধাইতে।
তথাপিও ধায় দুই মত্তপ ত্বরিতে॥
দুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইবা।
জগামাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা॥
তোমরা না জান হেথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া॥
হরিদাস বলে মুঞি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি মুঞি চঞ্চল সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি জীবন হারাই॥
নিত্যানন্দ বলে মুঞি নহি সে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি মোরা প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান
চোর ঢঙ্গ বহি লোক নাহি বলে আন॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ নাহি জান তুমি।
দুইজনে বলিলাম দোষ ভাগী আমি॥২
হেনমতে দুই জনে আনন্দ কোন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মত্তের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি॥

দেখা না পাইয়া দুই মত্তপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল॥
মত্তের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥
স্থির হই দুই জনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদনমোহন॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যান্যে কৃষ্ণ কথা কহেন সকল॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ পতি যেন সনকাদি সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥
অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মত্তপ দুই জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্ণ নাম।
খেদাড়ি আইল ভাগ্যে রহিল পরাণ॥
প্রভু বলে কে সে দুই কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন করে হেন কাম॥
সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম প্রকাশ॥
সে দুয়ের নাম প্রভু জগাই মাধাই।
ব্রাহ্মণের পুত্র দুই জন্ম এক ঠাঞি॥
সঙ্গ দোষে তা সবার হেন হইল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥
সে দুয়ের ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুয়ের পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি॥
প্রভু বলে জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইমু আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবেতে ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণ নাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি পাতকীপাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইল উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি দুয়ের মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল তখন॥
হইল উদ্ধার সবে মানিল হৃদয়।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয়॥
চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সে বা কোন দিকে যায়॥
বর্ষায় গঙ্গার জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারেঁ যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পৃষ্ঠে মহেশ বলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায়॥

আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
চৈতন্য বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমার আসিয়া॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে কোন চিত্র নয়।
মত্তপের উচিত মত্তপ সঙ্গ হয়॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেন তুমি তার ভিত॥
নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল।
উহার চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মত্তপ আনিব গোষ্ঠী মাঝে॥
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ॥
শুধিমু সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মত্তপ আসিয়া।
নিমাঞি নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুইজনে।
জাতি লৈয়া তুমি আমি পলাই যতনে॥
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মত্তপ উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু যার হেন মতি॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

সেই দুই মগ্তপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গা স্নানে॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড় কিবা ধনী কিবা মহারঙ্ক॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা স্নানে।
যদি যায় তবে দশ বিশের গণনে॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মগ্তের বিক্ষেপে তাহা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মগ্ত খায়॥
যখন কীর্ত্তন হয় সেই দুই রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়॥
মগ্তপানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায় আছে বা কোন স্থানে॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে নির্মাঞি পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গল চণ্ডীর গীত॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ্।
সকল আনিয়া দিমু যথা যেই পাঙ্॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দুই ধরিল বেড়িয়া॥
কেরে কেরে বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন প্রভুর বাড়ী যাই॥
মগ্তের বিক্ষেপে বলে কিবা নাম তোর।
নিত্যানন্দ বলে অবধূত নাম মোর॥
বাল্য ভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মগ্তপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জনে হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইল সেই স্থানে॥

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড়॥
এড় এড় অবধৌত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার॥
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আস্তে ব্যস্তে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ এই দোহাঁর শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥
জগাই রাখিল ইহা বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া॥
জগাইরে বলে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ॥
জগাইর বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরি ধ্বনি করিলা সকল॥
প্রেম ভক্তি হউ বলি যখন বলিল।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল॥

প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে ।
সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই ।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল চৈতন্য গোসাঞি ॥
পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন ।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য-রতন ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই ।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥
এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই ।
এক পুণ্য-এক পাপ বৈসে এক ঠাঞি ॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল ।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ॥
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া ।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
দুই জনে এক ঠাঞিঁ কৈল বহু পাপ ।
অনুগ্রহ কেন প্রভু দেখি দুই ভাগ ॥
মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম ।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥
প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি ।
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুঞি ॥
মাধাই বলয়ে ইহা বলিতে না পার ।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেন ছাড় ॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে ।
নিজ পদ তাসবারে তবে দিলে কেনে ॥
প্রভু বলে তাহা হৈতে তোর অপরাধ ।
নিত্যানন্দ অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত ॥
মোর হৈতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড় ।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দঢ় ॥
সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে ।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইমু কেমনে ॥
সর্ব্ব রোগ নাশ বৈদ্য চূড়ামণি তুমি ।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি ॥
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাজ ॥
প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড় ।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন ।
ধরিলা অমূল্য ধন নিতাঞির চরণ ॥
সে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ ।
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায় ।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায় ॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত ।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি ।
বৃক্ষ দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি ॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত ।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই ।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই ॥
বিশ্বম্ভর বলে যদি ক্ষমিলা সকল ।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ।
মাধাইর হৈল সব বন্ধ বিমোচন ॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ পরশিলা ।
সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত মাধাঞি হইলা ॥
হেনমতে দুজনেতে পাইল মোচন ।
দুই জন স্তুতি করে দুহের চরণ ॥
প্রভু বলে তোরা আর না করিস্ পাপ ।
জগাঞি মাধাঞি বলে আর নহে বাপ ॥
প্রভু বলে শুন শুন তোরা দুই জন ।
সত্য সত্য মুঞি তোরে করিল মোচন ॥
কোটি কোটি জন্মে যত পাপ আছে তোর ।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর ॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার ।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥

প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই ।
আনন্দে মুর্চ্ছিত হই পড়িল তথাই ॥
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ সাগরে ।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
দুজনেরে তুলি লহ আমার বাড়ীতে ।
কীর্ত্তন করিমু দুই জনের সহিতে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিমু ।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিমু ॥
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গা স্নান ।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥
নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয় ।
নিত্যানন্দ ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণব ধরিয়া ।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া ॥
আপ্তগণ সান্ধাইলা প্রভুর সহিতে ।
পড়িল কপাট কার শক্তি নাহি যেতে ॥
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর ॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহা পাত্র রাজ ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব সমাজ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু হরিদাস ।
গরুড়া রামাই শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য্য ।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য ॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া ।
আনন্দে ভাসিল জগাই মাধাই লইয়া ॥
লোমহর্ষ মহা অশ্রু কম্প সর্ব্ব গায় ।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায় ॥
কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত ।
দুই দস্যু কৈল দুই মহা ভাগবত ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড ।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায় ।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায় ॥

জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে ।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায় ।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায় ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রকাশ একত্র ।
দেখিলেন দুই জনে যার যেই তত্ত্ব ॥
হেনমতে স্তুতি করে দুই মহাশয় ।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরাধর ॥
জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচার্য্য ।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য ॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য শরণ ॥
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥
জয় রাজপণ্ডিত দুহিতা প্রাণেশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর ॥
সেই জয় জয় তুমি যত কর কাজ ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥
জয় শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধর ।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর ॥
জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় সহস্র বদন নিত্যানন্দ ॥
জয় গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর ।
জয় হরিদাস বাসুদেব প্রিয়কর ॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে ।
পরম অদ্ভুত যাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥
আমা দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার ।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার ॥
অজামিল উদ্ধারেতে যতেক মহত্ত্ব ।
আমার উদ্ধারে সেই পাইল অল্পত্ব ॥
সত্য কহি আমি কিছু স্তুতি নাহি করি ।
উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী ॥

কোটি ব্রহ্ম বধি যদি তব নাম লয়।
সত্ত মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয়॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার॥
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা দুই করিলে উদ্ধার॥ ৪
এবে বুঝি দেখ প্রভু আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥
নারায়ণ নাম শুনি অজামিল মুখে।
চারি মহাজন আইল সেই জনে দেখে॥
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অস্ত্র পারিষদগণ সঙ্গে॥ ৫
গোপ্য করি রাখি ছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহা বলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণগ্রাম।
নিলক্ষ্য উদ্ধার প্রভু ইহার সে নাম॥
যদি বল কংশ আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্রগণ বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন মহাজন তারে পরশিলা॥
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিল গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্বমতে প্রভু তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে সবে জানিলেক দড়॥

মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে [illegible]।
অঘ বক আদি যত কেহ নহে [illegible]॥
ছাড়িয়া সে দেহ তাঁরা পাইল দিব্য গতি।
বেদে বিনা তাহা দেখে কাহার শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতক শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥
যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার।
কার কোন রূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥
নিলক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্ম দৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্যে সব ইহার কারণ॥
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য গোসাঞি॥
যতেক বৈষ্ণব গণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড় হস্তে সবে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মণ্ডপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে॥
প্রভু বলে এদুই মণ্ডপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন মোরে না পাসরে॥
যে রূপ যাহার ঠাঞি আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এদের প্রতি করহ প্রসাদ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সবার চরণে ধরি পড়ে সেই ঠাঞি॥
সর্ব্ব মহা ভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হৈল নিরপরাধ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥
তোমা দোঁহে যত কিছু করিলা স্তবন।
পরম সুসত্য কিছু না হয় খণ্ডন॥

এ শরীরে কভু কার হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥
তো সবার যত পাপ মুই নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥
দুজনার শরীরেতে পাপ নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার॥
প্রভু বলে তোমরা আমারে দেখ কেন।
অদ্বৈত বলয়ে শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥
অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর।
হরি বলি ধ্বনি করে সব অনুচর॥
প্রভু বলে কাল দেখ এ দোঁহার পাপ।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দক॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন পরকাশ॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগৎ উদ্ধার॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালী।
সবেই করেন নৃত্য হয়ে কুতুহলী॥
প্রভু প্রতি মহানন্দে কার নাহি ভয়।
প্রভু সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলা ঠেলি হয়॥
বধূ সঙ্গে আই দেখে ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ সাগরে॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহার না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর সঙ্গে রঙ্গে মণ্ডপ নাচয়॥
মণ্ডপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব নিন্দকে কুম্ভি পাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহা ভাগ॥
দুই দস্যু দুই মহা ভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে যত বৈষ্ণব মণ্ডল॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলি প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ নির্ম্মল গেয়ান॥
পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
এ দোঁহারে পাপী হেন না করিবা মনে।
এ দোঁহার পাপ মুঞি লইল আপনে॥
সর্ব্ব দেহে মুঞি করোঁ বোল চাল খাও।
তবে দেহ পাত যাবে মুঞি চলি যাও॥৬
যে দেহেতে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥৭
তবে যে জীবের দুঃখ করে অহঙ্কার।
মুঞি করোঁ বলো বলি পায় মহা মার॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দোঁহারে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ দৃষ্টে যেন তুমি সব॥৮
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার।
এ দোঁহারে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দোঁহারে বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনের যে করিবে পরিহাস।
এ দোঁহার অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহা প্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥
প্রভু বলে শুন সব ভাগবত গণে।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী জলে বনমালা ধর॥
কীর্ত্তন আনন্দে যত ভাগবত গণ।
শিশু প্রায় চঞ্চল চরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥

মহা ভব্য বৃদ্ধ সব সেহ শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণু ভক্তির শকতি॥
গঙ্গা স্নান মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু ভৃত্য বুদ্ধি গেল আনন্দ আবেশে॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে সবে হারিয়া পলায়॥
জল যুদ্ধ করে প্রভু যার তার সঙ্গে।
কত ক্ষণ যুদ্ধ করি সবে দেয় ভঙ্গে॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে॥
শ্রীগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমন্ত খান॥
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ রাম।
গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীমান্॥
গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
অন্যান্যে সর্ব্বজন জল কেলি করে।
পরানন্দ রসে কেহ জিনে কেহ হারে॥
গদাধর গৌরাঙ্গে ক্ষণেক জল কেলি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে ক্ষণেক হয় মেলি॥
অদ্বৈত নয়নে নিত্যানন্দ কুতুহলী।
নির্ঘাত মারিল জল দিয়া মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মিলিতে নাহি পারে।
মহা ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হইল উপস্থান॥ ৯
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দ বলে মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে আর কন্দলে কি কাজ॥
গৌরচন্দ্র বলে একবারে নাহি জানি।
তিন বার হইলে সে হার জিত মানি॥
আর বার জল যুদ্ধ অদ্বৈত নিতাই।
কৌতুকে লাগিলা এক দেহ দুই ঠাঞি॥
উভয়েতে জল যুদ্ধ কেহ নাহি পারে।
একবার জিনে কেহ আরবার হারে॥
আর বার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া কষ্ট বলে গালাগালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্ম বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথাত॥
পিতা মাতা গুরু আদি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বলয়ে অবধূত॥
নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু মনে মনে হাসে॥
সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাই।
এত বলি জলে ক্রোধে আচার্য্য গোসাঞি॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে যেন শুনি কুবচন॥
হেন রস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥ ১০
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব বাক্য বুঝিবারে পারে॥
সেই কত ক্ষণে দোঁহে মহা কুতুহলী।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকোলি॥
মহা মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥
হেনমতে জল কেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতি রাত্রি সবা লৈয়া প্রভু করে রসে॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥
সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা স্নান করি।
কূলে উঠি সর্ব্ব জনে বলে হরি হরি॥

সবারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন।
বিদায় হইল সবে করিতে ভোজন॥
জগাই মাধাই সমর্পিলা সবা স্থানে।
আপন গলার মালা দিলা দুই জনে॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্য আনি মায়ে করিলা গোচর॥
সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ করেন ভোজন॥
পরম সন্তোষে মহা প্রসাদ পাইয়া।
মুখ শুদ্ধি করিবারে বসিলা আসিয়া॥
বধূ সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ সাগরেতে রহিল ডুবিয়া॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেই বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাই জানে আছে কোথা॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিত্য আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বলে কার স্থানে॥
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইল মাত্র কোন অনুচর॥
ঐখানে থাক প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি পাঁচ মুখ গুলা লোটায় অঙ্গনে॥
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা যোখা।
তোমরা কি এ গুলা সবার পাও দেখা॥১১
কর যোড় করি বলে সব ভক্তগণ।
ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন॥
আমরা সবার কোন শক্তি দেখিবার।
বিনা প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার॥
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অজ ভব নিত্য আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥
হেনমতে জগাই মাধাই পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব নিন্দুক পাপাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ তথাপি শীঘ্র মরে॥১২

তথাহি।

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাৎ পুরাকৃতাৎ।
পতত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ২১

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হয়।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ॥
পদ্ম পুরাণের এই পরম বচন।
প্রেম ভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥

তথাহি।

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে॥ ২২

যেবা শুনে দুই মহা দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার॥
ব্রহ্ম দৈত্য পাবন গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কারুণ্য সাগর প্রভু পরম সদয়॥
সহজ করুণা সিন্ধু মহা কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখি প্রভু গুণ মাত্র লয়॥
হেন প্রভু বিরহে যে গোপী প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু গুণ আর হেতু নহে॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
যথা বৈসে তথা যেন হও অনুচর ॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি ।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
গণসহ প্রভু পারিষদের [illegible]
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

হেমকিরণিয়া

গৌরাঙ্গ সুন্দর তনু   প্রেমভরে ভেল ভগমগিয়া ॥
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ॥ ধ্রু

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ ।
নিত্য আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥
আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে ।
তারা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে ॥
সর্ব্বদিন দেখে প্রভু যত লীলা করে ।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে ॥
ব্রহ্ম দৈত্য দুয়ের সে দেখিয়া উদ্ধার ।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ॥
এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে ।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে ॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা ।
অবশ্য পাইব পার ধরিলাম আশা ॥
অন্যান্যে এইমত করি সংকথন ।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম ।
কিবা এ দুয়ের পাপ কিবা উপশম ॥
চিত্রগুপ্ত বলে শুন প্রভু যমরাজ ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি ।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি ॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ ।
তবে তাহা শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥
এ দুয়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে ।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে ॥

এ দুয়ের পাপ দূত কহে অনুক্ষণ ।
তাহা লাগি দূত কত খাইল মারণ ॥
দূত বলে পাপ করে সেই দুই জন ।
লেখাইতে ভার মোর মোরে মার কেন ॥
না লিখিলে হয় শাস্তি হেন লাগি লিখি
পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী ॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া ।
কেমনে বা এ যাতনা সহিবে আসিয়া ॥
তিলমাত্রে মহাপ্রভু সব কৈল দূর ।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর ॥
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা ।
পাতকী উদ্ধার যত তার এই সীমা ॥
স্বভাব বৈষ্ণব যম মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম ।
ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সর্ব্ব মর্ম্ম ॥
যখন শুনিল চিত্রগুপ্তের বচন ।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥
পড়িল মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে ।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥
আস্তে ব্যস্তে চিত্রগুপ্ত আদি যতজন ।
ধরিয়া লাগিল সবে করিতে ক্রন্দন ॥
সর্ব্বদেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া ।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া ॥
দুই ব্রহ্ম অসুরের মোচন দেখিয়া ।
সেই গুণকর্ম্ম সবে চলিল গাইয়া ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি শেষ আদি দেবগণ ।
নারদাদি গায় সেই দুয়ের মোচন ॥

কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ কীর্ত্তন।
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
রহিয়াছে যম রথে দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম রথ স্থানে॥
শেষ ভব অজ নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়িয়াছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥
কৃষ্ণাবেশ হেন জানি অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মেলি করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যম দেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহা মত্ত হৈয়া॥
উঠিল পরমানন্দ দেব সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥
যম নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব দেবগণ।
নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন॥
দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতি গুহ্য বেদ ব্যক্ত করিবেন ইহা॥

শ্রীরাগঃ॥

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সব কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলেন ধন্য ধন্য,
পতিত পাবন ধন্যবানা॥
হুঙ্কার গরজন, পুলকিত মহাপ্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পুরিপুরি ধায়॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগৎ করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক রাম নামে॥
মহেশ নাচে আনন্দে, জটা নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥
সবে মহা ভাগবত, কৃষ্ণ রসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশ, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার কাছে,
নয়নেতে বহে প্রেম জল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথাবা রহিলা বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, জগাই মাধাই বলি,
করে বহু দণ্ড পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে যার, অবিরত বহে ধার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥ ১
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরিটী হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ রস॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে যত সব লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥

নাচে সব দেবর্ষে, উল্লাসিত মনহর্ষে,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলী, তবু সব কুতুহলী,
নৃত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥
নাচে প্রভু ভগবান, অনন্ত যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণব রাজ, পালন যাহার কাজ,
আদিদেব সেহ নাচে রঙ্গে ॥
অজ ভব নারদ, শুক আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার,
সহস্র বদনে গায় যাবে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে,দেখি মহা পরকাশে,
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞিরে।
কেহ কহে ভাল ভাল,গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য পাপী জগাই মাধাইরে ॥
নৃত্যগীত কোলাহলে,কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশরে।
মহা জয় জয়ধ্বনি, [illegible] ব্রহ্মাণ্ডে [illegible],
অমঙ্গল সব [illegible]
সত্যলোক আদি জিনি, [illegible]
স্বর্গ মর্ত্ত পূরিয়া [illegible]
ব্রহ্ম দৈত্য উদ্ধার, [illegible]
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুর [illegible] ॥
কৃষ্ণ রসে হেনমতে,যত [illegible],
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন [illegible]
গৌরাঙ্গ চন্দ্রের যশ, বিনা [illegible] রস
কাহার বদনে নাহি [illegible] ॥
জয় জয় জগদিন্দ্র, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব্ব জীব লোক নাথরে।
করুণা যে প্রকাশিলা, ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিলা
সবা প্রতি কর দৃষ্টি পাতরে ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার কর ধন্য,
পতিত পাবন ধন্যবানরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, জান নিত্যানন্দ চান্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গানরে ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেখ গোরাচাঁদের কিবা ভাতি।
ধেয়ানে না পাওত, শিব শুক নারদ,
সে পঁহু অকিঞ্চন সঙ্গে দিবা রাতি ॥ ধ্রু

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অচিন্ত্য অনন্ত লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধু মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥
জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বসে নদীয়ায় ॥
ঊষাকালে গঙ্গা স্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার ॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন।
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্য কৃপা দুই জনে কান্দে ॥
সর্ব্ব গণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিও দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায় ॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া ॥

নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে মুঞি কৈল রক্তপাত।
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিল প্রহার॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ার বুলে রাত্রি দিশে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
এক দিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িল মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥
প্রেম জলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥
বিষ্ণু রূপে প্রভু তুমি করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তব কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতিশঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তি যোগ তুমি কর দান।
তোমা বহি চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ গুণ গাও।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ॥
তোমার সে কালিন্দী ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্য জ্ঞান॥
সর্ব্ব ধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে আদি দেব নাম॥
তুমি সে জগত পিতা মহা যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥

তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
তোমারে সে সেবি পূজ্য হৈল মহা মায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদ ছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহা ভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের তুমি মহা শক্তি॥
তুমি সজ্জা তুমি সখা তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছাত্র তুমি প্রাণধন॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে বরাহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব্ব পাষণ্ডের প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে।
তোমার সে ক্রোধ মহা রুদ্র অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার॥
সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর॥
পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার।
সে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মো অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজেন শিব জীবন করিয়া॥ ১
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া॥
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥
যে অঙ্গ সেবিয়া সনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন॥

যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিরদের নাশ হয়॥২
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায় যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী তেজিল জীবনে॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মা সম পাইয়াও মৃত।
তোমা দেখি না উঠিল হৈল ভস্মীভূত॥৩
যার অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
যার অপমানে মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের হবে কোন লোকে বাস॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥
শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ॥
জয় জয় জয় পদ্মাপতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায়॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো খর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর॥
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন॥
উঠ উঠ মাধাই আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈব আমার প্রকাশ॥
শিশু পুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়।
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে।
সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমারে তোমার দোষ নাহি তিল মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥
না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহ জন্মে জন্মে দুঃখ পায়॥
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব জীব হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি॥
কার বা করিনু হিংসা কারে নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগি যে আপনি॥
যে সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥
প্রভু বলে কহি শুন তোমারে উপায়।
গঙ্গা ঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ॥
অপরাধ ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য॥
কাকু করি সবারে করিবে নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার॥
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গা ঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥
লোক দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে গোবিন্দ সবে করেন স্মরণ॥

শুনিল সকল লোক নিমাই পণ্ডিত।
জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে নর নহে নিমাঞি পণ্ডিত॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন॥
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে যে তারে করিবে পরিহাস॥
এ দোঁহার বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে॥৪
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তার হইল বিদিত॥
এই মত নদীয়ায় লোক কহে কথা।
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গা ঘাটে।
সহস্তে কোদালি লই আপনেই খাটে॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
মাধাইর ঘাট বলি সর্ব্ব লোকে গায়॥
এই মত সংকীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার॥
মধ্যখণ্ড কথা হেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি দুঃখ পায় খল সেইজন॥
চারি বেদ গুহ্য ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ষোড়শ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোক জন॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া তাহার শাশুড়ী॥
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরে এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয় অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে॥
সর্ব্ব ভূত অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহে করয়ে কুতুহল॥
পুনঃ পুনঃ নাচি বলে সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি॥
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥
ভিন্ন কেহ নাহি বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচী নন্দন॥
আর বার রহি বলে সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ অনুগ্রহ নাই॥
মহা ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
আমা সবা বিনা আর নাহি কোন জন॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘর গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছেন লুকাইয়া॥১
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি তার কিসের গর্ব্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির॥

কেহ নাহি জানে ইহা আপনে সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥
প্রভু বলে এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস।
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব মণ্ডল॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহাকুতুহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥
এইমত প্রতিদিন হরি সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব্ব জন॥
আর এক দিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভিতে॥
প্রভু বলে আজি কেন সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাঞি॥
স্বভাব চৈতন্য ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বহি ভাব আর নাই॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্ব শিরের উপর॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু বলে আরে নাড়া তুই মোর দাস।
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণরে বাপরে তুই মোহার জীবন॥
এমন ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য ভাবে প্রভু কেলি করে॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর ভাব সবাকার স্থানে।
সর্ব্বজ্ঞ এ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥২
কিছু কি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে যেন সেইক্ষণে মরোঁ॥

কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম॥
কৃষ্ণ দাস্য বহি আর মোর নাহি গতি।
বুঝাহ মোহার পাছে হয় আর মতি॥
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন যোড়কর।
হেন প্রাণ নাহি কার কাড়িব উত্তর॥
এইমত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখনে সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে॥
নিরন্তর দাস্য ভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করেন আলিঙ্গনে॥
গুরু বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত পায় দুঃখ বহুতর॥
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥
যে চরণ মনে চিন্তে সে হৈল সাক্ষাৎ।
অদ্বৈতের ইচ্ছা থাকি সদাই সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ পরাগ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥
কখন বা মুছিয়া পুছিয়া লয় শিরে।
কখন বা ষড়ঙ্গ বিহিত পূজা করে॥
এহ কর্ম্ম করিতে অদ্বৈত পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা মহা পাত্র॥
অতএব অদ্বৈত সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে অদ্বৈত সে ধন্য॥
অদ্বৈত সিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে মন্দ যত জনা॥
এক দিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তার বুলে পাছে পাছে।

হইল প্রভুর মূর্চ্ছা অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ ধুলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥
প্রভু কহে চিত্ত কেন না বাসে প্রকাশ।
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ॥
কোন চোরে আমার বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আজি নাচিতে না পারি ॥
কেহ জানি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সবে সত্য কহ চিন্তা নাহি আমি বলি ॥
অন্তর্যামী বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে কিছু না বলে বচন ॥
বলিলে অদ্বৈত ভয় না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি ॥
শুন বাপ চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে য়ুয়ায় ॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম দোস।
আর না করিব কভু তোর অসন্তোষ ॥
অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত মহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর ॥
সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিও চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার ॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার ॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে ॥
মথুরা নিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ বৈভব ॥
যা দেখি কোথা সে পাইবে বিষ্ণু ভক্তি।
ও সংহারিলে তার চিরন্তন শক্তি ॥
চরণ ধূলি তারে কৈলে ক্ষয়।
করিতে তুমি পরম নির্দ্দয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তি যোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপভোগ ॥
তথাপিও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে ॥
মহা ডাকাইত তুমি চোরের বড় চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম সুখ মোর ॥
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥
তুমি সে করিলা চুরি আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি ॥
এতবলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটায় চরণ ধূলি হাসিয়া হাসিয়া ॥
মহাবলী গৌরসিংহ অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত চরণ প্রভু ঘষে নিজ শিরে ॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে ॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ॥
অদ্বৈত বলয়ে সত্য কহিলা আপনি।
তুমি যে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি ॥
প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু তুমি করিলে সংহার ॥
হরিষের দাতা তুমি তুমি দেহ তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ ॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে।
তোমার চরণ ধন প্রাণ দেখিবারে ॥
তুমি তাসবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু সেই আমি বলি ॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবক আপনে ভাবি চাও ॥
কি দায় চরণ ধূলি সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন জন আছে ॥
তবে যে এমত কর নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয় তুমি কুতূহলী ॥

মার
নইল
সংহার

তোমার সে দেহ তুমি রাখ বা সংহার।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাহা তুমি কর ॥৬
বিশ্বম্ভর বলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এভেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥
তোমার চরণ ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ প্রেম রস জলে ॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পায়।
তোমার সে আমি হেন জান সর্ব্বথায় ॥
তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঁই ॥
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপুর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব ॥
সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহা পুরুষে।
কোটী মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে ॥
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলী লই সর্ব্ব অঙ্গে ॥
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্ম দোষে ॥৪
সে কালে যে হৈল কথা সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব বাক্য সেই যায় ক্ষয় ॥
হরি বোল বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব গায় অনুচর ॥
অদ্বৈত আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল।
মহা মত্ত হই নাচে পাসরি সকল ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রুকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ ॥
জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য নৃত্যে পরম কুশল ॥
সাবধানে চতুর্দ্দিকে দুই হস্ত তুলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী ॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন বা জিহ্বায় ॥
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি মনস্কাম ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষণে ক্ষণে কম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে ক্ষণে মহা দম্ভ ॥
ক্ষণে হাস ক্ষণে শ্বাস ক্ষণে বা বিরস।
এইমত প্রভুর আবেশ পরকাশ ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা অট্ট অট্ট করি মাঝে মাঝে হাসে ॥
ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব সব আনন্দ সাগরে ॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা ॥
পরম সুধর্ম্মে রত পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করি অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥
ভিখারী করিয়া জ্ঞান লোক নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে ॥
ভিক্ষা করি দিবসেতে যাহা কিছু পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তাহা খায় ॥
কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥
চৈতন্যের কৃপা পাত্র কে চিনিতে পারে।
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণু ভক্তিধর ॥
সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্য নৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥
ঝুলি কান্ধে করি বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি হাসে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।

বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
আইস আইস প্রভু বলয়ে সদায়॥
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষ ধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর॥
এত বলি হস্ত দিল ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
ও তণ্ডুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ॥
প্রভু বলে তোর খুদ কণ মুঞি খাঙ্।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ্॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল কে করিবে নিবারণ॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
না জানি কে কোন দিকে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
শিশু বৃদ্ধ যুবা আদি করি সর্ব্ব জন॥
দন্তে তৃণ করে কেহ কেহ নমস্করে।
কেহ বলে কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবা মোরে॥
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥
প্রভু বলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
ভিক্ষায় চলিলে তুমি মোর পর্য্যটন॥
প্রেম ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সেবক আমার॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেম ভক্তি দান
নিশ্চয় জানিহ প্রেম ভক্তি মোর প্রাণ।
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরি ধ্বনি করিল সকল॥
কমলানাথের ভক্ত ঘরে ঘরে মাগে।
সে রসের মর্ম্ম জানে কোন মহা ভাগে॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মী পতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদ রূপে আপনে বলেন গুণ নিধি॥
বিনা সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥ ৫
শুক্লাম্বর তণ্ডুল তাহার পরিমাণ।
অতএব সব বিধির ভক্তির প্রমাণ॥
যত বিধি নিষেধ সব ভক্তি দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥
ভক্তি বিধি মূল কহিবেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে॥
বিষয় মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত ধন কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥

তথাহি। নতস্তুতি কুমনীষিনাং সইজ্যাং
হরিবধনাত্মরসপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
সুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমমুষয়ং বিরক্তঃ॥ ২৩

অকিঞ্চন প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ প্রভু তাহারে দেখায়॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম ভক্তি পায় চৈতন্য চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ় রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর॥
যখন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ।
সর্ব্ব লোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যাবল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র সব বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডী সকল বলে নিমাঞি পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোকবাক্য সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্ জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল॥
প্রভু বলে অস্তি অস্তি এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করোঁ রাজ দরশন॥
পড়িনু সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু জ্ঞান করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥
মোরে খোজে হেনজন কোথাও না পাঙ।
যে বা জন মোরে খোজে মুঞি তাহা চাঙ॥
পাষণ্ডী বলয়ে রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পণ্ডিত চর্চ্চা রাজা যে যবন॥
তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন আগারে॥
প্রভু বলে আজি হৈল পাষণ্ডী সম্ভাষ।
কীর্ত্তন করহ সব দুঃখ যাউ নাশ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব গায় অনুচর॥
রহিয়া রহিয়া বলে আরে ভাই সব।
আজি মোর কেন নহে প্রেম অনুভব॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ড সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম পরকাশ॥
তোমা সবা স্থানে বা হইল অপমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥
মহা পাত্র অদ্বৈত ভ্রুকুটি করি নাচে।
কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥১
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম না পায় শ্রীবাস।
তিলি মালী সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব নহিলাম প্রেম অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেম যোগ না দেহ গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাঞি॥
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু স্মৃতি নাই॥
সর্ব্ব মতে কৃষ্ণ ভক্ত মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে তথাই বিকায়॥
যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি চিত্র তাহারে॥
নানা রূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বলিতে পারে তান অনুগ্রহ দণ্ড॥
ঠাকুর বিবাদে না পাইয়া প্রেমসুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রভু আর কিছু না করিল প্রত্যুত্তর॥
এইমতে নোড় দিয়া ঘুচাইল দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তাঁর॥
প্রেমশূন্য শরীর রাখিয়া কিবা কাজ।
চিন্তিয়া পড়িল প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িল গঙ্গা মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিল পাছে॥

আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ যুগল ধরে প্রভু হরিদাসে ॥
দুই জনে ধরিয়া তুলিলা লৈয়া তাঁরে।
প্রভু বলে তোমরা ধরিলে কিসের তরে ॥
কি কাজে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কেন বা তোমরা মোরে ধরিলে দু জন ॥
দুইজনে মহা কম্প আজি কিবা ফলে।
নিত্যানন্দ দিকে চাহি গৌরচন্দ্র বলে ॥
তুমি কেন আমার ধরিলা কেশ ভারে।
নিত্যানন্দ কহে কেন যাহ মরিবারে ॥
প্রভু বলে জানি তুমি পরম বিহ্বল।
নিত্যানন্দ বলে প্রভু ক্ষমহ সকল ॥
যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্ব মতে।
তার লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে ॥
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তা লইবেন কি ভৃত্যের জীবন ॥
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ ধন বন্ধু চৈতন্য সকল ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ হরিদাস।
কার স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥
আমা না দেখিলা বলি বলিবে বচন।
আমার যে আজ্ঞা এই করিবা পালন ॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি।
কার পাছে কহ যদি মোহার দোহাই ॥
এ বলিয়া প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
ইহারা গোপন কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখ ময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ আবেশ ॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বলয়ে পোড়ে সর্ব্ব মন ॥
সবার উপর যেন হইল বজ্রপাত।
মহা অপরুদ্ধ হইল শান্তিপুর নাথ ॥
অপরুদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥

সবেই চলিলা ঘর শোকাকুল হৈয়া।
গৌরাঙ্গ চরণ ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥
ঠাকুর আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে ॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
ভিজা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥
কর্পূর তাম্বূল আনি দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে ॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বূল যোগায় ॥
প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমাকে করিবে সঙ্গোপন ॥
নন্দন বলয়ে প্রভু ঐ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর ॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু মাঝে।
সে কেমনে লুকাইবে বাহির সমাজে ॥
নন্দন আচার্য্য বাক্য শুনি প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন তথা নিশি নন্দন সম্ভাষে ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ কথা রঙ্গে।
সর্ব্ব রাত্রি গোঙাইল ঠাকুরের সঙ্গে ॥
ক্ষণ প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ কথা রসে।
প্রভু দেখে দিবস হইল পরকাশে ॥
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন আচার্য্য চাহিয়া।
একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া ॥
সত্বরে নন্দন গেল শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাস লৈয়া প্রভু যেই খানে ॥

প্রভু দেখি ঠাকুর পণ্ডিত কান্দে প্রেমে।
প্রভু বলে চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥
সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে॥
আরো বার্ত্তা লও বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহা শোচ্যে বসিলাম আছে কি কারণ॥
যেন দণ্ড করিলা বচন অনুরূপ।
এক্ষণে আসিয়া হও প্রসন্ন শ্রীমুখ॥
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥
মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা অপরাধী হেন মানে আপনারে॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলি অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহ ভারে॥
দেখিয়া সদয় হৈয়া বলয়ে উত্তর।
উঠহ আচার্য্য হের আমি বিশ্বম্ভর॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেম যোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ॥
আর বার বলে প্রভু উঠহ আচার্য্য।
যত কিছু বল মোরে সব তোর বাহ্য॥
মোরে প্রভু নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করহ দুর্গতি॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনি দণ্ড করহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি কর আর মনে॥
প্রাণ দেহ ধন মন সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও ঠাকুরালী তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥
শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য শ্রীগৌর সুন্দর।
অদ্বৈতেরে কহে সর্ব্ব বৈষ্ণব গোচর॥
শুন শুন আচার্য্য তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই॥
রাজ পাত্র রাজ স্থানে চলয়ে প্রধানে।
দ্বারী প্রহরীরা সব করে নিবেদনে॥
মহা পাত্র যদি গোচরিয়া রাজ স্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে॥
যেই মহা পাত্র স্থানে করে নিবেদন।
রাজ আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন।
সব রাজ্য ভার দেয় যে মহা পাত্রেরে।
অপরাধে সব্য হাতে তার শাস্তি করে॥
এই মত কৃষ্ণ মহারাজ রাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা ব্রহ্মা শিব যাহার কিঙ্কর॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি।
রমাদি ভবাদি সবে কৃষ্ণ দণ্ড পায়।
দোষ প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায়॥
অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে॥
উঠিলা করহ স্নান কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন॥
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস॥
এখনে সে বলি নাথ তোর ঠাকুরালী।
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল॥
সকল বৈষ্ণব হৈল পরম আনন্দ।
তখন হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ॥
এ সব পরমানন্দ লীলা কথা রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত হইল দৈব দোষে॥

চৈতন্যের প্রেম পাত্র শ্রীঅদ্বৈত রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায়॥
অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ব বন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্য কারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তনু কহি কৃষ্ণ ভজে॥ ২

তথাহি।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইত্যাদি॥ ২৪

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণ শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥
হেন কৃষ্ণ ভক্ত নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥
সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র ইথে দ্বিধা যার।
কভু সে সুকৃতি নহে অতি দুরাচার॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥ ৩
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেই প্রভু দাস্য করে কেবা হয় আন॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি সব তাহান শকতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এবড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জয় জয় জগৎ মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দানদেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ্ব॥
জয় জয় ভকত বৎসল গুণ ধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
সংকীর্ত্তন সুখ প্রভু করয়ে সদায়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে।
লক্ষ্মী কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥
এক দিন প্রভু বলিলেন সবা স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥ ১
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচে সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ কাঁচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তলবুড়ী সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
দেউটিয়া আজি মুঞি বলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বলয়ে কে করিবে পাত্র কাচ।
প্রভু বলে পাত্র সিংহ আজি গোপীনাথ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ গিয়া সজ্জ কর নাচিবাঙ আমি॥
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত॥
সেই ক্ষণে কথিয়ার চান্দয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লৈয়া ঠাকুরের বিদ্যমান॥

দেখিয়া হইল প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব প্রতি বলিলা বচন॥
প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥
লক্ষ্মী বেশে অঙ্গ নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
শেষে প্রভু কথা খানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড়॥
সর্ব্বথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে মোর ঐ কথা॥
শুনিয়া ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥
সর্ব্ব রঙ্গ চূড়ামণি চৈতন্য গোসাঞি।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন কার চিন্তা নাই॥
মহা যোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
প্রভুর সহিত মহা পাইল উল্লাস॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিল আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর॥
আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥
শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥
বসিলা ঠাকুর সব বৈষ্ণব সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে॥
করযোড়ে অদ্বৈত বলয়ে বারে বার।
মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাচ কাচিবার॥

প্রভু বলে যত কাচ সকলি তোমার।
ইচ্ছা অনুরূপে কাচ কাচ আপনার॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে শান্তিপুরে নাথ॥
সর্ব্ব ভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়।
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
মহা কৃষ্ণ কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈল প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।
দেখিয়া সবার হৈল বিস্ময় গেয়ান॥
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥
হাতে নড়ি চারি দিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গ পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায়॥ ২
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।
কে তুমি এথায় কেন সবেই জিজ্ঞাসে।
হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্ব কাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন হেথা।
প্রেম ভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥
লক্ষ্মী বেশে নৃত্য আজি করিব আপনে
প্রেম ভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে।
এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাতে।
নড় দিয়া বলে গুপ্ত মুরারির সাতে॥
দুই মহা বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুএর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিল সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥

মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি কোটা সর্ব্ব গায়।
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারি দিকে চায়॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু পাছে করিল গমন॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
নারদ গোসাঞি যেন দিল দরশন॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্ব গণ হাসে।
কহিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥
কে তুমি আইলা হেথা কোন বা কারণ।
শ্রীবাস কহয়ে শুন কহি যে বচন॥
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পরিবার॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥
শ্রীবাস নারদ তার নিষ্ঠা বাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয় ধ্বনি॥
অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেই রূপ সেই বাক্য সেই সে চরিত॥
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ সুধা রসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বলে আই এই কি পণ্ডিত।
মালিনী বলয়ে শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্ব লোক মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত।
কোথায় নাহিক ধাতু সবে চমকিত॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণ মূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সঙরণ॥

সম্বিত পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে ধরিতে না পারে॥
এই মত কি ঘর বাহিরে সর্ব্ব জন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে সবে করেন ক্রন্দন॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইয়া নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখিয়া আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলী কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র সপ্ত শ্লোক ভাগবতে।
যে আছে পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥
গীতিবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান॥

তথাহি।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃন্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতা মখিলার্থলাভম্।
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্রমপত্রপং মে॥ ২৫

কারুণ্য সারদারাগেন গীয়তে।

শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন সুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গ তাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥
সর্ব্ব নিধি লাভ তুয়া রূপ দরশন
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥ ও
শুনি বহু সিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান॥
কোন কুলবতী ধীরা আছে জগ মাঝে।
কাল পাল তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা কুল শীল ধন রূপ বেশ ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে॥
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায়।
এতেক বলিল তোর চরণ যুগলে।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকলে॥

পত্নী পদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
মোর ভাগ্যে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥৪
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহ ভাগ নহে শৃগালের সাথ॥
ব্রত দান দ্বিজ গুরুদেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছ অচ্যুত চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল এই মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ বিলম্ব কর পাছে॥
গুপ্তে আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে॥
চেদি শাল্ব জরাসন্ধ মথিয়া সকল।
হরি লহ মোরে দেখাইয়া বাহুবল॥
দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল যোগ্য নয়॥
বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে।
তাহার উপায় বলো তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্ব দিনে কুল ধর্ম্ম আছে।
নব বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিবা বন্ধু দোষ ক্ষমিবা সবারে॥
যাহার চরণ ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত বলিল তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবত মরিব শুন কমল লোচন॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণ স্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে॥
এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
সকল বৈষ্ণব গণ প্রেমে কান্দে হাসে॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর মন্দিরে।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে॥

জাগ জাগ জাগ ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের বেশে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পরবেশ॥
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুড়ী রঙ্গে॥
হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা॥
শ্রীবাস বলয়ে দুই কাহার বনিতা।
ব্রহ্মানন্দ বলে কেন জিজ্ঞাস বারতা॥
শ্রীবাস বলয়ে জানিবারে যে যুয়ায়।
হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥
গঙ্গাদাস বলে আজি কোথায় রহিবা।
ব্রহ্মানন্দ বলে তুমি স্থান খানি দিবা॥
গঙ্গাদাস বলে তুমি জিজ্ঞাসিলা যয়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥
অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কায।
মাতৃ সম পর নারী কেন দেহ লাজ॥
নৃত্য গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
হেথায় নাচহ ধন পাইবা প্রচুর॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে॥
রুক্মিণী বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
প্রেম নদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
গদাধর হৈল যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
অপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥

যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে ॥
হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল।
সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল ॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন।
গোপীকার বেশে নাচে মাধব নন্দন ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যা শক্তি বেশধর ॥
আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেম রসে ভাসে ॥
মণ্ডলী হইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব রহিল।
জয় জয় মহা ধ্বনি করিতে লাগিল ॥
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই ॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ চিনিতে না পারে প্রভু সেই॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘু সিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা ॥
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মুর্ত্তিমতি ॥ ৫
কিবা ভাগীরথী কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশ মোহিনী মহামায়া।
এই মতে অন্যান্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥
আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা ॥
অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে।
আই বলে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহা যোগেশ্বরী।
ভকতি স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি ॥
মহা মহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহা মোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া ॥

তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব সবার।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার ॥
কৃপা জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী ভাব হইল অন্তরে ॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে নন্দন সব আপনা না জানি ॥
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥
জগৎ জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর ॥
হেন দড়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ ॥
কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
কখন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা।
'নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন।
মুর্ত্তিমতী গঙ্গা হেন দেখিয়ে তখন ॥'
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাতে রেবতী যেন কাদম্বরী পানে ॥
ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুল সুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে ॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সবে দেখে যেন মহা কোটি যোগেশ্বরী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখান সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ শক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥
দেব দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণ সহ কৃষ্ণ পূজা করিলে সে সুখ ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ মতি তাহা নাহি লয়।

সর্ব্ব শক্তি স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর ।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥
যে দেখে যে শুনে যেবা গায় প্রভু সঙ্গে ।
সবেই ভাসেন প্রেম সাগর তরঙ্গে ॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল ।
সেই যেন মহা বন্যা ব্যাপিল সকল ॥
আদ্যা শক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ ।
সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই ।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈল চৈতন্য গোসাঞি ॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত ।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত ॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান ।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর ।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর ॥
কোথায় বা গেল বুড়ি বড়াইর সাজ ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িল ভূমিতে ।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারি ভিতে ॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন ।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
কার গলা ধরি কেহ কান্দে ঊর্দ্ধরায় ।
কাহার চরণ ধরি কেহ গড়ি যায় ॥
ক্ষণেক ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি ।
মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥
সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি ।
মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
জননী আবেশ বুজিলেন সর্ব্ব জনে ।
সেই ক্ষণে সবে স্তুতি করে প্রভু শুনে ॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি ।
সবে স্তুতি করেন যাহার যেন মতি ॥
জয় জয় জগত জননী মহামায়া ।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ তুমি অবতরি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা ।
বলিতে না পারে অন্তে [illegible] সীমা ॥
জগত স্বরূপা তুমি তুমি সর্ব্ব শক্তি ।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণু ভক্তি ॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তি ভেদ ।
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা ।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥
ত্রিজগত হেতু তুমি গুণত্রয় ময়ী ।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি ॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি ।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগত জননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা ।
মহী রূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল মাতা ॥
জল রূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন ।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধু জন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী ।
অসাধুর ঘরে তুমি কাল রূপাকৃতি ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি ।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া ।
রাখহ জননী চরণের দিয়া ছায়া ॥
সংসার মায়ায় মগ্ন জগত তোমার ।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব ভূত বুদ্ধি ।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥
এই রূপে স্তুতি করে সকল মহান্ত ।
বর মুখ মহাপ্রভু শুনিয়ে নিতান্ত ॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড প্রণাম করিয়া ।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥

সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন॥
এইমত সবেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধ বাহু করি সবে করেন ক্রন্দন॥
গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে॥
আনন্দে না জানে সবে নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥
পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়।
কোটি পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে।
সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
যত নারায়ণী শক্তি জগত জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব গৃহিণী॥
অন্যান্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচী দেবীর চরণ॥
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণু ভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর ভবন॥
সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত॥
কেহ বলে আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে॥
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন প্রভু জনার্দ্দন॥
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্র ভাব॥
মাতৃ ভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত জননী॥

সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান॥
স্তন পানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেম রসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর॥
মহা রস লীলা কভু অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥
মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ ভেদ করে পাছে॥
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায়॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কেবা আছে॥
তথাপি তাহান কাচ সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব॥
ইহা না বুঝিয়া কোন পাপী জনা জল্প।
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়া আপনা॥৩
অদ্ভুত গোপীকা নৃত্য চারি বেদ ধন।
কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥
হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
যে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র॥
যখন যে রূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥
প্রভু হইলেন গোপী নিতাই বড়াই।
কি বুঝিবে ইহা যার অনুভব নাই॥
কৃষ্ণ অনুগ্রহে যে এ সব কর্ম্ম জানি।
অল্প ভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনি॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন ইচ্ছা সেই না বলয়ে কেনি॥
যে তে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তথাপি সে পাদ পদ্ম রহুক হৃদয়ে॥

মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥
নাচিল জননী ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিল আশ স্তন পিয়াইয়া॥
সপ্ত দিন শ্রীআচার্য্য রত্নের আগারে।
পরম অদ্ভুত তেজঃ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥
লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ [illegible]।
কেহ আর কিছু নাহি [illegible]॥
হেন সে চৈতন্য মায়া [illegible]।
তথাপিও কেহ কিছু [illegible]॥
এমত অচিন্ত্য লীলা [illegible]।
নবদ্বীপে সব ভক্ত [illegible]॥
শুন শুন আরে ভাই [illegible]।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম কৈলা [illegible]॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহুঁ [illegible]।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাত॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
আপনে ভক্তের সব প্রতি ঘরে ঘরে।
নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহরে॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥
নিরবধি সবার আবেশে নাহি বাহ্য।
সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥
সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞি।
অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহ নাই॥
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্য কৃপায়।
শ্রীচৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর রায়॥
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহা ভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর নাথ।
মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ॥
নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥
বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥
ভক্তি বলু সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভর জিনা নাহি যায়॥
তবে সে অদ্বৈত সিংহ নাম লোকে [illegible]।
চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষ [illegible]॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে [illegible]।
ভৃগু হেন শত শত ভৃত্য আছি মোর॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনি যেন মোর শাস্তি করে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি।
প্রভু মোরে শাস্তি করিবেক চুলে ধরি॥
এই মন্ত্র চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা রঙ্গে।
বিদায় হইল প্রভু হরিদাস সঙ্গে॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস মন্ত্র পড়িতে লাগিলা॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া॥

জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণু ভক্তি।
অতএব সবার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্ব শক্তি ॥ ১
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে মূল হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥
বিষ্ণু ভক্তি দর্পণ লোচন হয় জ্ঞান।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন কাম ॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র ॥
অদ্বৈত চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য বাধ ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥
আপনার সুকৃতি করিয়া বিধি মানে।
যোড় শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে ॥ ২
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আসে যায়।
মতি অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি সব গণে মনে মন ॥
আপন লোকেরে হৈল বসুমতি জ্ঞান।
চন্দ্র দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ জ্ঞান ॥
নর জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব বুদ্ধি হৈল ॥
দুই চন্দ্র দেখি সবে করেন বিচার।
স্বর্গে কভু নাহি দুই চন্দ্র অধিকার ॥
কোন দেব বলে শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র এক এই প্রতিবিম্ব আর ॥
কোন দেব বলে হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন ॥
কেহ বলে পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক বুধ চন্দ্রের তনয় ॥ ৩

বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে এ নহে কৌতুক ॥
হেন মতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
চল যাই শান্তিপুর আচার্য্যের ঘর ॥
মহা রঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥
মধ্য পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে ললিতপুর নাম ॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥
নিত্যানন্দ স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
কাহার মণ্ডপ এ জানহ কার বাসা ॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু সন্ন্যাসী আশ্রয়।
প্রভু বলে আরে দেখি যদি ভাগ্য হয় ॥
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর করিলেন সন্ন্যাসী প্রণামে ॥
দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দনে।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদনে ॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যা লাভ ॥
প্রভু বলে গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বল তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
বিষ্ণু ভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয় ॥
হাসিয়া গোসাঞি বলে পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥
ভাল বলিতেই লোক ঠেঙ্গা লৈয়া ধায়।
এ বিপ্র পুত্রের সেই মত ব্যবসায় ॥
ধন বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার আরো আমা দোষে ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে শুন ব্রাহ্মণ কুমার।
কেন তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার ॥

পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস ।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ ॥
যার ধন নাহি তার জীবনে কি কায ।
হেন ধন বর দিতে পাও তুমি লাজ ॥
হইলে বা কিছু ভক্তি তোমার শরীরে ।
ধন বিনা কি খাইবা তাহা কহ মোরে ॥
হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া ।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া ॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায় ।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে খাইব ।
নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব ॥৪
ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে ।
বল তার ধন বংশ তবে কেন মরে ॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে ।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে ॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম্ম ।
কোন মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম ॥
বেদেও বুঝায় স্বর্গ বলে জনা জনা ।
মূর্খ প্রতি হয় সেহ বেদের করুণা ॥ ৫
বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ বেদের কি দোষ ॥
ধন পুত্র পাই গঙ্গা স্নানে হরি নামে ।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে ॥
যে তে মতে গঙ্গা স্নান হরি নাম লৈলে ।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে ॥
এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে ।
কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া বিষয় সুখে মজে ॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি ।
কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই ॥
সন্ন্যাসীর পক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান ।
ভক্তি যোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥
যে কহে চৈতন্যচন্দ্র সেই সত্য হয় ।
পর নিন্দে পাপী জীব তাহা নাহি লয় ॥

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি এ [illegible] ।
এ বুঝি পাগল দ্বিজ [illegible] ॥
হেন বুঝি এই ব সন্ন্যাসী [illegible] ।
নই বার আপন [illegible] ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে [illegible] ।
শিশুর অগ্রেতে আমি [illegible]
আমি করিলাম পৃথিবী পর্য্যটন ।
অযোধ্যা মথুরা মায়া [illegible] ॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়া নগরী ।
সিংহল গেলাম আমি [illegible] পুরী ।
আমি না জানিল ভাল মন্দ বল কার ।
দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় ।
হাসি বলে নিত্যানন্দ শুনহ গোসাঞি
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাই ।
আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা ।
আমারে দেখিয়া তুমি চিত্তে কর ক্ষমা ।
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে ।
ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিষে ॥
নিত্যানন্দ বলে কার্য্য গৌরবে চলিব ।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে স্নান কর এই খানে ।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে ॥
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতার ।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর ॥
জাহ্নবীর মার্জ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম ।
ফলাহার করিতে বসিলা দুই জন ॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণ সাৎ ।
সেই সব খায় প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ॥
বামাপথী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে ।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে ॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু আনন্দ আনিব ।
তোমা হেন অতিথী বা কোথায় পাইব ॥
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে ।
মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে ॥

আনন্দ আসিব সেই বলে বার বার।
নিত্যানন্দ বলে বড় ভাগ্য সে আমার॥
দেখিয়া তাঁহার রূপ মদন সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে যুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
ভোজনেতে কেন তুমি বিরোধ আচারী॥
প্রভু বলে কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী।
নিত্যানন্দ বলয়ে মদিরা হেন বাসী॥
বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
ভোজন ও মণ্ডপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দুক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে॥
ন্যাসী হৈয়া মদ্য পীয়ে স্ত্রী সঙ্গ আচারে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল হৈবে আর জন্মে।
সবে নিন্দুকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পান যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশী বাসী॥৮
শেষ খণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক যত কাশী নিবাসী সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসীগণ।
দেখিব চৈতন্য বড় শুনি মহাজন॥
সবেই বেদান্তী জ্ঞানী সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস সবেই যশস্বী॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়য়ে বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণু ভক্তি॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ সব ইহা জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥
রামচন্দ্র পুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া॥
বিশ্বরূপ ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিল দেখয়ে কেহ পাছে॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য নহিল দরশন॥
সর্ব্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ।
পাছেতে কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥
আরো বলে আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেল কেনি॥
দুই দিন লাগি কেন স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেন গেলা বিশ্বরূপ ক্ষৌর লঙ্ঘিয়া॥
ভক্তি হীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দুকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥
কাশীতে যে পর নিন্দে সে শিবের দণ্ড্য।
শিব অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার॥
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ও ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী না পাইল দরশন॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীবে যম দণ্ড হয়॥
অজ ভব অনন্ত কমলা সর্ব্ব মাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা॥
হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে মতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেদান্ত পাঠে রতি॥
হেন মতে দুই প্রভু আপন আনন্দে।
সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী তরঙ্গে॥
মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।
মুই সেই মুই সেই বলে বার বার॥
মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এক্ষণে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥৯
তার শাস্তি করোঁ আজ দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান যোগ রাখে॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গা স্রোতে ভাসে।
মৌন হৈয়া নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে॥

দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে ।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদ সাগরে ॥
ভক্তি যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল ।
বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল ॥
আইসে ঠাকুর ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া ।
জ্ঞান যোগ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥
চৈতন্য ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা ।
গঙ্গা পথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা ॥
ক্রোধ মুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ সঙ্গে ।
দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ রঙ্গে ॥
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয় ।
অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয় ॥
অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে নমস্করে ।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে ॥
বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্য্য ময় ।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥
ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আরে নাড়া ।
বল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুয়েতে কে বাড়া ॥
অদ্বৈত বলয়ে সর্ব্ব কাল বড় জ্ঞান ।
জ্ঞান যার নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন ।
ক্রোধে বাহ্য পাশরিল শচীর নন্দন ॥
পিড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া ।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥
অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা ।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা ॥
বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥
এড় বুড়া বামনের আর কি করিবা ।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা ॥
পতিব্রতা বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে ।
ভয়ে কৃষ্ণ সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে ॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা বাক্য নাহি শুনে ।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ বচনে ॥
শুইয়া আছিনু ক্ষীর সাগরের মাঝে ।
আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর ডাকে ॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া ।
এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে ।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কেন পাছে ॥
তোমার সংকল্প আমি না করি অন্যথা ।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা কর সর্ব্বথা ॥
অদ্বৈতে এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে ।
প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে ॥
আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি ।
আরে নাড়া সকল জানিস দেখ তুই ॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা ।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা ॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল ।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহু গণ ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥
মুঞি সে ধরিল গিরি দিয়া বাম হাত ।
মুঞি সে আনিল স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥
মুঞি সে ছলিল বলি করিল প্রসাদ ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিল প্রহ্লাদ ॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে ।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেম সিন্ধু মাঝে ভাসে ॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময় ।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥
যেন অপরাধ কৈল তেন শাস্তি পাইল ।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইল ॥
এখনে সে ঠাকুরাল বুঝিল তোমার ।
দোষ অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার ॥
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায় ।
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর রায় ॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে ।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥

কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল এবে সে তোমার ভাণ্ডাইতি॥
দুর্ব্বাসা না হও মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥১১
ভৃগু মুনি না হও মুই যার পদ ধূলি।
বক্ষে দিয়া শ্রীবৎস হইবে কুতূহলী॥
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলাম শাস্তি এবে দেহ পদ ছায়া॥
এত বলি ভক্তি করি শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সত্বরে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়।
অদ্বৈত ভবনে হৈল কৃষ্ণ প্রেমময়॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥
তিলার্দ্ধেক যে তোমারে করয়ে আশ্রয়।
সে কেন পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ॥
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয় হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী মুই না দেখোঁ গোচর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের ব্যাখ্যান।
সুদক্ষিণ মরণ তাহার পরমাণ॥
সুদক্ষিণ নামে কাশীরাজের নন্দন।
মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন॥
পরম সন্তোষে শিব বলে মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট অভিচার যজ্ঞ কর॥
বিষ্ণু ভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে তোর যজ্ঞে সেই লইব পরাণ॥
শিব কহিলেন ব্যাজে সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অবিলম্বে যজ্ঞ গিয়া ভজে॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা ভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ ত্রিশির রূপ ধর॥
তাল জঙ্ঘ পরিমাণ বলে বর মাগ।
রাজা বলে দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ॥
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা শৈব মূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছায় নাহি পূর্ত্তি॥
অনুরোধে গেল মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে॥
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন স্থানে।
মহা শৈব পড়ি বলে চক্রের চরণে॥
যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ বিষ্ণু দিগবাসা॥১২
হেন মহা বৈষ্ণব তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইমু প্রভু যে করিস তুঞি॥
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয় শঙ্কর তেজঃ জয় কৃষ্ণ ধাম॥
জয় মহা চক্র জয় বৈষ্ণব প্রধান।
জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট ত্রাণ॥

স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন ।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥
পুনঃ সেই মহা ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া ।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিব পূজা কৈল ।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥
তেঁই সে বলিনু প্রভু যে তোমা লঙ্ঘিয়া ।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া ॥
তুমি মোর প্রাণনাথ তুমি মোর ধন ।
তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধু জন ॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার ।
সে-জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥
সূর্য্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিৎ ।
ভক্তি বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা ভঙ্গ দুঃখে ।
দুই ভাই মারা যায় সূর্য্য দেখে সুখে ॥
বলদেব শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন ।
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার ।
লঙ্ঘিয়া তোমারে হয় সবংশে সংহার ॥
শিরশ্ছেদি শিব পূজিয়াও দশানন ।
তোমা লঙ্ঘি হইলেক সবংশে নিধন ॥
সর্ব্ব দেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর ।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর ॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে ।
পূজা খাই সেই দেব তাহারে সংহারে ॥
তোমা না জানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে ।
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে ॥
দেব বিপ্র যজ্ঞ ধর্ম্ম সর্ব্ব মূল তুমি ।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি ॥
মহা তত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন ।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন ॥
মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া ।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥
সে অধম জান মোরে খণ্ড খণ্ড করে ।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি যেন পড়ে ॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে ।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস ।
এতেকে যে পরহিংসে সেই যায় নাশ ॥
তুমিত আমার নিজ দেহ হৈতে বড় ।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ় ॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দুক নিন্দা করে ।
অধঃপাত যায় সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচে তারে ॥
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌর রায় ।
অনিন্দুক হই সবে বল কৃষ্ণ নাম ॥
অনিন্দুক হইয়ে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে ।
সত্য সত্য আমি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন ।
জয় জয় জয় বলে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া ।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী ।
এই মত মহা চিন্ত্য অদ্বৈত কাহিনী ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি কার ।
জানি ঈশ্বরের সনে ভেদ নাহি যার ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে ।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম ।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম ॥
এই মত যত আর হইল কথন ।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভু আর যত গণ ।
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম ।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥
ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর ।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর ॥
কিছুকি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু ।
অদ্বৈত বলয়ে উপাধিক নহে কিছু ॥

প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর চাহি সবা সবে হৈল হাস॥
অদ্বৈত গৃহিণী মহা সতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে মাতা॥
প্রভু বলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন॥
নিত্যানন্দ হরিদাস অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
গঙ্গা স্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভু সবে আইলেন ঘর॥১৩
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত পদ মূলে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্ম সেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে॥
উঠি দেখি ঠাকুর অদ্বৈত পদতলে।
আস্তে ব্যস্তে উঠি প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু বলে॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোসাঞি॥
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উন্মাদিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥
অদ্বৈত গৃহিণী মহা সতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সওরে হরি হরি॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥
ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইল পরম বাল্যাবেশ॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে হায় হায় হাসে হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ ছলে॥
জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মণ্ডপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি বলয়ে সন্ন্যাসী করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম॥
কেহত না চিনে নাহি জানি কোন জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মহা হাতী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এক্ষণে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ মণ্ডপে করিল সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত চরিত্র দেখি হাসে গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায়॥
শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিল আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী।
প্রেম রসে দুই প্রভু মহা কুতুহলী॥
প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীত বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা॥
হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিহারে॥
ইহা বলিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্য নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম॥

সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায় ।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম ।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥
চৈতন্য প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার ।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কত দিন ।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি তিন ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস ।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস ॥
শুনিল বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর ।
ধাইয়া আইলা সব আনন্দ প্রচুর ॥
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন ।
ধরিয়া চরণে সবে করেন রোদন ॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন ।
সবারে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ সমান ।
সবেই উদার ভাগবতের প্রধান ॥
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার ।
যাঁর ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার ॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব সকল ।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণ কোলাহল ॥
পুত্র দেখি আই হৈল আনন্দে বিহ্বল ।
বধূসঙ্গে গৃহে করে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥
ইহা বলিবার শক্তি সহস্র বদন ।
যে প্রভু আমার জন্ম জন্মের জীবন ॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেন নাম ভেদ ।
এইমত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব ॥
অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি ।
ইহা যেই শুনে সেই পায় সেই মেলি ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

বিংশ অধ্যায় ।

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার ।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার ॥
জয় গদাধর প্রাণনাথ মহাশয় ।
কৃপা কর প্রভু যেন তোতে মন রয় ॥
হেনমতে ভক্ত গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া ।
নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেমে পূর্ণ হৈয়া ॥
এইমতে প্রতি দিনে অশেষ কৌতুক ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানা রূপ ॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে ।
শ্রীনিবাস গৃহে বসি আছে নানারঙ্গে ॥
আইল মুরারিগুপ্ত হেনই সময় ।
প্রভুর চরণে দণ্ড পরণাম হয় ॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম ।
সম্মুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্দ্ধাম ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে ।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥
যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার ।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥
কোথা তুমি শিখাইবা যে মত ইহা জানে ।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ কেনে ॥
মুরারি বলয়ে প্রভু জানো কোনমতে ।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ যেন মতে ॥
প্রভু বলে ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে ।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে ॥
সংভ্রমে চলিলা গুপ্ত সত্বর হরিষে ।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥
স্বপ্ন দেখে মহা ভাগবতের প্রধান ।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥

নিত্যানন্দ শিরে দেখে মহানাগ ফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তার বানা॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে ডাকিয়া মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি॥
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন॥
মহাসতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে হই সচকিতা॥
বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর চরণ মাধুরী॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর মুরারি এ কেন।
মুরারি বলয়ে প্রভু লওয়াইলে যেন॥
পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥
প্রভু বলে মুরারি আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥
কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে॥
প্রভু বলে মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈল দান॥
সংভ্রমে মুরারি যোড় হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বলে মুরারি সকালে ধোও হাত।
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥
প্রভু বলে বেটা জাতি গেল আরে তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥

বলিতে বলিতে প্রভু হইল আবেশ।
দন্ত কড়মড় করে বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইল অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সে যায় বিনাশ॥
অজ ভবানন্দ মোর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব দেবে॥
পূণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য সত্য করো তোরে এই পরকাশ।
সত্য সত্য সত্য মোর দাস তার দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম সত্য মোর স্থান
ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান॥
যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস।
যে যশ শ্রবণ রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥
যে যশ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মাহাত্ম্য॥
হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার।
গুপ্ত লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান।
সত্য মোর বিগ্রহ সেবক লীলাস্থান॥
আপনার তত্ত্ব সব আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে সে আপনে নাশ যায়
ক্ষণেকে হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চন বর॥
ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন॥

সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোর প্রিয় নহে॥
ঘরে যাও গুপ্ত তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা॥
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান মাত্র॥
আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥
অন্তরে বিহ্বল তবে চলে নিজ বাসে।
এক বলে আর করে খলখলি হাসে॥
পরম হরিষে কহে করিব ভোজন।
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন॥
বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে।
খাও খাও করি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে॥
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
খাও খাও খাও কৃষ্ণ এই বোল বলে॥
হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি দেয় বারেবার॥
মহাভাগবত গুপ্ত পতিব্রতা জানে।
কৃষ্ণ বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥
মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
এই রূপ করি তবে সে মুরারি গুপ্ত।
কিছুই যে জ্ঞান নাহি নাহি জানে আপ্ত॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায়॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেনকালে প্রভু আইলা দেখি তবে বন্দে॥
পরম আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
গুপ্ত বলে প্রভু কেন হৈল আগমন।
প্রভু বলে আসা মোর চিকিৎসা কারণ॥
গুপ্ত বলে কহিবে কি অজীর্ণ কারণ।
কোন কোন দ্রব্য কালি করিলা ভোজন॥
প্রভু বলে আরে বেটা জানিবে কেমনে।
খাও খাও বলি অন্ন ফেলিলে বদনে॥
তুই পাসরিলি যদি তোর পত্নী জানে।
তুই দিলি মুই বা না খাইব কেমনে॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অঙ্গ বা পীড়ন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ॥
জলপানে অজীর্ণ করিতে পারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল॥
এত বলি ধরি মুরারির জল পাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহা প্রেমে গুপ্ত গোষ্ঠী করয়ে রোদন॥
হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।
চৈতন্য প্রসাদে হৈল ভক্তের প্রকাশ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥
বিদ্যাধন প্রতিষ্ঠা যে কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে॥
যে সে কেন নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই হয় বেদের প্রকাশ॥
এইমত মুরারিরে প্রতি দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি কথা ভক্তি পাই দান॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া তবে নিজ মূর্ত্তি ধরে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিশ্বম্ভরে॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাসমন্দিরে আইল হুঙ্কার করিয়া॥
গুপ্ত দেহে হৈল মহা বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বলে সেই আমি গরুড় মহাভাগ।

গরুড় গরুড় বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে এই আমি তোমার কিঙ্কর॥
প্রভু বলে বেটা তুই আমার বাহন।
হয় হয় হয় গুপ্ত বলয়ে বচন॥
গুপ্ত বলে পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিল বহিয়া॥
পাসরিলা তোমা লৈয়া গেল বাণপুর।
খণ্ড খণ্ড কৈলু মুই স্কন্দের ময়ুর॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর নিমু কোন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
গুপ্ত স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল শ্রীবাস ভবন॥
স্কন্ধে কমলার নাথ গুপ্তের নন্দন।
লড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন॥
কেহ বলে জয় জয় কেহ বলে হরি।
কেহ বলে এইরূপ যেন না পাসরি॥
কেহ মালসাট মারে পরম উল্লাসে।
ভালিরে ঠাকুর বলি কেহ কেহ হাসে॥
জয় জয় মুরারি বাহন বিশ্বম্ভর।
বাহু তুলি কেহ ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর॥
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাটীর ভিতর॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌর চন্দ্রের বিলাস॥
ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কেহ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
জন্মে জন্মে যে সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস দাসীগণ॥
যেবা দেখিলেক সেবা কৃপা করি কয়।
তথাপিহ দুর্মতির চিত্ত নাহি লয়॥৩
মধ্যখণ্ডে গুপ্তস্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
[illegible] অবতারের গণ সেবক প্রধান॥

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কয়॥
বাহ্য পাই নামিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড় ভাব হইল সুস্থির॥
বড়ই নিগূঢ় কথা কেহ কেহ জানে।
গুপ্তস্কন্ধে মহাপ্রভু কৈল আরোহণে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণবমণ্ডল।
ধন্য ধন্য ধন্য বলি প্রশংসে সকল॥
ধর্ম্ম ভক্ত মুরারি সকল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলায় বহনে যার শক্তি॥
এইমত মুরারি গুপ্তের পুণ্যকথা।
আর কত আছে যে যে কৈল যথা যথা॥
এক দিন মুরারি পরম শুদ্ধমতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার স্থিতি॥
সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার।
তাবত চিন্তিয়া সেই নিজ প্রতিকার॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা তখনি সংহরে॥
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িল সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায় পরাণ॥
অতএব যাবত আছয়ে অবতার।
তাবত আমার দেহত্যাগ প্রতিকার॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
নিশায় এড়িব দেহ হরিব অন্তরে॥
সর্ব্বভূত হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবিত্ত হইল গোচর॥
সত্বরে আইল প্রভু মুরারি ভবন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন॥

আমারে রসিয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হইল পরম সদয়॥
প্রভু বলে গুপ্ত বাক্য ধরিবা আমার।
গুপ্ত বলে প্রভু মোর শরীর তোমার॥
প্রভু বলে এই সত্য গুপ্ত বলে হয়।
কাতিখানি মোরে দাও প্রভু কাণে কয়॥
যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে॥
হাহাকার করে গুপ্ত মহাদুঃখ মনে।
মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন জনে॥
প্রভু বলে মুরারি বড় ত দেখি ভোল।
পরে কি কহিলে আমি জানি হেন বোল॥
যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি।
তাহা জানি যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব্বস্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান॥
প্রভু বলে গুপ্ত এ তোমার ব্যবহার।
কোন দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥
এক্ষণে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর॥
মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥
আস্তে ব্যস্তে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শচীর নন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা অজ অনন্ত শঙ্করে॥
এ সব দেবতা চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন কৃষ্ণ বেদে এই কহে॥

সেই গৌরচন্দ্র শেষরূপে [illegible]।
চতুর্ম্মুখরূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার সুখে॥
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
এ সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥
পক্ষী মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সেহ সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টজন জন্ম অন্ধ অন্ধ॥
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দুক সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দুক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দুক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥৪

তথাহি।

কপটঃ পতিতশ্রেষ্ঠো যঃ কৈতবমুপাশ্রিতঃ।
বকাকৃতিঃ স্বয়ং পাপে পতত্যজ্ঞানশীর্ষকে॥ ২৬
হরন্তি দস্যবঃ সর্ব্বে বিমোহ্যাস্ত্রৈর্ধনং ধনং।
বচনৈরভিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্ব্বাবৈশ্চিত্তং বকব্রতাঃ॥ ২৭

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দুক সংহারে॥
অতএব নিন্দুক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥
আব্রহ্ম স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট কহে বেদে সব॥
অনিন্দুক হয়ে যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥

ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধিনাশ।
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
যা মাঝে নিন্দুক সব সে সব বিলাস।
সেই পাপে নিন্দুকেরা যাইবেক নাশ॥
চৈতন্য চরণে যার আছে রতি মতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাহার সংহতি॥
অষ্টসিদ্ধি যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তি শূন্য।
কভু যেন না দেখি সে পাপী হীন পুণ্য॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন ঘরে হরষিত হৈয়া॥
হেনমতে মুরারি গুপ্তের অনু ভাব।
আমি কি বলিব ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দ প্রভুমুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এবড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহুজান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

একবিংশ অধ্যায়

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধরপতি অদ্বৈত ঈশ্বর॥
জয় শ্রীনিবাস হরিদাস প্রিয়কর।
জয় জয় গঙ্গাদাস বাসুদেবের ঈশ্বর॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
এক দিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে শুনি তান।
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥১
দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এবেটার ভাগবতে কোন অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ দধি ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুক্তি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ সর্ব্বমতে॥

ভাগবত তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
ভক্তি বিনা ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহয়॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়া বিদ্যাতপ প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবতঅর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কার বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূত চাঁদ তার সর্ব্বনাশ॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর॥
এক দিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মদ্যগন্ধে বারুণীরে হইল স্মরণ।
বলরাম ভাব হৈল শচীর নন্দন॥
বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
উঠ গিয়া শ্রীবাসেরে বলে বারবার॥
প্রভু বলে শ্রীনিবাস এই উঠ গিয়া।
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥
প্রভু বলে মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।
তথাপিও শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ

শ্রীবাস বলয়ে তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা॥
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দয়ে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইবে মরণ॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন জন॥
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইব আমি গঙ্গার ভিতরে॥
ভক্তের সংকল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥
প্রভু বলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা॥
শ্রীবাস বচনে সম্বরিয়া রাম ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥
মদ্য পানে মত্ত সব ঠাকুর দেখিয়া।
হরি হরি বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া॥
কেহ বলে ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত।
ভাল ভাল লাগে তোর তান নাট গীত॥
হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তান পাছে॥
মহা হরিধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এইমত হয় বিষ্ণু বৈষ্ণব দর্শনে॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে॥২
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্য দেখিয়া।
সকলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
চৈতন্য চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ॥
যে দেখিল চৈতন্য চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ তবু তারে নমস্কার॥
মদ্যপেরে শুভ দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভরে।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগরে॥
কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে॥
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগত দুঃখিত সব দাস॥
যদি বা পড়ায় এক গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি অভিমত॥
সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত বিরক্ত সুশান্ত॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥
দৈবে একদিন তথা গেল শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাস॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহা ভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল॥
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগত পাবন॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লৈয়া শ্রীবাসে টানিয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তি শূন্য তথা শিষ্যগণ॥
বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেল ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর॥
দেবানন্দ দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধ মুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন॥
অহে অহে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেনজন শুনিবারে গেল ভাগবত॥
কোন অপরাধে তারে শিষ্য হাতাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লৈয়া এড়িলা টানিয়া॥
ভাগবত শুনিয়া যে কান্দে কৃষ্ণ রসে।
টানিয়া ফেলিতে তাহারে যোগ্য আইসে
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥৩
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
ততখানি সুখ না পাইলা কহি আমি॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখেতে চলিলা দেবানন্দ নিজ ঘর॥
তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ডে মহা সুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোকে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তার প্রেম ভক্তিযোগ হয়॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপীর যমদণ্ড হয়॥
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্ত জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়।
জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে সে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্য দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে তরে সকল পাষণ্ড॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায়॥৪
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহুজান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

জয় জয় শচী সুত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥ ধ্রু
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর ।
জয় শচীজগন্নাথ নন্দন সুন্দর ॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি ।
আইলা আপন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ বাসে ।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট সঙ্গ দোষে ॥
দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের স্থানে ।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল আপনে ॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর ।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর ॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ ।
কৃষ্ণ কৃপা হইলেও তার প্রেম বাধ ॥
আমি নাহি বলি এই বেদের বাখান ।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র অবতার ।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাঁহার ॥
আপনি সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া ।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া ॥
এবড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে ।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে যাহার শ্রবণে ॥
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণু খট্টার উপর ॥
নিজ মূর্ত্তি শিলা সব করি নিজ কোলে ।
আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥
মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ ।
মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগর বন্ধন ॥
শুইয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে ।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে ॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ ।
মাগ মাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস ॥
দেখি মহা পরকাশ নিত্যানন্দ রায় ।
ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায় ॥
বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায় ।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর ।
যাহার যেহেন প্রীত লয় সেই বর ॥
কেহ বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি ।
[illegible] দৈবে মোর অব্যাহতি ।
কেহ মাগে গুরু প্রতি কেহ পুত্র প্রতি ।
কেহ শিষ্য কেহ পত্নী যার যথা মতি ॥
ভক্তবাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর ।
হাসিয়া সবারে দিল প্রেমভক্তি বর ॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি ।
আইরে দেখাও প্রেম এই সবে চাই ॥
প্রভু বলে ইহা না বলিহ শ্রীনিবাস ।
তাঁরে নাহি দিব প্রেমভক্তির বিলাস ॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ ।
অতএব তান হৈল প্রেম ভক্তি বাধ ॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার ।
এ কথায় প্রভু দেহ ত্যাগ সে সবার ॥
তুমি হেন প্রভু যাঁর গর্ভে অবতার ।
তান কি নহিব প্রেমযোগ অধিকার ॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা ।
মায়া ছাড়ি প্রভু তান হও ভক্তিদাতা ॥
তুমি যার পুত্র প্রভু সে সর্ব্বজননী ।
পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি ॥

যদি বা বৈষ্ণব স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥
প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষমা হইল যেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈতচরণধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥
তখনি চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥
যার গর্ভে আমার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী মুঞি পুত্র যে তাহার॥
যে আইর চরণ ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র॥
বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেন আন হেনকথা॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
যেই গঙ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই সেই বস্তু আই॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোসাঞি।
পড়িল আবিষ্ট হই বাহ্য কিছুনাই॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য চরণধূলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই মুর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥
আচার্য্য চরণধূলি লইল যখনে।
বিহ্বল হইলা কিছু বাহ্য নাহি জানে॥

জয় জয় হরি বলে বৈষ্ণব সকল।
অন্যান্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য কোলাহল॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুরাগে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
হরি হরি হরি বলে বৈষ্ণব সকল॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥
এক্ষণে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
জয় জয় হরিধ্বনি হৈল তখন॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধে সাবধান॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥
অন্যের কি দায় গৌরসিংহের জননী।
তাহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥
বস্তু বিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥
ইহার অদ্বৈত নাম কেন লোকে ঘোষে।
অদ্বৈত বলেন আই কোন অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহি যে বিশ্বরূপের আখ্যান॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবনদুর্লভ রূপ মহা তেজোময়॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশুরূপে থাকে প্রভু বালক সমীপে॥
এক দিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর॥

ভট্টাচার্য্য সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভাত॥
নিত্যানন্দরূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্বচিত্ত সর্ব্বশক্তিধর॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে কি পড় ছাওয়াল।
বিশ্বরূপ বলে কিছু কিছু সবাকার॥
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার॥
নিজ কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়॥
আপনা পাসরে মিশ্র ক্রোধিত অন্তর।
ক্রোধভরে অনেক বলিল কটূত্তর॥
যে পুঁথী পড়িস্ বেটা তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সবার হৈল মূর্খ জ্ঞান।
আমারেও দিল লাজ করি অপমান॥
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া॥
তোমরাও আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কার মনে।
সবে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা স্থানে॥
হাসি বলে এক ভট্টাচার্য্য শুন শিশু।
আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥
সবেই বলেন সূত্রে ভাল বাখানিলা।
প্রভু বলে ভাণ্ডাইনু কিছু না বুঝিলা॥
যত বাখানিল সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন॥
এইমতে তিনবার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন॥

পরম সুবুদ্ধি করি মনে [illegible]
বিষ্ণু মায়া মোহে কেহ [illegible]
হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে [illegible]
ভক্তিশূন্য লোক দেখি না পায় [illegible]
ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব ধর্ম [illegible]
পুত্রাদির মহোৎসবে করয় [illegible]।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম কেহ না জানয়॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কেহ নাহি জানে॥
যদ্যপি পড়ায় কেহ ভাগবত গীতা।
সেহ না বাখানে ভক্তি করয়ে শুষ্ক চিন্তা॥
সর্ব্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তিযোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥
সকলে অদ্বৈত সিংহ পূর্ণ কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ বাখানে কৃষ্ণভক্তি॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে হেন কেবা আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝে॥
চতুর্দ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মহাদুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় মহাসুখ॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ সমীপে অদ্বৈত বৈসে রঙ্গে॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কুটিল কুন্তল বেশ অতি মনোহর॥
মায়ে বলে বিশ্বম্ভর যাহ মোর দিয়া।
তোমার ভাইরে বাট ডাকি আন গিয়া॥
মায়ের আদেশে প্রভু যায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন॥
বিশ্বম্ভর বলে ভাই ভাত খাও গিয়া।
বিলম্ব না কর বলে হাসিয়া হাসিয়া॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবেই চাহেন রূপ পরম সুন্দর॥

মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য।
সেই সুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য॥
এইমত প্রতিদিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে॥
চিত্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর।
মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্যজন।
এই বা আমার প্রভু মোহে মোর মন॥
সর্ব্বভূত হৃদয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত কাটি চলি যায় ঘর॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার দুঃখ গোঙায়েন রঙ্গে॥
বিশ্বরূপ কথা আদি খণ্ডেতে বিস্তর।
অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দ কলেবর॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কত দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
করি দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক॥
মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির॥
তথাপিও আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বলয়ে মনে মহা দুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিল দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ॥
দৈবে কতদিনে প্রভু হইলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥
না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই।
এহ পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
যে বলে অদ্বৈত ... গোসাঞি।
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহ পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥১
অনাথিনী মোরেত কাহার নাহি দয়া।
জগতে অদ্বৈত মোহে সে ... মায়া॥৩
সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥
একালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কতকালে॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান॥
চৈতন্যসিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে পাইবে বন্ধন॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন অদ্বৈতেরে সেবিবে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম ... ব।
তাহারেই বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব।
সে সেব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এতবড় শক্তি নাই এদণ্ড দেখিতে॥৪
সকল সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবে বহুতর॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে॥
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সমর্থ নহিবে কোন জন॥
বৈষ্ণব নিন্দুকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥
বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাত যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার।
... ... ॥

যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে।
নিন্দা করে দ্বন্দ্ব করে মরে ভালমতে॥
সর্ব্ব প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে তাঁহার অনুচর॥৫
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে।
অহর্নিশ নিত্যানন্দ যশ গায় সুখে॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য সবদিকে সাবধান। ৬
নিত্যানন্দ ভৃত্যের চৈতন্য ধন প্রাণ॥
অল্পভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ দাস।
যাহার লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্তদাস নিত্যানন্দপ্রাণ॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ অভেদ শরীর।
আই ইহা জানে জানে আর কোন ধীর॥
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের শরীর।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র বদন॥
গৌড়দেশচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনা তোমার কৃপায়॥
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাঞি॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভকতির বিধি॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত সমাজ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ পুরী।
বৈকুণ্ঠ নায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতুহলে।
ভকত সমাজে নিজ নাম রসে খেলে॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত বিনা দেখিতে না পায় অন্য জন॥
এত বড় বিশ্বম্ভরশক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা॥
অগোচরে দূরে থাকি মেলি দশপাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে যমঘর যায় পাছে॥
কেহ বলে কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেটপোষাগুলা সব॥
কেহ বলে এ গুলারে বান্ধি হাত পায়।
জলে ফেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়॥
কেহ বলে আরে ভাই জানিনু নিশ্চিত।
গ্রামখান লুটাইল নিমাই পণ্ডিত॥
ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্য্যে কি করে॥

সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্ত বিত্ত করয়ে শোধন ॥
দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ।
সবেই অভাগ্য বলি ছাড়েন নিশ্বাস ॥
কেহবা কাহারে ঠাঁই পরিহার করে।
সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে ॥
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্বদাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে স্থানে ॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে ॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়।
শুনিয়ে কীর্ত্তন দ্বিজ দেখিবারে চায় ॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন ॥
সেইবিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে ॥
তুমি যদি একদিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে ॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ হঙ কৃতকৃত্য ॥
এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলেন বচন ॥
তোমারেত জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্য ফলাহারে গোঙাইলে কাল ॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমারত আছে অধিকারে ॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
সংগোপে থাকিবে এই বলিনু তোমারে ॥
এতবলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিল।
একদিকে আড় হই সঙ্গোপে রহিল ॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশভুবনেরনাথ।
চতুর্দ্দিকে মহা ভাগ্যবন্তগণ সাথ ॥
কৃষ্ণরাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
সবে মেলি গায় হই মহা কুতুহলী ॥
নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিকে ধায় ॥
পরানন্দ সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥
হরি বোল হরি বোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার ॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভররায়।
জানে দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায় ॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজি কেন প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর ॥
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি সত্য কহ দেখি মোরে ॥
ভয় পাই শ্রীনিবাস বলয়ে বচন।
পাষণ্ডের ইথে প্রভু নাহি আগমন ॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃ পান নিস্পাপ জীবন ॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তার বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু জানিয়াছ দড় ॥
শুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
কাট কাট বাড়ীর বাহির লঞা কর ॥
মোর নৃত্য দেখিতে ইহার কোন শক্তি।
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ॥
দুইভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী হেলায়।
পয়ঃ পানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥
চণ্ডালেহ মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয় ॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে সত্য বলিল বচন ॥
গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল ॥
অসুরে ও তপঃ করে কি হয় তাহার।
বিনা মোর শরণ নহিলে নাহি পার ॥

প্রভু বলে পয়ঃ পানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিহ চূর্ণ দেখিবে এথায় ॥
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥
এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিনু।
অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইনু ॥
অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত রোদন।
অপরাধ অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন ॥
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ॥
এইমত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর ॥
প্রভু বলে তপ করি না করিহ বল।
বিষ্ণু ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল ॥৭
আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা গুণ স্মরে নিরন্তর ॥
হরি বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভক্তগণ ॥
শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যেজন এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব অবশ্য ॥
ব্রহ্মচারীপ্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দআবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ॥
সেই দ্বিজ চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ড হৈল হেন বুদ্ধি যার ॥৮
এইমত প্রতিনিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন ॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীতে মন্দ বলয়ে অপার ॥
পাপিষ্ঠ নিন্দুক বুদ্ধি নাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্ত্তনে ॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী বলে নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালরেও তার নাহি দেখি কৃপাচিত ॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় শুনি পরম নির্ম্মল ॥
আমরা সবার যদি তাঁরে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য দেখিব অবশ্য কোন পাকে।
কোন নগরীয়া বলে যদি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি ॥
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ায় থাকে আসি হইলা বিদিত ॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সংকীর্ত্তন বলিল তোমারে ॥
ভাগ্যবন্ত নগরীয়া সর্ব্ব অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে ॥
নিবদ্ধ হইলেন সব নগরীয়া গণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥
কেহ বা নূতন দ্রব্য কার হাতে কলা।
কেহ ঘৃত কেহ দধি কেহ দিব্য মালা ॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করে ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণে ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ নাম গুণ বই না কহিও আর ॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশপাঁচ মিলে নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

কীর্ত্তন কহিনু এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মেলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভুমুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজবাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া কর তালি॥
এইমত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন প্রভু নারায়ণ॥
সবারে আলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
অহর্নিশ ভাই সব ভজহ কৃষ্ণেরে॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে রাম নারায়ণ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ হৃদয়ে॥
হরি হরি রাম রাম হরি হরি রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহা নৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈল চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাহার সুখ নগরিয়াগণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।
*বহির্ম্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥
কোন পাপী বলে হের দেখ ভাই সব
খোলাবেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান বস্ত্র নাহি নাহি পেটে ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥
নগরীয়া গুলা বলে মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥
এইমত পাষণ্ডীরা বলয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরীয়াগণে কৃষ্ণ গায়॥
এক দিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে ধর ধর আজি করো কার্য্য।
আজি রাত্রি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥
আথেব্যথে পলাইল নগরীয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি॥
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লইয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদর্থিয়া॥
কেহ বলে হরি নাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন বা পুরাণে॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
জাতি করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়॥
নিমাই পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কার।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তাঁর কোন দিন বাহিরায় রঙ্গ॥

---

*বহির্ম্মুখ—কৃষ্ণভক্তি বিহীন ব্যক্তি।

উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায এত উপজিল ভণ্ড॥
ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু স্থানে গিয়া সত্য কৈলেন গোচর॥
কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেকজন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে।
গোচরিল এই দুষ্ট তোমার চরণে॥
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্ত্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি হরি বলে নগরীয়াগণ॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি পোড়াঙ কাজির ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইব আজি কাল॥
চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ বহন॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহাদীপ লঞা আসিবেক সে॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব দেখ কোন কর্ম্ম করে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুই বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥
ততক্ষণে চলিলেন নগরীয়াগণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে কিসের ভোজন॥
নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার॥
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটী সংখ্যা করিবার শক্তি আছে কার॥
ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥
হইল দেউটীময় নবদ্বীপ পুর।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
এই শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এতদিনে॥
ঈষৎ আজ্ঞারমাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিল দেউটী লই প্রভুর সমীপ॥
শুনি সর্ব্ব বৈষ্ণব আইল ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্যগোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঁই॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান গীত॥
নিত্যানন্দ দিকে চাহিলেনমাত্র প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে তোমা না ছাড়িব কভু॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেক হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি।
যথা তুমি তথা আমি এই মোর ভক্তি॥
নিত্যানন্দ ধারা দেখি নিত্যানন্দ অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ সঙ্গে॥
এইমত যার যেই চিত্তের উল্লাস।
কেহবা স্বতন্ত্র নাচে কেহ প্রভু পাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই নগর কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধের খণ্ডন॥

গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্রগঙ্গাদাস ॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর ॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে এইকার্য্য ॥
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কেবা জানে নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে ॥
অবতার এমত কি আছয়ে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ॥
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ ॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সবে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্ত বৃন্দ ॥
নগরে নাচিবে প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিবে নিতান্ত ॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখি সর্ব্ব বন্ধের মোচন ॥
কাহার নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশ।
গোধূলি সময় আসি হইল প্রবেশ ॥
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে ॥
হুঙ্কার করিল প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥
হুঙ্কারের সুখে সবে হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল ॥
লক্ষকোটি দীপ সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষকোটি লোক চারিদিকে হরি বলে ॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হৈল অবতার ॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে কিছুই না জানি ॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখে সকল আকাশ
জ্যোতি-রূপ কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।
হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইল সত্বর ॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু চন্দন ॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে।
চতুর্দ্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য রসে।
হরি বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে ॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক হরি বলে আলগ হইয়া ॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
তথাপিও বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সেরূপ কহিবারে কেবা পারে।
জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতির মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা ॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে ॥
আজানু লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥
দুই মহা ভুজ যেন কনকে স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক কদম্ব ॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন ॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ সূত্র অতি ক্ষীণ
চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান ॥

উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সবা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥
যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥
এতেকে সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলেও তল নাহি হয়॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ॥
কান্দির-সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥
এইমত নদীয়ায় প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি ইহা কোন জনে করে॥
বুলে স্ত্রী পুরুষ সব লোকে প্রভু সঙ্গে।
কেহ কারে নাহি জানে পরানন্দ রঙ্গে॥
চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাও প্রতি ঘরে ঘরে॥
সেই চোর পাসরিল ভাব আপনার।
হরি বই মুখে কার না আইসে আর॥
হইল সকল পথ খই কড়িময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥
স্তুতি হেন না মানিহ এ সকল কথা।
এইমত হয় কৃষ্ণ বিহরেন যথা॥
নবলক্ষ প্রাসাদ দ্বারকার রত্নময়।
নিমিষে হইল এই ভাগবতে কয়॥
যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায়॥
জগতে বিদিত হয় লবণ সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত জলধর॥
হরিবংশে কহেন সে সব গোপ্য কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা॥

সেই প্রভু নাচে নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল॥
ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়॥
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্বলোক ধায়॥
আচার্য্য গোসাঞি আগে জনকত লয়া।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হৈয়া॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণসুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিল নৃত্য করিয়া সুন্দর॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিল শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায়॥
সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥
মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায় সেও হইল গায়ন॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত রামাই গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি ভক্ত বৃন্দ॥
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু সংহতি যায়েন॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম সুধাসিন্ধু মাঝে দুইজন ভাসে॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষকোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহা দীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সেই পুলক দেখিতে।
কে আছে এমন হেন না পড়ে ভূমিতে॥

নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণকোলাহল।
হরি বলি ঠাঁই ঠাঁই নাচয়ে সকল ॥
হরিও রাম রাম হরিও রাম।
হরি বলি সকল নাচয়ে ভাগ্যবান ॥
এইমত ঠাঁই ঠাঁই মিলি দশ পাঁচে।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সব নবদ্বীপ যায় ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালী ॥
দুই হাত যোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালী দিলেন কেমনে ॥
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ স্বভাব ধর্ম্ম পাইলেক লোকে ॥৩
হস্ত যে হইল চারি কেহ নাহি জানে।৪
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালী কেনে ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে।
নাচিয়া যায়েন সবে গঙ্গার সমীপে ॥
*বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হরি হরি হাতে বাঁশী গলে বনমালা ॥৫
এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহধর্ম্ম যত দুঃখ শোক ॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কাহার জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে ॥
কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগ পাও এখানে ছিঁড়িয়া ফেলি মাথা ॥
রড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে ॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায় ॥

হেন প্রেমবৃষ্টি হৈল সব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠ সেবক যাহা চাহে সর্ব্বথায় ॥
যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন রসে ভাসে সর্ব্ব নদীয়া নগর ॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদে নাচি যায় ॥
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিক পথময় ॥
তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হৈল সর্ব্ব ঠাঁই ঠাঁই ॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর ॥

অথপদ।

তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে।
সারঙ্গ ধর তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে ॥ ধ্রু

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
কোন দিকে যাই ইহা কেহ নাহি জানে ॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণসুখে পূর্ণ হৈলা নাহি যার অন্ত ॥
সপার্ষদে সর্ব্বলোক আইল দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে ॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নররূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন ॥
অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ।
যম সোম আদি যত দেবের সমাজ ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দেখি রঙ্গ।
সবে হৈলা নররূপ চৈতন্যের সঙ্গ ॥
দেব নরে একত্র হইয়া হরি বলে।
আকাশ পুরিয়া সব মহাদীপ জ্বলে ॥

* বালা—পুত্র।

কদলীর বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে ।
পূর্ণঘট ধান্য দূর্ব্বা দীপ আম্রসারে ॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার ।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার ॥
একজাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন ধা অবুধ ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা ।
সকল একত্র লই থুইলেন তথা ॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে হরি ।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি ॥
যে সব খেলয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে ।
তাঁরা আর চিত্তবিত্ত না পারে ধরিতে ॥
সে কারুণ্য শুনিতে সে রোদন দেখিতে ।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥
বোল বোল বলি নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর ॥
যজ্ঞসূত্র ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান ।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমলনয়ন ॥
মন্দাকিনী হেন প্রেমধারার গমন ।
চাঁদে নাহি লয় মন দেখি সে বদন ॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার ।
অতিক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন ।
তহি মালতীর মালা অতি সুশোভন ॥
জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান ।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥
এইমত বর মাগে সকল ভুবন ।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায় ।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥
চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে ।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে ॥

বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায় ।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্যকীর্ত্তি যার ॥
হরি বল মুগ্ধ লোক গোবিন্দ বলয়ে ।
যাহা হৈতে নাহি হয় শমন ভয়ে ।
এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র ।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যার পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব ॥

পাহিড়া রাগ ।

নাচে বিশ্বম্ভর, বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে ।
যার পদ ধূলি, হই কুতুহলী,
অনন্ত ধরেন শিরে ॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি ।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে হরি হরি ধ্বনি ॥
মদন সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্যবাস পরিধান ।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা ।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥
কামশরাসন, ভ্রুযুগ পত্তন,
ভালে মলয়জ বিন্দু ।
মুকুতা দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণা সিন্ধু ॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয় ।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ,
না জানি কতেক হয় ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহু বাহিয়া,
অঙ্গুলি মুরলী বায় ।

জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি নয়ন জুড়ায় ॥
অতি মনোহর, যজ্ঞসূত্র ধর,
সদয় হৃদয় শোভে।
যে মুখ্যি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
রহিলা পরম লোভে ॥৬
নিত্যানন্দ চাঁদ, মাধব নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা চাহি চাহি হাসে ॥০
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন খেলা ॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥
লক্ষকোটি দীপে, চন্দ্রের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর,
না বোলই কার মুখে।
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্বলোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে ভাই হরি বোল ॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
হরি হরি বলি হাসে ॥

অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥
সেতুবন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘবরায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহে চারিদিকে চায় ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেইক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু প্রভু করি,
মাগয়ে ভকতি দান ॥
যখন যে করে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলী ধরিয়া খেলা ॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খাদি মোচঙ্গ,
না জানি কতেক বাজে।
হরি হরি ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥
জয় জয় জয়, নগর কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য।
বিংশতিপদগীত, চৈতন্য চরিত,
জয় জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥
যেইদিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিকে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন দাসে ॥
হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ॥

অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ শ্রীগৌরসুন্দর ।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর ॥
মত্ত সিংহ জিনি এক তরঙ্গ প্রভুর ।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥
গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥
আপনায় ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি ।
তবে মাধাইর ঘাটে গেল গৌরহরি ॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া ।
গঙ্গার নগর দিয়া যায় সিমলিয়া ॥
লক্ষকোটী মহাদীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে ।
লক্ষকোটী লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে ॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে ।
দিবানিশি এক কেহ নারে নিশ্চয়িতে ॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে ।
রম্ভা পূর্ণ ঘট আম্রসারে দীপ জ্বলে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেবগণ ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ ॥
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ বসুমতী ।
পুষ্পরূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া ।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্পরূপ হৈয়া ॥
আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস ।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল প্রকাশ ॥
যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায় ।
গৃহ বৃত্তি পরিহরি সর্ব্ব লোক ধায় ॥
দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগত জীবন ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥
নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বলে হরি ।
স্বামী পুত্র গৃহ বৃত্তি সকল পাসরি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সে লোক নদীয়ার ।
কণ্ঠবাসে ছিন্ন হয় হৈল সবাকার ॥

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি ।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি ॥
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বায় মুখে ।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে ॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে ।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে ।
কেহ কোলাকুলী বা করয়ে কার সনে ॥
কেহ বলে মুঞি এই নিমাঞি পণ্ডিত ।
জগত উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত ॥
কেহ বলে আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব ।
কেহ বলে আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥
কেহ কয় এবে কাজি বেটা গেল কোথা ।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করি মাথা ॥
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ নড় দিয়া যায় ।
ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে ।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে ॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাল ।
কেহ বহে এই মূর্ত্তি পাষণ্ডীর কাল ॥
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বলে ।
যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে ॥
সেইখানে থাকি বলে আরে যমদূত ।
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্যসুত ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক অবতার শচীঘরে ।
আপনে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥
যে নাম প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম ।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥
হেন নাম সর্ব্ব মুখে প্রভু বলাইল ।
উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিল ॥
প্রাণী মাত্রে কারে যদি কর অধিকার ।
তোর দোষ নাহি তবে করিমু সংহার ॥
ঝাট গিয়া কহ যথা আছে চিত্রগুপ্ত ।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত ॥

যে নাম প্রভাবে তীর্থরাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধসত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ বাসী॥
সর্ব্ব বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্ব লোকে শুনে বলে এবে॥
হেন নাম লহ ছাড় সর্ব্ব অপকার।
ভজ গৌরচন্দ্র নহে করিমু সংহার॥
আর জন দশ বিশে নড় দিয়া যায়।
ধর ধর কোথা কাজি ভাণ্ডিয়া পলায়॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ডী এক্ষণে॥
মাটিতে কিলায় কেহ পাষণ্ডী বলিয়া।
হরি বলি ধায় কেহ হুঙ্কার করিয়া॥
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে কিবা করে নাহিক স্মরণ॥
নগরীয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া॥
সকল পাষণ্ডী মেলী গণে মনে মনে।
গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখানে॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত কোথা যায় জাঁক॥
কোথা যায় কলাপোতা ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শুধি তবে ধার॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবুক মণ্ডল॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখি মাত্র তবে॥
কেহ বলে মুঞি তবে খুঁজিতে থাকিয়া
নগরিয়া সব দেও গলায় বান্ধিয়া॥
কেহ বলে চল যাই কাজিরে কহিতে।
কেহ বলে যুক্ত নহে এমন করিতে॥
কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।
সবে নড় দিয়া যাই ভাবুকের কাছে॥
ঐ আইসে কাজি বলি বচন তোলাই।
তবে না রহিবে একজন এই ঠাঁই॥

এই মত পাষণ্ডী আপনা খাই মরে।
চৈতন্যের গণ যত কীর্ত্তনে বিহরে॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ মুখে হরি হরি ধ্বনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ কুলমণি॥
সে কমল নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল॥
কম্পভাবে উঠি পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি সবে চমকিত॥
এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।
কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন॥
এইমত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম ভক্তি রসে।
বাহু তুলি হরি বোল হরি বোল ঘোষে॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্বলোকে হরি হরি বলে উচ্চস্বরে॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর যায় যে দিকে নাচিয়া।
সেই দিকে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
কাজি বলে শুনি ভাই কি গীত বাদন
কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি
ঝাট জানি আইস তবে চলিব আপনি॥
কাজির আদেশে তবে অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধি দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥

অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি মার।
ডরে পলাইল তবে কাজির কিঙ্কর॥
নড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাঞি আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লক্ষ লক্ষ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে॥
এইমত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥
সব ভাবুকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সবে চলে সে নাচিয়া চলে যেই ভিত॥
যে সকল নগরীয়া মারিনু আমরা।
আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥
এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য॥
সেই সে হিন্দুর ভূত যে তাহার কার্য্য॥
কেহ বলে এ বামনা এত কান্দে কেন।
বামনার দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥
কেহ বলে বামুনারে দেখি লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥
কাজি বলে হেন দেখি নিমাই পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥
সর্ব্বলোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর॥
কোটি কোটি হরিধ্বনি হয় কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পুরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি-গণ সবে ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-শোকে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি দেখে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই বেশে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হাসে॥
যার দাড়ি আছয়ে সে হৈয়া অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ভয়ে ধাসে বুক॥
অনন্ত যে লক্ষ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥
সবেই নাচেন সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া হরি বলে সর্ব্বলোকে॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজিবেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥
নিযবন কর আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধিয়াছি সে কাল যবন॥
প্রাণ লৈয়া কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোনজন॥
মহামত্ত সর্ব্বলোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলি নাচে সব শ্রুতি মূলে দিয়া॥
একটী করিয়া পত্র সর্ব্বলোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।

পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে॥
দেখি এর উপায় কি করে নরপতি।
দেখি আজি কোনজনে করে অব্যাহতি॥
যম কাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টিপাতে হয় সবার প্রকাশ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
কীর্ত্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিমু যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিস ভয়।
আজি সব যবনের করিব প্রলয়॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ।
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িল তখন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণ ধরি করে নিবেদন॥
তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥
যে কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সংকর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র অবতার॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেষে তিঁহো আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন জনে তরে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি বেদে গায়।
বেদ বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
করিলাম কাজির অনেক অপমান।
আর যদি করে ঘাট তবে লব প্রাণ॥
জয় বিশ্বম্ভর জয় রাজরাজেশ্বর।
জয় সর্ব্ব লোকনাথ শ্রীগৌর সুন্দর॥
জয় জয় অনন্তশয়ন রমাকান্ত।
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
হরি বলি নৃত্য রসে চলিলা তখনে॥
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্বলোক-রায়।
সংকীর্ত্তন রসে সর্ব্ব-গণ নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে হরি বলি যায়েন নাচিয়া॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
গায় সব নগরিয়া দিয়া করতালি॥
জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥
কেবা কোন দিকে নাচে কেবা গায় বায়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন দিকে ধায়॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তনিয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক নগর॥
শঙ্খবণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ।
হরি বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে হরি বলি দেয় জয়কার॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥

উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় কোলাহল ।
তন্তুবায় সব হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥
নাচে সব নগরীয়া দিয়া করতালি ।
হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥
সর্ব্ব মুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে ।
হাসিয়া চলিল প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥
ভাঙ্গা এক ঘরে মাত্র শ্রীধরের বাস ।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস ॥
সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে ।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে ।
জল পূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিয়া আপনে ॥
ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন ।
লৌহাপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ ॥
জলপিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার ।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার ॥
মরিনু মরিনু বলি ডাকয়ে শ্রীধর ।
মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর ॥
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর ।
প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ॥
আজি মোর ভক্তি হইল কৃষ্ণের চরণে ।
শ্রীধরের জল পান করিনু যখনে ॥
এক্ষণে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার ।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥
বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু ভক্তি হয় ।
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয় ॥

তথাহি ।

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।
সর্ব্ব পাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥২৮

ভক্ত বাৎসল্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ ।
সবার উঠিল মহা আনন্দ ক্রন্দন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িল কান্দিয়া ।

কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর ।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীবাস ।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রায় ॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন ।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
লক্ষকোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত ।
কৃষ্ণ হে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাস ।
সর্ব্বভাবে প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্ব জগত হরিবে ।
সংকল্প হইল সিদ্ধি গৌরচন্দ্র হাসে ॥
দেখ ভাই সব এই ভক্তের মহিমা ।
ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা ॥
লৌহময় জলপাত্রে বাহিরের জল ।
পরম আদরে পান কৈলেন সকল ॥
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখন ।
সুধাযুক্ত ভক্তজল হইল তখন ॥
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল ।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল ॥
দাম্ভিকের রত্ন পাত্রে দিব্যজল গনে ।
আছুক পিবার কার্য্য না দেখে নয়নে ॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায় ।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায় ॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায় ।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায় ॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাথ ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক ॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই ।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয় ।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥
সেবকবৎসল প্রভু চারিবেদে গায় ।

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ দাস হেন নাম।৯
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
কোটি কোটি জন্মে যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে নিজ কর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্য-ভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি নারায়ণ॥
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
তখন হইতে পারে গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহি।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ২৯

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান।
ভক্ত স্থানে পরাভব মানে ভগবান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতি মালা।
ভক্ত হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥১০
এ সব ঈশ্বর তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥১১
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্ম দোষে॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় ভক্ত হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনা ভক্ত আর কেবা জানে॥
উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হইয়া॥১২

সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন।
দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপিলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল পান।
কি, হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান॥
ভকত বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি হরি বলে সজল নয়নে॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে হায় হায়॥
ভক্ত জলপান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥
প্রিয়গণে চতুর্দ্দিকে গায় মহা রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥
খোলা বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তি রসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিয়া প্রচুর॥
সর্ব্বলোক জিনি নবদ্বীপের শোভায়।
হরিবোল শুনিমাত্র সবার জিহ্বায়॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া নগর॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥
এক নিশা হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে॥

চৈতন্য চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়॥
মহা ভাগ্যবান সে এসব তত্ত্ব জানে।
শুষ্ক তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু মাঝ॥
সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের ধার॥
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার॥
কেহ বলে শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহা পুরুষ জন্মিলা গর্ভে যার॥
কেহ বলে জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।
কেহ বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥
এই মত লীলা প্রভু কত কাল কৈল।
সবে বলে আজি রাত্রি প্রভাত না হৈল॥
এইমত বলি সবে দেয় জয়কার।
সর্ব্বলোক হরি বিনা নাহি কহে আর॥
প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ হৈয়া।
পড়য়ে পুরুষ স্ত্রী শিশুরে লইয়া॥
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সবাকারে।
সানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
যেখানে যেরূপে ভক্তগণ করে ধ্যান।
সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥

তথাহি।

যদ্যদ্বপুস্তব নরাঃ পরিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুর্ব্বিতনুষে তদনুগ্রহায়॥ ৩০

অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানে যে আর॥
কোটি জন্ম যদি যাগ যজ্ঞ তপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥
হেন ভক্তি বিনা ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
কেহ বলে নিত্যানন্দ বলরাম সম।
কেহ বলে চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥
কেহ বলে বড় তেজ অংস অধিকারী।
কেহ বলে কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥ ১৩
কিবা নর নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেই মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥ ১৪
চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত চন্দ্র প্রভু হউক আমার॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্ব ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান।
তাহারা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখহ দ্বন্দ্ব অন্যান্যেতে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্ব ভাবে ভজে কৃষ্ণ যে কারে না নিন্দে।
সেই সব-গণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈত চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥
চৈতন্য চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥

শুনিলে চৈতন্য কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্যশ্রীমুখ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌরসিংহ মহাবীর।
জয় জয় স্থিতিপাল জয় যদুবীর॥
জয় জগন্নাথ পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণধন।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব- তাত।
যে বলে তোমারে প্রভু তার হও নাথ॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায়॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি সংকীর্ত্তনে।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যে সে স্থানে॥
কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলে বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥
আপ্তগণ রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥
কেহ মাত্র কোনরূপে যদি বলে হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক সমুদয়॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে॥
তবে দ্বারদিয়া যে করেন সংকীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন॥

যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।
কেহ নাহি বুঝে প্রভু কি রসে বিহ্বল॥
ক্ষণে বলে মুঞি সেই মদন গোপাল।
ক্ষণে বলে মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল॥
গোপী গোপী গোপী মাত্র কোনদিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব ভজে বা তারে কে॥
স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ॥
কি কার্য্য আমার সেবা চোরের কথায়।
যে কৃষ্ণ বলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়॥
গোকুল গোকুল মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
বৃন্দাবন বৃন্দাবন বলে কোন দিনে॥
মথুরা মথুরা কোন দিন বলে মুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥
ক্ষণে বলে ভাই সব বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরগণ॥
দিবসেরে বলে রাতি রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যান্যের গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥

যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥
বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন. ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে ॥
সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥
প্রভু সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বদা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা ॥
একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহাঅনুরাগে ॥
আর্ত্তি করি নাচেন অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥
সবে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে আচার্য্যে বেড়িয়া ॥
কিছু স্থির হৈয়া যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস রামাই আদি সবে স্নানে গেলা ॥
আর্ত্তি যোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস অঙ্গনে গড়ি পড়ে ॥
কার্য্যান্তরে নিজ গৃহে ছিল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥
ভক্ত আর্ত্তি পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইল অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায়।
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তার করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন লৈয়া বিষ্ণু ঘরে ॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে [illegible]
কি তোমার ইচ্ছা বল কিবা চা[illegible]

অদ্বৈত বলয়ে তুমি সর্ব্ব[illegible]।
তোমারেই চাহি প্রভু কি [illegible] ॥
হাসি বলে প্রভু আমি এইত [illegible]।
আর কি আমার চাহ বলত আমাতে ॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু কহিলে সুসত্য।
এই তুমি সর্ব্ব বেদ বেদান্তের তত্ত্ব ॥
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।
প্রভু বলে কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই ॥
অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে ॥
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্যদলে মহাযুদ্ধ পথ ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখে সেইক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরী নদী উপবনে ॥
কোটি চক্ষু বহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড পতঙ্গ দুষ্টগণ ॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে পর দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে ॥১
এরূপ দেখিতে অন্য কার শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞি।
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে ॥
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
পর্য্যটন সুখে ভ্রমে [illegible] নদীয়ায় ॥
প্র[illegible]র প্র[illegible] [illegible] নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্বঅঙ্গ ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু গৃহ দ্বারে [illegible] গর্জ্জন প্রচুর ॥
[illegible] বিশ্বম্ভর।
[illegible] ভিতর ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বুজি আঁখি ॥
প্রভু কয় উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ।
তুমিত জানহ মোর সকল আখ্যান ॥
যে তোমারে প্রীতি করে আমি সত্য তার।
তোমা বহি প্রিয়তম নাহিক আমার ॥
তুমি আর অদ্বৈত যে করে ভেদ বুদ্ধি।
ভালমতে না জানে সে অবতার শুদ্ধি ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়।
আপনে কান্দিয়া বিষ্ণু গৃহে গড়ি যায় ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী নন্দন।
দেখ দেখ করি প্রভু ডাকে ঘনেঘন ॥
প্রভু প্রভু বলি স্তুতি করে দুইজন।
বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন ॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥
সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বকালে ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
এই সে ভরসা আমি ধরি যে অন্তরে ॥
নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥
ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ভক্তি প্রেমধন।
ভক্তি সেই কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক্রন্দন ॥
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ ধন মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে ॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে তরে অত্যন্ত পাষণ্ড ॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন ॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ গৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥

বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহার নাহিক বাহ্য পরম আনন্দ ॥
বিভব দর্শন সুখে মত্ত দুইজন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥
কেহ নাচে কেহ গায় দিয়া করতালি।
ঢুলিয়া বেড়ায় তবে দুই মহাবলী ॥
এইমতে দুইজনে মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেতে বাজিল গালাগালী ॥
অদ্বৈত কহয়ে অবধুত মাতালিয়া।
এথা কোন জন তোরে আনিল ডাকিয়া ॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ধাইলি কেন।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে কহে কোনজন ॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন জনে কহে তোরে ॥
বৈষ্ণব সভায় কেন মহা মাতোয়াল।
ঝাট নাহি বাহিরিলে নহিবেক ভাল ॥
নিত্যানন্দ কহে আরে নাড়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাঁড়ো আগে দেখাই প্রতাপ ॥
আরে বুড়া বামন তোমারে ভয় নাই।
আমি অবধুত মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পদে আমি অধিকারী ॥
আমি মারিলেও কিছু কহিতে না পার।
আমা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥
মৎস খাও মাংস খাও কেমন সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী ॥
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে আসিয়া বলুক দেখি ইথি ॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥
তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায় ॥

মধ্যখণ্ড কথা ভক্তি রসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ ॥
নিরবধি করে প্রভু হরিসংকীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্ব ক্ষণ ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে ॥
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধুলায় ॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥
বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু নিজগণ লঞা।
কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥
কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয়।
তত ক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জল বয় ॥
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে ॥
সারি সারি চতুর্দ্দিকে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন ॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতিদিন গঙ্গাজল আনে কোন জনে ॥
শ্রীবাস বলয়ে প্রভু দুঃখী বহি আনে।
প্রভু বলে সুখী করি বল সর্ব্ব জনে ॥
এজনের দুঃখী নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্ব কাল সুখী এই মোর চিত্তে লয় ॥
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিল ভক্তগণ প্রেম সুখে ॥
সবে সুখী বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায় ॥
প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যম-দণ্ড না এড়াই ॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে আগমে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ॥
দাসী হৈয়া যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল ॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাস আগারে।
সুখেতে শ্রীবাস-আদি সংকীর্ত্তন করে ॥
দৈবে ব্যাধি-যোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস ॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহাতত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥
তোমরা ত সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে কর ক্ষমা ॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণ-ধাম ॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য ॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক ॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে ॥
যদি বা সংসার ধর্ম্মে নার সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে ॥
অন্য কেহ যেন এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয় ॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায় ॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে।

পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কত ক্ষণ রহিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
পরস্পর শুনিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
পণ্ডিত-পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥
তথাপিহ কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্ব জনের অন্তর॥
প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥
পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥
শেসে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু কহ কত ক্ষণ।
শুনিলেন চারিদণ্ড রজনী যখন॥
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর॥
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
গোবিন্দ গোবিন্দ প্রভু করেন স্মরণ॥
প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥
এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ বাক্য শুনি সব চিন্তে অনুচর॥
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যান্যেতে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥

গৃহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সংকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ॥
শিশু বলে প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
শিশু বলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী॥
দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥
এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত অপূর্ব্ব করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মৃতপুত্র মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ সাগরে ভাসে সব ভক্তগণ॥
পুত্রশোক-দুঃখ গেল শ্রীবাস গোষ্ঠীর।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দসুখে হইলা অস্থির॥
কৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥
জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেন জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে॥

চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিকে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণ-প্রেমময় হইল শ্রীবাস ভবন॥
প্রভু বলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি ত সকল জান সংসারের রীত॥
এসব সংসার দুঃখ তোমারে কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়॥
আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥
শ্রীমুখের পরম কারুণ্য বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে জয় ধ্বনি॥
সর্ব্ব-গণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া॥
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈলা গঙ্গাস্নান
কৃষ্ণবলি সবে গৃহে করিলা পয়ান॥
প্রভু ভক্তগণে সবে গেলা নিজ ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সবে হইলা বিহ্বল॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
তথাপিহ ভক্ত বহি অন্যে জ্ঞাত নয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃতশিশু তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর।
বিহরয়ে সংকীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর॥
প্রেম-রসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥
স্নান করি বসিলেন শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া॥

পুনঃ প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অন্য করে পরিধান॥
এই মত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র॥
শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি কৃষ্ণ পূজ মোর নাহিক সে ভাগ্য॥
এই মত বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তি-রসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রি ও দিবসে॥
এক দিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিলা আপনে॥
তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া।
কীট তুল্য আমি নহি মোরে এত মায়া॥
প্রভু বলে মায়া হেন না জানিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসেন গিয়া সব ভক্তগণে॥
সবে বলিলেন তুমি কেনে কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥
বিশেষ যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্ব কাল তার অন্ন আপনেই খোঁজে॥
দেখহ শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে॥
ভক্তস্থানে মাগিখায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥

বড় ভাগ্য তোমার এমত কৃপা যারে।
শুনি দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ ঘরে॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল ভূপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল করযোড়॥
জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতুহলী॥
সেইক্ষণে ভক্ত অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা॥
তত ক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈল উপসন্ন॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কত জন।
তিতাবস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতুহলী॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে।
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই ধ্যানে এইমত সাক্ষাৎ দুষ্কর॥১
হেন প্রভু বলে জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত রান্ধিল কোনমতে॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল।
তোমা সব লাগি সে আমার আদি মূল॥
শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিল তবে অন্য ভক্ত সব॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে গাই॥
বসিলেন প্রভু প্রেম-ভোজন করিয়া।
তাম্বুল খায়েন কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
পাত্র লৈয়া ভক্তগণ ভাসিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পাত্র শিরে বন্দে॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গ করিয়া কত ক্ষণ।
সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ॥
নবদ্বীপে এমন নাহিক আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥
আখরিয়া বিজয় করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তিহীন দোষে॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখয়ে অতি অপূর্ব্ব সমস্ত॥
হেমস্তম্ভপ্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তাহে রত্ন আভরণ॥
শ্রীরত্ন মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয়॥
বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে॥
প্রভু বলে যত দিন মুঞি থাকি এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া॥
বিজয়ের হুঙ্কারে উঠিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয়ে তবু না যায় ধরণ॥

কত ক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয় ।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥
ভক্ত সব বুঝিলেন বৈভব দর্শন ।২
সর্ব্ব-গণে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
সবারে-জিজ্ঞাসে প্রভু কি বল ইহায় ।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার ॥
প্রভু বলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব ।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ ॥৩
নহে শুক্লাম্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান ।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥
এত বলি তাহার যে অঙ্গে দিয়া হস্ত ।
চেতন করিলা হাসে বৈষ্ণব সমস্ত ॥৪
উঠিয়াও বিজয় হইল জড় প্রায় ।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহ-ধর্ম্ম ।
ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম ॥
কত দিনে বাহ্যচেষ্টা জানিলা বিজয় ।
শুক্লাম্বর গৃহে সব হেন রঙ্গ হয় ॥
শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার ।
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যার ॥
এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে ।
গোষ্ঠীর সহিতে গৌরসুন্দর বিহরে ॥
বিজয়েরে কৃপা শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন ।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
সর্ব্বদেব বন্দ্যলীলা করে নিরন্তর ॥
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ।
প্রতি দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল ।
ভাব ধর্ম্ম যত তহি প্রকাশে সকল ॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন ।
রঘু-সিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥

এই মত যতেক অবতার [illegible]
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব[illegible] ॥
এ সকল ভাব হই লুকায় তখনে ।
সবে না বুঝিল রাম-ভাব চিহ্নিবে [illegible]
মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে ।
মদ আন মদ আন ডাকে উচ্চরবে ॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত ।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দিল সাবহিত ॥
হেন সে হুঙ্কার করে হেন সে গর্জ্জন ।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
*হেন সে করেন মহাতাণ্ডব প্রচণ্ড ।
পৃথিবীতে পড়িতে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে ।
ভয় পায় ভক্ত সব সে নৃত্য দেখিতে ॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সব গীত ।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥
আর্জ্জা তর্জ্জা পড়েন পরমমত্তপ্রায় ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায় ॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে ।
দেখিতে দেখিতে কার আর্ত্তি নাহি ভাজে
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র ।
ঘন ঘন ডাকে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ॥
কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয় ।
প্রাণ যায় মোর সবে এই কথা কয় ॥
প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ ।
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম ॥
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায় ।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায় ॥
যে ক্রীড়া করেন প্রভু সেই মহাদ্ভুত ।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথসুত ॥
কখন বা বিরহ প্রকাশ হেন হয় ।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয় ॥

---

* [illegible]

যেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিয়া বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা পাসরি যেন করেন সকল॥
পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা॥
এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি।
কেবা আছে বর্ণিবারে ধরে মহাশক্তি॥
নানা রূপ নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে॥
এক দিন গোপীভাবে জগত ঈশ্বর।
বৃন্দাবন গোপী গোপী বলে নিরন্তর॥
কোন যোগে তথা এক পড়ুয়া আছিল।
মর্ম্ম ভাব না জানিয়া সে উত্তর দিল॥
গোপী গোপী কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত।
গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত॥
কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বলে॥
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে দস্যু-কৃষ্ণ কোন জন ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হৈবে আমার তাহার নাম লইলে॥৭
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
আস্তে ব্যস্তে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বলে ধর ধর॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায়॥
ভিন্ন ভাবে ধায় প্রভু না জানি পড়ুয়া।
প্রাণ লই মহাত্রাসে যায় পলাইয়া॥
আস্তে ব্যস্তে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে তত ক্ষণ॥
সবে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহা-ভয়ে পড়ুয়া পলায়ে গেল দূরে॥
সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার-গণ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ।
কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥
সবে বলে বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিত।
দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়ীতে॥
দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশ গোপী গোপী না বলয়ে আন॥
তাতে আমি বলিলাম কি কর পণ্ডিত।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল যেন শাস্ত্রের বিহিত॥
এই বাক্য শুনি মহাক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি
রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু গুণে।
কহিলাম এই আজিকার বিবরণে॥
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ-গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে॥
কেহ বলে ভাল ত বৈষ্ণব বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা-কোপে॥
কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।
কৃষ্ণ হেন নাম যদি না বলে বদনে॥
কেহ বলে শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র গোপী গোপী নাম॥
কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তিঁহ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।
তিঁহ মারিবেন আমরা বা কেনে সহি॥

রাজা ত নহেন তিনি মারিবেন কেনে।
আমরাও তাঁহারে মারিব সর্ব্ব জনে॥
যদি তিঁহ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহ নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্র-পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহ গোসাঞি বা হইলা কেমনে॥
এই মত যুক্তি করিলেন পাপীগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥
এক দিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিত॥
করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥৮
বলি হাসে অট্ট হাসে সর্ব্বলোকনাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইব সন্ন্যাসীরূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্ত ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিব নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥
ভাল আইলাম আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল আমি আইনু সংহারিতে॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধ নাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ॥৯

আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সব জীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলো দেখি কে আমারে মারে॥
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ সব মুক্তি ছাড়িমু নিশ্চয়॥১০
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥
যে রূপ করাহ তুমি সে হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥১১
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল দেহ মন প্রাণ॥
কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
অবশ্য করিবে প্রভু জানিলেন মনে॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥

সর্ব্বলোকপাল তুমি সর্ব্বলোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমাত॥
যেরূপে করিবা প্রভু জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে॥
তবে বা তোমার ইচ্ছা কহিবে যাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিষ্পন্দ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেমনে বঞ্চিব আই কাল দিবা রাতি।
এতেকে চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ॥
প্রভু বলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥
বোল বোল হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥
প্রভু বলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি না রহিব এথা॥
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাও সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে সে ভিত॥

শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ॥
কাকু করি বলে যে মুকুন্দ মহাশয়।
যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কত এই রূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে প্রভু করিবা সে যে তোমার মন॥
মুকুন্দের কাকু শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার উত্তর॥
না রহিব গদাধর আমি গৃহ বাসে।
যে সে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা সূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে সে দেশেরে চলিব॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলে সেই কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থে তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মুড়াইলে মাথা প্রভু কিবা ফল হয়।
তোমার যে মত এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কিমতে ছাড়িবে।
প্রথমেতে জননী-বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট তুমি আছ তান প্রাণ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বর প্রীত নয়।
গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলী হয়॥
তথাপিহ মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করে চলে যাও॥
এইমত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখাসূত্র ঘুচাইমু বলিলা আপনে॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কার নাহি রহে জ্ঞান॥

রামকেলি রাগ।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সঙরিয়া কান্দে ভাগবতগণ॥ ধ্রু॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাথিয়া কি দিব তাঁ উপরে॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ-জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত-বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আর বার
আমলকি দিয়া কি বা করিব সংস্কার॥
হরি হরি বলি কেহ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় গৌর-সিংহ-পতিত-পাবন॥
এই মত অন্যান্যে সর্ব্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন॥
কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিব আর।
কোন দেশে যায়েন বা করিয়া বিচার॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কার নাহি রোচয়ে শরীরে॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে॥
প্রভু বলে তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্ব ক্ষণ॥
তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্ব কাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন সুখ রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক অবতার আমার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার॥
এই মত আর আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥
লোক শিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে॥

প্রভু-বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা॥
পরস্পর সকল এ যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর কমললোচন।
কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥

ভাটিয়ারি রাগ।

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দর্শন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু।
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ।
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায়।
সবা লৈয়া কর তুমি অঙ্গনে কীর্ত্তন।
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥

তোমার প্রেমময় দুই আঁখি,
দীর্ঘ ভুজ দুই দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর,
তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বরিষে॥
প্রেম শোকে কহে শচী,
বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥

এইমতে বিলাপ করেন শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে কোন কথা॥
বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্ম্ম সার।
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখি জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে॥
প্রভু বলে মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার প্রশ্নি নাম॥
তথায় আছিলে তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি॥
তবে আমি হইনু বামন অবতার।
তথাও আছিলে তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবেত কৌশল্যা হৈলে আর বার তুমি।
তথায় তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥

তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দৈবকী তোমার পুত্র আমি॥
আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥২
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা॥
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
এইমত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সংকীর্ত্তন আনন্দ করেন নিরন্তর॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব দেবে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥
যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চজন ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ॥
এই কথা নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে॥
পঞ্চ জন স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইল সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে।
ক্ষণেকে থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥

যে দিন চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন ঘরে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লৈয়া দুই করে॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিল আপনি।
কে বা কোন দিকে আইসে কিছুই না জানি॥
কতেক বা নগরীয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥
দণ্ড পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্ব জন।
এক দৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীচরণ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।
এই মত শুভদৃষ্টি করি সবাকারে।
উপদেশ কহি আজ্ঞা করে যাইবারে॥
এই মত কত কত যায় বা আইসে।
কেহ কারে না চিনে আনন্দে সবে ভাসে॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়॥
প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চঃ হরিধ্বনি সবে যায়েন করিয়া॥
এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।
সেই সময়ে আসি হইল গোচর॥
লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে।
কোথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে॥
নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্তবাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥
হেনই সময়ে আর এক ভাগ্যবান।
দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেক বিদ্যমান॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্তবাৎসল্য শ্রীশচীর নন্দন॥
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ ঈশ্বর॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধি করি।
চলিল শয়ন গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর।
নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর॥
আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়া॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বলেন চলিব সঙ্গে আমি॥
প্রভু বলে আমার নাহিক কার সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সব রঙ্গ॥৩
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ॥

দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার ।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শুধিবার ॥
তোমার প্রসাদে মাতা তার প্রতিকার ।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥৪
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার ।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি ।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার ।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার ॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার ।
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥৫
যত কিছু বলে প্রভু সব শচী শুনে ।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে ॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা ।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা-কথা ॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে ।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে ॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হৈতে ।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে ॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস ।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা ।
জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা ॥
ভক্ত সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত ।
ঊষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত ॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে ।
আসি সবে দেখে আই বাহির দুয়ারে ॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার ।
আই কেন রহিয়াছে বাহির দুয়ার ॥
জড় প্রায় আই কিছু নাহিক উত্তর ।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥

ক্ষণেকে বলিলা আই শুন বাপ সব ।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল
এতেকে যে কিছু সব দ্রব্য আছে আর ।
তোমা সবাকার হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া ।
যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া ॥
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে হৈল অচেতন ॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ ॥
অন্যান্যে সবেই সবার ধরি গলা ।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা ॥
কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ ।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত ॥
না দেখিয়া সে শ্রীমুখ বঞ্চিব কেমনে ।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে ॥
আচম্বিতে কেন বা হইল বজ্রপাত ।
গড়াগড়ি যায় কেহ করে আত্মঘাত ॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন ।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর অঙ্গন ॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে ।
সেই আসি ডুবে মহা বিরহ-সাগরে ॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া ।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া ।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবে না বলিলা
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥

প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ,সবে পায় মহা শোক,
কাঁদে সব মাথে হাত দিয়া॥
নগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডী-গণ হাসে,
নিমাঞিরে না দেখিমু আর॥
কত ক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত॥
কত ক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজমণি॥
শুনি সর্ব্ব লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইসে সর্ব্ব লোক নদীয়ায়॥
আসি সর্ব্ব লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥
তখন সে হায় হায় করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দুক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিমু হেন জন।
অনুতাপ করি সবে করেন রোদন॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
আর না দেখিব বাপ সে চন্দ্র বদন॥
কেহ বলে চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা সবার জীবন॥
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিবে যেমতে।
সর্ব্ব জীব উদ্ধার করিবে যেন মতে॥
নিন্দাদ্বেষ আদি যার মনেতে আছিল
প্রভুর বিরহসর্প তারে দংশিল॥
সর্ব্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবা উদ্ধারিলে দয়াময়॥৩
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টকনগর॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করেছিল।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিল॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
মত্তসিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু যেন আর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥
প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি প্রিয়গণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেই ক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোন জনে॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
এক দৃষ্টে পান সবে করেন নির্ভর॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে অনন্ত বদনে॥

পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে।
স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ হরি হরি বলে॥
ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিয়া সর্ব্ব লোক ভয় পায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিজে দাস্যভাবে।
দন্তে তৃণ করি সবাস্থানে দাস্য মাগে॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক।
পরম নিন্দুক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমা সবাকার প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিবে কেমতে॥
এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়িলেক সর্ব্বজীব চৈতন্যেরফান্দে॥
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশবভারতী।
আনন্দ সাগরে পুর্ণ হই করে স্তুতি॥
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগত গুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কভু কেহ নয়॥
তবু তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥
প্রভু বলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥
এই মত কৃষ্ণ কথা আনন্দ প্রসঙ্গে॥
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা সঙ্গে॥
পোহাইলে নিশা সর্ব্ব-ভুবনের-পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥

বিধি যোগ্য যত কিছু সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য॥
নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদ্গা তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্ব জন॥
নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে॥
পরম আনন্দে সবে করি হরিধ্বনি।
বিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥
খুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় সে ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥
হেন সে কারুণ্য সব গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥

বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহাকম্প বহে অশ্রুধারে॥
বোল বোল করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্ব্ব লোকনাথ করি গঙ্গাস্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
সর্ব্ব শিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে।
কেশবভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কি বা নহে।
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।৭
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন এই মহামন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প-সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেম-আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসীরূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
সহস্র নামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব সমাজ॥

তথাহি সহস্র নাম স্তোত্রে।

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৩১

তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে সে মোর পূর্ণ কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।
ইহানে সে নাম থুইবার যোগ্য নয়॥৮
ভাগ্যবান ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধ সরস্বতী তান আইল জিহ্বাতে॥
পাইয়া উচিত নাম কেশব ভারতী।
প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি॥
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে হইলেন ধন্য॥৯
এত যদি ন্যাসীবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥
চতুর্দ্দিকে মহা হরিধ্বনি কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করেন প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি নিজ নাম॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল সর্ব্ব দাস॥
হেনমতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
এ সকল কথার অবধি নাহি হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥
সর্ব্ব কাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাহারে যখন কৃপা দেখায়েন তারে॥

আর কত লীলারস হইল সে স্থানে ।
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে সব তত্ত্ব জানে ॥
তাহান আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে ।
কিছু মাত্র সূত্রে লিখিলাম এ পুস্তকে ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাস ।
বর্ণিবেন নানা মত করিয়া প্রকাশ ॥১০
এই মতে মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস ।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস করণ ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু ।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥
মুখেও যে জন বলে নিত্যানন্দ দাস ।
অবশ্য সে দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ রায় ।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন বাড়াতে আমার ॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ ।
অহর্নিশ যেন ভজে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে ।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।
যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই ।
যার যেন শক্তি সেই তেন মত গাই ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি
সুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়
নমো নমস্তে ॥৭২

মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দৌ জয়তাং।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

অন্ত্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দৌদ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে। ১
নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায়চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥
প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মেরবক্তারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত যুতোমুখ বালগোপাল মূর্ত্তিঃ ॥৩

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ একান্ত ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ন্যাসীরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত সমাজ ॥
জয় জয় পতিতপাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥
শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক নগর ॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দকে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥
কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্ব জন ॥
কোন দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের-পতি মত্ত হৈলা ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি ॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥
চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসীবর ॥
কেশবভারতী পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শিষ্যরূপে যার ॥

এই মত সর্ব্ব রাত্রি শুক্লর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বলিলা শুক্লর স্থানে বিষাদ করিয়া॥
অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥
শুক্ল বলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে শুক্ল করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥
তবে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥
গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলি লাঙ বনে॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দি সর্ব্ব ক্ষণে॥
তুমি মম পিতা আমি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার॥
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিঁহ গেলেন সত্বর॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা স্থানে কহিলেন প্রভু বনে গেলা॥
শ্রীচন্দ্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত শুনিবা মাত্র হইল মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে প্রভু পড়িলা ভূমিত॥
শচীদেবী রহিলেন জড় প্রায় হৈয়া।
কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া॥
ভক্তপত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥

কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ॥
অদ্বৈত বলয়ে মোর না রহে জীবন।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি কার্য্য জীবনে।
সে হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোক ধরিবেক চলিমু নিশায়॥
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায়॥
যদ্যপিও সবেই পরম মহাধীর।
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির।
ভক্তগণে স্নেহ ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা প্রবোধি আকাশ-বাণী হয়
দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা সবার সমাজে॥
দেহ ত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু সনে॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহ ত্যাগ-প্রতি সবে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ী ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরিধ্বনি॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশবভারতী।
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায়।
চতুর্দ্দিকে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি যায়
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥

সবে গৃহে গিয়া ভাই লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণ ধন মন প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউ তোমা সবার শরীরে॥
হরি বলি সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ প্রায় সবে আইলেক ঘরে॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ় দেশ॥
রাঢ় দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বথ মণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব সুন্দর স্থানে শোভে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্ত বৃত্ত শুনি শোধ পায়॥
এই মত প্রভু ধন্য করি রাঢ় দেশ।
সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥
প্রভু বলে বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথায় যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ আদি সবে পাছে পাছে ধায়॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্ব জন॥
যদ্যপিও কোন দেশে নাহিক কীর্ত্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন॥
তথি মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তারা বলে এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥
সেই সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কাঁন্দি গড়ি যায়॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিও সব নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥
হেন মতে নৃত্য রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ সাথ॥
দিন অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া শুইল ভক্তগণ॥
প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা ছাড়ি পলাইয়া গেল কত দূর॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর ভূমিতে তবে করিলা গমন॥
নিজ প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈঃস্বর॥
কৃষ্ণরে প্রভুরে কৃষ্ণ ওরে মোর বাপ।
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব জীবনাথ॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসী-চূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥
কত দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনিয়া প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন॥
চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন প্রভু সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি চারি ভিতে॥
এই মত সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম মুখে আনন্দিত হৈয়া॥
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব মুখ হইলেন প্রভু নিজ সুখে॥

পূর্ব্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য রসে।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু অট্ট অট্ট হাসে ॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিতে লাগিলা চলিলাম নীলাচলে ॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে ॥
এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্ব মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ ॥
তান ইচ্ছা তিঁহ সে জানেন সব মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা-পাত্র ॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি।
কেন বা না গেলা বুঝে কাহার শকতি ॥
হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥
গঙ্গামুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥
ভক্তি শূন্য সর্ব্ব দেশ না জানে কীর্ত্তন।
কার মুখে নাহি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ॥
প্রভু বলে হেন দেশে আইলাম কেনে।
কৃষ্ণ হেন নাম কার না শুনি বদনে ॥
কেন হেন দেশে মুঞি করিনু পয়ান।
না রাখিমু দেহ মুই ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন ॥
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইল প্রভু অতি হরষিত ॥
হরিবোল বাক্য প্রভু শুনি শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহা সুখে ॥
দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহার মুখেতে না শুনিনু হরি নাম ॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ॥
প্রভু বলে গঙ্গা কত দূর হেথা হৈতে।
সবে বলিলেন এক প্রহরের পথে ॥

প্রভু বলে এ মহিমা কেবল [illegible]
অতএব হেথা হরিনামের [illegible] ॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে [illegible]।
অতএব শুনিলাম হরি-গুণ-গাথা ॥
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥
প্রভু বলে আমি আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মার্জ্জন করিব এত বলি চলি যায় ॥
মত্ত সিংহ প্রায় চলিলেন গৌরসিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥
গঙ্গা দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ ॥
সবে এক নিত্যানন্দ সিংহ করি সঙ্গ।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মার্জ্জন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি বহু করিলা স্তবন ॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম ॥
প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণু-ভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ ॥
তোমার সে প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন ॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা ॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর ॥
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবীদেবী লজ্জিত অন্তর ॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সেই প্রভু করে স্তুতি হেন অবতার ॥

যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি ॥
নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের ভবনে ॥
তবে আর দিনে কত ক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন ॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন ॥
এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে ॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে ॥
তা সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগর ॥
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর ॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহামত্ত নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥
প্রেমরসে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল ॥১
ক্ষণেকে কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন ॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎসপ্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ॥
আপনা আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে ॥
কখন বা পথে বসি করয়ে রোদন।
[illegible] ॥

কখন হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস ॥
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্পপ্রায় হইয়া গঙ্গার মাঝে ভাসে ॥২
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতর।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহর ॥
অচিন্ত্য অগণ্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥
এই মতে গঙ্গা মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভুর ঘাটে উঠিল আসিয়া ॥
আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিল আসি প্রভুর আলয় ॥
আসিয়া দেখয়ে আইর দ্বাদশ উপাস।
সবে কৃষ্ণ-ভক্তি বলে দেহে আছে শ্বাস ॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমজল ॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কয়।
মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ॥
কহ কহ রামকৃষ্ণ আছেন কেমনে।
বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে ॥
ক্ষণে বলে আই ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইলা কিবা পুনঃ গোষ্ঠমাঝে ॥
এই মত আই কৃষ্ণ বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবৎ হয় ॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
বাপ বাপ বলি আই হইল মূর্চ্ছিত।
না জানি যে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভিত।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে ॥
শুভবাণী নিত্যানন্দ বলে সবাকারে।
সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥

শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে॥
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হৈল শুনি নিত্যানন্দের বচন॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ কোলাহল।
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি কিছু কহেন উত্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কোন না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র সবার জীবন॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার॥
ভাল হয় যেমতে প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে॥
শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে সে কৃষ্ণের উপবাস॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন॥
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
বিরহ পাসরি গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে [illegible]
করিলেন ভোজন সবারে [illegible]॥
পরম সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ [illegible]
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা [illegible]॥
তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যা[illegible]
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন [illegible]॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ [illegible]
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইল সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্ব লোক হরি বলি বলে ধন্য ধন্য॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিল সর্ব্ব লোক হর্ষ হৈয়া॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি হরি হরি॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিলা নিন্দন।
তাহারা সপরিবারে করিলা গমন॥
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
না বুঝিয়া নিন্দা করিলাম তান কর্ম্ম॥
এবে লই গিয়া তাঁর চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
এই মত বলি সবে মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যে মতে পারে সেই মতে পার হয়॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয়॥
অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।

তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
তারে সর্বলোক হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছে যে অন্তরে।
সর্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দ সাগরে॥
যে বা সন্তরিতে নারে সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর প্রভাবে কুল পায় বিনা দুঃখে॥
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিকে শুনি হরিধ্বনি॥
এই মত আনন্দে চলিলা সর্বলোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম্ম শোক॥
আইলা সকল লোক ফুলিয়া নগরে।
প্রভাত স্পর্শিয়া হরি কহে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসী চূড়ামণি॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র যেন আসি হইল উদয়॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয়॥
কণ্টক ভূমিতে সবে নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্বজন দণ্ডবৎ হয়॥
সর্ব্ব জন ত্রাহি ত্রাহি কহে হাত তুলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল॥
নানা গ্রাম হৈতে সবে লাগিল আসিতে।
কেহ নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
ফুলিয়া পূরিল সব নগর কানন॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব জন পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
তবে প্রভু কৃপা-দৃষ্টি করিয়া সবারে।
আইলেন শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে॥

সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণ-নাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হৈয়া দণ্ডবৎ॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
না ছাড়েন প্রভুর অমূল্য পাদ ধন॥
শ্রীচরণ অভিষেক করে প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন পদতলে॥
দুই হস্ত তুলি প্রভু লইলেন কোলে।
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কত ক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
দিগম্বর শিশু রূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম সে অচ্যুতানন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময়॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহ অচিন্ত্য প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে॥
আসিয়া পড়িল গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥
প্রভু বলে অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥
অচ্যুত বলেন তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা॥
হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে॥
এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন মহাশয়॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবৎ হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান॥

আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন ॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেম ভুঞ্জে যে সে জন ॥
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ প্রেমরসে ॥
সবেই গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
বোল বোল বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন ॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥
অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্ট হাস।
কিবা সে অদ্ভুত হৈল প্রেম পরকাশ ॥
কিবা সে মধুর পদচালন ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত চলে না দেখি উপমা ॥
কি কহিব সে বা প্রেমরসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে হরি হরি ॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন ভক্তগণ ॥
হারাইয়া ছিল প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিল দরশন ॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহার শরীরে।
প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥
কেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥
কেবা কারে ধরি কান্দে কেবা কিবা বলে,
কেহ কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী ভিতর ॥
হরি বোল হরি বোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত ভবনে।

আপনে ঠাকুর সবা [illegible]
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে ক্ষরে [illegible]
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের [illegible]
বিশেষ আনন্দে ডুবিলেন [illegible]
হরি বলি সর্ব্ব জনে [illegible]
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আর সবার উন্মাদ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদ ভরে টলমল করে বসুমতী ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম
উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার ॥
নবদ্বীপে হেন হৈল আনন্দ প্রকাশ।
সেই মত নৃত্য গীত সকল বিলাস ॥
কত ক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর ॥
যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারি ভিতে
প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥
মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন ॥
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর ॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥
মোহার সে গুণগ্রাম বলে সর্ব্ববেদে।
মোহারে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে
মুঞি সর্ব্বকালরূপী ভক্তজন বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে ॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিনু
জতুগৃহে মুঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিনু ॥
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিনু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥
মুঞি সে করিনু প্রহ্লাদেরে বিমোচন

মুঞি সে করিনু পূর্ব্বে অমৃত বণ্টন।
বঞ্চিয়া অসুর রক্ষা কৈনু দেবগণ॥
মুঞি সে বধিনু মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিনু দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ॥
মুঞি সে ধরিনু বাম হাতে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিনু কালি নাগের দমন॥
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি মোর অবতার॥৬
এই আমি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম শিখাইনু সকল লোকেরে॥
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্ত্তন কারণে॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রমে মোরে চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকি সর্ব্বদায়॥
ভক্ত বহি আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিও ভক্ত-বশ স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সব অবতার॥
তিলার্দ্ধেক আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সবে সত্য জান ইহা॥
এই মত বহু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উভরায়॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড প্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া॥
হেন সে আনন্দ হৈল অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া নগরে॥
প্রভু যে জানেন ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী-জীব না ভজে কি মতে॥

করুণা সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥
ভক্ত সব লই প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
বহুবিধ জাহ্নবীতে ক্রীড়ন করিলা॥
সবার সহিতে আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জল দান॥
বিষ্ণু গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সবা লৈয়া ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বসিলেন রঙ্গে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন প্রভুর প্রসন্ন বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন গোপগণ সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন যেন রঙ্গে॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বলয়ে যাহারে॥
ভোজন করিয়া প্রভু বসিলেন মাত্র।
ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ পাত্র॥
ভব্য ভব্য বৃদ্ধ লোক হৈলা শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
যে সুকৃতি জনে শুনে এসব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান॥
পুনঃ প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনঃ সে ঐশ্বর্য্য আবেশ সংকীর্ত্তন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রভু সংহতি ভোজন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব প্রাণ।
জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট ত্রাণ ॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দিনবন্ধু ন্যাসীবর ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর যেন প্রভু তোঁহে মন রয় ॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥
বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা রাত্রি ভক্তগণ সঙ্গে ॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব ভৃত্য।
প্রভু বলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে ॥
নীলাচল চন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা সবাকার ॥
সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥
ভক্তগণে বলে প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয় ॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয় ॥
প্রভু বলে যে সে কেন উৎপাৎ না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয় ॥
বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্ত বৃত্ত।
চলিলেন নীলাচলে না হৈলা নিবৃত্ত ॥
যোড় হস্তে সত্য কথা লাগিল কহিতে।
কে পারে তোমার পথ বিরোধ করিতে।
সর্ব্ব বিঘ্ন কিঙ্করের কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার।
যখনে করেছ চিত্তে যাব নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে ॥
শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে হরি বলিতে লাগিলা ॥
সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত সিংহ গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি ॥
ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥
কত দূরে গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর ॥
চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সব আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণ নাম সবে লহ গিয়া বসি ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কতক ভিতরে ॥
এত বলি মহাপ্রভু সব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে ॥
প্রভুর নয়ন জলে সব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥
এই মত নানা রূপে সবা প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহা শোক সমুদ্রের জলে ॥
যে রূপে রহিল তাহা সবার জীবন।
সেই মত বিরহে রহেন ভক্তগণ ॥

দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব।
উপমাও সেই সেই সেই অনুভব ॥১
জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভখিলেও কিছু নয় ॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে।
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
চলিয়া যায়েন প্রভু নিজ কুতূহলে ॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সঙ্কেতে আছে কহ কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল ॥
সবে কহে প্রভু বিনা তোমার আজ্ঞায়
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কায়॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে কোন জন কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন ॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার ॥
থাকিতেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কোন্দল করয়ে কার সনে ॥
ক্রোধ করি কহে মুঞি না খাইমু ভাত।
দিব্য করিলেন নিজ শিরে দিয়া হাত ॥
অথবা সে সব দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান ॥
জ্বর খেদমায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন ছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিবে সর্ব্বত্র ॥
আপনে ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
তাহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায় ॥
যে সে মতে কেন কোটি যত্ন নাহি করে
ঈশ্বরের ইচ্ছা হৈলে সব ফল ধরে ॥
হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে
উত্তরেন আসি আঠিসারা নগরেতে ॥
সেই আঠিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥
রহিলেন আসি প্রভু তাহার আলয়।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয় ॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বগণ সহ তবে করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা ধর্ম্ম করায়েন শিক্ষা ॥
সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে ॥
শুভদৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥
দেখি সর্ব্ব তাপ-হর শ্রীচন্দ্র বদন।
হরি বোল সর্ব্ব লোক ডাকে অনুক্ষণ ॥
যোগেন্দ্র হৃদয়ে অতি দুর্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন ॥২
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে ॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোক করি সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে ॥
অম্বুলিঙ্গশঙ্কর হইল যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হৈয়া এক চিত্ত ॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ ॥

গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া ॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিলাইল ॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥
শিব সে জানেন গঙ্গা ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব ভক্তির যে সীমা ॥
গঙ্গা জল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিল বিনয় ॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে ॥
গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে সে চৈতন্যের চরণ বিহার ॥
ছত্রভোগ গেল প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥
দেখিয়া হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি ॥
আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া ॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নান।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণ ॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে।
পৃথিবীতে বহে এক শত মুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান্ ॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তার কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অন্ধ হৈল যেন।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিল সেই ক্ষণ ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে ॥
হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘন ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি হেন ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন ॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খানেরে কে তুমি ॥
সংভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ করযোড়।
বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর ॥
তবে শেষে সর্ব্বজন লাগিল কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে ॥
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কিমতে সকাল ॥
বহয়ে আনন্দ ধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িল ভূমিতে ॥
রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥
তবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥
রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে তারা বধিয়েক প্রাণে ॥
কোন দিক দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।

মুক্রি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিও যে সে কেন প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিব নিশ্চয়॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা হেথা কর সর্ব্বজনে॥
জাতি প্রাণ ধন কেন আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্ব্বথায়॥
শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥
দৃষ্টিপাতে তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥
ব্রাহ্মণ মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥
নানা যত্নে দৃঢ় ভক্তিযোগ চিত্ত হৈয়া।
প্রভুর রন্ধন দ্বিজ করিলেন গিয়া॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ॥২
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নাকে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি॥
কারে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি ভক্তি রসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করিল প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কি রূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥
কারে বা করেন আর্ত্তি কান্দান বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে শক্তি নিত্যানন্দ ধরে॥

নিজ ভক্তি রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন লীলায়।
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে।
যদি কৃপা দৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার আছে তাঁনে জানিতে শকতি॥
এইরূপে নিত্যানন্দ আদি সব লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥
আবিষ্ট হইল প্রভু করি আচমন।
কত দূর জগন্নাথ বলে ঘনে ঘন॥
মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিল বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত সব ছত্রভোগ বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ বিলাসী॥
অশ্রু কম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
ভাদ্র মাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করে চক্ষে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে যে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণপ্রায়।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য কৃপায়॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥
তত ক্ষণে হরি বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভদৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল নিজ পুরে॥

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবোধ নাবিক বলে হইল সংশয়।
বুঝিলাম্ আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কুলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে তবে কুম্ভিরেতে খায়॥
নিরন্তর এ পাণিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবত উড্র দেশ নাহি পাই।
তাবৎ নিরব হও শুনহ গোসাঞি॥
সঙ্কোচ হইল সবে নবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেমজলে॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন কেনে ভয় কর কার॥
এই না সম্মুখে সুদর্শন চক্র ফিরে।
বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্ত গণ।
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্ত্তন॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্ত রক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ে মরে॥
বিষ্ণু চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর-গোপ্য কথা।
তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥
হেন মতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া প্রভু শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র উড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে॥

আনন্দে ঠাকুর উড্র দেশে যাই প্রবেশ।
সর্ব্ব গণ সহিতে লইলা [illegible]॥
সেই স্থানে আছে তার গঙ্গাঘাট নাম।
তহি গৌরচন্দ্র পহু করিলেন স্নান॥
যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথা আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥
উড্র দেশে প্রবেশ করিয়া গৌরচন্দ্র।
গণ সহ হইলেন পরম আনন্দ॥
এক দেব স্থানেতে থুইয়া সবাকারে।
আপনি চলিলা তবে ভিক্ষা করিবারে॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
দরশনে সে বিগ্রহ কার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সন্তোষ হইয়া আনি দেয়েন প্রভুরে॥
জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যার পাদপদ্মে স্থান॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসী রূপে ভিক্ষা ছলে জীব ধন্য করে॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ॥
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি সবে লাগিল হাসিতে।
সবেই বলেন প্রভু পারিবা পোষিতে॥
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সহিত প্রভু করিলা ভোজন॥
সর্ব্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূরে গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক দান চাহে না দেয় যাইবার॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ হইলা বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল কতেক তোমার লোক হয়॥
প্রভু বলে জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি কহিনু নিশ্চয়॥

এক আমি দুই নহি সকল আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥
দানী বলে গোসাঞি করহ শুভ তুমি।
এসবার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি॥
শুভ করিলেন প্রভু গোবিন্দ বলিয়া।
সবা ছাড়ি কত দূরে বসিলেন গিয়া॥
সবা পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষ বিষাদ হইলেন ভক্তগণ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যান্যে সর্ব্ব গণে হাসিতে লাগিলা॥
পাছে প্রভু সবা ছাড়ি করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন॥
নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন চিন্তা নাই।
আমা সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি॥
দানী বলে তোমরা ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে যে আমারে উচিত দান দেহ॥
কত দূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন॥
দানী বলে এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
কে তোমরা কার লোক কহ ত ভাঙ্গিয়া॥
সবে বলিলেন ঐ ঠাকুর সবার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়াছ যাঁর॥
সন্ন্যাসেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।
কহিতে সবার আঁখি বহি পড়ে জল॥
দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হৈলা দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী॥
আস্তে ব্যস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই বলে বিনয় বচনে॥
কোটি কোটি জন্মে হৈতে আছিল মঙ্গল।
[illegible] পূর্ণ হইল সকল॥

অপরাধ ক্ষমা কর করুণা সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥
দানী প্রতি করি তবে শুভ দৃষ্টিপাত।
হরি বলি চলিলেন সর্ব্ব জীব-নাথ॥
সবারে করিবে গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সেই নাহি মানে॥
হেন মতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত॥
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেম-রস পানে॥
এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণ রেখাতে॥
সুবর্ণ রেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥
স্নান করি স্বর্ণ রেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সংহতি তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥
কত দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥
কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস্য ক্ষণেকে গর্জ্জন॥
ক্ষণেকে নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে॥
আপনা আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী তত ক্ষণ॥
এ সকল কথা তারে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়॥

নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে॥
ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এই ক্ষণে॥
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥
ওহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে॥
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে॥
নিত্যানন্দ জানে গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরে জানে শ্রীগৌরসুন্দর॥
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥
এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানে এ মর্ম্ম সেই জন সুখে তরে॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥
দণ্ড ভঙ্গ দেখি মহা হইল বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে।

আপনার দণ্ড প্রভু [illegible]
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিলে কি [illegible]
শুনি বিপ্র আর [illegible]
আজ্ঞা দণ্ড [illegible]
বলিয়া [illegible]
ভাঙ্গা [illegible]
প্রভু [illegible]
পথে [illegible]
কহিলা [illegible]
ভাঙ্গিলেন নিত্যানন্দ [illegible]
নিত্যানন্দ প্রতি [illegible]
কি লাগি ভাঙ্গিলা [illegible]
নিত্যানন্দ বলে [illegible] বাঁশখান।
না পার [illegible] প্রমাণ॥
প্রভু বলে [illegible]।
সে তোমার [illegible] বাঁশখান॥
যে বুঝিতে [illegible] গৌরচন্দ্রের লীলা।
মনে করে এক মুখে [illegible] আর খেলা॥
এতেকে যে বুঝি বলে [illegible] হৃদয়।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মারিলেন যারে হেন আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখিলেন মহা প্রীতি করে॥
প্রাণ সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন॥
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা যার।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা যার॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
ক্রোধে লাগিলেন মারিবারে গৌরহরি॥
প্রভু বলে সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের প্রসাদে হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কার সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল কিবা আমি যাই॥
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।

মুকুন্দ বলেন তবে তুমি চল আগে।
আমরা সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে॥
তবে বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ প্রায় গতি দেখিতে সুন্দর॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেব স্থানে॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণ॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥৩
করিতে আছেন নৃত্য জগত জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিব-দাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইলা বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি গ্রাহ্য॥
ভক্তগণ কত ক্ষণে আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী শতধার॥
এবে সে শিবের পুরী হইল সফল।
যহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥
কত ক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।

সবা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভয় পরমানন্দ মন॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা কিছু তারে কুতুহলে॥
কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস গ্রহণ॥
আরো আমা করিতে পাগল তুমি চাও
আর যদি কর তুমি মোর মাথা খাও॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা স্থানে কই॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেম-ভক্তি বাদ।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
আত্ম স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়।
পরম আনন্দ হৈলা সব ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
ঊষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়া॥
বাঁশদহ পথে এক শাক্ত ন্যাসী বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিলা আদেশ॥
শাক্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥
প্রভু বলে কহ কহ কোথা তুমি সব।
চির দিনে আজি সবে দেখিল বান্ধব॥
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।

শাক্ত বলে চল বাট মঠেতে আমার।
সবেই আনন্দ আজি করিব অপার॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥
প্রভু বলে আমি আসি আনন্দ করিতে।
আগে গিয়া তুমি রঙ্গ করহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হৈয়া হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অপার চরিত॥
পতিত পাবন কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে॥
লোকে বলে এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ শাক্ত পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান।
নানা মতে করিলেন সর্ব্ব জীব ত্রাণ॥
হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তগণ সাথ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে কারুণ্য শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজীগণ সবে॥
কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন জাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥
যহি আদি বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যার দরশনে হয় সর্ব্ববন্ধ নাশ॥
মহাতীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥
নাভি গয়া বিরজা দেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ॥
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম।
জাজপুরে আছয়ে যতেক দেব স্থান॥

দেবালয় নাহি হেন নাহি [illegible]।
কেবল দেবের বাস জা[illegible]॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে [illegible]।
স্নান করিলেন [illegible]॥
তবে প্রভু গেলা আদি [illegible]।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত [illegible]॥
বড় [illegible]।
পুনঃ [illegible] প্রভুর॥
কে জানে [illegible] মনে।
সবা ছাড়ি একা [illegible] আপনে॥
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ॥
নিত্যানন্দ বলে সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম [illegible] নিমিত্ত॥
নিভৃতে [illegible] প্রভু।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান॥
আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঞি।
আজি থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই॥
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সবে করিলা ভোজন॥
প্রভুও বুলিয়া সর্ব্ব জাজপুর গ্রাম।
দেখিয়া যতেক দেবালয় পুণ্য স্থান॥
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া।
সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ হরি হরি বলি।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী॥
সবাসহ প্রভু জাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হেন মতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক নগর॥
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষীগোপালের স্থান॥

দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
প্রভু বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন॥
যার মন্ত্রে সকল মুর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র নাম॥
তথাপিও নিরবধি করে দাস্য লীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশী বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্ব তীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিল অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া তবে প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে শিব-ধ্বনি করে অনুচর॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বৈভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সকল বৈষ্ণব॥
যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে॥
নৃত্য গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই স্থানে গৌরচন্দ্র।
যেই স্থানে শিব পাইলেন যেই মতে।
সেই কথা কহি স্কন্দ পুরাণ মতে॥
কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥
তবে গৌরী সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস॥
তবে কাশীরাজ নামে হৈল এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি শিব পূজা॥
দৈবে আসি কাল পাশ লাগিল তাহারে।
উগ্রতপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
বর মাগ বলিলে সে রাজা বর মাগে॥
এক বর মাগো প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তারে বলিলেন রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণ সহ আছি আমি॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র লৈয়া মুঞি তোর পাছে॥
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী দৈবকী নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেই ক্ষণ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহাপ্রভু সবার দলন॥
কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে।
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥
বারাণসী দাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিবে চক্র স্থানে।
চক্র তেজ দেখি পলাইল সেই ক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥
চক্র তেজ ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্র তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥
শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে

এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন ।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ শরণ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু দেবকী নন্দন ।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা ।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা ॥
জয় জয় অদোষ দরশি কৃপাসিন্ধু ।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু ॥
জয় জয় অপরাধ ভঞ্জন চরণ ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ ॥
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্ব জীবনাথ ।
চক্র তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপ গোপীগণ ।
কিছু ক্রোধ হাস্য মুখে বলেন বচন ॥
কেন শিব তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি ।
এত কালে তোমার এমত কেন বুদ্ধি ॥
কোন কীট কাশীরাজা অধম নৃপতি ।
তার তরে যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন ।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত অস্ত্র আদি যত ।
পরম অব্যর্থ মহা অস্ত্র আর কত ॥
সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার ।
যার অস্ত্র তারে চায় করিতে সংহার ॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর ।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর ॥
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর ।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর ॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ ।
করিতে লাগিল শিব আত্ম নিবেদন ॥
তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার ।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ ।

যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে ।
কেহ কে বা আছয়ে যে তোর মায়া তরে ॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার ।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর ॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি ।
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি ॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন ।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার ।
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার ॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥
এমত কুবুদ্ধি যেন মোর কভু নয় ।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয় ॥
যেই অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার ।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর ॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায় ।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায় ॥
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া ।
বলিতে লাগিল প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥
শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান ।
সর্ব্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান ॥
একাম্রক নাম বন স্থান মনোহর ।
তথায় হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর ॥
সেই বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী ।
সেই স্থান আমার পরম গোপ্য পুরী ॥
সেই স্থানে শিব আজি কহি তোমা স্থানে ।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥
সিন্ধু তীরে বটমূলে নীলাচল নাম ।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে ।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
সর্ব্ব কাল সেই স্থানে আমার বসতি ।

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবন মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমার দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি মুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর॥
শুনিয়া অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিল উত্তর॥
শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্ব ক্ষণ॥
এতেকে তোমায় ছাড়ি আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গ দোষে ভাল নহিব কখন॥
এতেকে আমায় যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে॥
ক্ষেত্র-বাস প্রতি মোর বড় লয় মন।

শিব বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিল তারে করি আলিঙ্গন॥
শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমায় দিলাম অধিকার॥
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোরপ্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্ব ক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নাম॥
শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
শিব রাম গোবিন্দ বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব পূজা করিলেন লৈয়া ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষা গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥
সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃতে এক দেখি শিব স্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
এই মতে সর্ব্ব পথে সন্তোষে আসিতে।

দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিল প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥

তথাহি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মাম্মোলোক্য স্মিত সুতমুখো বাল গোপালমূর্ত্তিঃ॥৩

প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন॥
চক্র প্রতি দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে॥
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্ব পথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তাঁরা বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ড পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা লৈয়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥

তোমরা ত আমার করিলা বড় কাম।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহাধাম॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে॥
মুকুন্দ বলেন তবে তুমি আগে যাও।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মত্ত-সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ করিল গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসে প্রেমজলে॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ ভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পরিহারি সব উঠিল মারিতে।
আস্তে ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
এত শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥
সার্ব্বভৌম নিবারণে সর্ব্ব পরিহারি।
রহিলেন দূরে সবে মহা ভয় করি॥
প্রভু সে হইয়া আছে অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজ প্রিয় কায়॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এই মত সে বাখানে॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব উদ্ধার কারণে॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
বাহ্য গেল দূর প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বলে ভাই পরিহারিগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন॥
পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভ কোলে করি করিলা গমন॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেন রূপে সার্ব্বভৌম মন্দিরে গমন॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিল সবে হরিষ অন্তরে॥
পরম অদ্ভুত সব দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লৈয়া॥
এই মত প্রভুরে আনেন লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি॥
সিংহদ্বারে নমস্করি সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥
সর্ব্ব লোক ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে॥
প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা হরষিত মন॥
যথা যোগ্য সম্ভাষা করিয়া সাবধানে।
বসিলেন সন্দেহ ভাঙ্গিল তত ক্ষণে॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়
আর তার কিবা ভাগ্য ফলের উদয়॥
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে ঈশ্বর আইলা তার ঘরে॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণ ধূলি করিয়া বিনয়॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা স্থানে;
চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে॥
যে মনুষ্য যায় জগন্নাথ দেখাইতে।
নিবেদন করেন করিয়া যোড় হাতে॥
স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব গোসাঞির মত কেহ না করিবা॥
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে॥
যে রূপ তোমার করিলেক এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেকে তোমরা সব অচিন্ত্য কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা করিনু নিবেদন॥
শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চিন্তা নাহি বলি সবে করিল গমন॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাত॥
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া॥
আজ্ঞা মালা পাই সবে সন্তোষিত মনে
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে॥

বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে রামকৃষ্ণ ভক্তগণ বলে ॥
অচিন্ত্য অগণ্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব জগত-জীবন।
হরি ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা স্থানে।
কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে ॥
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে ॥
আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস ॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।
আস্তে ব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে ॥
প্রভু বলে জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয় ॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।
এত বলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে ॥
প্রভু বলে শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি দেখিলাম বিদ্যমান ॥
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার ॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা শঙ্কটে ॥
আজি হৈতে এই আমি বলি দড়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিল জগন্নাথ।
তবে ত শঙ্কট আজি হইত আমাত ॥
নিত্যানন্দ বলে বল এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল ॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে ॥
বহুবিধ মহা-প্রসাদ আনিয়া সত্বর।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর ॥
মহা-প্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার ॥
প্রভু বলে বিস্তর নাফরা মোরে দেহ।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ ॥
এই মত বলি তবে মহা-প্রেম রসে।
নাফরা খায়েন সর্ব্ব ভক্তগণ হাসে ॥
জন্ম জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অথবা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন প্রভু করেন ভোজনে ॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেম-রঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন বিলাস।
বসিলেন প্রভু ভক্ত-বর্গ চারি পাশ ॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহা রঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥
শেষ খণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণ-ধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসী চূড়ামণি দীন-বন্ধু॥
শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা॥
অতএব শ্রীচৈতন্য কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয় দুষ্ট-গণ বিনে॥
শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্য রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য॥
হেন-মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম সঙ্গোপন করি আছে কুতুহলে॥
যদি তিঁহ ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে॥
দৈবে এক দিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে॥
প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমায় কহি যে আমি আপন হৃদয়॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি যে আমার বন্ধু জানিবে সর্ব্বথা॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয়॥
কি বিধি করিব মুঞি থাকিব কিরূপে।
যে মতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসার কূপে॥

এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি।
সর্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌর-হরি॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিল যে জীবের যত ধর্ম্ম॥
সার্ব্বভৌম বলেন কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিলে কভু নয়॥
কৃষ্ণ কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে॥
পরম সু-বুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞান হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড় হস্ত নাহি করে॥
যার পদধূলি হৈতে দেবের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে তবু নহে ভীত॥ ১
অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥

তথাহি একাদশস্কন্ধে।

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরং।
প্রবিষ্টো জীবকলয়াতত্রৈবণভগবানিতি॥ ৪

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥২
শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ॥

প্রথমে শুনিলে এক এই অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধি ক্ষয়॥
জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ॥
গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যার দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন প্রভু বলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে আপনে কে ইহাও না জানে।
আপনারে নারায়ণ বলে হেন জনে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সু-পুত্র হয়॥৩

তথাহি শ্রীগীতায়াং।

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাস করণ।
শুন যে কহিয়াছেন দেব নারায়ণ॥

তথাহি।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥৫

নিষ্কাম হইরা করে যে কৃষ্ণ-জন।
তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাস-লক্ষণ॥
বিষ্ণু ক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥
তাহারে সে বলি ধর্ম্মকর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীত জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥৪

তথাহি শঙ্করাচার্য্য বাক্যং।

যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং নমামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রোনতারঙ্গঃ॥৬

যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥
অতএব জগত তোমার তুমি পিতা।
ইহ-লোকে পর-লোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে জন্ম হয় যে করে পালন।
তারে যে না ভজে ত্যাজ্য হয় সেইজন॥৫
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ॥
নাহি বুঝি শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণ-ভক্তি যোগে করিবে উদ্ধার।
তবে শিখা সূত্র ত্যাগে কোন লভ্য তার॥
যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাহারাও শিখা সূত্র করিয়াছে ত্যাগ॥
তথাপিও তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রি-ভাগ বয়সে।
গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিল সন্ন্যাসে॥
যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কি মতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিবে তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥

তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ ॥
শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
প্রভু বলে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥
প্রভু হই নিজ দাসে মোহে হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কিমতে ॥
যদি তিনি নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে ॥
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥
সর্ব্ব কাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতারে ॥
যেমত সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে ॥
এই তান স্বভাব শ্রীভকত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল ॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া ॥
সার্ব্বভৌম বলেন আশ্রমে, বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি ॥
তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয় ॥
প্রভু বলে ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্ব ভাবে তোমার লইনু আমি ছায়া ॥
হেনমতে প্রভু ভৃত্য সঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥
প্রভু বলে মোর এক আছে মনোরথ।
তুমি বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥
সার্ব্বভৌম বলে তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ আমি জানি সর্ব্বথায় ॥
কোন ভাগবত অর্থ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কোন রূপে প্রবোধিব আমি ॥
তথাপিহ অন্যান্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক সুজনের স্বভাব ব্যভার ॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে।
আছে তাহা যথা শক্তি করিব ব্যাখানে ॥
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট আখরিয়া ॥

তথাহি প্রথমস্কন্ধে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৭

স্বরস্বতী পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম ব্যাখানিতে ॥
সার্ব্বভৌম বলেন শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব ॥
সর্ব্ব-কাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ ভক্তি।
হেন কৃষ্ণ গুণের স্বভাব মহা-শক্তি ॥
হেন কৃষ্ণ গুণ নাম মুক্ত সব গায়।
ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায় ॥
এইরূপে নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ ব্যাখানিয়া।
রহিলেন আর শক্তি নাহিক বলিয়া ॥
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
যত ব্যাখানিলে তুমি সব সত্য হয় ॥
এবে শুন আমি কিছু করি এ ব্যাখান

তথন বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয় ।
আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয় ॥
আপনার কথা প্রভু আপনে বাখানে ।
তাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে ।
ব্যাখা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত ।
মনে ভাবে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ॥
শ্লোক ব্যাখা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ।
আত্মভাবে হৈলা ষড়্‌ভুজ অবতার ॥
প্রভু কয় সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার ।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার ॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয় ।
তোর লাগি আমি এথা হইনু উদয় ॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ।
অতএব তোরে আমি দিনু দরশন ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বই নাহি আর ॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেম-দাস ।
অতএব তোরে আমি হইনু প্রকাশ ॥
সাধু উদ্ধারিব দুষ্ট বিনাশিব সব ।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব ॥
অপূর্ব্ব ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময় ।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ।
আনন্দে ষড়্‌ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে ।
উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে ॥
শ্রীহস্ত পরশে দ্বিজ পাইল চেতন ।
তথাপি আনন্দে জড় না স্ফুরে বচন ॥
করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয় উপর ॥
শ্রীচরণ পাই সার্ব্বভৌম মহাশয় ।
হইলা কেবল পরানন্দ প্রেমময় ॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে ।
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দন ।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদ-পদ্ম রমা-ধন ॥
প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রাণনাথ ।
মুঞি অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত ॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম ।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম ॥
হেন কোন আছে প্রভু তোমার মায়ায় ।
মহা যোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায় ॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রাণনাথ ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সর্ব্ব-প্রাণ ।
জয় জয় বেদ বিপ্র সাধু ধর্ম্ম-ত্রাণ ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর ।
জয় জয় শুদ্ধ সত্ত্বরূপ-ন্যাসীবর ॥
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহা মতি ।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃপুনঃ করে স্তুতি ॥

তথাহি ।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ ।
প্রাবিষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ৮

কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে ।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার ॥

তথাহি ।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগঃ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ৯ ॥

বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥
এই মত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতের প্রভু করহ উদ্ধার॥
বন্দি করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্ব জীবনাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার।
তুমি নাহি জানাইলে শক্তি আছে কার॥
আপনেই দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতুহলে॥
আপনে প্রসাদ কর আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন॥
আপনে আপনা দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপা পাত্র॥
আমি ছার তোমারে বা জানিব কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ ভব দেবগণে॥
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ॥
শুনি ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন॥
শুন সার্ব্বভৌম তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ॥
তোমার নিমিত্ত মোর হেথা আগমন।
অনেক করেছ তুমি মোর আরাধন॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
যতেক কহিলা তুমি সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিব অন্যথা॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জনে করিবে ইহা শ্রবণ পঠন॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
সার্ব্বভৌম শতক যে হেন কীর্ত্তি হয়॥
যে কিছু দেখিলে তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর॥
যতেক দিবস আমি থাকি পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে॥
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদ দ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিঁহ আমার বচনে।
আমি যারে জানাই সেই জন জানে তানে॥
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া॥
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি হৈল পরানন্দময়॥
যে শুনয়ে এসব চৈতন্য গুণগ্রাম।
সে যায় সংসার তরি গৌরচন্দ্র-ধাম॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণ-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা॥
হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার॥
নিরবধি নৃত্য গীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণ প্রেম-রসে॥৬
নীলাচল বাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্বলোকে হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
প্রভুকে সচল জগন্নাথ লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌর সুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যে খানে পড়য়ে প্রভুর চরণ যুগল।

ধূলি লুট পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন ॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপম।
দেখিতেই সর্ব্ব চিত্ত হরে অবিরাম ॥
নিরবধি শ্রীআনন্দধারা শ্রীনয়নে।
হরে কৃষ্ণ নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্তসিংহ জিনি গতি মন্থর সুন্দর ॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তি রসে বিহরেন চৈতন্য গোসাঞি॥
কত দিন বিলম্বে পরমানন্দ পুরী।
আসিয়া মিলিল তীর্থ পর্য্যটন করি ॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিল প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রিয়ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে ॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিল হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ পুরী ॥
আজি ধন্য লোচন সকল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥
প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥
এত বলি প্রিয়ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥
পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম বিস্মৃতি হইয়া ॥
কত ক্ষণে অন্যান্যে করেন পরণাম।
পরমানন্দ পুরী চৈতন্যের প্রেমধাম ॥
পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥
নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দ পুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥
মাধব পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
দামোদর স্বরূপ মিলিলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে যাহার বিহার প্রভু সনে ॥
দামোদর স্বরূপ সংগীত রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥
দামোদরর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥
এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হৈল সবার মিলন ॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাহারাও তথা সবে আসিয়া মিলিলা ॥
মিলিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমের শরীর।
প্রেমানন্দ রামানন্দ দুই মহাধীর ॥
দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কতদিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস।
যাহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥
কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে ॥
ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥
এই মত সেবক যতেক যথা ছিল।
সবেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিল ॥
প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ নাশ।
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস ॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সব ভক্তের সংহতি ॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম এক স্থানে নহে স্থির ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পরিহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
এক দিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥
উঠিতেই পরিহারী ধরিলেক হাতে।

বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ সাগরে॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ করিতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে॥
নীলাচল বাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধু স্নানে সব যায় ক্ষয়॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেইভাগ্যেসিন্ধু মাঝেমিলিলাআসিয়া॥১৩
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি ধন্য॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপ রুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয় নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সবারে॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে॥
গঙ্গাপ্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥
সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা ভাগ্যবান॥
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর॥
বৈকুণ্ঠ নায়কে গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হঞা॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে॥
প্রভুও তাহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে শুন কিছু আমার বচন॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কতদিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।

শুনিয়া তাঁহার বাক্য বিদ্যা বাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি॥
দ্বিজ বলে ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণ ধূলি আইল তোমার॥
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিবে আর।
মোর ঘর দ্বার যত সকল তোমার॥
শুনি তার বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তার ভাগ্যে কতদিন সেখানে রহিলা॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয়॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি॥
শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাশরি॥
অন্যান্যে সব লোক করে কোলাহল।
দেখি গিয়া তাঁর রাঙ্গা চরণ যুগল॥
এত বলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন কেহ কারে নাহিক সম্ভাষে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
পথ নাহি পায় লোক লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
শুন শুন ওরে ভাই চৈতন্য আখ্যান।
যেরূপে করিলা সর্ব্ব জীব পরিত্রাণ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায়॥
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথ-ময় হৈল॥
সব দিকে লোক সব হরি বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কেহ বলে মুঞি তানে ধরিয়া চরণ।

কেহ বলে মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাপ মাগিব বা কেনে॥
কেহ বলে মুঞি তান না জানি মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছি তার নাহি সীমা॥
এবে তান পাদপদ্ম করিয়া হৃদয়ে।
মাগিব কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে॥
কেহ বলে মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোর এই বর যেন না খেলায় আর॥
কেহ বলে মোর এই বর কায়মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরি গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্ব্ব জন।
চলিয়া যায়েন সবে পরানন্দ মন॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পারে পড়িল সঙ্কটে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেই ক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানা দিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সবে আনন্দিত হৈয়া॥
নৌকা যে না পায় তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি খেলা॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব লোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন শব্দ শুনি॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যেমতে যে পারে॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য দেবে।
ইহা কি ঈশ্বর বিনা অন্যেতে সম্ভবে॥
হেন মতে গঙ্গা পার হই সর্ব্ব জন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥

পরম সুকৃতি তুমি [illegible]
যার ঘরে আইলা চৈতন্য [illegible]
এতেকে তোমার ভাগ্য কে [illegible]
এক্ষণে নিস্তার কর আমা সবা [illegible]॥
ভব কূপে পতিত পাপিষ্ঠ [illegible]।
এক গ্রামে না জানিল তান [illegible]
এখানে দেখাও তান চরণ যুগল [illegible]
তবে আমি পাপী সব হইব সফল॥
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যা বাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি॥
সবা লঞা আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরি-ধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহ নাহি বলে নাহি শুনে॥
করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির পরম ভাগ্যবশে॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ গজেন্দ্র গমন॥
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
হরি বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে।
হরি বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে॥
দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন হরি হরি বলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোকে স্তুতি করে।
উদ্ধারহ সব প্রভু আমা পাপিষ্ঠেরে॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউ মতি॥

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥
সর্ব্ব লোকে হরি বলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ ॥
জগত উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী গর্ভে নবদ্বীপে ॥
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া ॥
করুণা সাগর তুমি পর হিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি ॥
এই মত সর্ব্ব দিকে লোক স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরে নাহি স্থান ॥
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্ত্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক এক বৃক্ষে চড়ে ॥
গৃহের উপর বা কতেক লোক চড়ে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥
দেখি মাত্র সর্ব্বলোক শ্রীচন্দ্রবদন।
হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন ॥
নানা দিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া রহে ঘরে নাহি যায় ॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লুকাইয়া গেল প্রভু কুলিয়া নগর ॥
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
তথা সর্ব্বলোক হৈল পরম কাতর ॥
চতুর্দ্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেল প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে ॥
বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ বদন করিয়া ॥
বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি।
অতএব সবে বলে মহা হরিধ্বনি ॥
কোটি কোটি লোকে মহা হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি সর্ব্বলোক পূরে ॥
কত ক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সবারে ॥
কত রাত্রি কোনদিকে হেন নাহি জানি।
আমা পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসীমণি ॥
সত্য কহি ভাই সব তোমা সবার স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন গ্রামে ॥
যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহার নাহি জন্মযে অন্তরে ॥
লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে।
এই কথা বাচস্পতি স্থানে সবে বলে ॥
কেহ কেহ ধরে বাচস্পতির চরণে।
এক বার মাত্র তানে দেখিমু নয়নে ॥
তবে সবে ঘর যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া ॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহার চিত্তেতে আর প্রতীত না হয় ॥
কত ক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া।
ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসীমণি।
আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী ॥
আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ।
আপনেই তরি মাত্র এই কোন সুখ ॥
কেহ বলে সুজনের এই কর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥
আপনার ভাল হউ যে সে জনে দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥
কেহ বলে ব্যভারেও মিষ্ট দ্রব্য আনি।

এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান॥
হে বলে দ্বিজ কিছু কপট হৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয়॥
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্জ্জয় বাণী কহে॥
এই মতে দুঃখী দ্বিজ পরম উদার।
না জানেন কোন মতে হয় প্রতিকার॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন॥
চৈতন্য গোসাঞি গেলা কুলিয়ানগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥
তত ক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সবরেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা॥
তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষো আমা আমি থুইয়াছি লুকাইয়া॥
এবে এই শুনিলাম কুলিয়ানগরে।
আছেন আসিয়া কহিলেন দ্বিজবরে॥
সবে চল যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমায সবে বলিহ ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্ব লোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহা রঙ্গে॥
কুলিয়ানগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র লোক সব মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বলিতে শক্তি সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥

কতবা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার [illegible]।
তথাপি সবেই তরে [illegible]॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা [illegible]।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছাবল॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সংসার সাগর তরে বৎসপদ প্রায়॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তারা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকুলি করেন করিয়া হরিধ্বনি॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
চতুর্দ্দিকে যায় যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
কেহ নাহি জানে ইহা করে কোন জনে॥
ক্ষণেকেরু মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর॥
অনন্ত আর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয় গুপ্ত আছে ন্যাসীমণি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কত ক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
দেখি মাত্র প্রভু বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া॥
সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব কূপে॥
সে গৌরসুন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্মে জন্মে চিত্তে মোর বসুক সদায়॥
সংসার সমুদ্রে মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া॥

হেন যে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥
এই মত শ্লোক পড়ি করে দ্বিজ স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় মহামতি ॥
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার ॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
কৃপা দৃষ্টি করিবারে করিলা উত্তর ॥
দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।
মোর এক বিবেদন শুন মহামতি ॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ॥
আপন ইচ্ছায় থাক চলহ আপনে।
আপনে জানাও তেঞি লোকে তোমা জানে॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন ॥
সবে তোমা সর্ব্ব লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে ক্রূর যে বলিয়া॥
তোমারে আপন ঘরে আমি লুকাইয়া।
থুইয়াছি লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥
তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে ব্রাহ্মণ বলিয়া লোকে বলে॥
হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ বচনে।
তার ইচ্ছা পালিয়া চলিল সেইক্ষণে ॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা ॥
চতুর্দ্দিকে লোকে দণ্ডবৎ হই পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে সেই স্তুতি পড়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ সাগরে ॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায় ॥
অহর্নিশি পরানন্দে কৃষ্ণনাম ধ্বনি।
[illegible] পূর্ণ হৈলা ন্যাসীমণি ॥

ব্রহ্মলোক শিবলোক আদি যত লোক।
যে সুখের কণা লেশে সবেই অশোক॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসী বেশে॥
হেন সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত ভগবান।
যে পাপিষ্ঠ মায়া বশে বলে অপ্রমাণ ॥
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য আচার।
সব-মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার॥
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য চরণে।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে ॥
যাহার শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসীমণি শ্রীচরণ ॥
এই মত চতুর্দ্দিকে দেখিয়া কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ ॥
আনন্দ ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌর সুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিকে বহে জাহ্নবীর জল ॥
বাহ্য নাহি পরানন্দ সুখে আপনার।
সংকীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল অবতার ॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ সুখে ॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ রায়।
কখন ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায় ॥
আপনে কখন নৃত্য করে তার সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেমরঙ্গে ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে নাম শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ ॥
যার রসে মত্ত বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্ব লোকের ভিতর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তি বশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ব দেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয় সর্ব্ব জীবের গোচরে ॥

এই মত সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥
যতেক আইসে লোক দশদিক হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥
বাহ্য নাহি প্রভুর বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখি সর্ব্ব লোক সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল॥
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব কর্ম্ম বন্ধ নাশ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্ত বিত্ত সবার করিয়া॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
দ্বিজ বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ মন॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বিস্তর করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন।
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
এবে প্রভু সেই পাপ কর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব মতে॥
সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥
শুনি প্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥
শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।
অমৃত প্রভাবে এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণগুণ নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ পরানন্দ অমৃতে তোমার।
নিন্দা বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে সেই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব পাপ বিমোচন॥
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি॥
নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥
এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধুজন।
দুঃখ সিন্ধু মাঝে ভাসে সেই পাপীগণ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন দেবানন্দ॥
সে সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিল একারণে॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনঃ তান।
তবে কেন না দেখিলা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।

[illegible] কৃষ্ণকৃপা পাত্র ।
[illegible] শ্রবণেই মাত্র ॥
[illegible] নিগ্রহ বিহ্বল ।
[illegible] শোভিত সকল ॥
[illegible] হুঙ্কার ।
[illegible] আদি যে বিকার ॥
চৈতন্য কৃপায় মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে ।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর দেহে মিলে ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উন্মাদ বিকার ।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি বশে ।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে ॥
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তিধর ॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে ।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ ।
বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ ॥
আপনে করেন সব লোক একভিতে ।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে ॥
তাহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি মনে ।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥
তান সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ ।
তখনি জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে ।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে ॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্ ।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয় ।
আর আর কতেক বা গুণ তানে হয় ॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস ।
বক্রেশ্বর প্রভাবে সে কুবুদ্ধি বিনাশ ॥
কৃষ্ণ সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড় ।

তথাহি ।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাং ।
অসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাং ॥ ১০

এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায় ।
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবেই কৃষ্ণ পায় ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে ।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান ।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান ॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া ।
রহিলেন এক দিকে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা ।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিল প্রসাদ ॥
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর ।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি ॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর ।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর ॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয় ।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠ ময় ॥
শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন ।
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥
জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময় ।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয় ॥
মুঞি পাপী দৈব দোষে তোমা না জানিনু ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু ॥
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব ।
এই মাগোঁ তোমাতে হউক অনুরাগ ॥
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে ।

মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ॥
শুন দ্বিজ ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি মধ্য অন্ত্য ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি।
মহা-প্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণ শক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেনভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥১৪
ভাগবত শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেন রূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সবার॥
এই মত ভাগবত কার কৃত নয়। ১৫
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
সে হইল স্ফূর্ত্তি মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ ১৬
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই সে জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন।
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পারেন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহ শঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ তোমারে কহিল॥
আদি মধ্যে অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেই ক্ষণে চিত্তে বৃত্তে পাইবে প্রসাদ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণরস-ময়॥
চল তুমি চাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণ ভক্তি অমৃত সবারে বুঝাইয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি॥
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান।
চলিলেন দ্বিজ করি বিস্তর প্রণাম॥
সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান॥
ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের আখ্যান।
আদি মধ্যে অন্তে কভু না বুঝয়ে আন॥
না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তি রস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়-পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ কৃপাপাত্র॥১৭
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেই হইবেক সেইমত॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।

নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র-বদনে ।
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি ।
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অত্তাপি ॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার ।
ইহাতে কহিল সব ভক্তি রস-সার ॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে ।
ভাগবত অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে ।
সবারেই প্রতিকার কহেন সু রীতে ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥
সর্ব্ব লোকে সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া ।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্বলোক ।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ মনে ।
শ্রীচৈতন্য সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥
যথা তথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয় ।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখন মন্দ নয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র ॥
জয় জয় সকল মঙ্গল পদ-দ্বন্দ্ব ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ন্যাসী-রাজ ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্যের শ্রীভক্ত সমাজ ॥
হেনমতে প্রভু সব জীব উদ্ধারিয়া ।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত গোষ্ঠী লৈয়া ॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু লইলেন পথ ।
স্নান পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম ।
[illegible] তার রামকেলি নাম ॥
দিন পাঁচ সাত প্রভু সেই পুণ্য স্থানে ।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয় ।
সর্ব্ব-লোক শুনিলেন চৈতন্য বিজয় ॥
সর্ব্ব-লোক দেখিতে আইসে হর্ষ মনে ।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে ॥
নিরবধি প্রভুর আবেশ-ময় অঙ্গ ।
প্রেমভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন কম্প পুলক ক্রন্দন ।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে ঘন ॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ।
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া ।
লোক শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া ॥
যদ্যপিও ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক ।
তথাপিও প্রভু দেখি সবার সন্তোষ ॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করি ।
সবে মেলি উচ্চ করি বলে হরি হরি ॥
শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোক মুখে ।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে ॥
বোল বোল বোল প্রভু বোলে বাহু তুলি ।
বিশেষে বলেন সবে হয়ে কুতুহলী ॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায় ।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায় ॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার ।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার ॥
তিলার্দ্ধেক প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম ।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম ॥
চতুর্দ্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে ।
দেখিয়া কাহার চিত্ত না লয় যাইতে ॥
সবে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি ।
নিরন্তর চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি ॥
নিকটে যবন রাজ পরম দুর্ব্বার ।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥

নির্ভয় হইয়া সর্ব্ব লোক বলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ স্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলিগ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন।
না জানি তাহার স্থানে মিলে কতজন॥
রাজা বলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায় কি নাম কৈছে দেহের গঠন॥
কোতোয়াল বলে শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব সম হেন না পারি বলিতে॥
জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর॥
সিংহ-গ্রীব গজস্কন্ধ কমল নয়ন।
কোটি চন্দ্র সে মুখের নাহি করি সম॥
সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম শরাসন যেন ভ্রুভঙ্গ পত্তন॥
সুতুঙ্গ সুপীন বক্ষ লেপিত চন্দন।
কটি তটে শোভে মহা-অরুণ বসন॥
রাতুল চরণ যেন কমল যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পাড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গযে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পবনের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনের ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।

কথন বা সন্ন্যাসীর হেন [illegible]
অট্ট অট্ট হুই প্রহরেও কথা [illegible]
কথন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন॥
বাহু তুলি নিরন্তর বলে হরি নাম।
ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম॥
চতুর্দ্দিকে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
কাহার না হয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি নাহি শুনি॥
কহিলাম এই মহারাজ তোমা স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ আগমনে॥
না খায় না লয় কার না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন বিলাস॥
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার॥
কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
কহত কেশবখান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বলি নাম বল যার॥
কেমন তাহার কথা কেমন মনুষ্য।
কেমন গোসাঞি সেই কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিকে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্ত আইসে কহিবা ভাল মতে॥
শুনিয়া কেশবখান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥
কে বলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী॥
রাজা বলে গরিব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে॥
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদা যে যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিবে সর্ব্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা বহে।

এই নিজ রাজ্যেই আমার কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাহারে সকল দেশে কায়বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবে সেবক সকলে॥
আপনার খাই লোক তাহাকে সেবিতে।
চাহে তাহা কেন নাহি পায় ভাল মতে॥
অতএব তিনি সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তারে না বল উত্তর॥
রাজা বলে এই যুক্তি বলি যে সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাহারে॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্ব লোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন॥
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেব-মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে॥
যার যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যার যশে অবিদ্যা সমূহ করে চূর্ণ॥
যার যশে শেষ রমা অজ ভব মত্ত।
যার যশ গায় চারিবেদে করি তত্ত্ব॥
হেন শ্রীচৈতন্য রসে যার অসন্তোষ।
সর্ব্ব-গুণ থাকিতেও তার সর্ব্ব দোষ॥
সর্ব্ব-গুণ হীন যদি চৈতন্য চরণ।

শুন আরে ভাই সব শেষখণ্ড লীলা।
যে রূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন খেলা॥
শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ॥
সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন নানাবিধ মন্ত্রণা করিতে॥
স্বভাবেতে রাজা মহা কাল যবন।
মহা তমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥
উড়িষ্যার কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত শত করিল প্রমাদ॥
দৈবে আসি সত্ত্ব গুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা সবা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিত বলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥
এই যুক্তি করি সবে এক সুব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সংগোপনে দিলা তত ক্ষণ॥
নিত্যানন্দে মহা প্রভু মত্ত সর্ব্ব ক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরি-ধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসী-মণি॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
রাত্রি দিন বোলায়েন বলেন কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥
অন্য জন সহিত কথার কোন দায়।
নিজ পারিষদেই সন্তাস নাহি পায়॥
কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ ভক্তি রসে।

প্রভু সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ স্থানে কথা কহেন ব্রাহ্মণ ॥
দ্বিজ বলে তুমি সব গোসাঞির গণ।
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥
রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥
কহি এই কথা দ্বিজ গেল নিজ স্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি দণ্ড পরণামে ॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদ গণে।
সবে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে ॥
ঈশ্বরের স্থানে যে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন ॥
বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুক ॥
যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয় খণ্ডয়ে বন্ধন ॥
যাহার শক্তিতে জীব বল করি চলে।
পরম ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ যারে বেদে বলে ॥
যাহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার যাতনা ॥
সে প্রভু আপনে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তি রসে পৃথিবীতে ॥
কোন বা তাহানে রাজা কারে তান ভয়।
যম কাল আদি যার ভৃত্য বেদে কয় ॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই সংকীর্ত্তন।
সর্ব্ব লোক চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন ॥
আছুক তাহানে ভয় তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিক হৈতে ॥
যদ্যপিও সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান।
তথাপিও দেখিয়া চৈতন্য ভগবান ॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
নিরন্তর সর্ব্ব লোক বলে [illegible]
কার মুখে আর কোন শব্দ [illegible] ॥
হেনমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ [illegible]
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব লোকের [illegible] ॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥
প্রভু বলে তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে ॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাও।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাও ॥
তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে আমি যাইব আপনে ॥
রাজা বা আমারে কেন বলিব চাহিতে
কি শক্তি রাজার এই বোল উচ্চারিতে ॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে ॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন বা তাহার
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে।
আমা অন্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার ॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে।
যতেক অদৃষ্ট-দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল ॥
হেন ভক্তিযোগ দিব এ যুগে সবারে।
সুরমণি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে।
সেই সব জন হৈল এ যুগে বঞ্চিত।

পৃথিবী ভিতরে যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ এই চাও।
খোজে হেন আমায় কোথাও নাহি পাও॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা কহিনু সবারে॥
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইল শুনিয়া॥
এই মত প্রভু কত দিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্ত্তন বিধানে॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা ফিরিয়া পুনর্ব্বার॥
ভক্ত সব স্থানে কহিলেন এই কথা।
আমি চলিবাঙ নীলাচল চন্দ্র যথা॥
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিল দক্ষিণ মুখে কীর্ত্তন লীলায়॥
তবে বহু দিন প্রভু রহি গঙ্গাতীরে।
কত দিনে আইলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত॥
দৈবে এক দিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত আচার্য্য স্থানে মিলিলেন আসি॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
সন্ন্যাসীরে অদ্বৈত নমস্করি বসাইল॥
অদ্বৈত বলেন ভিক্ষা করহ গোসাঞি।
সন্ন্যাসী বলেন ভিক্ষা দেহ যাহা চাই॥
কিন্তু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমাস্থানে।

আচার্য্য বলেন আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন॥
ন্যাসী বলে আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার।
আচার্য্য বলেন বল যে ইচ্ছা তোমার॥
সন্ন্যাসী বলেন এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন কহ মোর প্রতি॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
ব্যবহার পরমার্থ দুইপক্ষ হয়॥
যদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাতা নাই।
তথাপিও দৈবকীনন্দন করি গাই॥
পরমার্থ গুরু যে তাহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু তাহা সবে গাই॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার করিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥
এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
কেশব ভারতি চৈতন্যের গুরু হয়॥
দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেন তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেই ক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে॥
পঞ্চ বর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব শক্তিধর।
চৈতন্যের গুরু আছে বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
কি বলিলা বাপ বলদেখি আর বার।
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার॥
কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি এখনে সে কলিকাল হৈল॥
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুষ্কর।

বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥
চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়া বশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়॥
জলক্রিড়া পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞি।
বিহরেন আত্ম-ক্রিড়া আর দুই নাই॥৩
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কার কোথাকার নাম॥
পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভি-পদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥
ইহাও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি॥
তবে ভক্তিরসে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব উপদেশ প্রভু কহেন আপনে॥
তবেসেই ব্রহ্মা প্রভুআজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥
যাহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
অর গুরু কেমনে বলহ আছে আর॥
বাপ তুমি তোমা হৈতে শিখিবাঙকোথা।
শিক্ষা গুরু হই কেন বলহ অন্যথা॥
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা॥
বাপ বাপ বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে॥
তুমি সে জনক বাপ আমি যে তনয়।
শিখাইলে পুত্ররূপে হইয়া উদয়॥
অরাধ করিনু ক্ষমহ বাপ মোরে।
আর না বলিব এই কহিনু তোমারে॥
আত্ম স্তুতি শুনিয়া অচ্যুত মহাশয়।

শুনিয়াত সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত [illegible]
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই [illegible]
যেন পিতা তেন পুত্র অচিন্ত্য [illegible]
সন্ন্যাসী বলেন যোগ্য অদ্বৈত নন্দন॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বই অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়॥
শুভ লগ্নে আইলাম অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম নয়নেতে॥
পুত্রের সহিত শ্রীঅদ্বৈতে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি হরি হরি॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত নন্দন।
যে চৈতন্য পাদপদ্ম একান্ত শরণ॥
অদ্বৈতেরে ভজেগৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহো গেলা॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
পুত্রকোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য।
পুত্রের অঙ্গের ধুলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ রঙ্গে॥
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে।
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্বসুমঙ্গল॥
স-পার্ষদে শ্রীগৌর-সুন্দর সেই ক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত ভবনে॥
প্রাণ-নাথ ইষ্ট-দেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
হরি বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিল আপনার॥
জয় জয় কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত ভবনে॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।

পাদ-পদ্ম বক্ষে করি আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুদ প্রেম সেহ না যায় বর্ণন ॥
স্থির হই ক্ষণেক অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥
বসিলেন মহা-প্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে ॥
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী।
দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী ॥
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন ॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত কুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার ॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর ॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হৈল প্রভুর দেহেতে ॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥
ইঁহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন ॥
এই মত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥
শ্রীচৈতন্য কত দিন অদ্বৈত ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত ঘরে কীর্ত্তন লীলায় ॥
প্রাণ-নাথ গৃহে পাই অদ্বৈত গোসাঞি।

কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥
প্রেমরস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই ॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন তাহারে।
জিজ্ঞাসেন মথুরার কথা কহ মোরে ॥
রাম কৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবস্থায় ॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান কে।
রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল সে ॥
শুনিলাম পাপী কংস মরি গেল কেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন ॥
রাম কৃষ্ণ বলিয়া কখন ডাকে আই।
বাট গাভী দোহ দুগ্ধ বেচিবারে যাই ॥
হাতে লড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
ধর ধর সবে এই ননী-চোরা যায় ॥
কোথা পলাইবা আজি এড়িব বান্ধিয়া।
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া ॥
কখন যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥
কখন বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যে করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি ॥
হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম ॥
কখন বা আই হয় পরম মূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।

আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষে লুটিতে লাগিলা॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়॥
আর কেহ বলে আমি নহি সে ব্রাহ্মণ।
আড়ে থাকি লই কেহ করে পলায়ন॥
কেহ বলে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ শাস্ত্রে কহে॥ ১
কেহ বলে আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাত খানা মাত্র আমি লই যাই॥
কেহ বলে আমি পাত ফেলি সর্ব্ব কালি।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরালি॥
এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥
আইর রন্ধন ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন॥
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
পড় গুপ্ত রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট শ্লোক করিয়াছ শুনিয়াছি আমি॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বর ভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণেন
সহ রামং জগৎত্রয়গুরুং ভজামি॥ ১১
হত্বা খরত্রিশিরসৌ স গণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকারণ্যভূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমিত্র মকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
রামং জগৎত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ১২

এইমত অষ্টশ্লোক মুরারি পড়িল।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম কোদণ্ড দীক্ষা গুরু।
ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছা কল্পতরু॥
হাস্য মুখে রত্নময় রাজ সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকী দেবী বামে॥
অগ্রে মহা ধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কর্ণিকের প্রায় দ্যুতি কনক ভূষণ॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্ত ধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
সর্ব্ব মহা গুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্ম জন্ম ভজো মুঞি তাঁহার চরণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাও যেন তাঁহার চরিত॥
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুরকার্য্য॥
বালী মারি সুগ্রীবেরে রাজ্যভার দিয়া।
মৈত্র পদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজো হেন ত্রিভুবন গুরুর চরণ॥
দুস্তর তরঙ্গসিন্ধু ঈষৎ লীলায়।
কপি দ্বারা যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ সহায়॥
ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশগণে।
যে প্রভু মারিল ভজো তাঁহার চরণে॥
যাহাঁর কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর॥
যবনেও যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে॥
দুষ্টক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা পালনে তৎপর॥
যাহার কৃপায় সব অযোধ্যা নিবাসী।
সশরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসী॥

যার নাম রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যার পাদ পদ্ম সেবে নিরন্তর॥
পরম্ ব্রহ্ম জগন্নাথ বেদে যারে গায়।
ভজ হেন সর্ব্ব-গুরু রাঘবেন্দ্র পায়॥
এইমত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা অমৃত॥
শুনি তুষ্ট হই তারে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদ পদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রাম দাস হও নির্ব্বিবাদে॥
ক্ষণেক যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহ রাম পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সবেই করেন মহা জয় জয় ধ্বনি॥
এই মত কৌতুকে আছেন গৌর সিংহ।
চতুর্দ্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ॥
হেনই সময়ে কুষ্ঠ রোগী এক জন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে॥
সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপা-ময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥
পর-দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠ রোগে পীড়িত জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি॥
শুনি মহা-প্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন বচন॥
ঘুচ ঘুচ মহা-পাপী বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময় লোকেতে॥
পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবস তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণব নিন্দুক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥

এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিব' কুম্ভি-পাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা অজ ভব নিজদেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যে সে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশ দিকে পাপ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥
হেন মহা ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠ জ্বালা কোন কাজ।
মুল শাস্তা পশ্চাৎ আছেন ধর্ম্ম-রাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্য যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥
কিছু না জানিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিৎ।
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখিরে উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমার মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন জন॥

যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব পিতা॥
বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইনু॥
প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ রোগ কোন তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশি সহস্র যমযাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠ রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়।
শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥
মহা-শুদ্ধ বুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোর নিস্তারিবে হেলে॥
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয় জয় ধ্বনি করে ভক্তগণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা তত ক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস প্রসাদ।
মুক্ত হৈল খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
এতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়॥
তথাপিও বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে জন।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি।
পরম আনন্দ ইথে কৃষ্ণ কুতুহলী॥
সত্যভামা রুক্মিণীতে গালাগালি যেন।
রূপমার্গে এক তাহা দেখি ভিন্ন হেন॥
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য গোসাঞি॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥
এই মত সব ভক্ত কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে যে হয় পরম মহাধীর॥
অভেদ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ সেবে সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্য কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে॥
মাধব পুরীর আরাধনা পুণ্য তিথি।
দৈব যোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥
মাধবেন্দ্র অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি॥
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য বিহরয়ে প্রভু নিরন্তর॥
মাধবেন্দ্র পুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ শক্তি॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
বিষ্ণু-ভক্তি শূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ অশ্রু কম্প।
হুঙ্কার গর্জ্জন মহাহাস্য স্তম্ভ ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন করেন কি কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরম রঙ্গে করি হরি ধ্বনি॥

কখন বা হেন সে আনন্দ মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখন বা বিরহেতে করেন রোদন।
গঙ্গা ধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগ-বাস॥
এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥
কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণু-মায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহা তমো-গুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবি শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধে সম্ভাষা কারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে নারায়ণ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা॥
জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী খ্যাতি যার।
কার মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধব পুরী
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি॥
লোক মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও বৈষ্ণব নাম না শুনি জগতে
অতএব এ সকল লোক মধ্য হৈতে।
বনে যাই লোক যেন না পাই দেখিতে
এথে বন ভাল এ সকল লোক হৈতে
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥
এই মত মনদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে॥
বিষ্ণু-ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈত সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব লক্ষণ।
প্রণাম করিয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ॥
মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
অন্যান্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো নাহয় স্মরণ॥
মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা যায় সেই ক্ষণ॥
কৃষ্ণ নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাহার কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন॥

মাধব পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে॥
দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিল।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিল॥
শ্রীগৌর সুন্দর সব পারিষদ সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
কত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাই॥
নানা দিক হৈতে সব লাগিলা আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয় কোন ভিতে॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রতি প্রীতি সবাকার।
সবেই লইল যথাযোগ্য অধিকার॥
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥
কেহ বলে আমি সব ঘষিব চন্দন।
কেহ বলে মালা আমি করিব গ্রন্থন॥
কেহ বলে জল আনিবার মোর ভার।
কেহ বলে মোর ভার স্থান উপস্কার॥
কেহ বলে মুঞি সব বৈষ্ণব চরণ।
মোর ভার করিতে সকল প্রক্ষালন॥
কেহ বান্ধে পতাকা চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে॥
কত জনে লাগিলেন করিতে কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন॥
আর কত জন হরি বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আর কত জনে॥
কত জনে করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইল তিথি পূজার আচার্য্য॥
এই মত পরানন্দ রসে ভক্ত গণ।
সবেই করেন কর্ম্ম যার যেই মন॥
খাও পিও লেহ দেহ আর হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥
পরানন্দে কাহার নাহিক বাহ্য জ্ঞান।
অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥
নানা বিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ॥
সহস্র সহস্র ঘট দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষু-দণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ॥
তৈল লবণ ঘৃত কলস দেখে যত।
সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষী দেখে সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার॥
প্রভু বলে এ সম্পত্তি মনুষ্যের নহে।
আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্ত কহে॥
মনুষ্যের এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাম আচার্য্য মহেশ অবতার।
এই মত হাসি প্রভু বলে বার বার॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ-মন।
আচার্য্যেরে প্রশংসা করেন অনুক্ষণ॥
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
সংকীর্ত্তন স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার॥

প্রভু যাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন স্থানে।
পরানন্দ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণে॥
না জানি কে কোন দিকে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন দিকে মহানন্দে ধায়॥
সবে মেলি করে মহা জয় জয় ধ্বনি।
বোল বোল হরিবোল এই মাত্র শুনি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন।
যে নামে পবিত্র করে অনন্ত ভুবন॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত প্রেম-সুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাই॥
নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব শেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে॥
সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা লৈয়া॥
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এই মত সর্ব্ব দিন নাচিয়া গাইয়া।
রহিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া॥
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিল সর্ব্ব কার্য্য॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাময়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয়॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধন আইর রন্ধন॥

মাধব পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব ভক্ত লৈয়া॥
প্রভু বলে মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইথি॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
তবে দিব্য সুগন্ধ চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হইল পরানন্দময় মন॥
উচ্চ করি সবেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ মধ্যে যার॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত॥
এক দিবসের যত চৈতন্য-বিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত শক্তি দেন তত মাত্র গাই॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না হক আমার॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
যেবা পড়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

পঞ্চম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরু।
জয় জয় ভক্তজন বাঞ্ছা কল্পতরু॥
জয় জয় ন্যাসীমণি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে॥
কত দিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস-মন্দিরে॥
কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যান-ফল সম্মুখে প্রকাশ॥
নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল পৃথিবীত॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত ঠাকুর।
উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন বসিলা তথি কমললোচন॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ॥
জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস ভবন॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘরে।
বার্ত্তা পাই আইল আচার্য্য পুরন্দরে॥

তাহারে দেখিয়া প্রভু [illegible]
প্রেমাবেশে মত্ত ভাবে [illegible]
পরমসুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই [illegible]॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেই ক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে॥
প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানে সর্ব্বতত্ত্ব॥
জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্য রসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতিমতি॥
বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি লাগিলেন কান্দিতে বিস্তর॥
বাসুদেব দত্ত ধরি তাঁহার চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ সীমা।
বাসুদেব দত্ত বই নাহিক উপমা॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে হেন বোল।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের কেবল॥
দত্ত আমা যথা বেচি তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব সকলে।
পরাজয় আমি বাসুদেব-প্রেমবলে॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
এই মত রঙ্গে তবে শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥

শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥
চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাই॥
সংকীর্ত্তন ভাগবত পাঠ ব্যবহারে।
বিদূষক লীলায় কি অশেষ প্রকারে॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বদা পরকাশ॥
এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার কথা কিছু কহেন নিভৃত॥
প্রভু বলে তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে কুলাও তুমি তাহা মোরে কও॥
শ্রীবাস বলেন প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে॥
প্রভু বলে পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমনে তবে হইবে সবার॥
শ্রীবাস বলেন যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক মিলিবেক যে তে পাকে॥
প্রভু বলে তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।
তাহা না পারিব মুঞি বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কার দ্বারে না যাইবা॥
কেমনে করিবে পরিবারের পোষণ।
কিছুত না বুঝি আমি তোমার বচন॥
এ কালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বট মাত্র কাহাকেও আসিয়া না মিলে॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
এক দুই তিন এই কহিনু ভাঙ্গিয়া॥
প্রভু কহে এক দুই তিন যে কহিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা॥
শ্রীবাস বলেন এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহি ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু প্রভু সর্ব্বথা গঙ্গায়॥
শ্রীবাসের এই মাত্র শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন॥
প্রভু বলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোর অন্ন অভাবে কি হইবে উপাস॥
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিও দারিদ্র নহিবে তোর ঘরে॥
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছি আমি।
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলে তুমি॥

তথাহি।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং॥১৩

যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তয় নাহি যায় কার দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিও না চাহে না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন চক্র রাখে মোর দাস।
মহা প্রলয়েতে যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করি আমি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে আমার পায় দঢ়॥
কোন চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি।
আমি যার পোষ্টা আছি সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনে আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর॥
রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে শুন রাম আমার উত্তর॥

জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের তুমি সর্ব্বথায় ।
সেবিবে ঈশ্বর বুঝে আমার আজ্ঞায় ॥
প্রাণময় গৌর তুমি শ্রীবাস পণ্ডিত ।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিৎ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম ।
অন্ত নাহি আনন্দে হইলা পূর্ণ কাম ॥
অদ্যাপিও শ্রীবাসের চৈতন্য-কৃপায় ।
দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায় ॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র ।
ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র ॥
সতত সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস ।
যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাসমন্দিরে গৌর-রায় ।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥
ঠাকুর পণ্ডিত সব গোষ্ঠীর সহিতে ।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥
কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ।
তবে গেলা পাণিহাটি রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত ।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ চরণ ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে ।
কোন বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া ।
পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয় ।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব আলয় ॥

হাস্য বদনে প্রভু [illegible]
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ [illegible]
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব [illegible]
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমানন্দে ।
চিত্তবিত্ত যতেক রাখেন আপনার ।
সেই মত শাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত ।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বলে কি সুন্দর এ ঘরের শাক ।
এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক ॥
শাকেতে প্রভুর প্রীতি রাঘব জানিয়া ।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর ।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর ॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস ।
ভক্তি সুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে ।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তার শিরে ॥
পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস ।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেই ক্ষণে ।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে ।
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন তত ক্ষণে ।
পরম বৈষ্ণব অন্ত নাহি যাঁর গুণে ॥
এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা ।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥
পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌর সুন্দর ।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥

তবে তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে। সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে। অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই। তোমার ঘরেই সব জানিব এথাই॥
মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্লভ। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান। নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভাগ্যবান॥
মকরধ্বজ প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র। বলিলেন সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার॥ সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥
হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি। আছিলেন কত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তি-যোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া। প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে। পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ। আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই [illegible]। সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি। সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি॥
এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে। রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া পূর্ণ মনোরথ কাম। পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল স্থান॥
গৌড়-দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার। ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল দেশে উপজিল ধ্বনি। পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসী-চূড়ামণি॥
মহানন্দে সর্ব্ব লোক জয় জয় বলে। আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে॥
শুনি সর্ব্ব উৎকলের পারিষদ-গণ। সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেই ক্ষণ॥
চির দিন প্রভুর বিরহে ভক্ত-গণ। আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন কীর্ত্তন॥
প্রভুও সবারে মহাপ্রেমে করি কোলে। সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে। রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতুহলে॥
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ আবেশে। প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে সর্ব্ব দেশে॥
কখন নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে। তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি প্রেমানন্দ সুখে॥
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে। কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধু-তীরে॥
এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস। তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥

[illegible]
[illegible]
জগন্নাথ দেখিতে যে [illegible] ।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেমধারা বহে যেন ॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক ।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখশোক ॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায় ।
সেই দিকে সর্ব্ব লোক হরি হরি গায় ॥
প্রতাপ রুদ্রের স্থানে হইল গোচর ।
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥
সেই ক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত ।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥
সার্ব্বভৌম আদি সবা স্থানে রাজা কহে ।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে ॥
রাজা বলে তুমি সব যদি কর ভয় ।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে ।
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে ॥
যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে ।
বাহ্য জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে ।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে ॥
এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা স্থানে ।
রাজা বলে যে তে মতে দেখি মাত্র তানে
দৈবে এক দিন নৃত্য করেন ঈশ্বর ।
শুনি রাজা একেশ্বর আইল সত্বর ॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু
পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখি কভু ॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে ।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে ॥
হেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন ভূমিতে ।
হেন নাহি যেবা ত্রাস না পায় দেখিতে॥

[illegible]
[illegible]
কখন বা [illegible]
রাজা দেখে শ্রী[illegible]
এই মত [illegible]
কত হয় কত যায় [illegible]
নিরবধি দুই নয়নে বহে [illegible]
হরিবোল বলিয়া নাচেন [illegible]
এই মত নৃত্য প্রভু করি [illegible]
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন [illegible]
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে [illegible]
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দ মনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার ।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥
সবে এক খানি মাত্র ধরিলেন মনে ।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয় ।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয় ॥
ধূলায় লালায় নাসিকায় প্রেম-ধারে ।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে ॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি ।
ঈষৎ সন্দেহ জ্ঞান ধরিলেক মতি ॥
কার স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাস ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহা-সুখী হৈয়া
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসী-রূপ ধরি ।
নিজে সংকীর্ত্তন ক্রীড়া করে অবতরি ॥
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে ।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥
সুকৃতি প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে ।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥
রাজা দেখে জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময় ।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় ॥

দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে রাজা এত না জুয়ায়॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥
আমার শরীর দেখ ধূলালালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা।
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়
এত বলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময়॥
সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্য-গোসাঞি বসি আছেন আপনে॥
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি এত যোগ্য নয়॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে
এই মতে প্রতাপ রুদ্রেরে কৃপা করি
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
রাজার হইল কত ক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন॥
মহা অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিনু চৈতন্য ঈশ্বর অবতার॥
নরের বা কোন শক্তি তোমারে জানিতে
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাহার মায়াতে॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্য গোসাঞি।
রাজা জানিলেন ইথে কিছু ভেদ নাই॥

বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে॥
দৈবে এক দিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ সনে॥
একাকী প্রতাপ রুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥
অশ্রু কম্প পুলক রাজার অন্ত নাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঞি॥
বিষ্ণুভক্তি চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
উঠ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার॥
শ্রীহস্ত পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥
ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীবনাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারী কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেববন্দ্য রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধ সত্ত্বরূপধারী।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারী॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত তত্ত্ব গুণ নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমল গুণধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ ভব বন্দ্য শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌর সুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥
শুনি প্রভু প্রতাপ রুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ-চক্র সুদর্শন॥
তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥

সবে এক বাক্য মত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি ॥
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তারে সন্তোষ হইয়া ॥
চলিলা প্রতাপ রুদ্র আজ্ঞা ধরি শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুরে ॥
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র ধ্যান ॥
প্রতাপ রুদ্রের প্রভু সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন বিহার কুতুহলে ॥
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র কৃষ্ণ প্রেমের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌর সুন্দর ॥
শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্য-ভক্তি রসময় ॥
কাশী-মিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে ॥
এই মত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন ভক্তিরস রঙ্গে ॥
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য দাস।
সবে করিলেন আসি নীলাচলে বাস ॥
নিত্যানন্দ মহা প্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥
নিরবধি পরানন্দ রসে উনমত্ত।
লিখিতে না পারে কেহ অবিজ্ঞাত তত্ত্ব
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য ॥
রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতিমতি।
সেই মত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যে প্রীতি।

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
হেন মতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥
এক দিন শ্রীগৌরসুন্দর নর-হরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমসুখে ॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি-ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥
ভক্তিরস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে ॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন ॥
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥
রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তি-রসময় ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর-দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময় ॥
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥

মধ্য পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইল রাধিকা ভাব গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে বলি অট্ট অট্ট হাসে॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুই জন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞিরে অঙ্গদ বলি লম্ফ দিয়া পড়ে॥
এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥
লোক বলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥
লোক বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোক স্থানে।
লোক বলে পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কি কথা॥
যত দেহধর্ম্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক পাই পরানন্দ সুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকল অনন্ত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
আইলেন গঙ্গা-তীরে পাণিহাটী গ্রাম॥
রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈল রাঘব পণ্ডিত।
শ্রীমকর-ধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত॥

হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে॥
সুকৃতি মাধব-ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন, বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেম রসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছিল প্রেম ভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন হরি হরি॥
সবেই পড়েন অভিষেক মন্ত্রগীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈলা পুলকিত॥
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥

দিব্য বনমালা তার তুলসী সহিতে ।
পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত ।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥
জয় ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ বাদন ॥
ত্রাহি ত্রাহি সবেই বলেন বাহু তুলি ।
কার বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী ॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায় ।
প্রেম-বৃষ্টি দৃষ্টি করি চারি দিকে চায় ॥
আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত ।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি ।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে ।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে ॥
প্রভু বলে বাড়ি গিয়া চাহ ভাল মনে ।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে ॥
বাড়ির ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব ।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব ॥
জাম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল ॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভব-বন্ধ ॥
দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘব পণ্ডিত ।
বাহ্য দূর গেল হৈল মহা হরষিত ॥
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে ।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে ॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায় ।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব ।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা অনুভব ॥

আর মহা আশ্চর্য্য হইল [illegible] ।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পাইয়া [illegible] ॥
দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মত্ত হৈয়া ।
দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে শুন ভাই সব ।
বল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব ॥
করযোড় করি সবে লাগিলা কহিতে ।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে ॥
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ রায় ।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায় ॥
প্রভু বলে শুন সবে পরম রহস্য ।
তোমরা সকলে ইহা জানিবে অবশ্য ॥
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন ।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা ।
এক দিকে অদর্শন হইয়া রহিলা ॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে ।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥
তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে ।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥
এতেকে তোমরা সর্ব্বকার্য্য পরিহরি ।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চন্দ্র যশে ।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥
এত কহি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার ।
সর্ব্ব দিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে ।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে ॥
শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ-শক্তি ।
যেরূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি ॥
যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে ।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥

কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥
কেহ কেহ প্রেম সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় নড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ গর্জ্জন সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমবল॥
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহা প্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে প্রেমে গড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবার হইল সর্ব্ব শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥
এইরূপে পাণিহাটি গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কার বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কারে নাহি স্ফুরে॥
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বহি নাহি আর॥

পাণিহাটিগ্রামে যত হৈল প্রেম সুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেক সেসব কৌতুক॥
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কার আছে কত॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিকে নাই সব পারিষদ সঙ্গ॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে॥
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময়॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক বন।
এই মত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন॥
আপনে যে হেন মহা প্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সব ভক্ত বৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সংকীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে॥
এই মত পরানন্দ ভক্তি সুখরসে।
ক্ষণমাত্র কেহ নাহি জানে তিন মাসে॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে।
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেইক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য বিবিধ প্রস্তর॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদবলয়।
পুষ্প করি পরিলেন আত্মইচ্ছাময়॥

স্বর্ণ অঙ্গুরি যত্নে করিয়া রচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্যহার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥
রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥
মুক্তা কষা সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগত মোহন॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতী মল্লিকা যূথি চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন খেলা॥
গোরচনা সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিচিত্র পট্টবাস॥
তদুপরি নানা বর্ণ মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরি ধ্বনি॥
যে দিকে চাহেন দুই কমল নয়নে।
সেই দিকে প্রেমরসে ভাসে সর্ব্ব জনে॥
বেতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিকে করি তাতে সুবর্ণ বন্ধন॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সুহার॥
শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদ দড়ি গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ কলা॥
এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব রঙ্গে।
বিহারেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্ত গৃহে করে প্রভু পর্য্যটন কেলি॥

জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে [illegible]
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতি[illegible]
দরশন মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তত্ত্ব দুই নিত্যানন্দ রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেই করে হয় মতি॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সর্ব্বত্র মধুর।
সবারেই কৃপা দৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় যত যত জন॥
গৃহস্থের শিশু কে না কিছুই না জানে।
তাহারাও মহাবৃক্ষ ধরি ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
মুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিলেও ধরিতে না পারে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী।
এই মত নিত্যানন্দ বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ।
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্ত লাগে চমৎকার॥
[illegible] সকল ভক্তবৃন্দ॥
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন প্রভু অট্ট অট্ট হাসে॥
এক দিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥

স্কন্ধে ধরিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে কে কিনিবে গোরস ॥
শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয় ॥
দেখি বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥
অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল গোপাল।
সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ চন্দ্র রায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায় ॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি ॥
এই রূপ লীলা তান নিজ প্রেমরঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে ॥
গোপী ভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে ॥
দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দ রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায় ॥
প্রেমভক্তি বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপম ॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গীতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন মহিমা ॥
কিবা সে নয়ন-ভঙ্গি কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত সব কম্পন বিলাস ॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড় জোড় লম্ফ দেন মনোহর ॥
যে দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিকে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে
হেন সে করেন কৃপ -দৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহস্মৃতি কার না থাকয় ॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে তে জনে

হস্তী সম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥
এক মাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহ প্রায় সব ব্যবহার।
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য মায়ায় ॥
এই মত কত দিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরি বোল বলায় সবারে ॥
সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেল সেই কাজির আলয় ॥
যে কাজির ভয়ে লোক পলায় অন্তরে
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে ॥
নিরবধি হরি নাম করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়ীতে ॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্বগণে।
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে।
গদাধর বলে আরে কাজি বেটা কোথা
ঝাট কৃষ্ণ বল নহে ছিণ্ডিবাঙ মাথা ॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজি হইল বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির ॥
কাজি বলে গদাধর তুমি কেন এথা।
গদাধর বলেন আছয়ে কিছু কথা ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা হরি হরি ॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরি নাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা স্থান
পরম মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমারে সকল পাপে উদ্ধারিব আমি
যদ্যপিও কাজি মহা হিংস্রক চরিত।
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত ॥

হাসি কাজি বলে শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাঙ হরি আজি যাও ঘর॥
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেম সুখে॥
গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখন করিলা হরি নামের গ্রহণে॥
এত বলি পরম উন্মাদ গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে॥
হেন মত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহার গণনা॥
যে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতিমাত্র লয় সেই ক্ষণে॥
হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসা ধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ আবেশের কর্ম্ম॥
সত্য কৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি সর্প ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণ ভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥
ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্য শরণ॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কত দিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব আইলা সংহতি॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়॥
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥১
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা অজগর সর্প লই নিজকোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্য দাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়ে॥
সেবক বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ব্রহ্মার দুর্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥
চৈতন্য দাসের আত্ম বিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ মন কথা॥
দুই তিন দিন ডুবি জলের ভিতরে।
থাকেন কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড় প্রায় অলক্ষিত দেশ ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ বিক্রম অপার॥
চৈতন্য দাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি সকল অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত॥
এবে কেহ বলায় চৈতন্য দাস নাম।
স্বপ্নে নাহি বলে শ্রীচৈতন্য গুণগ্রাম॥২
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যার ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য ভক্তি।
যাহার প্রসাদ অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি॥
সাধুলোক অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেই ছার বলায় চৈতন্য দাস নাম।
সে বা কেন জানিবে অদ্বৈত গুণগ্রাম॥

এ পাপীরে অদ্বৈতের লোক বলে যে।
অদ্বৈত হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহি পুণ্যজন।
এই মত এ সব চৈতন্য দাসগণ॥
কত দিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগত বিদিত যে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের আগারে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর-তীরে।
কায়-বাক্য-মনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকলে নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক সবের কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈলা নিস্তার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরি সংকীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম আবেশে দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে করেন ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপাতে হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মত সপ্তগ্রামে অম্বুয়া মুল্লুক।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কত দিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে।
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানে যে জন্মিল কোন সুখ॥
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥

কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥
তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহ হেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্যধর্ম্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার॥
বিষ্ণু-ভক্তি সবেই লয়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষ দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহুপুণ্য॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদি-দেব মহীধর॥
রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে সে জনে॥
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ আবেশে পাসরিলেন আপনা॥
অদ্বৈত সে জানে নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥

তবে যে কলহ হেন অন্য[illegible]
সে কেবল পরানন্দ যদি মনে [illegible]॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি [illegible]।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যাঁর॥
হেন মতে দুই মহাপ্রভু মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণ কথা মঙ্গল প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিতে।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইল প্রীত॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি॥
সেই মতে সর্ব্বদা আইলা আইস্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই॥
আই বলে বাপ তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর॥
কত দিন থাক বাপ নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে॥
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত॥
নিত্যানন্দ বলে শুন আই সর্ব্ব মাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা॥
মোর ইচ্ছা তোমা দেখি থাকিয়া হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥
হেন মতে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তনে বিহরে॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥

পরম মোহন সংকীর্ত্তন মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি মুক্তা স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভা করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥
গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব্বঅঙ্গ।
নিরবধি বাল গোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়॥
শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥
বেত্র বংশী পাচনী জঠর তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যান জগমনলোভে॥
রজত নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে॥
যে দিকে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই দিকে হয় কৃষ্ণ রস মূর্ত্তিমন্ত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য জন্ম-ভূমি নবদ্বীপে॥
নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে অন্ত নাহি জানি॥
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ায় পরশে॥
তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি অতি হৈল অমায়ায়॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥
চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানা মতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার॥

শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর কেহ নাহি আর॥
যত চোর দস্যু তার মহা সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ অতি পরম কুমতি॥
পর ধনে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ সহিত বিহরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণিমুক্তা দিব্য হার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল সেই ব্রাহ্মণের মন॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে॥
অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নহে।
জানিলেন মহাপ্রভু অনন্ত হৃদয়ে॥
হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা আকিঞ্চন॥
সেই ভগ্যবন্তের গৃহেতে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল চোর করেন যুকতি॥
আরে ভাই সব আর কেন দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইল এক ঠাঞি॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হিরাকসা বহি নাই আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এই ঠাঞি মিলাইলা আনি॥
শূন্য বাড়ী মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে
কাটীয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে।
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥
এই মত যুক্তি করি সব চোরগণ।
সবে নিশাভাগ করি করিল গমন॥

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া মিলিল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল একজন॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত যে প্রভুর ভক্তগণ।
কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জ্জন॥
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
হই হই হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণরসে নিদ্রা নাহি সবে অচেতন॥
চরে আসি কহিলেক সব দস্যু স্থানে।
ভাত খায় অবধূত জাগে সর্ব্বজনে॥
দস্যুগণ বলে সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে হানা দিব গিয়া॥
বসিল সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পরধন লইবেক এই কুতূহলে॥
কেহ বলে মোহার সোণার তাড বালা।
কেহ কয় মুঞি নিমু মুকুতার মালা॥
কেহ বলে মুঞি নিমু কর্ণ আভরণ।
স্বর্ণ হার নিমু মুঞি বলে কোনজন॥
কেহ বলে মুঞি নিমু রজত নূপুর।
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর॥
হেনই সময়ে দেখ প্রভুর ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায়॥
সেইখানে ঘুমাইল সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইল সবে মহা অচেতন॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত॥
কাক রবে জাগিল সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখ মন॥
ব্যস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে
সত্বরে চলিল সব দস্যু গঙ্গাস্নানে॥

শেষ সব দস্যুগণ নিজ স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা।
কেহ বলে কলহ করহ কেন আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার॥
কেহ বলে তুই আগে শুইলি দুয়ারে।
কহ বলে তুই বড় আছিলি জাগিয়ে॥
দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে কলহ করহ কেন আর॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায়॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে
বিনি চণ্ডী পূজয়া সে লাভ তে কারণে।
ভাল করি আজ সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক স্থানে চণ্ডী পূজি গিয়া॥
এতেক করিয়া যুক্তি পাপী দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন॥
আর দিন চোরগণ কাছি নানা অস্ত্র।
আইলেক বীরবেশে পরি নীলবস্ত্র॥
মহানিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে॥
বাটীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সবেই উদ্দণ্ড।
নানা অস্ত্রধারী সবে পরম প্রচণ্ড॥
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেই ক্ষণে॥
তা সবার গলে মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম সংকীর্ত্তন॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ গায় সেই সব গণে॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাটী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত॥

সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে।
কোথাকার পদাতিক আইল হেথাতে॥
কেহ বলে অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া॥
কেহ বলে ভাই অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি।
জ্ঞানবান্ কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি একজন॥
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সবে।
আর কেহ বলে তুমি বসি থাক ভাই।
যেখায় যে পরে সেবা কেমত গোসাঞি।
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে জানিলাম সকল কারণ॥
যত যত লোক জন চারি দিক হৈতে।
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥
কোন দিক হৈতে কোন রাজার নস্কর।
আনিয়াছে তার পদাতিক বহুতর॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে করে হরি হরি জপ॥
এ বা নহে কোন পদাতিক আসি থাকে
তবে কত দিন এড়াইবে এই পাকে॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চুপে দিন দশ বসি থাক ভাই॥
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূত চন্দ্র প্রভু সচ্ছন্দে বিহরে॥
নিত্যানন্দ চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সকবিঘ্ন খণ্ডে তাহা সবার স্মরণে॥
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে।
তাহার করিতে বিঘ্ন পারে কোন জনে॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যার দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন জনে॥
সর্ব্বগণ সহ বিশ্বনাথ যার দাস।
যার অংশ রুদ্র করে জগত বিনাশ॥
যার অংশ নড়িতে ভুবনকম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তার ভয়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে সচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
সচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥
সর্ব্ব অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব রোহিণী কুমার॥
কর্পূর তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে জগজ্জন মন॥
অভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয় পরমানন্দ ভক্ত গোষ্ঠী সনে॥
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দ চন্দ্রের ভবনে॥
দৈবে সেই দিন মহা ঘোর অন্ধকার।
মহাঘোর নিশা নাহি লোকের সঞ্চার॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশাচর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাছন॥
প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে॥
কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণে।
সবে হইলেন হত প্রাণ বুদ্ধি মনে॥
কেহ গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকেপোকে ডাঁসেতারেকামড়াইমারে
উচ্ছিষ্টগর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক করয়ে ক্রন্দন॥
সেই খানে কার কার গায়ে হৈল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকী।
করিতে লাগিল মহা ঝড় বৃষ্টি ঝকি।

একে মরে দস্যুগণ জোঁকের কামড়ে।
বিশেষ মরয়ে আরো মহা বৃষ্টি ঝড়ে॥
শিলা বৃষ্টিপাত সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায় ভাসে দুঃখের সাগরে॥
হেন সে পড়য়ে এক মহা ঝন ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা॥
মহা বৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহা শীতে সবার কম্পিত কলেবর॥
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে।
নিত্যানন্দ দ্রোহী আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া॥
কত ক্ষণে দস্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেই ঈশ্বর মনুষ্য কভু কহে॥
এক দিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিও না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায়॥
আর দিন অদ্ভুত যে পদাতিকগণ।
দেখাইলা তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠের এসব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈনু মতি॥
এ মহা সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল স্মরণ।
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেই ক্ষণে কোটি অপরাধীর নিস্তার॥

কারুণ্য শারদা রাগেণ গীতয়ে।
যে জন শরণ করে ভয় নাহি রহে॥
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষ রক্ষ প্রভু মোরে সর্ব্ব জীবপাল॥

যে জন আছাড়ু প্রভু পৃথিবীকে [illegible]।
পুনশ্চ পৃথিবী তাঁরে হয়েন [illegible]॥
এই মত যে তোমার অপরাধ [illegible]।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে [illegible]॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ।
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মস্ব-গোবধী।
মোর বড় আর প্রভু নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব মহা পাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন।
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
এ শঙ্কট হৈতে প্রভু কর আজি রক্ষা।
যদি জিও প্রভু তবে হৈল এই শিক্ষা॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জিও মরোঁ। এই হউ মোর আশ॥
কৃপাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥
এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই চক্ষু বিমোচন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্মরণ প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে॥
কত ক্ষণে পথ দেখে সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সবে করিলা গমন॥
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণে।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেই ক্ষণে॥
দস্যু সেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে।
নিত্যানন্দ চরণে আইলা সেই মতে॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করে শুভ দৃষ্টিপাত॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত মণি॥
সেই মহা দস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয়॥

আপাদ মস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহা কম্প॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি দ্বিজ করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥
ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
বাহু তুলি এইমত বলে ঘনেঘন॥
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেন এমত চরিত॥
কেহ বলে মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে।
কেহ বলে নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন॥
দ্বিজের অনন্ত প্রেম বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া॥
প্রভু বলে কহ দ্বিজ কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত॥
কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি অকপটে কহ সব।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন॥
গড়াগড়ি যায় দ্বিজ সকল অঙ্গনে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় আপনা আপনে॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কত ক্ষণে।
কহিতে লাগিল সব প্রভু বিদ্যমানে॥
এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নামে সে ব্রাহ্মণ সব চণ্ডাল আচার।
নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥
এক দিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইনু আমি শ্রীঅঙ্গের ধন॥
সে দিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ার নাহি জানিনু তোমারে॥
আর দিন নানা মতে চণ্ডীকা পুজিয়া।
আইলাম খঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাছিয়া॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ী পদাতিকগণে॥
একৈক পদাতি যেন মত্তহস্তী প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়॥
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমার সবার।
কভু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার॥
কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেইমতে॥
তবে কতদিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম।
বাটীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানা স্থানে॥
কাঁটা জোঁক পোকে ঝড় বৃষ্টিশিলাপাতে।
সবে মরি কার শক্তি নাহিক যাইতে॥
মহা যম-যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিনু একান্ত ভাবে সবেই স্মরণ॥
তবে হৈল সবার লোচন বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥
আমি সব এড়াইনু এমত যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত রায়॥

শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥
দ্বিজ বলে প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে মোরে আর না যুয়ায় ॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
এই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায় ॥
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
প্রভু বলে দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥
পতিত তারণ হেতু চৈতন্য গোসাঞি।
অবতরি আছেন ইহাতে অন্য নাই ॥
শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি ॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর ॥
ধর্ম্ম পথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবে পরিত্রাণ ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন ॥
কাকু করে দ্বিজবর চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
প্রভু মোর নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
মুই পাতকীরে দেহ চরণে শরণ ॥
তোমার হিংসাতে হৈল মোর এই মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের মন্দলোকে হৈবে গতি ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম দেন তার মস্তক উপর ॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রণাম।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ।
সেই দ্বিজ দ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্ম্ম পথে সবে লয় চৈতন্য শরণ।
ডাকা চুরী পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণু ভক্তিযোগে দক্ষ ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত কৃষ্ণ নাম নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা সাগর ॥
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায় ॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে ॥
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যেবা পুলক হুঙ্কার ॥
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপের শক্তি ॥
ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
দস্যুগণ মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।
বিহরেন অভয় পরমানন্দ সুখে ॥
তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ফিরে সংকীর্ত্তন রঙ্গে
খামা চৌড়া বড়গাছী আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছী গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ মন ॥

কার কোন কর্ম নাই সংকীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু পায়ে পায়ে নুপুর সবার॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণ ভাব।
অশ্রু কম্প পুলক যতেক অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তন॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ।
নিত্যানন্দ স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নারি সীমা॥
তথাপিও নাম কহি জানি যার যার।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিব সংসার॥
যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ গোষ্ঠী গোপ গোপী অবতার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর ভাবেতে কথা কয়॥
যার বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যার দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুরারী পণ্ডিত।
যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥
মহাভাগবত্ত জীবপণ্ডিত উদার।
যার ঘরে নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ প্রিয় মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যার দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি॥
প্রেমভক্তি রসময় গদাধর দাস।
যার দরশন মাত্র সর্ব্ব পাপ নাশ॥

প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান॥
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরিদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত॥
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয়॥
জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্দ্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদ যাহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥
সদাশিব কবিরাজ মহা ভাগ্যবান।
যার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥
উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার॥
মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥

চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যার ॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥
বড়গাছী নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ গতি ॥
গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেম রসময় ॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দ চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি বলিতে ॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাহারা গুরু সম ॥
শ্রীচৈতন্য রসে সবে পরম উদ্দাম।
সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন প্রাণ ॥
কিছু মাত্র আমি লিখিলাম জানি যারে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে ॥
সর্ব্ব শেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত ॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদযুগে গান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥
হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্ব্বদাস সহ করে কীর্ত্তন আনন্দ ॥

বৃন্দাবনে যেন [illegible]
সেই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের [illegible]
অকৈতব রূপে সর্ব্ব জগতের [illegible]
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে [illegible]
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুলে শোভে সুরঙ্গ অধর ॥
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহ সুখ পায় কার না জন্মে বিশ্বাস ॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্বে অধ্যয়ন ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তার বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি ॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথায় আছেন কত দিন কুতূহলে ॥
প্রতি দিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য স্থানে।
পরম বিশ্বাস তার প্রভুর চরণে ॥
দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা কিছু করিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥
বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার ঠাঞি যদি দেহ মন ॥
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু বল শ্রীবদনে ॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুত না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ ॥
সন্ন্যাসী আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ ॥
ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
করেন চন্দন মাল্য সদায় বিলাস ॥

দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেন।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
শাস্ত্রমত মুঞি তার না দেখি আচার।
এতেকে আমার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক করি তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তবে কহিলেন তানে।
শুন দ্বিজ যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু না জন্মায়॥

তথাহি।

মনোহত্বে কান্তভক্তানাং গুণদোষেঽনবায়নাং
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং॥ ১৪

পদ্ম পত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বিনা করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় যেই জন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র ভিন্ন অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণে প্রমাণ॥

তথাহি।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ১৫

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তাঁন কর্ম্ম
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায় তাঁরে হাসিলে সে মরি॥
ভাগবত হইতে সে সব তত্ত্ব জানি।
তাহা যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি॥

মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥
এক কালে রামকৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে॥
কি দক্ষিণা দিব বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নী সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রামকৃষ্ণ স্থানে।
তবে রামকৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দৈবকীও মাগিলেন মৃত পুত্র দান॥
দৈবে রাম কৃষ্ণে এক দিন সম্বোধিয়া।
কহেন দৈবকী অতি কাতর হইয়া॥
শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥
সর্ব্ব জগতের পিতা তুমি দুইজন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্র রূপে অবতার॥
যম ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত হয় তাহা সবারে দেখিতে॥
কত কাল গুরু পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা হেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া॥
এই মত আমারেও কর পূর্ণকাম।
আনি দেহ মোরে মৃত পুত্র ছয় জন॥
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
সেইক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন॥
নিজ ইষ্টদেবে দেখি বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝ॥

গৃহ পুত্র দেহ মিত্র সকল বান্ধব।
সেই ক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥
জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ ॥
জয় সাংখ্য গোপাচার্য্য হলধর নাম।
জয় জয় কৃষ্ণভক্ত পূর্ণ মনস্কাম ॥
যদ্যপিও শুদ্ধ সত্ত্ব দেব ঋষিগণ।
তা সবার দুর্লভ তোমার দরশন ॥
তথাপি হেন সে প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহ দেখিও সাক্ষাতে ॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিদস্তন।
তাহারে পাঠালে প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বরে সবেই না পারে ॥
যোগেশ্বর সবে যার মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব লোকনাথ।
গৃহ অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত ॥
তবে মুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকি গিয়া ॥
তোমার দাসের সহ কর মোরে দাস ॥
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ।
রামকৃষ্ণ পাদদ্বয় ধরিয়া হৃদয়ে।
এই মত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে ॥
হেন পুণ্যজল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগোদয় হৈতে ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥

আজ্ঞা কর প্রভু মোরে [illegible]।
যদি মোরে ভৃত্য হেন [illegible] ॥
যে করয়ে প্রভু আজ্ঞা পালন [illegible]।
সেই জন হয় বিধি নিষেধের [illegible] ॥
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন বলিতে লাগিলা ॥
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্ত আইলাম তোমার আলয় ॥
আমার মাতার ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥
নিরবধি সেই পুত্র শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দৈবকী দেবী দুঃখিতা হইয়া ॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
ইহা সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ ॥
প্রজাপতি মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয় জন ॥
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হইয়া মে হিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস ॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে ॥
তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥
তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর বার।
দেবকীর গর্ভে লয়ে কৈলেন সঞ্চার ॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানা মতে ॥
জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা তথাপি মারিলেন কংসরায় ॥

দৈবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
তা সবার তরে কান্দে নিজ পুত্র মানি।
এই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
এই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয় জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেই ক্ষণ ॥
প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥
সিদ্ধ সব পাইলেক এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥
যে দুষ্কৃতি হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে ॥
শুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু নাহি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে।
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে ॥
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারে বিঘ্ন ধরে।
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে ॥
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে।

তথাহি।—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাং।
অসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনা॥ ১৬

মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি।—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥১৭

তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য কথা ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বলি মহাশয়।
অনন্ত আনন্দ যুক্ত হইলা হৃদয় ॥
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥
তবে রামকৃষ্ণ প্রভু লই ছয় জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন তত ক্ষণ ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দৈবকী সেই ক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষ মনে ॥
ঈশ্বরের অবশেষ স্তন করি পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্য জ্ঞান ॥
দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বর চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি সবারে করিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥
চল চল দেবগণ যাও নিজ বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান।
তাঁহারে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিও কামনা ॥
ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয় জন।
পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
পিতা মাতা রাম কৃষ্ণ পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণে নিজ পুরী ॥
কহিলাম এই বিপ্র ভাগবত কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাঁহারে জানিতে নাহি পারি।
অলৌকিক চেষ্টা বা যে কিছু দেখ তান
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইবে উদ্ধার ॥
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার।
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তাঁর বাধ ॥
চল তুমি বিপ্র শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥

পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর তার রক্ষা নাহি যম ঘরে ॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র কহিল তোমারে ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দ যুক্ত হইল তখন ॥
তবে ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তারে করিলা প্রসাদ ॥
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
দেব গুহ্য লোক বাহ্য যাহার আচার ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম যোগেন্দ্র।
যারে কহি আদি দেব ধরণী ধরেন্দ্র ॥
সহস্র বদন নিত্য শুদ্ধ কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি ॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্য মোরে হউ অধিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেব্য বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর শ্রীজগদানন্দ প্রাণ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেন মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে ॥
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নৃত্য গীত হৈল সবার ভজন ॥
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে ॥
সেই মত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায় ॥
পরম বিহ্বল পারিষদ সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥
এই মত সর্ব্ব পথে প্রেমানন্দ রসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥
কমলপুরেতে আসি দেউল দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি করেন হুঙ্কার ॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাহান চিত্ত শ্রীচৈতন্য বিনে।
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলা ছাড়ি ভক্ত বৃন্দ ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥

প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যান পর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
শ্লোকছন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে স্তুতি শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥

তথাহি। —

মদিরা যবনী পাণিঃ বিশেদাশোণিতকালয়ঃ।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যঃ নিত্যানন্দ পদাম্বুজং ॥ ১৮

মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেম বৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেই ক্ষণে।
উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে ॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥
হরি বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥
দুই জনে প্রদক্ষিণ করিল দোঁহারে।
দোঁহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দোঁহারে ॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দে ক্রন্দন ॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিযাছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দোঁহারে।
দোঁহারেই দোঁহে যোড়হস্তে নমস্কারে ॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ।
কৃষ্ণ ভক্তি বিকারের আছে যত মর্ম্ম ॥
ইহা বিনা দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই।
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি ॥১
কি অদ্ভুত প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস ॥

তবে কত ক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥
নাম রূপ তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ॥
যত কিছু তোমার অঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার ॥
স্বর্ণ মুক্ত হিরা কসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধ ভক্তি করিয়াছ নিজ সুখে ॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সবেই হইল বিমোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ যোগী যোগীশ্বরে ॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস অবতার ॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তন সুখে।
দিবানিশি কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে ॥
তবে কত ক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥
প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥
প্রদক্ষিণ কর কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার ॥
কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোর স্থানে
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥
মন প্রাণ ঈশ্বর সবার প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি ॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥

তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ ভক্তি আচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে
ব্যবহারী জনে সে সকলে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।°
বৃক্ষ দ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম॥
প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধ ভক্তি বিনা কিছু নহে আর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥
নাগ বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্ব জনে বুঝিবারে পারে॥
পরম ধর্ম্মে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যে জন নিন্দয়ে তার হয় কার্য্যবাদ॥ ২
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তি রস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়বাক্য মনে॥
নন্দগোষ্ঠী রসে তুমি বৃন্দাবন সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আনন্দ কৌতুকে॥
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা গুঞ্জাহার মালা গন্ধ।
সর্ব্ব কাল এই রূপ তে মার শ্রীঅঙ্গ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি।
সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি॥

এতেকে যে তোমারে তোমার সেবকেরে
প্রীতি করে সত্য সত্য সে করে আমারে
স্বানুভাবানন্দে দুই মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত॥
কত ক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানয়ে সর্ব্বথা॥৩
নিত্যানন্দে চৈতন্য যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দ বিগ্রহ দুই জন।
চৈতন্য ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেও প্রভু ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এই মত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়।
বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মা আদি সবে এই কয়॥
না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীর এই সে বাক্য অন্যে কি কথা॥
এই মত ভাব রঙ্গে চৈতন্য গোসাঞি।
এক কথা না কহেন এক জন ঠাঞি॥
হেন সে তাহান রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীতি কারে না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
মুনি ধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥
বেত্র বংশী বর্হিপুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ দড়ি॥
ইহা বা ধরেন কেন মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহ বলে ভক্ত নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া অধিক সবার॥
গোপ গোপী ভক্ত সর্ব্ব তপস্যার ফলে।
তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকলে॥
অতি কৃপা পাত্র সে গোকুল ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়॥

তথাহি।—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥ ১৯

এই মত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্ব্বত্রে শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
ন ন্যে রাজা যেন ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ কোন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যেমন বাহু অঙ্গুলী চরণ॥
তথাপিহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক চেষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব।
সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥
আবির্ভাব হইয়েছে যে সব শরীরে।
সবারে অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে॥
[illegible] সর্ব্ব শক্তি দিয়াও আপনে।
[illegible] শাস্তিও করেন ভাল মনে॥
ই[illegible] মধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রীতি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥
কোটি অলৌকিক যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন॥
এই মত কত ক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূত চন্দ্র সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম হর্ষমনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যে যে হেন দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন॥

জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পাড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কার ঠাঞি।
সবে কহে এই কৃষ্ণ চৈতন্যের ভাই॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে।
আনন্দে চলিল গদাধর দরশনে॥
নিত্যানন্দ গদাধর যে প্রীত অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥
গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তাঁরে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥
দেখি শ্রীমুরলা মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ আনন্দ অশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥
দোঁহে মাত্র দেখিল দোঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যান্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যান্যে দোঁহে বলে মহিমা দোঁহার॥
দোঁহে বলে আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।
দোহে বলে জন্ম আজি হইল সফল॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি আনন্দ সাগরে॥

হেন সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস।
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ গদাধরে।
একের অপ্রিয় তারে সম্ভাষ না করে॥
গদাধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সংকীর্ত্তনে॥
তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন আজি ভিক্ষা ইথি॥
নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে।
একমোন চাউল আনিয়াছেন যতনে॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌর হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিল সুন্দর।
দুই খানি দিলা গদাধরের গোচর॥
গদাধর এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিব ভোজন॥
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গোসাঞি।
নয়নেতে এমত তণ্ডুল দেখি নাই॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
আনিয়াছ গোপীনাথ দেবের লাগিয়া॥
লক্ষ্মী মাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা তবে ভক্তগণ॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেল গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য রঙ্গ বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিবারে গেলা॥
কেহ করে নাহি দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥
তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোণ জল।
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান॥
গোপীনাথ অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
গদাধর গদাধর ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শুন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥
আমি ত তোমার দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা বলেতে আমি লই।
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন মোর ইথে আছে ভাগ
কৃপা বাক্য শুনিয়া নিতাই গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ সাগর ভিতর॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে
প্রভু বলে তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র করিয়া॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন ব্যঞ্জন প্রশংসে॥
প্রভু বলে এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি পত্রের কর এমন ব্যঞ্জন॥

বুঝিলায় বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি॥
এই মত সন্তোষেতে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥
এ তিন জনের প্রীতি এ তিনে সে জানে
গৌরচন্দ্র আট না কহেন কার স্থানে॥
কত ক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন পত্র লুট কৈল ভক্তগণ॥
এ আনন্দ ভোজন যে পড়ে যে শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয় কৃষ্ণ পায় সেই জনে॥
গদাধর শুভ দৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানিতে পারে নিতাইচাঁদেরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে যাহার প্রীতি মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সেই জনে॥
হেন মতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে।
রহিলেন গৌরচন্দ্র সঙ্গে কুতূহলে॥
তিন জন একত্রে থকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর॥
জগন্নাথ একত্রে দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল মাত্র সবে সংকীর্ত্তনে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবন ধন্য॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত চৈতন্য জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
এবে শুন বৈষ্ণব সবার আগমন।
আচার্য্য গোসাঞি আদি যত ভক্তগণ॥
শ্রীরথ যাত্রার লাগি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত গোষ্ঠী হইল বিজয়॥
ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথ যাত্রা দেখিবারে॥
আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ
সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন॥
চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস॥
চলিল আচার্য্য রত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবিভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর।
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় কর্ম্ম বন্ধ নাশ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিল আনন্দে।
উচ্চঃস্বরে যারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সঙ্গে কথা কয়॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস যার সিন্ধুকূলে বাস॥
চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহাশয়।
যার স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনি বিক্রয়॥
চলিলা মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল
দশদিক হয় যার স্মরণে নির্ম্মল॥
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহা হর্ষ মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু সনে॥
চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস।
রত্ন বাহু যারে প্রভু করিলা প্রকাশ॥
সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যার ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষ মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥
হরি বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান।
প্রভু নৃত্যে দেউটি ধরেন সাবধান॥

নন্দন আচার্য্য চলিলেন প্রীত মনে।
নিত্যানন্দ যার গৃহে আইলা প্রথমে॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যার অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি।
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যার জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান।
যার দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ পণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ বিগ্রহ নিশ্চিত॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণ রসে মত্ত॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুয়ের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরি বাসরে॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাহার বিষয়॥
হরষিতে চলিলা আচার্য্য পুরন্দর।
বাপ বলি যারে ডাকে শ্রীগৌর সুন্দর॥
চলিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যার ঘরে হৈল চৈতন্য বিহার॥
ভবরোগ বৈদ্য সিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যার দেহে বৈসে গৌরাঙ্গশ্রীহরি॥
চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে।
নাম বলে যারে না লঙ্ঘিল সর্প বিষে॥
চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়।
অক্রুর করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়॥
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণ পণ্ডিত সহিত॥
আই দরশনে শ্রীপণ্ডিত দামোদর।
আসি ছিলা আই দেখি চলিলা সত্বর॥
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত কত জানি নাম।
চলিলেন সবে হই আনন্দের ধাম॥

আই স্থানে ভক্তি করি [illegible] হইয়া।
চলিলা অদ্বৈত সিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সবেই লইলা প্রভু ভিক্ষার নিমিত্ত॥
এইরূপে সর্ব্ব পথে কীর্ত্তন করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্ব পথে॥
উল্লাসেতে হরি ধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হৈল ত্রিভুবন জন॥
পত্নী পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥
যে স্থানে রহেন আসি সবে বাস করি।
সেই স্থানে হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
শুন শুন আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান॥
এই মত রঙ্গে মহা পুরুষ সকলে।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে॥
কমল পুরেতে ধ্বজ প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সবে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভুও জানিয়া ভক্ত গোষ্ঠীর বিজয়।
আগে বাড়িবারে চিত্ত হৈল ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহা প্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥
কি অদ্ভুত প্রীত সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যার কটক পর্য্যন্ত॥
শয়নে আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার।
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার॥
এতেক ঈশ্বর তুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈত সিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥
আইলা অদ্বৈত শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠ পতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয় গোষ্ঠীর সংহতি॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাঞি।
চলিলেন হরিষে কাহার বাহ্য নাই॥

সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্রবর।
দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর॥
কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য্য ভগবান।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেম ভক্তির প্রধান॥
পাত্র শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ।
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শিখি মাহাতি ভক্তবৃন্দ॥
অনন্ত চৈতন্য ভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সবে করিলা পয়ান॥
পরানন্দে সবে চলিলেন প্রভু সঙ্গে।
বাহ্য দৃষ্টি বাহ্য জ্ঞান নাহি কার অঙ্গে॥
শ্রীঅদ্বৈত সিংহ সর্ব্ব বৈষ্ণব সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠার নালাতে॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রের আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যানেতে সব।
দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ।
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বিনা কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠি দণ্ডবৎ কেবা কারে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবৎ করি সবে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বর করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবৎ।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেই মত॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র হইলা ভাল মতে॥

এখানে যে হইল আনন্দ দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস কিম্বা সহস্র বদন॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ জলে
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ অবতার॥
যত সজ্জা আনি ছিলা প্রভু পূজিবারে
সব দ্রব্য পাসরিলা কিছুই না স্ফুরে॥
আনন্দে অদ্বৈত সিংহ করেন হুঙ্কার।
আনিলুঁ আনিলুঁ বলি ডাকে বার বার
হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি
বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও হরি বলি করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব ভক্ত গোষ্ঠীতে অন্যান্যে গলা ধরি
আনন্দে রোদন করে বলে হরি হরি॥
অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য অবতার॥
মহা উচ্চ ধ্বনি করি হরি সংকীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥
কোথা কেবা নাচে কেবা কোনদিকে গা
কেবা কোন দিকে পড়ি গড়াগড়ি যায়
প্রভু দেখি সবে হৈল আনন্দে বিহ্বল
প্রভুও নাচেন মাঝে সকল মঙ্গল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম প্রীত মনে॥
ভক্তিনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত গলা ধরি প্রভু করেন রোদন॥
জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় সেই ক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন॥

আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
আগে দিলা শ্রীঅদ্বৈত সিংহের গলায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গে শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে ॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
জন্ম জন্ম যেন প্রভু তোমা না পাসরি ॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে যাই যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা ॥
এই বর দেহ প্রভু করুণা সাগর।
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব অনুচর ॥
বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
তাসবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণব শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥
জ্ঞান ভক্তি যোগে সবে পতির সমান।
করিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥
এই মত বাদ্য গীত নৃত্য সংকীর্ত্তনে।
আইলেন সবেই চলিয়া প্রভু সনে ॥
হেন সে হইল বিষ্ণু ভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি যার দেখি না হয় উল্লাস ॥
হেন কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলী করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥
হরি ধ্বনি নৃত্য গীত মঙ্গল কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয় ঢাক বাজায় বিশাল ॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥
মহা জয় জয় শব্দ মহা হরি ধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সবে নরেন্দ্রর কূলে ॥
জগন্নাথ গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী সনে।
মিশাইলা তারাও চৈতন্য সংকীর্ত্তনে ॥

দুই গোষ্ঠী এক হই হইল [illegible]।
কি বৈকুণ্ঠ সুখ আসি হৈল [illegible] ॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দে অন্ত [illegible]।
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি ॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥
প্রভুত সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥
শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
যে রূপে নরেন্দ্র জলে করিলা বিহার ॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া সবে করে জল কেলী।
গৌড়দেশে জলকেলি আছে কয়া নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে ॥
গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার ॥
বাহ্য নাহি কারো সবে হইলা বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর দেহে সবে দেন জল ॥
অদ্বৈত চৈতন্য দোঁহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দোহে মহাকুতূহলী ॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী গোসাঞি।
তিন জনে জল যুদ্ধ কার হারি নাই ॥
গুপ্তে দত্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার ॥
দুই সখা বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর ॥

এই মত অন্যান্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য উল্লাসে সব হইলা বিহ্বল॥
শ্রীগোবিন্দ রাম কৃষ্ণ বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিবে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥
হেন সে চৈতন্য মায়া সে স্থানে আসিতে
কার শক্তি নাহি কেহ না পায় দেখিতে॥
অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয় সবে দুঃখ মাত্র পায়।
সাক্ষাৎ দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য সংকীর্ত্তন কুতূহলে॥
যত মহাজন নাম সন্ন্যাসী সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কার না হয় কেবল॥
আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদা প্রণব নাম সেই যতি ধর্ম্ম।
নাচিব গাইব একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥ ২
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসীগণ।
তারা বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাজন॥
কেহ বলে জ্ঞানী কেহ বলে বড় ভক্ত।
প্রশংসেন সবে কেহ না জানেন তত্ত্ব ।৩
এই মতে জল ক্রীড়া রঙ্গ কুতূহল।
করেন ঈশ্বর সঙ্গে বৈষ্ণব সকল॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্য রায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র জলের হৈল সেই ভাগ্য সীমা॥
এ সব ক্রীড়ার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
কর্ম্ম বন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পূর্ণ করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা লয়া॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
লাগিলা আনন্দে সবে করিতে রোদন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥
অদ্বৈতাদি ভক্ত গোষ্ঠী দেখিল সন্তোষে।
কেবল আনন্দ সিন্ধু মধ্যে সব ভাসে॥
দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি দেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডবৎ॥৩
কাশী মিশ্র আনি জগন্নাথের গলার।
মালা দিয়া অঙ্গ ভূষা কৈলেন সবার॥
মালা লয় প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি।
শিক্ষা গুরু নারায়ণ ন্যাসী বেশধারী ।৪
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন অন্যে না ধরে সে শক্তি
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রম ধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনি নমস্করে॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যে রূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘাট আরোপিয়া॥
প্রভু বলে তুলসীরে আমি না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসি যেন মৎস্য বিনা জলে॥
তবে চলে সংখ্যা নাম করিতে গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দ ধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥

সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে নিজপাশে ॥
তুলসীরে দেখেন জপেন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ॥
পুনঃ সেই সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া ॥
শিক্ষা গুরু নারায়ণ যে করান শিক্ষা ॥
তাহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা ॥
জগন্নাথ দেখি জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরহরি ॥
যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা।
সেই রূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥
পুত্র প্রায় করি সবা রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাছে ॥
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ কুতূহলে।
শ্বেতদ্বীপ নিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে।
এ সব বৈষ্ণব দেবতার দৃশ্য নহে ॥
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য চরণে।
বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে ॥
এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতার।
প্রভু অবতারে ইহা সবে অগ্রে করি।
যে রূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেই রূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন ॥
তাহারা যেরূপ প্রভু সঙ্গে অবতারে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ আজ্ঞা প্রভু করে ॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥

তথাহি —

যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তে নৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া ॥

পুনস্তে চৈব যাস্যন্তি [illegible]
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ [illegible]

হেন মতে ঈশ্বরের সঙ্গে [illegible]
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্ব [illegible]
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত সঙ্গে তারে মিলে গৌর ভগবান ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

নবম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
হেন মতে ভক্ত গোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে ॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে প্রভুর যে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
সেই সব দ্রব্য সুখে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ সব বৈষ্ণব গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেম ধার।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥
প্রেমযোগে সেই মত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম সুখে করেন ভোজন ॥
এক দিন শ্রীঅদ্বৈত সিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিল আজি ভিক্ষা কর ইথি ॥
মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু রান্ধিব আপনে।
হন্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে ॥

প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥
আচার্য্য তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন॥
শুনিয়া প্রভুর ভক্তবাৎসল্যতা বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥
পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জা করিতে লাগিলা।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড় দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্য চন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয়॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
কতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে॥
শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥
আচার্য্য রান্ধেন পতিব্রতা কার্য্য করে।
দুই জন ভাসে যেন আনন্দ সাগরে॥
অদ্বৈত বলেন শুন কৃষ্ণদাস মাতা।
তোমায় কহিয়ে আমি এই মনোকথা॥
যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার।
কোন রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে জানি আমি ইহা॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥
সবেই প্রভুরে করে পরম অপেক্ষা।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা॥
অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আজি করেন বিজয়॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কেমনেতে॥
এই মত মনে চিন্তে গোসাঞি আচার্য্য
রন্ধন করেন মনে ভাবি এই কার্য্য॥
ঈশ্বর করিয়া সংখ্যা নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তারা সব চলিল মধ্যাহ্ন করিবারে॥
হেন কালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিল দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে॥
শিলা বৃষ্টি চতুর্দ্দিকে বাজে ঝন ঝনা।
অসম্ভব বাতাস বৃষ্টির নাহি সীমা।
সর্ব্ব দিকে অন্ধকার হইল ধূলায়॥
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়।
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে
তবে হেথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ।
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কারো কেবা গেলা কতি
হেথায় অদ্বৈত সিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্কার থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন॥
ঘৃত দধি-দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।
নানা বিধ শর্করা সন্দেশ কদলক॥
সবার উপরে দিয়া তুলসী মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেই মতে।
এইরূপে মনে ধ্যান লাগিলা করিতে॥
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়॥
একেশ্বর মহা প্রভু হইলা বিজয়॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে।
প্রত্যক্ষ হইল আসি অদ্বৈত সম্মুখে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন বসিলেন গৌরহরি॥

ভিন্ন সঙ্গে কেহ নাহি ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥
হরিষে করেন পত্নী সাহত সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দিলা শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন ॥
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য রাখেন ॥
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া।
কেন রাখি ব্যঞ্জন জানহ তুমি ইহা ॥
কতেক ব্যঞ্জন খাই চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু রাখি সে সবার ॥
হাসিয়া বলেন প্রভু শুনহ আচার্য্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য ॥
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।
সকল বিচিত্র যত করিয়াছ পাক ॥
যত দেন অদ্বৈত সকল প্রভু খায়।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার ॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান।
অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম ॥
পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখন অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥
আজি ইন্দ্র জানিল তোমার অনুভব।
আজি জানিলাও তুমি নিশ্চয় বৈষ্ণব ॥
আজি হৈতে তোমারে যে দিমু ফুল জল।
আজি হৈতে তোমা তুমি কিনিলা কেবল ॥
প্রভু বলে আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহার কহ দেখি মোর প্রতি ॥
অদ্বৈত বলিল তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ॥
প্রভু বলে আর কেন লুকাও আচার্য্য।
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমার সে কার্য্য ॥

ঝড়ের সময় নহে তবে অকস্মাৎ।
মহা ঝড় মহা বৃষ্টি মহা শিলাপাত ॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া এসব উৎপাত।
করাইয়া আছ তাহা জানিনু সাক্ষাৎ ॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আসি বিদিত করিয়া ॥
সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইমু আমি এই তোমার মন ॥
এবে ঘর আনাইলে মোহারে কেবল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিলে সফল ॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসীগণে মনে আজ্ঞা দিয়া ॥
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ না করেন যার সংকল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তার এই ঝড় বরিষণ ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনিশ্বরে ॥
যে তোমা স্মরণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।
কি বিচিত্র তার এই ঝড় বরিষণ ॥
তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তি ফল ধরে ॥
অদ্বৈত বলেন তুমি সেবক বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ॥
সর্ব্ব কাল সিংহ আমি তোর ভক্তি বলে।
এই বর মোরে না ছাড়িব কোন কালে ॥
এই মত দুই প্রভু বাক বাক্য রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ কৈলা আনন্দ বিশেষে ॥
অদ্বৈতের এ সকল শ্রীমুখের কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা ॥
শুনিতে এ সব কথা প্রীত যার নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥

হরি শঙ্করের যেন প্রীত সর্ব্ব কথা।
অবোধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি হরে যেন তেন চৈতন্য অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কহে।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু হৃদয়ে।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
অদ্বৈত সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান।
এই মত শ্রীবাসাদি সব ভক্ত ঘরে।
ভিক্ষা করি সবারেই পূর্ণকাম করে॥
সর্ব্ব গোষ্ঠী লই নিরবধি সংকীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥
দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদরে দেখি প্রভু আইলা নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে।
প্রভু বলে তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে॥
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন কহিতে উত্তর॥
কি বলিলে গোসাঞি আইর ভক্তি আছে
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন কাজে।
আইর প্রসাদে যে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার সকল তান শক্তি॥
যে কিছু তোমার বিষ্ণু ভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সেহ জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥

আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞি।
বিষ্ণু ভক্তি যারে বলে সেই দেখ আই॥
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
দামোদর মুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্র প্রভুর আনন্দ নাহি সীমা॥
দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি প্রেম বশে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥
আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে তাহা দ্বিধা নাহি আর॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছি পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে॥
আই স্থানে বদ্ধ আমি শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
কহ বন্ধু সব কি কুশলে আছে সবে॥
কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
ভক্তি আছে করি বার্ত্তা লয়েন সবারে॥
ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল।
আদ্য খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণু ভক্তি থাকিলে সেই সে ধনবন্ত॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ স্থলে প্রভু সবাস্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥

ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বলেন গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেক কারো নাই॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনই পুড়িয়া হউক ছার খার॥
প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতি দিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর॥
শুনিয়া প্রভুর কৃপা বাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈল মনে মনে॥
লক্ষ নাম লইব প্রভু তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা॥
প্রতি দিন লক্ষ নাম সব দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে॥
হেন মতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে॥
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥
প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণ ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার সব থাকে পাছে॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥
নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
ভক্তি জ্ঞান দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে।
প্রভু বলে জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত করি দঢ়॥
কত ক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বলেন মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥

প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে।
জ্ঞান বড় করিয়া সে কহে [illegible]॥
ভারতী বলেন তারা না বুঝি বিচার।
মহাজন পথে সে গমন সবাকার॥
বেদশাস্ত্র মহাজন পথে সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবোধ যে আর পথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির পঞ্চ দাস॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
মহাজন হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে॥
বিনা বিচারিয়া কিসে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি যোগ মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণ প্রমাণে।
কি বর মাগিল ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থানে॥

তথাহি :—

তদস্তু মে নাথ স ভূরি ভাগো
ভবেত্র মান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যে নাহমে কোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তবপাদপল্লবং॥ ২১

কিবা ব্রহ্ম জন্ম কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এই মত কত মহাজন সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥

তথাহি :—

নাথযোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াস্তু মে॥

তথাহি :—

কর্ম্মাভিভ্রাম্যমানানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ২২

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ॥

তথাহি।—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ২৭

ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম সুখে ॥
প্রভু বলে আমি কত দিন পৃথিবীতে।
থাকিলাম সত্য এই কহিল তোমাতে।
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র ভিতরে ॥
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও তাঁহারে নমস্করে প্রীত মনে ॥
প্রভু বলে যার মুখে নাহি কৃষ্ণ কথা।
তপ শিখা সূত্র ত্যাগ সব তার বৃথা ॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তি রসময় শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
রাত্রি দিন এক না জানেন ভক্তি বিনে।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জনে ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত সকলের প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি ॥
শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥
যে প্রভু করিলা সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার ॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥
নাচ আমি তোমরা তাঁহার যশ গাও।
সিংহ হই গাহ পাছে সবে ভয় পাও ॥
প্রভু যে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ডর ॥

তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য মঙ্গল ॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥
কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।
কেহ বলে জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজন প্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম ॥

শ্রীরাগঃ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখরে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি,
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার ॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি
আজানু লম্বিত ভুজ সাজেরে।
ন্যাসীবর রূপধর, আপনা রসে বিহ্বল,
না জানি কেমনে সুখে নাচেরে ॥ ধ্রু
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণা সিন্ধু জয়,
জয় বৃন্দাবন রায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ পুরন্দর,
চরণ কমলে দেহ ছায়া ॥

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌরচরণ ॥

নব অবতারের নূতন পদ শুনি ।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব ধরে হরিধ্বনি ॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন আনন্দ ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥
পরম উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি ।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসীমণি ॥
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে ।
গায়েন অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয় ।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য বিজয় ॥
নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার ।
মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বলয়ে আর ॥
হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে ।
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে ॥
তথাপিও সবে অদ্বৈতের বল ধরি ।
গায়েন নির্ভয় হয়া শ্রীচৈতন্য হরি ॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম স্তুতি শুনি ।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসীমণি ॥
সবা শিখাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান ।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন ॥
তথাপি কাহার চিত্তে না জন্মিল ভয় ।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য বিজয় ॥
আনন্দে কাহার বাহ্য নাহিক শরীরে ।
সবে দেখে প্রভু আছে কীর্ত্তন ভিতরে ॥
যত প্রায় সবেই চৈতন্য যশ গায় ।
সুখে শুনে সুকৃতি অধম দুঃখ পায় ॥
শ্রীচৈতন্য যশে প্রীত না হয় যাহার ।
ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥
এই মত পরানন্দ সুখে ভক্তগণ ।
সর্ব্ব কাল করেন শ্রীহরি সংকীর্ত্তন ॥
এ সব আনন্দ ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে ।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥
নৃত্য গীত করি সবে মহা ভক্তগণ ।
চলিলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ।
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে ।
বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সবারে আনিতে
শয়নে আছেন না চাহেন কারো ভিতে
ভয় যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল ।
বলিতে লাগিলা অহে বৈষ্ণব সকল ॥
অহে অহে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার ।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন ।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন ॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি ।
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই ॥
যেন করায়েন যেন বলান ঈশ্বরে ।
সেই আজ্ঞি বলিলাম কহিল তোমারে ॥
প্রভু বলে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত ।
লুকায় যে কেন তারে করহ বিদিত ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবাসে ।
হস্তে সূর্য্য আবরিয়া মনে মনে হাসে ॥
প্রভু বলে কি সঙ্কেত কৈলা হস্ত দিয়া ।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া ॥
শ্রীবাস বলেন হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাম ।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাম ॥
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে ।
সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে ॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত ।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত ॥
তুমি কিবা লুকাইবা পৃথিবী ভিতরে ।
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরদ সাগরে ॥
হেম গিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত ।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত ॥

আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিলা কেমনে॥
সর্ব্ব কাল ভক্ত জয় বাড়ান ঈশ্বরে।
হেন কাল অদ্ভুত হইল আদি দ্বারে॥
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথায়।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহবা ত্রিপুরা কেহ চাটিগ্রাম বাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ ভক্তি রস কুতূহলী॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসী রূপ ধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব জগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
এই মত গায় নাচে শত সংখ্যজন।
শ্রীবাস বলেন প্রভু এবেঁ কি করিবা।
সকল সংসার গায় কোথা লুকাইবা॥
মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে
এই মত গায় প্রভু সকল সংসারে।
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাৎ॥
লুকাও আপনে তুমি প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে॥
প্রভু বলে তুমি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া।
বোলাও লোকের মুখে জানিলাম ইহা
তোমারে হারিনু মুঞি শুনহে পণ্ডিত।
জানিলাম তুমি সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত॥
সর্ব্ব কাল প্রভু বাড়াযেন ভৃত্য জয়।
এ তান স্বভাব বেদে ভাগবতে কয়॥
হাস্য মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন সবে চলিল বাসায়॥

হেন সে চৈতন্য দেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে কৃষ্ণ করি গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কৌস্তুভ ভূষণ আর গরুড় বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্মায়।
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥
হেন মতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥
প্রভু বেড়ি ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিকে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসী চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ কথা করি হরি ধ্বনি॥
হেনই সময়ে দুই মহা ভাগ্যবান।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান॥
শাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবৎ করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যাহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য॥
জয় দীন-বৎসল জগত হিতকারী।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসী রূপধারী॥
জয় জয় সংকীর্ত্তন বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব আদি মধ্য অন্ত॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার॥

তবে প্রভু মোরে না উদ্ধার কোন কাজে।
মুঞি কি না হই প্রভু সংসারের মাঝে॥
আজন্ম বিষয় ভোগে হইয়া মোহিত।
না জানিনু তোমার চরণ নিজ হিত॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য জন্ম বা কেন দিলা॥
যে মনুষ্য জন্ম লাগি দেব কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু মোরে॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষ মূলে পড়ি থাকি তব নাম লৈয়া॥
যে তোমার প্রিয় ভক্ত লওয়ায় তোমাবে।
অবশেষে পাত্র যেন হও তার দ্বারে॥
এই মত রূপ সনাতন দুই ভাই।
স্তুতি করে শুনে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি॥
কৃপা দৃষ্টে প্রভু দুই ভাইর চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥
প্রভু বলে ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
বাহির হইলে ছিণ্ডি সংসার বন্ধন॥
বিষয় বন্ধনে আছে সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলে পার।
প্রেম ভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এথানে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈত চরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণ ভক্তি হয়॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবৎ পড়িলেন অদ্বৈত চরণে॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত পাবন।
আমা দুই পতিতেরে করহ মোচন॥
প্রভু বলে শুন শুন আচার্য্য গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত বাট নাই॥
রাজ্য সুখ ছাড়ি কোথা কুরঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন শ্রীকৃষ্ণ নাম লৈয়া॥

অমায়ায় কৃষ্ণ ভক্তি দেহ এ দোঁহারে।
জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে॥
অদ্বৈত বলেন প্রভু সর্ব্ব দাতা তুমি।
আজ্ঞা কর যদি তবে দিতে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥
কায় মন বচনে আমার এই কথা।
এ দুজের প্রেম ভক্তি হউক সর্ব্বথা॥
শুনি তবে অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি।
দেখির খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এক্ষণে তোমার কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হৈলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদেতে হয় কৃষ্ণ ভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥
কত দিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া॥
তুমি দুই জন যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ ভক্তিরস॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা মণ্ডল।
আমি থাকিবার স্থান করিহ বিরল॥
শাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম।
অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ সনাতন।
চৈতন্য কৃপায় হৈলা বিখ্যাত ভুবন॥
যার বস্তু কীর্ত্তি ভক্তি মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সব করয়ে প্রচার।
নিত্যানন্দ তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব॥
যত মহা প্রিয় ভক্ত গোষ্ঠীর মহত্ত্ব।
চৈতন্য প্রভু সে সব করিল প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে॥
যে ভক্ত যে বস্তু যার যেন অবতার।
বৈষ্ণবী বৈষ্ণব যার অংশে জন্ম যার॥

যার যেন মত পূজা যাঁর যে মহত্ত্ব।
চৈতন্য প্রভু সে সব ক'রিলেন ব্যক্ত ॥
এক দিন মহাপ্রভু আছেন প্রকাশে।
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি ভক্ত চারি পাশে॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে
প্রভু বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে ॥
মনে ভাবি বলিল শ্রীবাস মহাশয়।
শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥
অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে
সেইমত এক চড় মারে শ্রীবাসেরে ॥
কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বল সর্ব্ব মতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার অগ্রেতে॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজ বড় শ্রীবাস আমায় দুঃখ দিলি ॥
এত বলি ক্রোধে হাতে ছিপ যষ্টি লয়া
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥
বালকেরে বাপ শিখাইবা কৃপা মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধ পাত্র ত্রিভুবনে
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূরে
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুরে ॥
প্রভু বলে তোহার বালক শিশু মোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর॥
মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥
প্রভু বলে অহে শ্রীনিবাস মহাশয়।
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥

শুক আদি করি সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবারে ॥
অদ্বৈত লাগিয়া মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরদ সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু বাক্য শুনি হৈল অতি হরষিত।
মহাভয়ে কুণ্ঠ হই বসেন শ্রীবাস।
অপরাধ করিনু ক্ষমহ মোরে নাথ ॥
তোমার অদ্বৈত তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলি যে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিনু তোমারে প্রভু সত্য করি অ ত॥
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস বচনে।
পূর্ব্ব প্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে ॥
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা।
যার যেন প্রভাব যাহার যেন ভক্তি।
যেবা আগে যেবা পাছে যার যেন শক্তি
সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর রায়।
আর জানে যে তাহানে ভজে অমায়ায়॥
বিষ্ণু তত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি ॥
সিদ্ধি বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত কথা সার ॥

বৈষ্ণব প্রধান ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাহার চরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী তীরে মহা ঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহা যজ্ঞ পুরাণ শ্রবণ॥
সবে শাস্ত্র কর্ত্তা সবে মহা তপোধন।
অন্যান্যে লাগিলা ব্রহ্ম বিচার কথন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জন মাঝে।
কে প্রধান বিচারেন মুনির সমাজে॥
কেহ বলে ব্রহ্মা বড় কেহ মহেশ্বর।
কেহ বলে বিষ্ণু বড় সবার উপর॥
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
শিব বড় কোথাও কোথাও নারায়ণ॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র তুমি মহাশয়।
সর্ব্ব মতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ময়॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা সবাকার॥
তুমি যে কহিবা সেই সবার প্রমাণ।
তবে ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা স্থান॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দণ্ড করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইল।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিল॥
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥
স্তুতি বা গৌরব বিনয় নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা পুত্র ব্যবহার॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অত্যাচার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি অবতার॥

ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধের [illegible]।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥
সবে বুঝাইলা ব্রহ্মার পায়েতে ধরি।
পুত্রেরে কি গোসাঞি এমত ক্রোধ করি
তবে পুত্র স্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিল।
জল পাই অগ্নি যেন সুসাম্য হইলা॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভাল মতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বরে পরীক্ষিতে।
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া।
জ্যেষ্ঠ ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন।
ভৃগু বলে মহেশ পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ড বেশ সব তুমি ধর॥
ভূত প্রেত পিশাচ অস্পৃশ্য যত আছে
হেন সব পাষণ্ডেরে রাখ তুমি কাছে॥
যতেক উৎপাতে সেই ব্যভার তোমার
ভস্মাস্থি ধারণ কোন শাস্ত্রের বিচার॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক আরে ভূতরায়॥
পরীক্ষা নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে
কভু শিব নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥
ভৃগু বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ দেব ত্রিলোচন
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন তত ক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেমত সংহার মূর্ত্তিধর॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আস্তে ব্যস্তে দেবী আসি ধরিলেন হাতে
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু এত ক্রোধ করি
দেবী বাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর
ভৃগুও চলিল শ্রীবৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ ঘর॥
শ্রীরত্ন খট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে

হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে।
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহা প্রীত হৈয়া।
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাঁহার অঙ্গে লেপেন চন্দন॥
অপরাধী প্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া যে লন তাঁর স্থানে॥
তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিয়া।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্য জল।
তীর্থেরে করয়ে শুদ্ধ হেন সুনির্ম্মল॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ চিহ্ন ধূলি॥
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী।
লক্ষ্মী সঙ্গে নিজ বক্ষে দিমু আমি স্থান
বেদে যেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন কয় নাম॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিনয় ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের পার
দেখি মহাঋষি হইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর॥
যাহা করিলেন সে তাহার কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
বাহ্য পাই প্রীত ব্রহ্মা দেখিতে দেখিতে
ভক্তি রসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে॥
হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
ভক্তি রসে মগ্ন হৈলা ব্রহ্মার কুমার॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবার জীবন।
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥

দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত বিনয় ব্যভার।
প্রেম ভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥
ভক্তি-জড় হৈলা বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে॥
সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেতে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি সভা মধ্যে মিলিলা আসিয়া॥
ভৃগু দেখি সবে হৈলা আনন্দ অপার।
কহ ভৃগু কার কোন দেখিলে ব্যভার॥
তুমি যেই কহ সেই সবার প্রমাণ।
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়ে এই কহিলেন সার॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ জনক সবার।
ব্রহ্মা শিব করেন যাহার অধিকার॥
হর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম শ্রেষ্ঠ মধ্যম যতেক যার শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়॥
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান॥
কীর্ত্তন বিহারী হই আছে বিদ্যমান॥
ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন॥
কৃষ্ণ ভক্তি সবে লইলেন দৃঢ় মনে।
ভক্তরূপে ব্রহ্মা শিব পূজেন যতনে॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষয় ব্যভার।
কহিলাম ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণ প্রহার॥

স্থষ্টি কর্ত্তা ভৃগুকেও যার অনুগ্রহে ।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে ॥
অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার ।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে ।
করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥
জ্ঞান পূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয় ।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্তজয় ॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ জয় ।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥
ভক্ত সব যেন গায় নৃত্য কৃষ্ণ জয় ।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয় ॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার ।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার ॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম ।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে ।
এ সব শঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে ॥
সবে ইথে দেখি এক মহা প্রতিকার ।
সবারে করিবে স্তুতি বিনয় ব্যভার ॥
যোগ্য হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন ॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য মতি ।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি ॥
শুন শুন আরে ভাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা ।
যে নাম লইলে নাহি হয় কোন জ্বালা ॥
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার ।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

দশম অধ্যায় ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবংশীবদন ।
জয় শচী গর্ব্ভ রত্ন ধর্ম্ম সনাতন ॥
জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় গৌরাঙ্গ গোপাল ।
জয় শিষ্ট জন প্রিয় জয় দুষ্ট কাল ॥
ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক ন্যাসীরূপে ।
বিহরেন ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে ॥
এক দিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে ॥
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি ।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি
সন্তোষে বলেন প্রভু কহত আচার্য্য ।
কোথা হৈতে আইলা করিলা কোন কার্য
অদ্বৈত বলেন দেখিলাম জগন্নাথ ।
তবে আইলাম এই তোমার সাক্ষাৎ ॥
প্রভু বলে জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া ।
তবে আর কি করিলা কহ দেখি তাহা ॥
অদ্বৈত বলেন আগে দেখি জগন্নাথ ।
তবে করিলাম প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥
প্রদক্ষিণ শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা ॥
হাসি প্রভু বলে তুমি হারিলা হারিলা ।
আচার্য্য বলেন কি সামগ্রী হারিলাঙ ।
লক্ষণ দেখাও তবে জিনিছ আমারে ॥
প্রভু বলে সামগ্রী শুনহ হারিবার ॥
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার ॥
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিকেতে চলিলা ।
তত ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥
আমি যত ক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাও ।
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে ।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ মুখ বিনে ॥

করযোড় করি বলে আচার্য্য গোসাঞি।
একপ সকল হারি তোমার সে ঠাঞি॥
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাম এই নাহি তোমা বিনে॥
তুমি সে ইহার প্রভু এক অধিকারী।
এ কথায় তোমার সে আজি আমি হারি॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু বৈষ্ণব মণ্ডল।
হরি বলি উঠিল মঙ্গল কোলাহল॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্ব কথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা॥
এক দিন গদাধর দেব প্রভু স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার কারণে॥
ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিনু কার প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন প্রসন্নতা হইবে আমার॥
প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে॥
মন্ত্রের কি দায় প্রাণ আমার তোমার॥
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥
গদাধর বলে তিঁহো না আছেন হেথা।
তার পরিবর্ত্তে তুমি করহ সর্ব্বথা॥
প্রভু বলে তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলায়ে দিবে বিধি
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি জানেন সকল।
বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইলেন কেবল আমারে দেখিবারে॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় তোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে॥
এই মত প্রভু প্রিয় গদাধর সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেম ভাব যত॥
প্রহলাদ চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সবিহিত।
আর কার্য্যে নাহিক প্রভুর অবসর।
নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥
ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেম ভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্য চন্দ্র ইহা সবা সনে॥
দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তনে।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেই ক্ষণে॥
সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপের সম কেহ নয়॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥
দামোদর স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
অলক্ষিত রূপে কেহ চিনিতে না পারে।
কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তম্বুর নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র।
আর নাহি একপুরী গোসাঞি সে মাত্র
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসী পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী-ধ্যান-পর দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসী দেহে ন্যাসী রূপে বাহু দুই জন
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদর প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম তান
প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়েন না জানেন কতি
কিবা জল কিবা স্থল কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জেন বিশাল॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন॥
দামোদর স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদর স্বরূপ সে তাহার উপমা॥
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥
দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্ভ্রম পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীত ময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥
এ কোন অদ্ভুত যার ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব ভক্ত-গণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া সেই ক্ষণে॥
পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
কি বোল কি কথা প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥
শ্রীমুখের শুনি অতি অমৃত বচন।
আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥
এই মত ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে॥
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥

বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
বাপআইলা বাপআইলা বলিতে লাগিলা॥
প্রেমনিধি প্রেমে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব বৃন্দ কান্দে চারি ভিতে।
বৈকুণ্ঠ স্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥
ঈশ্বর সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥
দামোদর স্বরূপ তাহার পূর্ব্ব সখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা॥
দুই জনে চাহেন দোঁহার পদধূলী।
দোঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহ কারে নাহি পারে দুই মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি।
কহে নীলাচলে কতদিন কর স্থিতি॥
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইল।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু নিকটে রহিল॥
গদাধর দেব ইষ্ট মন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার।
আর কি কহিব প্রেম-নিধির মহিমা।
যার শিষ্য গদাধর এই প্রেম সীমা॥
যার কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যার কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীক সর্ব্ব ভক্ত কায় বাক্য মনে॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না জানি অদ্ভুত কি চৈতন্য কৃপা পাত্র॥
যে রূপ কৃষ্ণের প্রিয়-পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে॥

নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদর স্বরূপের বড় প্রিয় সাথ॥
দুইজনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে।
অন্যান্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥
যাত্রা আসি বাজিল ওড়নষষ্ঠী নাম।
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান॥
সে দিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিলা ঈশ্বরে।
তান যেই মত ইচ্ছা সেই মত করে॥
শ্রীগৌরসুন্দর লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র ওড়ন॥
মৃদঙ্গ মুহুরি শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।
ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর পর্য্যন্ত॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি দিবসে।
ভক্ত গোষ্ঠী দেখিয়া পরমানন্দে ভাসে॥
আপনেই উপাসক উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন তান কৃপা বিনে॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসী রূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে।
পট্ট নেত শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন মুক্তা রচিত সুবর্ণে॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কন শ্রীকিরীটি পুষ্প-হার।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধ প্রকারে॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্ব গোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রভু প্রেমানন্দ রঙ্গে॥
বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব সবারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥
যার যে বাসায় সবে করিল গমন।
বিদ্যানিধি দামোদর সঙ্গে অনুক্ষণ॥
অন্যান্যে দোঁহার যতেক মন কথা।
নিষ্কপটে দোঁহে কহে দোঁহারে সর্ব্বথা॥
মাণ্ডুয়া বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদর স্বরূপের স্থানে।
মণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ড বস্ত্র পরে
দামোদর স্বরূপ কহেন শুনি কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥
শ্রুতি স্মৃতি যে জানে সে না করে সর্ব্বথা
এ যাত্রায় এই মত সর্ব্বকাল এথা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে
বিদ্যানিধি বলে ভাল করুন ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম সেবকে কেনে করে॥
প্রজা পাণ্ডা শিশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা॥ ১
জগন্নাথ ঈশ্বর সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্ব জনে॥
মণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহারা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি॥
রাজা পাত্র অবোধ যে ইহা না বিচারে
রাজাও যে সেই বস্ত্র দেন নিজ শিরে॥
দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
হেন বুঝি ওড়ন যাত্রায় দোষ নাই॥
পরম ব্রহ্ম জগন্নাথ রূপ অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করি বিচার॥
বিদ্যানিধি বলে ভাই শুন এক কথা।
পরম ব্রহ্ম জগন্নাথ বিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তান দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোক ব্যবহার।
সবে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার॥
এত বলি সর্ব্ব পথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন সে হেন হাস্যাবেশ যুক্ত হৈয়া॥

দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথ দাসেরও আচার দোষেন॥
সবে না জানেন সর্ব্ব দাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ কৃপায় শুনিবা এই ক্ষণে॥
এই মত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয় সখা।
চলিলেন কৃষ্ণ কার্য্যে যার বাসা যথা॥
ভিক্ষা করি আইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ স্থানে
প্রভু স্থানে আসি সবে থাকিলা শয়নে॥
সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
অদ্ভুত দেখিলা বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ আসি হৈলা সম্মুখে বিজয়॥
ক্রোধরূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ালেন মুখে॥
দুই ভাই মিলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড়ায় অঙ্গুলি গালে ফুলে॥
দুঃখ পাই প্রেমনিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে॥
কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।
প্রভু বলে তোর অপরাধের অন্ত নাই॥
মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতি নাশা স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া কাপড় স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া॥
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহা ভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে॥
সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিনু ঘাটিনু এই বলিল তোমারে॥

যে মুখে হাসিল প্রভু তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥
প্রভু বলে তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিল শাস্তি সেবক দেখিয়া॥
স্বপ্নে প্রেমনিধি প্রতি প্রেমদৃষ্টি হৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দউলে আইলা দুই ভায়া॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিল।
সব গালে চড় দেখি হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বলে বড় ভাল ভাল॥
যেন কৈল অপরাধ তার শাস্তি পাইল।
ভালই কৈলেন প্রভু অল্পে এড়াইল॥
দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত তার এই সীমা॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহারেও হেন মতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে॥
জানকী রুক্মিণী সত্যভামা আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত কত॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥
স্বপ্নে দণ্ড পায় কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয়॥
শাস্তি বা প্রসাদ স্বপ্নে যারে প্রভু করে।
সে যদি সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে॥
তার বড় ভাগ্যবান নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেও না কহে কিছু অভক্ত জনেরে॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চায়।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়॥
যবনের কি দায় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥

অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেও অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সেই মহা ভাগ্য হেন মানে আপনারে॥
সক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
যে প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে॥
তবে পুণ্ডরীক দেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে॥
প্রতি দিন দামোদর স্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে এক সঙ্গ হৈয়া।
প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা
আসিয়া তাহাকে কিছু কহিতে লাগিলা॥
সকালে আইস জগন্নাথ দরশনে।
আজি শয্যা হৈতে না উঠহ কি কারণে॥
বিদ্যানিধি বলে ভাই হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস॥
দামোদর আসি দেখে তার দুই গাল।
ফুলিয়াছে চড় চিহ্ন দেখেন বিশাল॥
দামোদর স্বরূপ জিজ্ঞাসে একি কথা।
কেন গাল ফুলিয়াছে কি পাইলে ব্যথা॥
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
শুন ভাই কালি গেল যতেক সংশয়॥
মাণ্ডুয়া কাপড় যে করিল অবিজ্ঞান।
তার শাস্তি দেখ এই গালে বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম॥
মোর পরিধান বস্ত্র করিল নিন্দন।
এই বলি গালে চড়ায়েন দুই জন॥
গালে বাজিয়াছে অঙ্গুলের শ্রীঅঙ্গুরি।
ভাল মতে উত্তর করিতে নাহি পারি॥
এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হৈতে পারি॥
এই কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই মানিল হৃদয়ে॥
ভাল শাস্তি পাইল অপরাধ অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা অন্ধকূপে॥
বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দ হাস॥
দামোদর স্বরূপ বলেন শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাহ সবে দেখিল তোমাতে॥
হেন মতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণ কথা রসে॥
হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে বাপ॥
পাদস্পর্শ ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন করেন জলপান॥
এ ভক্তের নাম লৈয়া গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
পুণ্ডরীক নাম করি কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

শেষখণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীশ্রী অদ্বৈতায় নমঃ॥ শ্রীশ্রী গৌর ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ॥ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণভ্যাং নমঃ॥ শ্রীশ্রীললিতাদি সখী বৃন্দেভ্যো নমঃ॥ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল বাসিভ্যো নমঃ॥ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-বাসিভ্যো নমঃ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবৎ গ্রন্থ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

সংস্কৃত শ্লোক সকলের বঙ্গানুবাদ।

আদিখণ্ড।

আজানুলম্বিতবাহু বিভূষিত কনক কান্তি শোভিত কমলায়ত লোচন এবং হরিসংকীর্ত্তনের প্রথম পথ প্রদর্শক কলিযুগ ধর্ম্ম পালক ব্রাহ্মণরূপ-ধারী সাক্ষাৎ করুণাবতার বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ উভয় মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। ১।

হে মহাপ্রভো! হে জগন্নাথনন্দন! তুমিই কেবল কালত্রয়ে সত্য-স্বরূপে প্রতীয়মান আছ; অপর সকলই অসত্য, অতএব তোমাকে ও তোমার পুত্র কলত্র সকলকেই নমস্কার করি। ২।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ এই ভ্রাতৃদ্বয়রূপে অবতীর্ণ করুণাময় পরমেশ্বর দ্বিধা শরীর ধারণ করায় দ্বিধা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন; তাঁহাকে আমরা ভজনা করি। ৩।

পবিত্র বিক্রম কনককান্তি শোভিত কমললোচন এবং সুচারু জানু পর্য্যন্ত লম্বমান যড়বাহু শোভিত ও হরি ভক্তিরসাবেশে বহুপ্রকার নৃত্য পরায়ণ সেই শচীনন্দন জয় লাভ করুন। ৪।

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের জয়। জয় তাঁহার পবিত্রময় সনাতন কীর্ত্তির জয়। জয় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি চৈতন্যদেবের ভৃত্যের জয়। জয় সর্ব্বপ্রিয় সেই গৌরাঙ্গদেবের জয়। ৫।

আমার ভক্তের পরিচর্য্যায় যথোচিত সমাদর প্রকাশ ও অষ্টাঙ্গ দ্বারা আমার ভক্তের অভিবন্দন, এইরূপে আমার ভক্তের পূজা করিলে, সর্ব্বভূতোপকারক বুদ্ধি উৎপন্না হয়। অতএব আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ জানিবে। ৬।

ভগবান বলরাম চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস কাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া নিশাকালে পূর্ণচন্দ্রকলা ধূসরিত যমুনাকূলোপবনে কুমুদিনী গন্ধাপহারী গন্ধবহস্পর্শে আনন্দিত হইয়া গোপীগণের সহিত রতিক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে গোপীগণশোভিত যমুনোপবনে গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত হইয়া বলরামকে নানা প্রকার স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

করীন্দ্র ঐরাবত করেণু যূথের সহিত যেমন ক্রীড়া করেন তদ্রূপ বলদেব ঠ কুরও গন্ধর্ব্বগণ সমক্ষে গোপীগণের সহিত রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, গন্ধর্ব্বগণ ও ঋষিগণ বিচিত্র ভগবল্লীলা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টিকরতঃ নানাবিধ বিচিত্র বিক্রম উল্লেখ করিয়া বলরামের স্তব করিয়াছিলেন । ৭ ।

একদা নক্ষত্র চন্দ্র শোভিত প্রদোষ সময় লক্ষ করিয়া অদ্ভুত বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে প্রেমানুরক্ত গোপীগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত, চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত ও বনমালা বিভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত বনে বিহার করিয়াছিলেন । ঐ সময়ে গোপীগণের সুমধুর স্তব গানে এবং কুমুদ গন্ধবাহিগন্ধবহসংস্পর্শে উভয়ে পরমানন্দিত হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর শ্রবণ ও মনের সুখদায়ক ও স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছনাযুক্ত সুমধুর সংগীত করিয়াছিলেন । ৮ ।

হে অনন্তদেব ! তুমি সর্ব্বময় ! জগতে যাহা কিছু দৃশ্য হয় সকলই তোমারই মূর্ত্তি ; অধিক কি বলিব গৃহ, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান এবং ছত্র প্রভৃতি যাহা কিছু মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা তোমারই অবশিষ্ট শরীর বিশেষ মাত্র । অতএব লোকে তোমাকে শেষ বলিয়া যে কীর্ত্তন করে তাহা সমুচিত । ৯ ।

যাঁহার সম্পর্কে জড়াত্মক প্রকৃতির সত্ব রজ স্তমঃ স্বরূপ গুণত্রয়, জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পাদন করিতেছেন এবং অকৃত্রিম সত্য স্বরূপ যে পরমাত্মা অদ্বিতীয় হইয়াও কার্য্য নুরোধে নানা রূপ ধারণ করেন ; তাঁহার অনুসন্ধান সাধারণে লোকে কিপ্রকার জানিতে পারিবে ? ১০ ।

পীড়িত বা পতিত ব্যক্তি রোগাদি শান্তি কামনায় সেই পরমেশ্বরের নাম শ্রবণমাত্র যদি অনুকীর্ত্তন করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয় ; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবান অনন্তদেব ভিন্ন অন্য কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? ১১ ।

যে অনন্তদেব গিরি সরিৎসাগরাদি সমাকুল সমস্ত ভূগোল সহস্র মস্তক দ্বারা পরমাণুবৎ অনায়াসে ধারণ করিতেছেন ; যিনি অনন্ত বলিয়া অপরের তুলনা রহিত ; সুতরাং সহস্র জিহ্ব হইলেও তাঁহার শক্তি গণনা করিতে কেহ সমর্থ হইতে পারে না । ১২ ।

এইরূপ প্রভাবান্বিত অনন্তবীর্য্য মহানুভব ভগবান অনন্তদেব পৃথিবীর মূলদেশে স্বাধীনভাবে স্থিতি করিয়া, অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন । ১৩ ।

হে নারদ ! যে মায়াবী মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে আমি ও তোমার অগ্রজ সনকাদি ঋষিগণ অসমর্থ, মূর্খেরা তাহা কিরূপে জানিবে ?

সহস্রানন অনন্তদেব তাঁহার গুণ গান করিয়া অদ্যাপি তাঁহার মহিমাংশের পারগামী হইতে পারেন নাই। ১৪।

বৈদিকী সরস্বতী পূর্ব্ব কালে যে ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া ব্রহ্মার হৃদয়ে স্মৃতিশক্তি বিস্তার করতঃ তাঁহার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই পরমর্ষি ভগবান আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৫।

হে ভগবন! হে পরমাত্মন! হে অপরিচ্ছিন্ন মহাত্মন! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকিমধ্যে তুমি কোথায় কখন কি প্রকারে কত লীলা প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছ তাহা কে জানিতে পারে? ১৬।

হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি পাপিষ্ঠের বিনাশ, সাধুজনের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ১৭।

হে মহারাজ বসুদেব! দ্বাপর যুগে সকলেই হে নারায়ণ হে মহর্ষি হে মহাপুরুষ মহাত্মন্, হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বাত্মন্, হে সর্ব্বভূতাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি এইরূপে জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া থাকেন; সেইরূপ কলি কালে ও কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনকারী কেয়ুর কুণ্ডলধারী এবং হরিদাসঠাকুর প্রভৃতি পার্ষদগণ বেষ্টিত অকৃষ্ট কান্তি গৌরাঙ্গদেবকে হরিনামসংকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞদ্বারা পণ্ডিতেরা পূজা করিয়া থাকেন। ১৮।

হরিভক্তি রসাবেশে নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তির পাদস্পর্শে পৃথিবীর অমঙ্গল, দৃষ্টিনিক্ষেপে দশ দিকের অমঙ্গল এবং বাহুস্পর্শে আকাশের অমঙ্গল উৎসারিত হয়। ১৯।

যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ আরাধনায় কখনই মনোনিবেশ করে নাই তাহার দারিদ্র্য রহিত জীবন এবং অনায়াশ মৃত্যু কখনই হইতে পারে না। ২০।

মূর্খ ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক যদি বিষ্ণায় নমঃ এবং পণ্ডিত যদি বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া নৈবিদ্য নিবেদন করে, তাহা হইলে উভয়ের তুল্য ফল জানিবে; যে হেতু ভগবান ভক্তিগ্রাহী, মন্ত্র গ্রাহী নহেন। ২১।

যে মায়া লজ্জাবশতঃ ভগবানের দর্শন পথে ক্ষণকাল থাকিতেও সমর্থ হয় না, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি পরম সুন্দর, আমার এই পুত্র এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপ করিয়া থাকে। ২২।

সাধুব্যক্তিদিগের তৃণ ভূমি জল এবং সত্যবাক্যের কখন অভাব হয় না। অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিরা ঐ সকলের দ্বারাও অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন। ২৩।

আমি সাধুদিগের রক্ষা, পাপিষ্ঠদিগকে সংহার এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। ২৪।

যুগে যুগে অবতীর্ণ পরমেশ্বরে শুক্ল, রক্ত, এবং কৃষ্ণ এই তিন বর্ণ হইয়াছিল। ইদানী কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ হইয়াছেন,—অর্থাৎ সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হংসাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ যজ্ঞ পুরুষাবতার, দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার এবং কলিতে গৌরাঙ্গাবতার। ২৫।

সত্যযুগের ধর্ম্ম ভগবানের ধ্যান মাত্র, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনাই ধর্ম্ম, দ্বাপরে ভগবৎ সেবাই ধর্ম্ম; আর কলিতে হরি-সংকীর্ত্তনের অতিরিক্ত ধর্ম্ম নাই। ২৬।

কলিকালে হরিনামই একমাত্র ধর্ম্ম। অধুনা হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। এই কলিকালে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্র গ্রহণ করিলে জীবের অনন্ত ফল লাভ নিশ্চিত জানিবে। ২৭।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে আবার বিশেষ ফল লাভ হয়। ২৮।

যে কৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিলে আত্মা ও সমস্ত শ্রোতৃবর্গ পবিত্র হয়, সেই কৃষ্ণের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে যে কি ফল হয় তাহা বর্ণনাতীত। ২৯।

হরিনাম যপ অপেক্ষা হরিনাম শ্রবণে শত গুণ ধিক ফল হইয়া থাকে। অতএব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকারী মনুষ্য আত্মা ও নিখিল শ্রোতৃবর্গকে পবিত্র করে। ৩০।

রাক্ষসগণ কলি মাহাত্ম্য বশতঃ ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুল দূষিত করিয়া থাকে। ৩১।

অধিক কি বলিব যে ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুভক্তের বিদ্বেষী, প্রমাদ উপস্থিত হইলেও তাহাদিগের সম্ভাষণ ও স্পর্শন করিবে না। ৩২।

যে ব্যক্তি যে ভাবে আমাকে ভজনা করে তাহাকে আমি সেই ভাবেই ভজনা করি। রাক্ষসাদি নিশাচর শত্রু ভাবে ভজনা করিয়া শত্রু-ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয; গোপীগণ পতিভাবে ভজনা করিয়া পতিভাবে প্রাপ্ত হন্; গোপ বালকগণ মিত্রভাবে ভজনা করিয়া মিত্রভাবে প্রাপ্ত হন্; অধিক কি যদি কোন ভক্ত দাস্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে আমি তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। ৩৩।

পক্ষিগণ যেরূপ অনন্ত নভোমণ্ডল উত্তরনে সমর্থ হয় না, সেই রূপ পণ্ডিতেরাও কখনই হরিকথার পারগামী হইতে পারেন না। ৩৪।

যে মহাত্মারা আদি খণ্ডীয় হরিকথানুবাদ শ্রবণ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বাপরাধ বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই আদিখণ্ড পাঠ করেন, অথবা সমাদরের সহিত আদিখণ্ড লিখিয়া থাকেন, প্রলয় কালেও তাঁহাদের হৃদয়ে হরিভক্তি জাগরূক থাকে। ৩৫।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মাবধি [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত লীলা প্রকাশ [illegible] আদিখণ্ডের উদ্দেশ্য, পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়া থাকেন ; এই চৈতন্য [illegible] বর্ণনা অর্থাৎ আদিখণ্ডে হরিভক্তি দানের পরমোপায় স্বরূপ চৈতন্য-গুণ বর্ণনা করিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুরও গুণ বর্ণিত হইবে, যেহেতু উভয়ে অভিন্ন। ৩৬।

আদি খণ্ড সমাপ্ত।

মধ্য খণ্ড।

যাঁহারা দ্বিজ কুলে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম পালন অর্থাৎ প্রাণিকুলের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা জগতের হিত সাধন করিয়াছিলেন ;

সেই আজানুলম্বিত বাহু, কনক কান্তি শোভিত এবং সংকীর্ত্তনের প্রথম প্রবর্ত্তক কমলায়ত লোচন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ উভয় মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

কালত্রয়ের সত্যরূপে প্রতীয়মান জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে এবং তাঁহার পুত্র কলত্র ও ভৃত্যগণকে ও প্রণাম করি। ১।

আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি হউক। ২।

যে পুরাণাদি শাস্ত্রে হরিভক্তি কথা লিখিত নাই ঐ শাস্ত্র ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত হইলেও কদাপি শ্রোতব্য ও বক্তব্য নহে। ৩।

যে স্থানে সুধা প্রবাহিনী বৈকুণ্ঠ কথা নাই অথবা বৈকুণ্ঠ কথানুরক্ত ভগবচ্চরণাশ্রিত মহাত্মাগণ যে স্থানে নাই এবং যে স্থানে যজ্ঞেশ্বরের পূজা মহোৎসব নাই, ঐ স্থান স্বর্গ তুল্য হইলেও কদাপি ভক্তের সেব্য নহে। ৪।

শিশ্ন ও উদরকে চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বদা চেষ্টিত, সেই সকল হরিভক্তি বিমুখ অসৎব্যক্তির সহিত যাহারা আসক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা সহবাস করে তাহারা নিশ্চিত নরকগামী হয়। শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ বন্দনা রহিত ব্যক্তির অনায়াসে মরণ ও দৈন্য রহিত জীবন কখনই হইতে পারে না। ৫।

জলদশ্যামতনু পীতাম্বরধারী এবং বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল দ্বারা নটবরের ন্যায় শোভমান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণবিবরে উৎপল,

কপোলে অলকা এবং মুখপদ্মে ইষদ্ধাস্য ধারণ করিয়া অনুব্রত নামক সখার স্কন্ধে এক হস্ত বিন্যাস ও অপর হস্তে লীলা কমল ঘূর্ণন করিতে করিতে ভক্তগোপীগণের নয়নগোচর হইলেন। ৬।

হে করুণাসিন্ধু অনাথবন্ধু হরি! তোমার চরণারবিন্দ দর্শন না পাওয়ায় আমাদিগের দিন সকল বৃথা যাইতেছে; যাহা হউক আমরা তোমাকে বন্দনা করি। ৭।

গো ব্রাহ্মণ হিতে রত সুতরাং জগতের হিতকারী এবং ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে প্রণাম করি। ৮।

হে বন্দনীয় গোপনন্দন হরি! তুমি বিদ্যুল্লোহিত বসন শোভিত জলদ শ্যাম শরীরে গুঞ্জাবতংস ও ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শোভমান মুখমণ্ডল, গলদেশে বনমালা এবং অবয়ব বিশেষে কবল চিহ্ন, বেত্র চিহ্ন, বিষাণ চিহ্ন ও বেণু চিহ্ন ধারণ করিয়া মৃদু পদক্ষেপণ দ্বারা ভক্তের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছ, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ৯।

বিখ্যাত কীর্ত্তি পীতবসনধারী নটবর বপু ভগবান গোবিন্দ, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প ও গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরে সুমধুর বেণু বাদন করিতে করিতে নিজ চরণচিহ্নরঞ্জিত বৃন্দাবনে গোপবালকগণের সহিত প্রবেশ করিলেন। ১০।

হে নবদ্বীপ প্রদীপ! হে পাষণ্ডমর্দ্দন! তুমি স্বনামের জপ সংখ্যা রাখিবার জন্য জপসূত্র ধারণ করিয়াছ; হে চৈতন্যচন্দ্র! হে ভগবান্ মুরারি! তোমার জয় হউক॥ ১১।

লক্ষ্মণ মন্ত্র জপ না করিয়া যে ব্যক্তি রাম মন্ত্র জপ করিয়া থাকে কল্পকোটি শত বর্ষেও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ১২।

ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম পূজা করিয়া মস্তকে প্রহার করিলে, যেমন নিশ্চিত নরক হইয়া থাকে সেইরূপ প্রতিমাতে বিষ্ণু পূজা করিয়া গর্ব্বপূর্ব্বক অপর বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নিন্দাকারী তদ্দ্বারা সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হয়। সুতরাং সে ব্যক্তি পরিণামে নরকগামী হয়। ১৩।

যে বৈষ্ণব হরি ভিন্ন মূর্ত্তির পূজা করে না এবং বিষ্ণু ভক্তের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে না, সে ব্যক্তি ভক্তাধম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ১৪।

১৫ নম্বর শ্লোক আদিখণ্ডের ৫ নম্বর শ্লোক দ্রষ্টব্য। ১৫।

১৬ নম্বর শ্লোক মধ্য ৮ নম্বর দ্রষ্টব্য। ১৬।

দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী যে শ্রীকৃষ্ণকে জিঘাংসাবশতঃ কালকূট মিশ্রিত

স্তন্য পান করাইয়াও ধাত্রীযোগ্য সদ্গতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়াময় হরি ভিন্ন অপর কাহার আশ্রয় লইব ?

বালকরুধিরপ্রিয়া পুতনা রাক্ষসী জিঘাংসা বশতঃ হরিকে স্তন প্রদান করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছে। ১৭।

সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে চরণ, সকল দিকে চক্ষু এবং সকল দিকে মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিস্তার পূর্ব্বক সেই পরম পুরুষ সর্ব্বলোক আবরণ করিয়া স্থিতি করিতেছেন। ১৮।

যেরূপ সময় বিশেষে অর্থাৎ বর্ষাকালে পর্ব্বত হইতে বারি ক্ষরণ হয়, সর্ব্বদা হয় না। সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষের মুখ হইতে জ্ঞানামৃত-বর্ষণ সময় বিশেষে হইয়া থাকে। ১৯।

বৈষ্ণবের অপমান করিলে শূলপাণি সদৃশ ব্যক্তিও পূর্ব্বকৃত সুকৃতি হইতে তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। ২০।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে পরম অপরাধ হইয়া থাকে। ২১।

ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ হরি ভক্তিশূন্য অসাধুর পূজা গ্রহণ করেন না। নির্ধন ব্যক্তি যদি তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয় তাহাহইলে সে ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকে। যাহারা ধন পুত্র কুল ও কর্ম্ম মদে মত্ত হইয়া অবিরত পাপসঞ্চয় করিতেছে তাহাদের প্রতি তিনি নিতান্তই বিরক্ত। ২২

জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন। ২৩।

হে ভুবন সুন্দর অচ্যুত! তোমার যে সকল গুণ শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে, সেই সকল গুণ শ্রবণ করিয়া এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চক্ষুর সমস্ত অভীষ্টদায়ক তোমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত তোমাতেই আবিষ্ট হইতেছে। ২৪।

যে ব্যক্তি ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া লোক বঞ্চনা করে, সেই ঘোর পাতকী বকধার্ম্মিক স্বয়ং ঘোর নরকে পতিত হইয়া অপরকেও পতিত করে কিন্তু দস্যুরা অস্ত্র দ্বারা মুগ্ধ করিয়া মনুষ্যের ধন হরণ করে। বক ব্রত ধারী পাপিষ্ঠেরা সুতীক্ষ্ণ শরবাণ স্বরূপ বচন দ্বারা মনুষ্যের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। ২৫।২৬।

বিচক্ষণ ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত বৈষ্ণবের অন্ন প্রার্থনা করিবে, অন্নের অপ্রাপ্তিতে জলমাত্র পান করিবে। ২৭।

জীবন্মুক্ত পুরুষেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকে। ২৮।

ভক্তগণ তোমার যে যে শরীর চিন্তা করিয়া থাকেন তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে সেই সকল শরীর ধারণ করিয়া থাক। ২৯।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান এবং তপস্যা ও শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩০।

আনন্দলীলা ও ভক্তিরসপূর্ণ শরীরবিশিষ্ট এবং সুমেরু গিরির ন্যায় পরম সুন্দর এবং সর্ব্বভূতে হরিভক্তি প্রদানেরত শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মহা-প্রভুকে বারংবার প্রণাম করি। ৩১।

১।২ নং শ্লোক ২।৩ নং আদিখণ্ড দ্রষ্টব্য। ১।২।

ঐ দেখ নগর প্রাসাদের অগ্রভাগে সহাস্যবদন বালগোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বাস করিতেছেন এবং আমাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে-ছেন। ৩।

প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি কুকুর চণ্ডাল গো গর্দ্দভাদি পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞানে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৪।

কর্ম্মফল উদ্দেশ্য না করিয়া অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, সেই পরম সন্ন্যাসী ও যোগী কেবল যাগাদি কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ৫।

হে নাথ! ভেদজ্ঞান করিলে তোমারই আমি, তুমি কখনও আমার নহে ইহাই প্রতীত হইবে। দেখুন তরঙ্গ সমুদ্রেরই হইয়া থাকে; সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না। ৬।

হৃদয়গ্রন্থিশূন্য ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ অনন্ত বিক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আহা হরির কি মহিমা! স্বভাবতই লোকের মন তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭।

কলিকালে বিনষ্ট নিজভক্তিযোগ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের চিত্তরূপ ভ্রমর প্রগাঢ়ভাবে লীন হউক। ৮।

অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ হরি বৈরাগ্য জ্ঞানরূপ নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা-দিবার জন্য লোকের প্রতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। ৯।

হরি সেবা অপেক্ষা হরিভক্তের সেবা অনন্ত ফলদায়ক। অচ্যুত

সেবাসক্ত পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে কি না তৎসম্বন্ধে সংশয় থাকে; কিন্তু অচ্যুত ভক্তের পরিচর্য্যা পরায়ণ পুরুষের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০।

ধনুর্দ্ধারী বীরাগ্রগণ্য এবং কনকাঙ্গদাদি রত্নাভরণভূষিত সেবাসক্ত লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ সেবা নিরত হইয়া যাঁহার অগ্রে সতত বিরাজমান আছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সতত বন্দনা করি। ১১।

আর দণ্ডকারণ্যবাসী খর, ত্রিশিরা ও কবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যকে সুগম করিয়াছেন এবং প্রবল প্রতাপ রাবণাদি নিশাচরগণকে রণে নিহত করিয়া সুগ্রীবের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি। ১২।

যাহারা আমাতেই একাগ্রচিত্ত অর্পণ করিয়া উপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত পুরুষকে আমি মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকি। ১৩।

আমাতে একান্ত ভক্ত, সমদর্শী এবং বুদ্ধির অতীত পরম পদার্থ প্রাপ্ত সাধু পুরুষদিগের গুণ বা দোষ কখনই সম্ভব হয় না; অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের গুণ বা দোষ কিছুই থাকে না। ১৪।

যে সকল ব্যক্তির পরমেশ্বরে ভক্তি নাই, তাহারা কদাপি ভক্ত পুরুষের ন্যায় আচার করিবে না; অর্থাৎ শাস্ত্র গর্হিত বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অভেদ জ্ঞান করিবে না। মোহ বশতঃ যদি তাহা করে তাহা হইলে অবশ্য বিনষ্ট হইবে। হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি তাহা অনায়াসেই করিতে পারিবেন। মহাদেব সমুদ্রোত্থিত বিষপান করিয়াছিলেন; কিন্তু অপর ব্যক্তি তাহা পান করিলে তখনই বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুভক্ত পুরুষের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমজ্ঞান করিয়া থাকেন। তেজস্বী পুরুষের তাহাতে কোন দোষ হয় না। সর্ব্বভুক্ দহনের অস্পৃশ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণে কখনই দোষ হইতে পারে না। ১৫।

১০ নং অঙ্ক দ্রষ্টব্য। ১৬।

যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া গোবিন্দভক্ত পুরুষের অর্চ্চনা না করে সেই দাম্ভিক পুরুষেরা বিষ্ণু প্রসাদ ভোজনের যোগ্য হইতে পারে না। ১৭।

নিত্যানন্দ মহাপুরুষ। অতএব তিনি যদি শৌণ্ডিক গৃহে প্রবেশ করিয়া মদিরা পান করেন এবং যবনীর পাণি গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণের অবশ্য বন্দনীয়। ১৮।

যে গোপবালিকাদিগের হরিকথা গান ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছে,

সেই গোপীগণের পাদপদ্ম নিঃসৃত অভীষ্টপ্রদ রজঃ উহাকে বন্দনা করি। ১৯।

যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, বলরাম, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভগবৎ পার্ষদগণ ভগবানের সহিত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবেরা ইচ্ছাক্রমে ভগবানের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। উঁহারা পরেও ভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিবেন। অতএব বৈষ্ণবের কর্ম্মবন্ধন, জন্ম কিম্বা মৃত্যু কিছুই নাই। ২০।

হে প্রভু তোমাতে আমি এই গুরুতর ভার অর্পণ করিতেছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন, যথা—আমি অন্যস্থানে অথবা তীর্য্যগ্ যোনির মধ্যে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নাথ! তোমার ভক্তজনের মধ্যে একজন হইয়া যেন তোমার চরণারবিন্দ সেবা করিতে পারি। ২১।

হে নাথ! মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অবশ্য সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এই প্রার্থনা যে যে কোন যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া যে অবস্থায় থাকি না কেন সেই অবস্থাতেই তোমাতে যেন আমার অচলাভক্তি থাকে। হে হৃষিকেশ! স্বকর্ম্মফলাধীন যে যে জন্ম গ্রহণ করিব, সেই সকল জন্মে হরিভক্তি বিস্মৃত না হই। ২২।

তর্কের সীমা নাই—অর্থাৎ তর্কদ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ হইতে পারে না। শ্রুতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক। সুতরাং তদ্দ্বারাও ধর্ম্ম নিরূপণ হওয়া সুকঠিন এবং ঋষি বাক্যদ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ করাও সুদুরপরাহত; যেহেতু তাঁহাদের ঐকমত্য নাই। অতএব ধর্ম্মের যথার্থ সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতে হইলে মহাজনানুষ্ঠিত পথ অবলম্বন করাই উচিত। ২৩।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা।

প্রথম অধ্যায়।

১ম অধ্যায়, ১পৃঃ।

১। আদ্যেবন্দ শ্রীচৈতন্য—দড় পর্য্যন্ত।

গ্রন্থারম্ভ করিবার অগ্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সংগীয়-দিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। তৎপরে যিনি বিশ্বম্ভর নাম গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে অবতার হইয়াছিলেন এবং বেদবেদান্ত ও ভাগবত আদি শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই দেবাদিদেব পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ঐ পৃঃ।

২। সহস্রবদন বন্দ প্রভু বলরাম—বদনে পর্য্যন্ত।

কৃষ্ণাবতারে সহস্র ফণাধারী অনন্তদেব বলরামরূপে অবতার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন ও দ্বারকাদি লীলা করেন। আবার চৈতন্য অবতারে তিনি নিত্যানন্দরূপে মহাপ্রভুর সহিত জীবের প্রতি করুণা করিয়া হরিনাম সুধা বিতরণ করিতেন।

ঐ পৃঃ।

৩। ততোধিক চৈতন্যের—করেন বিহার পর্য্যন্ত।

নিত্যানন্দ প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র হইয়া জীবের উদ্ধারকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন। আত্মারূপী ভগবান্ মহাপ্রভু অভিন্নভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেন।

২ পৃঃ।

৪। পার্ব্বতী প্রভৃতি—ভাগবত কথা পর্য্যন্ত।

মহেশমোহিনী মহাদেবী প্রভৃতি অসংখ্য নারীগণ মহাদেবের উপাসক হইয়াও সঙ্কর্ষণ বলরামের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমৎ-ভাগবতীয় পঞ্চম স্কন্ধে বলদেবের এই মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উহাতে বলরামের রাসলীলা প্রভৃতিরও বর্ণনা আছে।

২ পৃঃ।

৫। যে স্ত্রীসঙ্গ—বৃন্দাবন মাঝে।

মুনিগণ স্ত্রীসঙ্গের অশেষ দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ বলদেবের রাস ক্রিড়াতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার

স্তুতিগান করিয়াছেন। লোকে মূর্খতাবশতঃ পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ না করিয়াই বলরামের রাসলীলার অসম্ভাবনা প্রমাণ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয় ভ্রাতাই রাস ক্রিড়া করিয়াছিলেন।

২ পৃঃ।

৬। মূর্ত্তিভেদে—সেই জনে পর্য্যন্ত।

ভগবান্ মূর্ত্তিভেদে সকল বস্তুতেই বিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলই তাঁহার রূপ, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সেইরূপ লীলা করিবার জন্য অবতার হইলে তিনিই ভৃত্যরূপে, সখারূপে এবং ভ্রাতাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুরূপ লীলা করেন। তিনি কোন মূর্ত্তিতে ভ্রাতা হইয়া আপনার নিকট আপনি ভ্রাতৃপ্রেম বিতরণ করিতেছেন, কোন মূর্ত্তিতে সখা হইয়া আপনাকে আপনি বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিতেছেন, আবার ছত্র বিজনী ভোজ্যদ্রব্য এবং শয্যা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা আপনাকে আপনি সেবা করিতেছেন। ঈশ্বরের কৃপা যাহার প্রতি হয় সেই তাঁহার সেবা করিতে পায়।

৭। অনন্তের অংশ—শ্লোকছন্দ পর্য্যন্ত।

শ্রীঅনন্তদেব লীলা করিবার জন্য স্বীয় অংশ মূর্ত্তিতে গরুড়রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছেন। ব্রহ্মা, শিব, সনক, শুক, ব্যাস এবং নারদ প্রভৃতি ভগবানের সমস্ত ভক্তগণ অপেক্ষা অনন্তদেব প্রধান; সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ মহাযোগীর মহিমা সকলে জানে না। তাঁহার বিষয় যত দূর বলা হইল তাহা ভিন্ন তাঁহার মহিমার বিষয় এক্ষণে বলা যাইতেছে। নারদ গোস্বামী ডম্বুর বাজাইয়া ব্রহ্মার নিকট তাঁহার মহিমা গান করিয়াছিলেন।

৭ পৃঃ।

৮। যাহার তরঙ্গ—হয়ে কুতূহলী পর্য্যন্ত।

যাহার অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমভক্তি মহাপ্রভুকে উত্তেজিত করিয়াছিল। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট প্রথমে উক্ত বিষয়ে বল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ঐ পৃঃ।

৯। সহস্র ফণার—আনন্দে দেখিছে পর্য্যন্ত।

শ্রীঅনন্তদেব এই সসাগরা পৃথিবী বিন্দুর ন্যায় অক্লেশে আপন সহস্র ফণার মধ্যে একটীমাত্র ফণায় ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে এমন ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সহস্র বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণগুণ গান করিতে থাকেন। কিন্তু সেই কৃষ্ণযশঃ অর্থাৎ

ভগবানের গুণ এত অধিক যে তিনি উহা গান করিয়া শেষ করিতে পারেন না। আবার অনন্তদেবও অতিশয় ক্ষমতাশালী; সুতরাং তিনিও গান করিতে ছাড়েন না। এস্থলে কৃষ্ণযশঃও অনন্ত ই প্রবল হওয়ায় কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারেন না—গান করিতে ক্লান্ত হন না এবং কৃষ্ণযশঃও ফুরায় না। সেই জন্য অনন্তদেব অদ্যাপি ঐ গুণ সহস্র মুখে গান করিতেছেন। তিনি মহা ক্ষমতাশালী অনন্তনাগ এই জন্য কৃষ্ণগুণ গানরূপ সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সে গুণের সমুদ্র অপার—অর্থাৎ তিনি সে গুণ গান করিয়া কোনরূপে শেষ করিতে পারেন না। সেই জন্য কবি বলিতেছেন যে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে রাম অর্থাৎ বলদেব (অনন্ত) গোপালের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী অনবরত গান করিতেছেন অথচ শেষ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ক্লান্তও হইতেছেন না। ব্রহ্মা, মহাদেব, দেবগণ ও মুনিগণ আনন্দিত হইয়া অনন্তদেবের এই কার্য্য দর্শন করিতেছেন।

৪ পৃঃ।

১০। পালন নিমিত্ত—পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত।

এই মহাশক্তিধর প্রভু অনন্তদেব পৃথিবী পালন করিবার নিমিত্ত পাতাল তলে অবস্থিতি করিতেছেন। নারদঋষি ব্রহ্মার সভায় বীণা বাদ্য দ্বারা ইঁহারই গুণগান করিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অনন্তদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছেন। যে অনন্তদেবের এ প্রকার মহিমা তাঁহার প্রতি সকলে ভক্তিমান্ হও। তাঁহাকে অর্থাৎ তাঁহার অবতার নিত্যানন্দ প্রভুরে ভজনা করিলে সংসার সাগর পার হইতে পারিবে। আমি এই কামনা করিয়া বৈষ্ণবগণের চরণে প্রণাম করি যে যেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে জন্মে জন্মে আমার প্রভু বলরামের প্রতি দৃঢ়ভক্তি থাকে। দ্বিজ, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ যেমন একই বস্তু কেবল নামের ভিন্নতামাত্র, সেইরূপ প্রভু বলরামও প্রভু নিত্যানন্দ একই পদার্থ। আমি অন্তর্যামী প্রভু নিত্যানন্দের নাম স্মরণ করিয়া এই চৈতন্য ভাগবৎ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার করুণা হইলে আমি এই পুস্তকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরিত্র লিখিতে সক্ষম হইব। প্রভু শেষ নাগের জিহ্বায় যশের ভাণ্ডার আছে—অর্থাৎ তিনি সহস্রমুখে নিরবধি শ্রীহরির যশোগান করিতেছেন। অতএব আমি সেই অপার যশের আধার, দেবাদিদেব অনন্তদেবের যৎকিঞ্চিৎ মহিমা বর্ণনা করিলাম। দ্বন্দ্ব অর্থ—যুগল।

৩ পৃঃ।

১১। চৈতন্যচন্দ্রের—দেখিল পিতামাতা পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য ভক্তজন আমার প্রতি সদয় হইলে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণন করিতে পারিব। এই বেদগুহ্য অর্থাৎ বেদেও যাঁহার অপার মহিমা বর্ণনা করিতে পারে না এমত প্রকার মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নহে। তবে ভক্তগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি শুদ্ধ তাহাই লিখিতেছি। নতুবা সে অশেষ চরিত্র বর্ণন কি প্রকারে করিব? আমি কাষ্ঠের পুতুলমাত্র, মহাপ্রভু যে পরিমাণ শক্তি দিয়াছেন এবং সেই অনুসারে তিনি যাহা বলাইতেছেন তাহাই লিখিতেছি। আমি সমস্ত বৈষ্ণবগণের চরণে প্রণাম করিয়া যথাশক্তি তাঁহার লীলা বর্ণনা করিলাম। তাঁহার লীলা তিন প্রকার আদি, মধ্য এবং শেষ। আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যা শিক্ষা, মধ্যখণ্ডে তাঁহার হরিনাম সংকীর্ত্তনের পরিচয় এবং শেষখণ্ডে সন্যাস অবলম্বন করিয়া তাঁহার নীলাচলে গমন, এই প্রকার লীলাসকল বর্ণনা করিলাম। শুভ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রগ্রহণ সময়ে যখন হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল, মহাপ্রভু ঠিক সেই সময়ে অবতীর্ণ হন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতাকে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা ও অনেক ঐশ্বরিক বিভুতি দেখাইয়াছিলেন।

৪ পৃঃ।

১২ আদিখণ্ডে প্রভুরে—তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত।

মহাপ্রভুর শৈশব লীলা অতি আশ্চর্য্য। এই সময়ে তাঁহাকে চোরে হরণ করে; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাইবে কাহার সাধ্য? তিনি চোরকে ছলনা করিয়া চলিয়া আইসেন। এই শৈশবে তিনি একাদশীর দিনে জগদীশের গৃহে শ্রীহরি পূজার নৈবিদ্য ভোজন করেন; এই সময় পীড়াছলে রোদন আরম্ভ করিলে তাঁহার পীড়াশান্তির জন্য হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়; নাম সংকীর্ত্তন হইবামাত্র শিশু নিরোগ হইয়া রোদন করিতে ক্ষান্ত হন; এই সময়ে একদিন তিনি বাহিরে পতিত উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর বসিলে মাতা শচীদেবী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিতে আইসেন; তখন তিনি মাতাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেন; প্রভু কৃষ্ণাবতারে শৈশবে গোকুলে যে প্রকার ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ননী খাইয়াছিলেন ও বোপ গোপীগণের প্রতি নানা দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, এ অবতারে সেই প্রকার অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন; তিনি এই

সময়েই পড়িতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া-
ছিলেন ; এই শৈশবকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং ভ্রাতা বিশ্বরূপ
সন্ন্যাসী হন সুতরাং শচীদেবী উভয় শোকে অত্যন্ত শোকাকুলা হন ; এই
আদিখণ্ডেই তিনি মূর্ত্তিমান দম্ভের ন্যায় বিদ্যাবিষয়ে প্রধান প্রধান পণ্ডিত
গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন;এই সময়ে তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে গঙ্গার
জল বিহার করিয়াছিলেন; তিনি শিশুকালেই এমন পণ্ডিত হইয়াছিলেন
যে তাঁহার সহিত বিচার করে এমন ব্যক্তি কেহই ছিল না; এই আদিখণ্ডে
তাঁহার পূর্ব্ব বাঙ্গালা গমন বর্ণিত হইয়াছে ; এই খণ্ডেই তাঁহার প্রথম
বিবাহ ও রাজপণ্ডিতের কন্যার সহিত বিবাহ, উভয় বিবাহেরই বর্ণনা
করা হইয়াছে ; এই সময়ে তিনি বায়ুরোগে পীড়িত হইয়াছেন এই
প্রকার ভান করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তির আবেগ প্রকাশ করেন ;
এই সময়ে ভক্তগণকে শক্তিশালী করিয়া মহাপণ্ডিত বেশে ভ্রমণ করিয়া-
ছিলেন ; এই সময়ে আহার বিহার ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য করিয়া
জননীকে সুখিনী করিয়াছিলেন ; এই সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে
প্রথমে বিচারে পরাস্ত করেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে প্রেমভক্তি দান
করিয়া তাঁহার জন্মবন্ধন মোচন করেন।

৫ পৃঃ।

১৩। আদিখণ্ড সকল—কীর্ত্তন অপার পর্য্যন্ত।

এই আদিখণ্ডে তাঁহার ভক্তগণের মোহ, তাঁহার গয়াধামে গমন
এবং ঈশ্বরপুরীকে কৃপাদান প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার
কতকগুলি ব্যাসদেব অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চরিতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ
গোস্বামী নিজগ্রন্থে বর্ণনা করিবেন। এই গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত আদি-
খণ্ডের বর্ণনা শেষ হইল।

মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমা সকলে জানিতে পারিল। এইখণ্ডে
শ্রীবাসের গৃহে তিনি নারায়ণের খাটের উপরে যে ঠাকুর হইয়া বসিয়াছি-
লেন তাহা ও নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও নিত্যানন্দ ও শ্রী-
চৈতন্য দুই ভ্রাতার হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁহার ষড়্-
ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ; এই সময়ে অদ্বৈত গোস্বামীকে
তিনি স্বীয় অঙ্গে বিশ্বরূপ দেখান ; এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসের
পূজা করেন ; পাষণ্ডগণ নিত্যানন্দ প্রভুকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রভু
এই সময়ে হল মুষল ধারণ করিয়া বলরামের রূপ ধারণ করেন ; প্রভু
নিত্যানন্দ তাঁহার হস্তে ঐ হল ও মুষল তুলিয়া দেন ; এই সময়ে মহা-
পাতকী জগাই মাধাই উদ্ধার পায় ; এই সময়ে শচীমাতা নিতাই ও
চৈতন্যদেবকে রাম ও কৃষ্ণরূপ ধারণ করিতে দেখেন : এই খণ্ডে উক্ত

দেবের মহাভাব প্রকাশ বর্ণনা করা হইয়াছে; এই সময়ে তিনি সাত প্রহরকাল ভাবে অচৈতন্য থাকিতেন; এই ভাবের বা দশার অবস্থায় এক দিন ভক্তগণের যেখানে যেখানে এবং যে যে সময় জন্ম হইল তাহা বলিতে লাগিলেন; এই সময়ে তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; এই সময়ে মহাকোলাহলে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া কাজির দর্প চূর্ণ করেন।

৫ পৃঃ।

১৪। মধ্যখণ্ডে—গর্জ্জিয়া পর্য্যন্ত।

মহাপ্রভু এক দিন বরাহরূপ ধারণ করিয়া ভক্ত মুরারি গুপ্তকে নিজ তত্ত্ব কহিয়াছিলেন—ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোলোকপতি ঈশ্বর, তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য নবদ্বীপে মানব ভাবে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত থাকিবার নহে। ভক্তগণ তাঁহার অনুগ্রহে মানুষ লীলার মধ্যেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে জানিতে পারে। সেই জন্য মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে স্বীয় অনুগৃহীত ভক্তগণকে স্বীয় রূপ ও স্বীয় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত করাইতেন।

ঐ পৃঃ।

১৫। মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ—স্বরূপ পর্য্যন্ত।

এই মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত প্রভুর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর কৌতুকের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দুই প্রভুতে যখন কৌতুক হইত তখন অজ্ঞান ব্যক্তিরা সে কৌতুকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ভাবিত যে উভয়ে কলহ করিতেছেন।

৫ পৃঃ।

১৬। মধ্যখণ্ডে—মহাভাগ্যবান্ পর্য্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং প্রভু নিত্যানন্দ ভক্ত মুরারিকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। এই নিমিত্ত মুরারিকে মহাভাগ্যবান্ বলা হইয়াছে।

৬ পৃঃ।

১৭। শেষ খণ্ডে—রূপসনাতন পর্য্যন্ত।

রূপগোস্বামী এবং সনাতনগোস্বামী দুই ভাই মুসলমান নবাবের অধীনে উচ্চপদের কর্ম্মচারী ছিলেন। শুভাদৃষ্টবশে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলে চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া নিজের ঈশ্বরত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের ভববন্ধন মোচন করিয়া দেন। যবন রাজ সংসারে কার্য্য করিয়া উঁহাদের দবিরখাস উপাধি হইয়াছিল। প্রভু তাঁহাদের রূপ এবং সনাতন নাম রাখিলেন।

৬ পৃঃ ।

১৮। ধরণীধরেন্দ্র—শরণ পর্য্যন্ত।

হে প্রভু গৌরাঙ্গদেব! আমাকে এই কৃপা কর, যেন তোমার কৃপাবলে পৃথিবী ধারণকারী অনন্তদেবের অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ সেবা করিতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭ পৃ. ।

১। অবিজ্ঞাত—এই গায় পর্য্যন্ত।

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ দুইভ্রাতাকে জ্ঞাত হয় এমন সাধ্য কাহার?—অর্থাৎ ইঁহাদের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ভক্তগণ ও সামান্য নহেন। তাঁহাদিগেরও মর্ম্ম বুঝা সহজ নহে। তবে কৃষ্ণ কৃপা করিলে সকলি সহজ হয়। বেদ এবং ভাগবত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কৃষ্ণ কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান পাইয়াছেন।

৭ পৃ ।

২। হেন কৃষ্ণচন্দ্রর—বলিলা পর্য্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণের অবতার লীলা কেহই বুঝিতে পারে না। ইহা নিতান্ত অবোধ্য এবং অতি দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সাধক ভক্তগণ তাঁহার কৃপাবলে উহা বুঝিতে পারে। ব্রহ্মা স্বয়ং ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন যে এই কৃষ্ণলীলা অতি দুর্জ্ঞেয়।

৮পৃঃ।

৩। মূলে সর্ব্ব—ব্যাজ পর্য্যন্ত।

যিনি চরাচর সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পতি,—অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবানের অবতার প্রভু অনন্তদেব হাড়াই পণ্ডিতকে পিতা বলিলেন ইহা তাঁহার ছলনামাত্র। ব্যাজ—অর্থ ছলনা।

৯ পৃঃ ।

৪। কৃষ্ণনাম—আচার পর্য্যন্ত।

এই সময়ে কাহারও হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি ছিল না এবং কেহই ভক্তি-ভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিত না, যেন সংসার ঘোর পাপে মজিতে বসিয়াছিল। শাস্ত্রে আছে যে কলিকালের শেষে পৃথিবীতে কেহই হরিনাম করিবে না এবং মনুষ্যগণ মহাপাপে লিপ্ত হইবে। কিন্তু

এসময়ে কলির প্রথম অবস্থা মাত্র, তত্রাপি কলির শেষ ভাগের ন্যায় আচরণ সমুদায় দেখা যাইতে লাগিল।

৫। যেবা ভট্টাচার্য্য—ভুবিময়ে পর্য্যন্ত।

যাহারা বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী এবং মিশ্র প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাও গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত ছিল না। তাহারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিত মাত্র, অর্থাৎ তাহারা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়াছিল এবং শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিত বটে, কিন্তু শাস্ত্র-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিত না এবং শিষ্যদিগকেও সে প্রকার উপদেশ দিত না। ইহাতে এই হইত যে অধ্যাপক গুরু ও শিষ্য সকলকেই নরক-গামী হইতে হইত।

৬। গীত ভাগবত—ভাবেন অপার পর্য্যন্ত।

অধ্যাপক গীতা এবং ভাগবত পড়াইতেন বটে কিন্তু সে পড়ান কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার জন্য, ভগবানের মহিমার ব্যাখ্যা তাহাতে করা হইত না এবং তাহা করিতে তাহাদের মনও ছিল না। এই প্রকারে সেই সকল লোক বিষ্ণুমায়ায় অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভাবে সাংসারিক বৃথা সুখে উন্মত্ত হইয়া ভগবৎপ্রেমে অবহেলা করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-গণ এই সকল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে হায় সংসার ধ্বংস হইতে চলিল, এক্ষণে জীব সকল কি প্রকারে উদ্ধার পাইবে!

৭। সবেমেলি—প্রসাদ পর্য্যন্ত।

সেই সকল ভক্তগণ একত্র হইয়া নিরন্তর জগতেরে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল—অর্থাৎ সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে লাগিল যে পৃথিবী হইতে এই সকল পাপরাশি দূরীভূত হউক এবং ধর্ম্মের সঞ্চার হউক। হে ভূভারহারী ভগবন্ শীঘ্র আসিয়া এই সকল পাপিষ্ঠজীবের উদ্ধার কর। এই প্রকারে ঐ সকল ভক্তগণ ভগবান্ হরিকে আরাধনা করিতে লাগিলেন।

৮। কৃষ্ণশূন্য—বড় দুঃখ পর্য্যন্ত।

সংসার কৃষ্ণশূন্য অর্থাৎ লোকে আর হরিনাম করে না ইহা দেখিয়া অদ্বৈত গোস্বামী বড় কাতর হইলেন।

১০ পৃঃ।

৯। তবে শ্রীঅদ্বৈত—বারবার পর্য্যন্ত।

যদি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাতে পাইয়া, হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যদি পতিত জীবের

উদ্ধার করিতে পারি তবেই আমার অদ্বৈত নামের সার্থকতা হয়, অদ্বৈত প্রভু কায়মনোবাক্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত গোস্বামীর প্রবল বাসনা বলে যে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য অবতার হইয়াছিল ইহা মহাপ্রভু বারবার নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

১০। সবে করে—অবতার পর্য্যন্ত।

ঐ সকল ভক্তগণ পরস্পর বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেন এবং আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে অবতার হইয়া দেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন না।

১১ পৃঃ।

১১। যবে নাহি পারোঁ—চরণ পর্য্যন্ত।

যদি শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইতে না পারি তবে আমি নিজেই চতুর্ভুজ দেহ ধারণ করিয়া চক্র দ্বারা পাষণ্ডগণের মস্তক ছেদন করিব। যদি ইহা করিতে পারি তবেই আমার দাস্যভাবে হরি আরাধনার সফলতা হইবে। অদ্বৈত এই প্রকার সর্ব্বদা বলিয়া শ্রীহরি যাহাতে অবতীর্ণ হন তাহাই সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন।

১২। ছাড়িলেন ভক্ত—করিলা উদ্যোগ পর্য্যন্ত।

ভক্তগণ যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভোগসুখে বিরক্ত হইলেন, তখন ভগবান্ আর থাকিতে না পারিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

১৩। জন্ম হইতে—স্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত।

বিশ্বরূপের শৈশব হইতে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং প্রথম বয়স হইতে সংসারে বিরক্তি হওয়ায় তিনি সন্ন্যাস আশ্রয় করেন।

১৪। ধর্ম্ম তিরোভাব—অন্তরে পর্য্যন্ত।

সংসার ধর্ম্মহীন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ভক্তগণ বড়ই কষ্ট পাইতেছে ইহা দেখিয়া অন্তর্যামী ভগবান্ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

১৫। মহাতেজ মূর্ত্তি—অন্যজনে পর্য্যন্ত।

মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে এবং শচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন তখন শচী এবং জগন্নাথ উভয়েই বিষ্ণুতেজোবিশিষ্ট হইলেন, কিন্তু তত্রাচ অন্য ব্যক্তিরা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

১৬। অতি মহাগোপ্য—বাহিক সর্ব্বথা পর্য্যন্ত।

মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অদৃশ্যভাবে

শচীমাতার নিকট আসিয়া ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন ইহা অতি গোপনীয় কথা। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

১২ পৃঃ।

১৭। সত্যযুগে—অবতরি পর্য্যন্ত।

দেবগণ মহাপ্রভুকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যথা;—হে ভগবন্ তুমি সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ হংসাবতার হইয়া মনুষ্যগণকে তপস্যা প্রবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য নিজে তপস্যা করিয়াছ, এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করতঃ মস্তকে জটা ও হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীরূপে ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়াছ।

১২ পৃঃ।

১৮। ত্রেতাযুগে হইয়া—যাজ্ঞিক হইয়া পর্য্যন্ত।

ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞপুরুষ অবতারে নিজে যাজ্ঞিক হইয়া স্বহস্তে যজ্ঞকার্য্য করিয়া মানবকে যজ্ঞধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছ।

১৯। দিব্য মেঘ—অবতরি পর্য্যন্ত।

দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছ।

২০। কলিযুগে—সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পর্য্যন্ত।

কলিযুগে পীতবর্ণ ব্রাহ্মণরূপে অবতার হইয়া—অর্থাৎ চৈতন্য অবতারে হরি সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ।

২১। নরসিংহ—হিরণ্য.বিদার পর্য্যন্ত।

নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু দৈত্য সংহার করিয়াছ।

২২। ধন্বন্তরীরূপে—তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত।

তুমি ধন্বন্তরীরূপে ঔষধি প্রদান করিয়া মানবের রোগ নাশ করিয়াছ এবং হংস অবতারে ব্রহ্মাদি দেবতাসকলকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছ।

২৩। সর্ব্বলীলা—বহুরঙ্গ পর্য্যন্ত।

তুমি তোমার সমস্ত লীলা বিলাসের সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিয়া কৃষ্ণ অবতারে গোকুলে নানা রঙ্গ করিয়াছ।

২৪। পদতলে—দাস পর্য্যন্ত।

তোমার ভক্তগণ যখন নৃত্য করে তখন তাহারা পৃথিবীতে পদ প্রদান করে এই জন্য পৃথিবীর বিঘ্ননাশ হয়, উঁহাদের দৃষ্টিতে দিক সকলের অমঙ্গল দূর হয় আর উঁহারা বাহু তুলিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধদিগে বাহু রাখিয়া নৃত্য করেন এই নিমিত্ত স্বর্গের অমঙ্গল দূর হয়। তোমার স্বর্গের, নৃত্যের এবং দাসের এমান অপার মহিমা!

২৫। এ মহিমা—অভিলাষ করি পর্য্যন্ত।

প্রভু তোমার শক্তি কে বর্ণিতে পারে? তুমি সেই সময় যেথে যাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই এমন অপূর্ব্ব এবং দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি স্বীয় ভক্তগণ মতে বিতরণ করিয়া থাক। তুমি প্রকৃত ভক্ত না হইলে সে মধুর ভক্তি সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত কর না;—অর্থাৎ, শুষ্কজ্ঞানী পরমহংসগণ এই ভক্তির অধিকারী হয় না। তাঁহারা প্রবল তপস্যা ও সমাধিবলে মুক্তি পর্য্যন্ত পাইতে পারেন, তথাচ এই সুমধুর কৃষ্ণভক্তিতে অধিকারী হইতে পারেন না। তাই কবি বলিতেছেন যে তুমি মুক্তি দিয়া এই ভক্তি গোপন করিয়া রাখ। আমরা তোমার ভক্ত বৈষ্ণবগণ মুক্তি চাহি না, কেবল তোমার প্রতি যাহাতে ঐ প্রকার মধুর ভক্তি হয় ত হাই প্রার্থনা করি।

১৩ পৃঃ।

২৬। এতদিনে—চির অভিমত পর্য্যন্ত।

গঙ্গাদেবী বহুদিন হইতে বাসনা করিতেছেন যে ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সলিলে ক্রিড়া করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করুন। অতএব এতদিনে তাঁহার বাসনা সফল হইতে চলিল।

২৭। শচীগর্ভে—ঈশ্বর ইচ্ছায় পর্য্যন্ত।

সর্ব্ব ভুবন যাহাতে বাস করে তিনি [শ্রীকৃষ্ণ] শচীর গর্ভে বসিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হয়, আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই ইহার লয় হয়। প্রলয়কালে জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত হয়। যে পূর্ণিমায় তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন সেই দিনে সমস্ত মাঙ্গল্য পদার্থের একত্র সমাবেশ হইল এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেই সেই রাত্রিতেই রাহু আসিয়া চন্দ্রমাকে গ্রাস করিল। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ হইল। এই চন্দ্রগ্রহণের কারণ এই যে তাহা হইলে লোকে হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকিবে। তাঁহার এই চৈতন্য অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সূত্রপাত করিলেন।

১৪ পৃঃ।

২৮। চারি বেদ—না জানে পর্য্যন্ত।

প্রভু চৈতন্যদেব চারিবেদের শিরমুকুট – অর্থাৎ তিনি চারিবেদের বর্ণিত আরাধ্যধন পরমেশ্বর। পামর অজ্ঞান ব্যক্তিরা তাঁহাকে জানিতে পারে না। কবি বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ প্রভুর এইরূপ গুণগান করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৫ পৃঃ।

১। লগ্নে যত দেখি—সীমা পর্য্যন্ত।

এই বালকের জন্ম কুণ্ডলী দেখিয়া তাহার লগ্ন প্রভৃতির যে প্রকার ভাব দেখিতেছি তাহাতে যে এই বালক কেবলমাত্র রাজা হইবে এ প্রকার বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না—অর্থাৎ ইহার যে প্রকার রাজযোগ আছে তাহাতে রাজা অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের লোক ইহাকে হইতে হইবে।

ঐ পৃঃ।

২। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—প্রণাম পর্য্যন্ত।

এই শিশু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কীর্ত্তিঘোষণা করিবে এবং আদিদেব ব্রহ্মা প্রভৃতি ইঁহার চরণ আরাধনা করিবে।

ঐ পৃঃ।

৩। হেন রসে—সন্ন্যাস পর্য্যন্ত।

প্রভু যে যুবাবয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্ কোষ্ঠী গনণা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু সে কথা শুনিলে পিতা মাতা হৃদয়ে বেদনা পাইবেন বলিয়া উক্ত বিষয়ের কোন উল্লেখ করিলেন না।

১৬ পৃঃ।

৪। ঈশ্বরের জন্ম তিথি—চরিত্র পর্য্যন্ত।

ঈশ্বরের জন্মতিথি যেরূপ পরম পবিত্র বলিয়া ঐ তিথিতে ব্রত উপবাসাদি করা উচিত, ঈশ্বর ভক্ত বৈষ্ণবগণের জন্ম তিথিও সেই ব্রত পবিত্র বলিয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

১৭ পৃঃ।

১। কেহ বলে—লঙ্ঘিবার পর্য্যন্ত।

কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে শিশুকে হরণ করিবার জন্য দৈত্য আগমন করিয়াছিল কিন্তু ইহার গাত্রে রক্ষাকবচ থাকায় লইয়া যাইতে পারে নাই।

১৮ পৃঃ।

২। ইহান অনেক—নিমাই পর্য্যন্ত।

ইহার পূর্ব্বে অনেক ভাই ভগিনীর যখন মৃত্যু হইয়াছে তখন

ইহার নাম নিমাই রাখা উচিত; কারণ সাধারণতঃ অনেকের দিগের ধারণা এই যে, যে গর্ভিণীর প্রথম সন্তান নষ্ট হয় তাহার অপর সন্তান হইলে হতাদর করিয়া কুৎসিত নাম রাখিলে সে সন্তান রক্ষা পায়। সেই জন্য নিম অর্থাৎ নিমের ন্যায় তিক্ত দ্রব্যের নামানুসারে নিমাই নাম রাখা হইল।

১৯ পৃঃ।

৭। বালক স্বভাব—ত্রাস পায় পর্য্যন্ত।

মহাপ্রভুর দেহের এমনি উজ্জ্বল গৌরকান্তি ছিল যে যখন তিনি হামাদিয়া এদিক ওদিক ধাবিত হইতেন তখন বোধ হইত যে তাঁহার অঙ্গ ফাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হইতেছে, তাহা দেখিয়া মাতা শচীদেবী ভয় পাইতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৩২.পৃঃ।

১। শ্রীশুক কহেন—গোপীগণ পর্য্যন্ত।

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ পরীক্ষিত! আত্মারূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেহের ভিতর অবস্থান করেন বলিয়া জীব জীবিত থাকে। ঐ আত্মা যখন জীবের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায় তখন পুত্রই বল আর বন্ধুই বল কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকেনা। অতএব যখন পরমাত্মার স্থিতির জন্য সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং নিজ দেহের মধ্যেও ঐ পরমাত্মা বাস করিতেছেন তখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রেমাকাঙ্ক্ষা অধিক হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই বৃন্দাবনবাসিনী গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় রতি জন্মিয়াছিল।

ঐ পৃঃ।

২। এহো কথা—গোসাঞি পর্য্যন্ত।

এখানে কবি আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সকলের আকাঙ্ক্ষার পদার্থ বটে কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলেরই তাঁহার প্রতি সেই ভাব হয়? না তাহা হয় না। সেরূপ ভাব কেবল ভক্তগণেরই হয়, অন্যের হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ কংস প্রভৃতির দেহে ভগবান্ আত্ম রূপে থাকিলেও উহারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কারণ উহাদের পূর্ব্ব অপরাধ ছিল এবং সেই জন্যই উহারা কৃষ্ণদ্রোহী হইয়াছিল। ফল ইহাতে ভগবানের সর্ব্ব ব্যাপীত্বের

হানি হইতেছে না। যেমন রোগ বিশেষে শর্করা অর্থাৎ চিনি কাহারও মুখে তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু তাই বলিয়া কি চিনি প্রকৃতই তিক্ত? সেইরূপ কর্ম্মসূত্রে কেহ ভগবানে আসক্ত কেহ বিরক্ত হয়।

৩২ পৃঃ।

৩। ঈশ্বরে চিত্ত—বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পর্য্যন্ত।

ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী মনুষ্যের অবোধ্য—অর্থাৎ তিনি যাহার প্রতি যেরূপ ঘটনা সংঘটন করান তাহাই হয়। বিশ্বরূপের ভাগ্যে তিনি সন্ন্যাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সেই নিমিত্তই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করারণ্য নাম ধারণ করিয়া অনন্ত পথে অর্থাৎ অতি উন্নতির পথে চলিলেন। এখানে অনন্ত পথ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বিশ্বরূপ যে পথ অবলম্বন করিলেন তাহার পরিণাম ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হওয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ হওয়া।

৩৪ পৃঃ।

৪। এত বলি—হইলা তখনে।

প্রভু দুইভাবে অর্থাৎ প্রকারান্তরে জননীকে আপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন আমি বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া মূর্খ হইয়াছি; অতএব ভালমন্দ স্থান কি প্রকারে বুঝিব? আবার অন্যপক্ষে—অর্থাৎ তিনি যখন ভগবান্ তখন তাঁহার সর্ব্বত্রই সমান। ঈশ্বর সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছেন। প্রভু সেই সকল পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপর বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দত্তাত্রেয় ভাব হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে পূর্ব্বকালে অত্রিমুনি পুত্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার তপস্যা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আমাকে তোমাকে প্রদান করিলাম," অর্থাৎ আমি নিজেই তোমার পুত্র হইব। তাহার পরে তিনি দত্তাত্রেয় অবতার হন। শচীমাতাকে দেখিলে সেই ভাব মনে হইল—অর্থাৎ তিনি এবারেও কৃপা করিয়া তাঁহার পুত্র হইয়াছেন এই ভাবের উদয় হইল।

৩৫ পৃঃ।

৫। *যথা মোর—ভাব বুঝি।

মহাপ্রভু কহিতেছেন হে মাতঃ! আমি যখন স্বয়ং ঈশ্বর তখন আমার শুচিত্বও নাই এবং অশুচিত্বও নাই। আমি যেখানে থাকি সেই স্থানে গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্ব তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। সুতরাং আমি সর্ব্বকালই শুচি। *যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয় অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অশুচি হয় না।

৩৫ পৃঃ।

৬। বাল্যভাবে—বশে।

প্রভু বালকের ন্যায় কথা কহিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেই সর্ব্ব বিষয়ের নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলা হইল। তথাপি তাঁহার বাক্যাতে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না বা তাঁহার কথার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

৪১ পৃঃ।

১। বৃদ্ধকাচে—বলিশিরে।

কোন ব্যক্তি শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বৃদ্ধরূপ ধরিয়া যেন বলিরাজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বামন অবতারে ভগবান্ যে প্রকারে বলির মস্তকে পদ প্রদান করেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও সেই প্রকার অভিনয় করিয়া বলিরূপী ভক্তের শিরে উঠিয়া বসিলেন।

ঐ পৃঃ।

২। পরমার্থে—শিরে।

নিত্যানন্দ প্রভু যখন লক্ষ্মণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া অজ্ঞান হইয়াছেন তখন তাঁহার সহচর শিশুগণও সেইভাবে মোহিত হইয়াছে। “পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে” তাহার অর্থ এই যে শিশুগণ এখন এমনি ভাবাবিষ্ট হইয়াছে যে তাহারা যেন বোধ করিতেছে যে তাহারা ত্রেতাযুগের সেই লক্ষ্মণের লীলা দর্শন করিতেছে।

৪৬ পৃঃ

৩। ভক্তস্থান—শূন্যের কারণ।

প্রভু হস্তিনাপুরী দেখিয়া ভক্ত পাণ্ডবগণের কথা মনে হওয়ায় রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তিশূন্য তীর্থবাসীগণ তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না।

৪৮ পৃঃ।

৪। রাত্রিদিন—নাহি বাসে।

প্রভুর সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ বহু রাত্রি দিন কাটাইল কিন্তু ভক্তজ্ঞানের এমনি মহিমা যে এত অধিকদিন গত হইল তত্রাচ ভক্তগণ অতি সামান্য সময় গত হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

৪৮ পৃঃ।

৫। অতএব জীবনের—প্রাণ রহে॥

মাধবেন্দ্র এবং মহাপ্রভু উভয়ের এক প্রাণ, অথচ উভয়ে যখন পৃথক পৃথক দিকে গমন করিলেন তখন কি প্রকারে উভয়ের দেহে প্রাণ রহিল? ইহার উত্তরে কবি কহিতেছেন যে উভয়েরই এক প্রাণ বটে কিন্তু শ্রীহরির প্রেমে উভয়ে এরূপ আবিষ্ট যে কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই। সেই বাহ্য জ্ঞান না থাকাতেই উভয়ের প্রাণ রক্ষা হইল।

নবম অধ্যায়।

৫৫ পৃঃ।

১। বহির্ম্মুখ—জুয়ায়।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভক্তি আলোচনা না করে তাহার সহিত সম্ভাষণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

ঐ পৃঃ।

২। সন্তোষে—আপনারে।

প্রভু মুকুন্দের হরিভক্তি জানিয়া তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া গালি দিবার ছলে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ আপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ঐ পৃঃ।

৩। অজ—দুয়ারে।

আমি এমনি বৈষ্ণব হইব যে ব্রহ্মা এবং শিব আমার দ্বারে আসিবে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে আমি নিজেই ভগবান শ্রীহরি; অতএব ব্রহ্মা এবং হর প্রভৃতি আমার সেবক, সুতরাং তাহারা আমার নিকটে আসিবে।

দশম অধ্যায়।

৫৮ পৃঃ।

১। হেন নাহি—স্থিতি।

প্রভু যে সকল দোষ বাহির করিতে লাগিলেন তাহার খণ্ডন করিয়া সেই মত স্থির রাখিবার সাধ্য কোন তার্কিকের ছিল না।

ঐ পৃঃ।

২। সিন্ধুসুতা—সুন্দর।

প্রভুর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে লক্ষ্মীপতি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন অথবা যেন কামদেব মূর্ত্তিধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিন্ধুসুতা—লক্ষ্মী।

৬১। পৃঃ।

৩। সরস্বতী—নাহি জানে।

গোপগণ পরিহাস করিয়া প্রভুকে বলিতে লাগিল যে মামা তুমি যে পূর্ব্বে আমাদের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছ তাহা মনে নাই? কিন্তু উহারা যথার্থ কথাই বলিয়াছিল। ভগবান কৃষ্ণাবতারে নন্দগোপ গৃহে গোপের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব গোপ গণের মুখ হইতে যে সরস্বতী অর্থাৎ বাক্য নির্গত হইয়াছিল তাহা পরিহাস ছলে বলা হইলেও প্রকৃত কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু গোপগণ উহা না জানিয়াই বলিয়াছিল।

ঐপৃঃ।

৪। সেরূপ—জন।

প্রভুর সে অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়া সকলকেই মোহিত হইতে হয়।

৬৩ পৃঃ।

৫। সর্ব্বজ্ঞ—আমারে।

আমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উপহাস করেন।

৬৪ পৃঃ।

৬। আমা হইতে—মাহাত্ম্য।

আমার দ্বারাই তোর গঙ্গার মাহাত্ম্য অর্থাৎ আমার পদে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া গঙ্গা এত পবিত্রা হইয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়।

৬৮ পৃঃ।

১। যজ্ঞসূত্র—বিজয়।

প্রভুর গলদেশে যজ্ঞসূত্ররূপে অনন্তদেব বিরাজ করিতেছেন।

৭১ পৃঃ।

২। প্রভুর আজ্ঞায়—অধিষ্ঠান।

প্রভুর আজ্ঞায় ঘোরতর বিষয় বাসনাশালী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দেহে ঈশ্বরভক্তি এবং বৈরাগ্য জ্ঞান অধিষ্ঠিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[illegible] পৃঃ।

১। যার অন্নে—যে তে জন।

যে বৈকুণ্ঠপতির অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি লালা-য়িত হন সেই প্রভুর অন্ন যে সে অতিথি আসিয়া ভোজন করিতে লাগিল। যে তে—যে সে।

[illegible] পৃঃ।

২। ব্রহ্মাদিক—পায় আর।

প্রভু অতিথি সৎকার করিলে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ অতিথির বেশে ছদ্মবেশে আসিয়া প্রভুর অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। নতুবা সে অন্ন কি অল্প ভাগ্যবান্ বা অভক্ত যে সে লোকে ভোজন করিতে পারে ?

৭৩ পৃঃ।

৩। নিজগৃহে—নিস্তার কারণে।

প্রভু দুঃখী ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণের জন্য অন্ন দিতে লাগিলেন।

৭৫ পৃঃ।

৪। উদর ভরণ—আপনারে বলে।

কোন ভণ্ড অর্থোপার্জ্জন অভিলাষে আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলে।

৭৬ পৃঃ।

৫। সাধ্য সাধন—তাঁরে।

ভগবানকে কান্তভাবে দর্শন করিয়া যে উপাসনা উহাই প্রকৃত উপাসনা। এই আরাধনাকেই সাধ্য সাধন কহে। এই ভাব শুদ্ধ শ্রীরাধিকার হইয়াছিল। অন্য কাহারও হয় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৭৮ পৃঃ।

১। আজি—বন্ধ্যা।

যেমন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে না; তেমনি তুমি সন্ধ্যা না করায় তোমার সন্ধ্যাবন্ধ্যা স্বরূপ হইয়াছে।

৮৩ পৃঃ।

২। আনন্দ বিবাদ—মনে।

প্রভুগণ অর্থাৎ বরযাত্রগণ এবং সঙ্গীগণ—কন্যাযাত্রগণের [illegible] পরিহাসাদি হইতে লাগিল এবং তাঁহারা সকলে বর এবং কন্যাকে [illegible] তুলিয়া বর বড় কি কন্যা বড় বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

৮৪ পৃঃ।

১। দাস প্রভু—কি কারন।

মহাপ্রভু যে সময়ে নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত সেই সময়ে কৃষ্ণ বিদ্বেষী লোক সকল তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে যখন জীব মাত্রেই ঈশ্বর তখন ইহারা দাস্য ভাবে উপাসনা করে কেন? তাহাদের মতে ঈশ্বরের দাস কেহ নহে, সকলেই ঈশ্বর। অতএব তাঁহার নাম বা গুণানু-কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

ঐ পৃঃ।

২। পাইয়া—অন্তনাই।

অদ্বৈত আচার্য্য পরমভক্ত মহাযোগী হরিদাসকে পাইয়া আনন্দে উচ্চরব করিতে লাগিলেন।

৮৮ পৃঃ।

৩। হরিদাস—কি কথা।

যবনের প্রহারে হরিদাসের কোন কষ্ট হয় নাই ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, কারণ হরিদাসের ন্যায় মহাত্মার নাম স্মরণ করিলে যখন দুঃখ দূর হয় তখন সামান্য শরীরের যাতনায় তাঁহার নিজের যাতনা না হইবারই কথা।

৮৮ পৃঃ।

৪। বিশ্বম্ভর—নাড়িবারে।

প্রভু বিশ্বম্ভর হরিদাসের শরীরে অধিষ্ঠান হওয়ায় সামান্য মনুষ্যের কি সাধ্য যে তাঁহাকে নাড়িতে পারে।

৯০ পৃঃ।

৫। কহিল—ছাড়িবারে।

হরিদাস ঠাকুর যে গুহা মধ্যে অবস্থিতি করিয়া সাধনা করিতেন তাহার নিম্নে প্রকাণ্ড কাল সর্প আছে জানিতে পারিয়া সকলে সেই গুহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিল।

৯৩ পৃঃ।

৬। সর্ব্বশাস্ত্র—শ্রীমুখেণ্

হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

৯৫ পৃঃ।

১। তীর্থে—সেই জন।

কোন ব্যক্তি তীর্থে অর্থাৎ গয়াধামে পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হয়। সেই পিণ্ডদাতা ব্যক্তি পিণ্ডদান গুণে এত পবিত্র হয় যে সে অন্য কাহারও উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলে সে ব্যক্তিও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

১০০ পৃঃ

১। প্রেম বৃষ্টি—ভাগবত বৃন্দ।

সংকীর্ত্তনের পরে নামকারী ও অন্যান্য সকলে ধূলী যাত্রা করে; ইহাকে ধূলট কহে। এই ধূলটে সকলে ধূলী মাখামাখি করে।

ঐ পৃঃ।

২। কুন্দরূপে—অবতারে।

স্বর্গের কল্প বৃক্ষ যেমন প্রার্থনা করিলেই ফল প্রদান করে; কোন কালে তাহার ফলের শেষ হয় না; শ্রীবাসের গৃহস্থিত কুন্দবৃক্ষও তেমনি প্রকার পুষ্প প্রদান করে। ইহাতে বোধ হয় যেন স্বর্গীয় কল্প বৃক্ষ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

১০৫ পৃঃ।

৩। জগতের—তাপ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এইহেতু তিনি সকলেরই পিতা। সেই পিতাকে যে ব্যক্তি ভজনা না করে সে ব্যক্তি পিতৃদ্রোহী হইয়া জন্ম জন্মান্তরে বহুকষ্ট পায়।

১০৫। পৃঃ।

৪। কোন অতি—প্রলয়।

কোন কোন মহাপাপী মাতৃগর্ভে জন্মিয়া অকালে মৃত হইয়া পতিত হয়, আবার পুনর্ব্বার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করে। এইরূপে উহারা পুনঃপুনঃ গর্ভ যাতনা ভোগ করে।

১০৯ পৃঃ।

৫। ধাতুসংজ্ঞা—কার।

জীবের শরীরে যে ধাতু অর্থাৎ প্রাণ থাকে তাহা শ্রীহরির শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই শক্তিই জীবশরীরের সর্ব্বপ্রধান উপাদান; উহা শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইলে জীবের আর জীবত্ব থাকে না। আমি এই যে ব্যাখ্যা করিলাম; ইহার অন্যথা করিবার যদি কাহার সাধ্য থাকে তবে সে আসিয়া ইহার অন্যথা করুক।

১০৯ পৃঃ ॥

৬। ভবে—নয় ॥

আপনি যে শব্দের যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা ঠিক হইতেছে বটে কিন্তু আমারা যে উদ্দেশে পাঠ করিতেছি তৎসম্বন্ধে ঠিক হইতেছেনা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আপনি নিগূঢ় ভাবের ভাবুক হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবে শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু আমরা সামান্য শিক্ষার্থী; অতএব আমাদের উহাতে প্রয়োজন কি? আমরা সহজ ভাবে শব্দের অর্থবোধ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১১৩ পৃঃ ॥

১। কৃষ্ণভজিবারে—দাস ॥

মহাপ্রভু চৈতন্য লোকশিক্ষার্থ ভক্তগণের পরিধেয় বসন এবং পুষ্পপাত্র বহন করিতেন। ইহাতে কবি কহিতেছেন যে ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করিতে ইচ্ছা করিবে সে অগ্রে হরিভক্তের সেবা করুক।

১১৭ পৃঃ।

২। কতনা আনন্দ—বদনে।

প্রভু ভক্তির প্রভাবে প্রেমভরে নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। সে রোদনে নদীর স্রোতের ন্যায় চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইহাতে কবি কহিতেছেন যেন চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে"। এ কথার তাৎপর্য এই যে প্রভু ভগবান শ্রীচৈতন্যের (শ্রীকৃষ্ণের) পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, এক্ষণে চক্ষু দিয়া স্রোতের ন্যায় বারি পতিত হওয়ায় কবি কহিতেছেন যে বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা কি বদনে আসিল?

১১৮ পৃঃ।

৩। এই আসিবেন—দেখায় আপনি।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া কৃষ্ণ দর্শন জন্য উন্মত্ত হইয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন পরম ভক্ত গদাধরদাস কৃষ্ণ প্রেমে প্রভুর বালকের ন্যায় হৃদয় হইয়াছে বুঝিয়া "ঐ যে কৃষ্ণ আসিতেছেন, ঐ যে আপনার মাতা দেখিতেছেন কৃষ্ণ আসিয়াছেন" ইত্যাদি বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

১১৯ পৃঃ।

৪। দেখিয়া গর্জ্জয়ে—বারেবার।

চৈতন্য প্রভু একদিন গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন কতকগুলি গাভী গঙ্গাতীরে চরিতেছে। তাহারা কেহ ভোজন করিতেছে, কেহ জলপান করিবার জন্য গঙ্গা গর্ভে গমন করিতেছে এবং কেহবা সচ্ছন্দে শয়ন করিয়া আছে। এই সকল দেখিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আবেশে ভাবাক্রান্ত হইয়া "আমি সেই" "আমি সেই" অর্থ যে আমি সেই বৈকুণ্ঠপতি ভগবান যিনি দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়া গোকুলে গোচারণ করিয়াছেন, ইহা বলিয়া হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ পৃঃ।

৫। কাহারে পূজিস্—বিদ্যমান।

শ্রীনিবাস পণ্ডিত স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহদেবের পূজা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে প্রভু তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে পদা-ঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "ওহে শ্রীনিবাস তুমি যে লক্ষী-পতি ভগবান শ্রীহরির পূজা করিতেছ এবং ধ্যানে যে মূর্ত্তি দর্শন করি-তেছ আমি সেই বৈকুণ্ঠপতি ভগবান শ্রীহরি"।

ঐ পৃঃ।

তোর উচ্চ—পরিবারে।

আমি তোমার হরিনাম সংকির্ত্তন ও [নাড়ার] অদ্বৈত গোস্বামীর হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী সহ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি।

ঐ পৃঃ।

৭। সাধু উদ্ধারিমু—স্তব।

আমি সাধুদিগকে উদ্ধার করিব এবং দুষ্টলোকদিগকে বিনষ্ট করিব; এক্ষণে তুমি আমার স্তব কর।

১২০ পৃঃ।

৮। সঙ্গীসখা—অন্যজন কে।

হে প্রভু চৈতন্যদেব! তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু তোমার স্বরূপ নিরূপণ করা কাহার সাধ্য নহে। এমন কি যিনি তোমার সর্ব্বক্ষণ সখা এবং ভ্রাতাস্বরূপ সেই অনন্তদেবেরও যখন তোমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় তখন অন্যে কি প্রকারে তাহা নিরূপণ করিবে?

১২১ পৃঃ ।

৯ । অদ্যাপিও—কান্দ ।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী বড় সৌভাগ্যবতী ছিলেন। [illegible] মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ প্রসাদ তিনি ভক্ষণ করিতেন। সেই নিমিত্ত অদ্যাপি তিনি চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী বলিয়া বৈষ্ণব-মণ্ডলে খ্যাতাপন্না হইয়া আছেন। তিনি বড়ই ভক্তিমতী ছিলেন এই জন্য প্রভু তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। প্রভু তাঁহাকে হরিনাম করিতে বলিলে সেই চারি বৎসর বয়স্কা শিশুমতি নারায়ণী কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলা হইয়া কৃষ্ণ বলিতে বলিতে রোদন করিতে থাকিতেন।

ঐ পৃঃ ।

১০ । অন্তর্যামী—বলরাম ।

কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস স্বকীয় ইষ্টদেব প্রভু নিত্যানন্দ গোস্বামীর পরম ভক্ত ছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি বলিতেছেন যে আমি এই চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রভু নিত্যানন্দের আদেশক্রমে রচনা করিয়াছি ; প্রভু নিত্যানন্দদেব বলরাম (অনন্তদেবের) অবতার এই জন্য তিনি বৈষ্ণব-গণের চরণে প্রণত হইয়া এই আশির্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন যে যেন জন্মে জন্মে তিনি সেই নিত্যানন্দ বা বলরামকে ইষ্টদেবরূপে প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

১২১ পৃঃ ।

১ । দাস্যভাবে—আগমন ।

প্রভুর যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ এই ভাব মনে উদয় হইত তখন তিনি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই ভাবে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেন। এখানে গঙ্গা আগমন অর্থে চক্ষুঃদিয়া বারিধারা পতন।

১২৫ পৃঃ ।

২ । যেন সীতা—যবনে ।

নিত্যানন্দদেব, যখন গৃহত্যাগ করেন তখন তাঁহার পিতা হাড় ওঝা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে রোদনের কথা কি কহিব ? তাহা শুনিলে কাষ্ঠও গলিয়া যায়। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতা হারাইয়া যে প্রকার কাতর হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন ইহা সেই প্রকার। [illegible] এবার বিলাপ শুনিয়া বিধর্ম্মী যবনেও রোদন করিয়া-[illegible]

১২৬ পৃঃ। ৩

ভূমি ধরে—রহি চায়।

নিত্যানন্দ গোস্বামীর আসনব বুঝিতে পারিয়া [illegible] ভাবে আবিষ্ট হইয়া "নব আন নব আন" বলিয়া [illegible] লেন। তাহা শুনিয়া ভক্তগণ বুঝিলেন যে প্রভু আমার [illegible] বলিতেছেন না; ইহার অর্থ এই যে এখানে বসিয়া [illegible] আবেশ বুঝিতে হইবে। প্রভুরও উদ্দেশ্য তাঁহাই। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন আপনার প্রার্থিত বস্তু আপনার নিজের নিকটে আছে, উহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে দেন সেই পাইয়া থাকে। অতঃপর ভক্তগণ প্রভুর এ কথা শুনিয়া কম্পিত কলেবরে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঐ পৃঃ। ৪

ক্ষণেকে—মাত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাতে বলরামের সম্বন্ধেই যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন ইহাই বলিতে লাগিলেন।

মধ্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ১২৮ পৃঃ।

১ যার প্রাণ—অচেষ্ট হইয়া।

প্রভু নিত্যানন্দের কৃষ্ণাবেশ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন। তখন নিত্যানন্দ দেব প্রভুর ক্রোড়ে যাইয়া অচৈতন্য হইয়া কেবল প্রেমানন্দে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর চৈতন্য দেবকে তাঁহার (চৈতন্য) প্রদত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন।

ঐ পৃঃ। ২

গৌরচন্দ্র—উপমা।

গৌরাঙ্গদেব ও নিত্যানন্দ গোস্বামীতে যেরূপ স্নেহভাব, তাঁহার তুলনা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কাহারও সহিত দেখা যায় না।

১২৮ পৃঃ। ৩

যে অনন্ত—ভিতর।

যে অনন্ত দেব সর্ব্বদা বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস হইয়া উপাধান, সিংহাসন এবং [illegible] ইত্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্রোড়ে তাঁহার দর্পচূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের ক্রোড়ে আজ তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন।

মধ্যখণ্ড ৫ম অধ্যায় ১৫১ পৃঃ। ১

চিরদিনে—ভাসে।

নিত্যানন্দ দেবের বহুদিনের ইচ্ছা যে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন, আজ তাঁহার সেই অভিলাষ সফল হইল।

ঐ পৃঃ। ২

বিদ্যাধন—অপরাধে।

যাহারা বিদ্যাধন, বা বংশ মর্য্যাদার অহংকারে গর্ব্বিত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট অপরাধী হয় অর্থাৎ আমার ভক্তগণকে অপমানিত বা অগ্রাহ্য করে আমি তাহাদিগকে প্রেমভক্তিযোগ দিব না।

ঐ পৃঃ। ৩

কি চাঞ্চল্য—উপাধিক নয়।

কিয়ৎকাল পরে প্রভু সুস্থির হইয়া নিজ ভক্তগণকে তিনি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ কহিলেন, না প্রভু আপনি এমন কিছু বিশেষ চঞ্চলতা প্রকাশ করেন নাই।

১৩৩ পৃঃ। ৪

লক্ষ্মণের—ধন।

লক্ষ্মণ যেরূপ সীতাপতি রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত ভৃত্য ছিলেন; চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ প্রভুও সেইমত চৈতন্য প্রভুর অনুগত ছিলেন।

ঐ পৃঃ। ৫

তথাপিও—অনুরাগ।

বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত আছে যে যখন সমস্ত সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয় তখনও অনন্তদেব বিদ্যমান থাকেন। প্রভু অনন্তদেব এতাদৃশ মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দাস্যভাবে নিতান্তই অনুগত।

ঐ পৃঃ। ৬

সেবা বিগ্রহের—তাহার।

যে ব্যক্তি ভগবানের লীলাবিলাস সেবাবিগ্রহ অনন্তদেব নিত্যানন্দের প্রতি অনাদর করে সে ভগবানের স্থানে নিশ্চয় অপরাধ করে।

ঐ পৃঃ। ৭

স্বভাব—চরিত।

ভগবানের স্বভাব অর্থাৎ নামগুণ বর্ণনা করিতে ভক্তগণ মহানন্দ প্রাপ্ত হন এবং ভগবানও উঁহাতে প্রীতিলাভ করেন; এই জন্যই বেদ ভগবানের গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

১৩৪ পৃঃ। ৮

তথাপিহ—লীলা।

এই নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং শ্রীঅনন্ত দেব হওয়ায় মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের অঙ্গস্বরূপ। তবে তিনি কি নিমিত্ত প্রভু চৈতন্যদেবের দাস্যভাবে আরাধনা করেন? ইহার উত্তর এই যে অবতার অনুসারে ভগবানের কার্য্য হইয়া থাকে।

ঐ পৃঃ। ৯

নিত্যশুদ্ধ—নাশ।

বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা জ্ঞানবান্ এবং শুদ্ধসত্ত্ব, তবে যে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা পরস্পর কলহ করেন ইহা আর কিছুই নহে কেবল কৌতূহল মাত্র। যে নির্ব্বোধ ইহা না বুঝিয়া এক জনকে নিন্দা করিয়া অপর জনকে বন্দনা করে তাহার ধ্বংস হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৩৬ পৃঃ। ১

নিত্যানন্দ—জীবন।

একদা মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে আবিষ্ট হইয়া রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত প্রভুকে আনিবার জন্য শান্তিপুর পাঠাইয়াছেন।

রামাই পণ্ডিত অদ্বৈতকে প্রভুর কথা কহিলেন এবং পরে কহিলেন যে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভু আসিয়াছেন। তাঁহার কথা আর আপনাকে কি বলিব? তিনি যে কে তাহা আপনি অবশ্যই জানিতে পারিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু যখন মহাদেবের অবতার হইতেছেন, তখন সাক্ষাৎ অনন্তদেবের অবতার প্রভু নিত্যানন্দকে অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইঁহারা অভেদ; এইজন্য তোমার জীবন বলা হইয়াছে।

১৪৮ পৃঃ। ২

কোন রূপে—পান।

অনন্ত অবতার নিত্যানন্দ শ্রীহরির অবতার চৈতন্যদেবের নানা প্রকারে সেবা করিয়া থাকেন। তিনি বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্থানে ছত্র শয্যা উপাধান যজ্ঞপবিত প্রভৃতিরূপে সেবা করেন এবং কখন বা ধ্যান করিতে থাকেন এবং কখন বা স্তব করেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৪৫ পৃঃ। ১

নিত্যানন্দ—স্ফুরে।

নিত্যানন্দদেবের সর্ব্বদাই বালকের ন্যায় ব্যবহার। তাঁহাতে অন্য কোন ভাব দৃষ্ট হয় না।

১৪৯ পৃঃ। ২

এ গুলা—জানে।

মহাপ্রভু পারিষদগণসহ রাত্রিকালে শ্রীবাসগৃহে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, সেখানে আর কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। ইহাতে খলগণ রটনা করিতে লাগিল যে চৈতন্যদেব ও তাঁহার সহচরগণ তন্ত্রোক্ত মধুমতী সিদ্ধি জানেন এবং রাত্রিতে মদ্যপান করিয়া মন্ত্রবলে পঞ্চ কন্যা আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন।

ঐ পৃঃ। ৩

যদ্যপি পরমানন্দে—সুখ।

প্রভু কৃষ্ণাবেশে পুনঃপুনঃ আছাড় খায়েন ও মূর্চ্ছিত হন; তাহা দেখিয়া শচী মাতা পুত্র স্নেহে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দয়াময় হরি! আমার বিশ্বম্ভর তোমার আবেশে উন্মত্ত হইয়া যে আছাড় খায় তাহাতে কোন বেদনা পায় না বটে, কিন্তু তত্রাচ উহা দেখিলে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে; অতএব তোমার নিকট এই প্রার্থনা যেন উহার আছাড় খাওয়া আমি চক্ষে না দেখিতে পাই।

১৫০ পৃঃ। ৪

দাস্যভাবে—ঘন ঘনে।

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরি লোক শিক্ষার্থ চৈতন্য অবতার হইয়া দাস্য ভাবে অর্থাৎ হরি তাঁহার উপাস্য তিনি শ্রীহরির দাসানুদাস, এই ভাবে এমনি বিভোর হইয়াছিলেন যে তিনি যে প্রকৃতই সেই হরি ইহা তাঁহার স্মরণ থাকিত না।

ঐ পৃঃ। ৫

ক্ষণে হয়—সকল।

তিনি কখন এমন গুরুভার হন যে কাহার সাধ্য তাঁহাকে তুলিয়া ধরে, আবার কখন কখন তুলা হইতেও লঘুভার হন। সেই সময়ে সকলে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিতে থাকে।

ঐ পৃঃ। ৬

কখন বা—তাঁর।

ভাবাবেশে প্রভু কখন কোটী সিংহ একত্র হইয়া শব্দ করিলে যেমন ভয়ঙ্কর শব্দ হয় সেই মত শব্দ করেন, তখন কেবল তাঁহারই কৃপাবলে লোকের কর্ণ বিদীর্ণ হয় না।

১৫১। পৃঃ। ৭

সে প্রভু—পুরাণে।

সেই গোলোকপতি হরি অর্থাৎ চৈতন্যদেব হরিনাম সংকীর্ত্তনে নৃত্য করেন। যাঁহার সেবকেরা নৃত্য করিলে চারিদিকের মঙ্গল হয়, সেই দেবাদিদেব চৈতন্য প্রভু নৃত্য করিলে তাহার যে কি ফল হয় তাহা বেদপুরাণাদিতে প্রকাশিত আছে।

ঐ পৃঃ। ৮

যার নামানন্দে—আপনে।

যাঁহার নাম করিতে করিতে মহাদেব আনন্দে দিগম্বর হইয়া যান, সেই হরি নিজে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ঐ পৃঃ। ৯

হইল পাপিষ্ঠ—সুতে।

এখানে কবি বলিতেছেন যে পাপিষ্ঠ আমি জন্মিলাম বটে কিন্তু যখন সেই দেবাদিদেব লোকের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন জন্মিলাম না কেন? যাঁহার নাম শুনিলে ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়, শুকদেব গোস্বামী ও নারদাদি মহাপুরুষগণ যাঁহার নাম গান করিয়া বেড়ান, সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর যখন নবদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন, তখন যাঁহাদের ভাগ্যবল তাঁহারাই উহা দেখিয়াছিলেন। এই যুগে ভগবান্ হরিনামে জগৎ মাতাইয়া সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিবেন আর সেই নৃত্য দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে হরিনাম শুনিয়া জীব উদ্ধার হইবে এই জন্য শুকদেব গোস্বামী শ্রীভাগবতে কলিযুগের এত প্রশংসা করিয়াছেন।

ঐ পৃঃ। ১০

হেন দাস্য—ধায।

শঙ্কর ও নারদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দাস্যভাবে যাঁহার উপাসনা করেন, সেই প্রভু নিজে দাস্যভাবে হরি-প্রেমে উন্মত্ত। অতএব দাস্যভাবের উপাসনা হইতে আর উৎকৃষ্ট বস্তু কি আছে? ইহা যে ব্যক্তি বাসনা না করিয়া অন্যভাবে যায় সে অমৃত ফেলিয়া বিষ ভক্ষণ করে।

১৫২ পৃঃ। ১১

এই মত—ছলে।

প্রভু যেমন গোলোকপতি হরি, এক্ষণে চৈতন্যচন্দ্ররূপে অবতার হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার সহচর বৈষ্ণবসকল ত্রিদেব নিবাসী দেবগণ; তাঁহারা তাঁহারই আজ্ঞামতে অবতার হইয়াছেন। প্রভু ভগবান্ কখন কখন ঐ সহচরদিগকে পূর্ব্ব নামে অর্থাৎ দেব নামে ডাকিতেন।

ঐ পৃঃ। ১২

নিয়ামক—নিমাই।

লোকে বলিতে লাগিল যে উহারা সকলে কুচরিত্র হইয়াছে; ইহারা মদ্যপান করিয়া থাকে; আর নিমাই পণ্ডিত সঙ্গদোষে তাহাদের ন্যায় মন্দ স্বভাবের লোক হইয়া উঠিল। কেহ বলিল তাহা অসম্ভব নহে; কারণ নিমাইয়ের পিতা নাই, পিতা থাকিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত না। যাহা হউক, নিমাই এইবার অত্যন্ত কষ্টে পড়িবে।

ঐ পৃঃ। ১৩

কেহ বলে—অবৈয়াকরণ।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে যখন এক মাস আলোচনা না করিলে ব্যাকরণ শাস্ত্র কিছুই মনে থাকে না, তখন নিমাই সঙ্গদোষে অনেক দিন হইতে পড়া শুনার চর্চ্চা বন্ধ করায় পূর্ব্বের অধ্যয়ন ভুলিয়া গিয়াছে।

১৫৩ পৃঃ। ১৪

ঘরে হারাইয়া—বন।

তাহারা বলিতে লাগিল যে উহারা কেন উচ্চরবে সংকীর্ত্তন করিয়া মরে। যদি ঈশ্বরকে ডাকিতে হয় উচ্চৈস্বরে ডাকিবার প্রয়োজন কি? আপনার হৃদয়ে নিরঞ্জন (পরমেশ্বর) বিদ্যমান আছেন। যেমন নিজগৃহে কোন বস্তু হারাইয়া নির্ব্বোধ লোক বনে গিয়া খুঁজিয়া থাকে ইহাদেরও সেই মত অবস্থা হইয়াছে।

ঐ পৃঃ। ১৫ কেহ বলে—কিসে।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে আমরা নিজ কর্ম্মদোষে ঐ সকল কার্য্য অর্থাৎ সংকীর্ত্তনাদি দেখিতে পাইলাম না! উহা দেখিতে যে পুণ্যের প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই, সেই জন্যই আমরা উহা দেখিতে পাইলাম না।

১৫৩ পৃঃ। ১৬

প্রভু সঙ্গে—বিধানে।

ঐ সকল লোক যদিও প্রভু ও তাঁহার সহচরগণের এত নিন্দা করিল তত্রাচ প্রভুর সহিত এক সঙ্গে এবং এক স্থানে জন্মিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে পুণ্যবান বলিতে হইবে কারণ প্রভুর অনেক কার্য্য উহারা দেখিয়াছে।

ঐ পৃঃ। ১৭

চৈতন্য আনন্দে—না জানিল।

শ্রীচৈতন্যদেব সহচরবৃন্দ সঙ্গে দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তনে

যাপন করেন। লোকে বলে যে প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত [illegible]
কিন্তু বাস্তবিক উহা এক বৎসর নহে। উহাতে অনেক যুগ [illegible]
যায়। তবে চৈতন্য দেবের সঙ্গে থাকায় আনন্দের সময় বলিয়া লোকের
অল্প সময় বলিয়া বিবেচনা হইয়াছিল।

নবমং অধ্যায়।

৯ম অধ্যায় ১৫৬ পৃঃ। ১

সজ্জ করিলেন—হৈয়া।

কর্পূরাদি এবং চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দিয়া সজ্জা করিলেন। চতুঃসমশব্দে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই চারি দ্রব্য।

ঐ পৃঃ। ২

যার পাদপদ্মে—পারে।

যে ভগবানের চরণে মানসিক ধ্যানে জলবিন্দু দিলে অর্থাৎ যাঁহাকে মানসে পূজা করিলে জীবের মুক্তি হয়, সাক্ষাতে তাঁহার পাদপদ্মে জলাদি দ্বারা অভিষেক করিলে যে কত ফললাভ হয় তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখানে সাক্ষাৎ হরি (চৈতন্যদেবের) অভিষেক যাঁহারা করিলেন তাঁহারা ঐ ফলের অধিকারী।

১৫৭ পৃঃ। ৩

প্রেম নদী—শুনে।

সকলের নয়নে প্রেমভক্তিতে অজস্রধারায় জল পড়িতে লাগিল। তাঁহারা প্রভুকে স্তব করিলে প্রভু অমায়ায় শুনিতে লাগিলেন। এখানে অমায়া শব্দের অর্থ মায়াশূন্যতা। ভগবানের মায়া বশতঃ মূঢ় জীব সর্ব্বদা মায়াজালে আচ্ছন্ন থাকে। এখানে সেই মায়া অপসারিত করিলেন।

১৬০ পৃঃ। ৪ পরম—লয়।

পরম ভক্ত শ্রীধর প্রভুকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, প্রভু তাঁহার দ্রব্য সকল লইতেছেন, কিন্তু শ্রীধর প্রভুর মুখ দেখিয়া কোন আপত্তি করিতেছেন না।

১৬০ পৃঃ। ৫

প্রভু বলে—কড়ি।

শ্রীধর বলেন তুমি অন্য কোন দোকানে যাইয়া দ্রব্য ক্রয় কর। ইহাতে প্রভু কহিলেন যে আমি যোগানিয়া দোকানী ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইব কেন? তুমিই কড়ি লইয়া আমাকে থোড় কলা ইত্যাদি দেও। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাপ্রভু শ্রীধরকে ব্যঙ্গভাবে প্রকৃত কথা বলিতে-

ছেন; তাঁহার কথার তাৎপর্য এই যে হে শ্রীধর! তুমি পরম ভক্ত; তুমি জন্মে জন্মে আমাকে ভক্তি করিয়া তাহার ফললাভ করিতেছ; তবে এ জন্মে না করিবে কেন? আর না করিলেও আমি তোমাকে ছাড়িব না। তুমি থোড় কলা দিয়া অর্থাৎ সেবা করিয়া মুক্তিধন অর্থাৎ কড়ি গ্রহণ কর।

১৬০ পৃঃ। ৬

কে বুঝিতে—লীলা।

প্রভু ভক্তের দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। অভক্ত কোটি দ্রব্য দিলেও ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করেন না। ইহা তাঁহার লীলা। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের লীলা বিচিত্র!

১৬১ পৃঃ। ৭

তুমি বা—সব।

শ্রীধর স্তব করিয়া বলিতেছেন, হে ভগবন্! তুমি ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি জল প্রভৃতি সমস্ত; অথবা উহা বলিয়া তোমার মহিমা কি বর্ণনা করিব? প্রভু এ সকল যে তোমা ইহতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ পৃঃ। ৮

জিনিয়া—লুকাইয়া।

হে প্রভু। তুমি সমস্ত বিশ্বের অধিপতি বটে; কিন্তু ভক্তের নিকট সর্ব্বদা পরাজিত হইয়া থাক। তুমি সেই নিমিত্ত ভক্তি গোপন করিয়া জীবকে পরাভূত কর।

দশম অধ্যায়।

১৬৬ পৃঃ। ১

সর্ব্বতঃ—পাঠ।

সকলদিকে হস্ত সকলদিকে চক্ষুঃ, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিস্তার করিয়া সেই পরমপুরুষ সর্ব্বলোক আবরণ করিয়া স্থিতি করিতেছেন।

১৬৭ পৃঃ। ২

যার বুদ্ধি—লয়।

অদ্বৈত প্রভু মহাদেবের অবতার। এইজন্য কবি বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি কেবল অদ্বৈত প্রভুকে ভক্তি করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবে অনাদর করে সে অদ্বৈত প্রভুর কৃপার পাত্র হয় না এবং ভগবানও তাহার প্রতি কুপিত হন। এইরূপে রাজা দক্ষ্যাদি মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্

[illegible] রামচন্দ্রকে 'অবহেলা' করিয়াছিল অজিয়া শূদ্রকুলে [illegible] [illegible]। অতএব আত্মবুদ্ধিতে সাবধান হইয়া ঈশ্বরে 'অহৈতুকী' ভক্তি [illegible] [illegible] পরম উন্নতি লাভ হয়।

১৬৭ পৃঃ। ৩

বিশ্বম্ভর—কপাট।

অদ্বৈত প্রভুকে গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া দিয়া বিশ্বম্ভর চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তির কপাট লুকাইল। এখানে ভক্তির কপাট লুকাইল অর্থে ভক্তির কপাট খুলিয়া দিলেন। এতদিন আত্মগোপন করিয়া একণে তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম ইহা ব্যক্ত করিলেন।

১৬৮ পৃঃ। ৪

মুকুন্দ—মুখে।

মহাপ্রভু মুকুন্দকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভক্তগণকে বর দিবার সময় কহিলেন মুকুন্দের মুখ আমি দর্শন করিব না; উহাকে আমার নিকট আনিও না। ইহাতে ভক্তগণ সকলে মুকুন্দের জন্য প্রভুর নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন যে যখন তোমরা সকলেই উহার জন্য বলিতেছ তখন উহার কোটী জন্মের পরে আমি উহাকে দেখা দিব। মুকুন্দ এতক্ষণ নিতান্ত দুঃখিত মনে প্রাণত্যাগ জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু কোটী জন্মের পরেও ভগবানকে পাইবেন এই কথা শুনিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই স্থানে প্রভুর পরীক্ষা শেষ হইল। তিনি মুকুন্দকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

১৬৯ পৃঃ। ৫

দেখিয়াও—দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না, এইজন্য তোমাকে দেখিয়াও সে তোমাকে পায় নাই। অতএব ভগবানে দৃঢ় ও শুদ্ধ ভক্তি না থাকিলে বিশেষ ফল লাভ হয় না।

ঐ পৃঃ। ৭

সেই খানে—অনুভব।

কংস দাসী কুব্জা, যজ্ঞপত্নী এবং মালাকার প্রভৃতির তোমার প্রতি ভক্তিযোগ ছিল এই জন্য তাহারা তোমাকে দর্শন করিয়া সুফল পাইয়াছিল, কিন্তু রাজা কংস ভক্তিশূন্যতা হেতু তোমাকে দেখিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

ঐ পৃঃ। ৮

ভয়ে—সংসার।

মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব ভারতাদি নানাশাস্ত্র করিয়াও ভক্তিযোগের অভাব হেতু সুখলাভে বঞ্চিত ছিলেন, পরে নারদ ঋষির উপদেশে পরম ভক্তিময় শ্রীভাগবত গ্রন্থে তোমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রকাশ করিয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭০ পৃ। ৯

তথাপি—প্রেম নাই।

কৃষ্ণ অবতারে ব্রজ হইতে মথুরা গমন করিয়া তুমি রজকের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু ভক্তিশূন্য রজক সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পাইয়াও ফল পায় নাই।

১৭১ পৃঃ। ১০

এমন—জীব হয়ে।

সাক্ষাৎ ভগবান্ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে বিরাজমান হইয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমানী ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে একজনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাই কবি বলিতেছেন যে যাহারা দুষ্কৃত পাপী তাহারা কি প্রকারে তাঁহাকে জানিবে? বড় দুঃখের বিষয় যে ভগবানের এমন সুপ্রকাশ অবস্থাতেও জীব তাঁহাকে না জানিয়া বঞ্চিত হইল।

ঐ পৃঃ। ১১

নিরন্তর—গোসাঞি।

চৈতন্য প্রভু এখনও পর্য্যন্ত সেই নবদ্বীপে প্রকাশিত ভাবে লীলা করিতেছেন। সকলে তাহা দেখিতে পায় না বটে কিন্তু তিনি যাহাকে কৃপা করেন তাহাকে দর্শন দেন।

ঐ পৃঃ। ১২

কৃষ্ণ—স্বভাব।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা বালিকা নারায়ণী মহাপ্রভুর পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ খাইতেন। প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণ নাম করিতে বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আনন্দে রোদন করিতেন।

ঐ পৃঃ। ১৩

চৈতন্যের—নারায়ণী।

অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলীতে চৈতন্যদেবের অবশেষ পাত্র অর্থাৎ পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজনকারিণী নারায়ণীর নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

ঐ পৃঃ। ১৪

চৈতন্যের—দাসে।

নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্যের দাস্য অর্থাৎ সেবা ভিন্ন আর কিছু ভগবানের গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

জানিতেন না। তিনিই মানবগণকে চৈতন্যের উপাসনায় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

১৭২ পৃঃ। ২৪

অজয়—ছেলে।

যে ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রতি নিন্দা না করিয়া কায়মনে কৃষ্ণনাম ভজনা করে সেই ব্যক্তিই চৈতন্য প্রভুকে পায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১৭৭ পৃঃ। ১

বাহির হইলে—লুকায়।

পূর্ণ ব্রহ্ম চৈতন্যদেব আত্ম গোপন করিয়া নবদ্বীপে এইরূপে লীলা করিতে লাগিলেন। যাহারা ভাগ্যবান্ তাহারা তাঁহাকে ব্রহ্ম-রূপ দেখিতে লাগিল, আর যাহারা দুর্ভাগ্য তাহারা তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতভাবে দেখিল। প্রভু কিন্তু আত্মভাব গোপন করিতে লাগিলেন।

১৮০ পৃঃ। ২

দুইজন—তুমি।

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাসঠাকুর উভয়কে এই আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা দুই জনে নগরের ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার কর। তাহাতে উভয়েই মহানন্দে হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করাতে হঠাৎ দুইজন মাতাল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল; তখন উভয় প্রভু পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। পরে উভয়ের আনন্দ কোন্দল হইতে লাগিল। হরিদাস নিত্যানন্দের প্রতি ব্যঙ্গছলে তাঁহার উচ্চগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দ প্রভুও ব্যঙ্গছলে চৈতন্যের গুণ বর্ণনা করিলেন।

১৮৩ পৃঃ। ৩

রেবতী—প্রকাশ।

নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ যে আশ্রয় করে তাহার কোন ভয় থাকে না অর্থাৎ সে ব্যক্তি অনায়াসে মুক্তি পায়। নিত্যানন্দ বলদেবের অবতার, এই জন্য রেবতী (বলদেবের পত্নী) তাঁহার চরণের গুণ কি তাহা জানেন বলা হইয়াছে।

১৮৫ পৃঃ। ৪

তথাপিও—উদ্ধার।

আমরা তোমার শরীরে আঘাৎ করিলাম তত্রাচ তুমি আমা-দিগকে উদ্ধার করিলে।

ঐ পৃঃ। ৫

সাঙ্গোপাঙ্গে—সঙ্গে।

আমি তোমাকে স্বীয় অনুচরবর্গ ও সুদর্শনাদি অস্ত্র সহিত দর্শন করিয়াছি।

১৮৬। পৃঃ। ৬

তবে দেহ—যাউ্।

আমি সর্ব্ব জীবের শরীরে অধিষ্ঠান করি তাহাতেই জীব চৈতন্য বিশিষ্ট হইয়া থাকে আর তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে সে দেহ নষ্ট হয়।

ঐ পৃঃ। ৭

মুক্তি—নড়ে।

আমি ঈশ্বর তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে সে দেহ পোড়া-ইলেও তাহার নড়িবার ক্ষমতা থাকে না।

ঐ পৃঃ। ৮

দেখিবে—তুমি সব।

আমি ইহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিলাম। অতএব একণে তোমরা ইহাদিগকে আপনাদিগের ন্যায় জ্ঞান করিবে। অর্থাৎ এক্ষণ হইতে ইহারা পরম বৈষ্ণব হইল।

১৮৭ পৃঃ। ৯

কোথা হইতে—উপস্থান।

নিত্যানন্দ প্রভু জল কেলিবার সময় অদ্বৈত প্রভুর চক্ষুতে সবলে জলক্ষেপণ করিলে প্রভু অদ্বৈত, গালিছলে নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ঐ পৃঃ। ১০

ভিন্ন জ্ঞানে—পুড়িয়া।

অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুকে যে গালি দিতেন তাহা প্রকৃত গালি নহে। উহা নিন্দাছলে স্তবমাত্র। সে নিন্দার মর্ম্ম না বুঝিয়া যে ব্যক্তি নিত্যানন্দকে নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত নিন্দা করে সে মহাপাপগ্রস্ত হয়।

১৮৮ পৃঃ। ১১

তোমরা—দেখা।

প্রভু যে সময়ে গৌরাঙ্গ লীলারঙ্গে নবদ্বীপ ধন্য করিতেছেন সেই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ গোপনে তাঁহার লীলা দেখিতে আসিতেন। প্রভুর শয়নের পরে তাঁহারা বিদায় লইয়া যাইতেন। প্রভুর শয়নের পূর্ব্বে কোন ভক্ত তাঁহার নিকট যাইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ঐ সকল চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এবং পঞ্চমুখ মহাদেব প্রভৃতির কথা বলিতেন এবং সে ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন।

১৮৮ পৃঃ। ১২

ভাগবত—মরে।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করে তাহার রক্ষা নাই; সে শূল-পাণি মহাদেবের তুল্য হইলেও বিনষ্ট হয়। ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৯২ পৃঃ। ১

যে অঙ্গ—করিয়া।

মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিল; হে প্রভু অনন্তদেব! তোমার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন বিহারাদি করেন; এবং ঐ শ্রীঅঙ্গ মহাদেব পার্ব্বতী প্রভৃতি রমণীর সহিত প্রাণপণে পূজা করেন; হায় আমি এমন শ্রীঅঙ্গে আঘাৎ করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি।

১৯৩ পৃঃ। ২

যে অঙ্গ—নাশ হয়।

তোমার লক্ষণ অবতারে ইন্দ্রজিৎ তোমার অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। তোমার অঙ্গে কংস রাজার হস্তী আঘাৎ করিয়াছিল বলিয়া তুমি তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিলে।

ঐ পৃঃ। ৩

তোমা দেখি—ভস্মীভূত।

তুমি বলরাম অবতারে তীর্থযাত্রা করিয়া নৈমিষারণ্যে মুনিসভায় উপস্থিত হইলে মুনিগণ তোমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সূতগোস্বামী বেদিতে বসিয়া পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই; তাহাতে তুমি তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিলে।

১৯৪ পৃঃ। ৪

জগাই মাধাই পরম বৈষ্ণব হইল দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইল। তাঁহারা তখন চৈতন্যদেবের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল যে তিনি যখন এমন অসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন তখন তিনি ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৯৪ পৃঃ। ১

দেখে—লুকাইয়া।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ী, কীর্ত্তন দেখিবার জন্য লুকাইয়া ছিলেন। প্রভু সে দিন নৃত্য করিতে করিতে বার বার বলিতে লাগিলেন যে আজি নৃত্য করিয়া সুখ পাইতেছি না কেন? বোধ হয় কোন ব্যক্তি এই গৃহে লুকাইয়া আছে। তখন শ্রীবাস দেখিলেন যে তাঁহার শাশুড়ী প্রকৃতই লুকাইয়া আছেন।

১৯৫ পৃঃ। ২

সর্ব্বজ্ঞ—আপনে।

প্রভু ভাবাবেশ ভিন্ন অন্য সকল সময়ে আপনাকে সামান্য জ্ঞান করিতেন। তখন তিনি শ্রীহরির দাস এই ভাব প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর ভাব অপনীত হইলে অনুচর দিগকে কোন চাঞ্চল্য অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবসম্বন্ধীয় কোন কথা প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন।

তাই কবি বলিতেছেন যে এ হেন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু চাঞ্চল্য করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

১৯৭ পৃঃ। ৩

যে তোমার—কর।

আমার এই যে দেহ ইহা আমার নহে। তুমি ঈশ্বর তোমারই সব। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

ঐ পৃঃ। ৪

পাপী—দোষে।

অদ্বৈত প্রভুর প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া অনুচরগণ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। বাস্তবিক অদ্বৈত প্রভুর তুল্য ভক্ত অতি বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহ কেহ তাঁহাকে ভক্ত না বলিয়া ঈশ্বর জ্ঞান করে। উহারা ঐরূপ জ্ঞান করিয়া মহাপাপ করে।

১৯৮ পৃঃ। ৫
সকল—দুয়ারে।

ভক্তের নিকট ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা থাকে না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

১৯৯ পৃঃ। ১
কেমতে—শুষিয়াছে।

একদা মহাপ্রভু কীর্ত্তনের নৃত্যে সুখ না পাইয়া তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অদ্বৈত আচার্য্য নাচিতে নাচিতে কহিতে লাগিলেন, প্রভু কি প্রকারে প্রেম পাইবে? তোমার যে প্রেম তাহা নাড়া সমস্ত লইয়াছে। অর্থাৎ আমি অদ্বৈত ভক্তিবলে তোমার সমস্ত প্রেম গ্রহণ করিয়াছি। অদ্বৈতকে মহাপ্রভু নাড়া বলিতেন।

২০২ পৃঃ। ২
মুক্ত—ভজে।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণদাস হয় তাহার সমস্ত সংসারবাসনা বিদূরিত হয়।

ঐ পৃঃ। ৩
কেহ বলে—ভাব গিয়া।

রাঢ়দেশে কোন ধূর্ত্ত আপনাকে রামচন্দ্রের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

২০২ পৃঃ। ১
আজি—বন্ধনে।

আজি নাটকের অভিনয়ের ন্যায় নৃত্য করিব।

সুখে—লোচন।

২০৪ পৃঃ। ৩

বিধাতার কৃপায় চক্ষু পাইলা [illegible] না করিলে সে চক্ষুর সফলতা হয় না।

২০৫ পৃঃ। ৪
পত্নী—বিলাসী।
আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার দাসত্বে নিযুক্ত কর, যেন শিশুপাল আমাকে বিবাহ করিতে না পারে।
২০৬ পৃঃ। ৫
কিবা—মূর্ত্তিমতী।
কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধিকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
২০৮ পৃঃ। ৬
প্রভুরে—আপনা।
প্রভু জগৎজননী শক্তিরূপা হইয়া সকলকে স্তনপান করাইলেন। তিনি গোলোকপতি হরি, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু কেহ কেহ তাহা না বুঝিয়া তাঁহাকে গোপী বলিয়া থাকে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

২১০ পৃঃ। ১
স্বতন্ত্র সবার—শক্তি।
অদ্বৈত গোস্বামী একদা ছল করিয়া জ্ঞান সকলের শ্রেষ্ঠ এইমত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি বেদান্ত মতে জ্ঞান, ব্যাখ্যা করিয়া ঐ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং জীবমাত্রেই ঈশ্বর এই মত প্রকাশ করিতেছিলেন
ঐ পৃঃ। ২
মোর শিল্প—নয়নে
প্রভু একদিন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ সৃষ্টি দৃষ্টি করিতেছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা তাঁহার কৃত শিল্প চাতুর্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।
ঐ পৃঃ। ৩
হেন বুঝি—ভনয়।
নিত্যানন্দদেবসঙ্গে যখন প্রভু নগর ভ্রমণ করিতেছেন, তখন দেবগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চন্দ্রভ্রম করিলেন। তাঁহারা পৃথিবীতে চন্দ্রা

(চৈতন্য ও নিত্যানন্দ) দেখিয়া সেই চন্দ্রের অবয়ব [illegible] এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। [illegible] চন্দ্র দেখিয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিতে অনেক তর্ক করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন যে একটী চন্দ্র এবং আর একটী তাহার ছায়া। আবার কেহ বলিতে লাগিলেন যে, না উহার মধ্যে একটী চন্দ্র, আর একটী চন্দ্র পুত্র মুখ। পিতাপুত্রে প্রায়ই একই প্রকার আকারের হইয়া থাকে অতএব একটী চন্দ্র এবং আর একটী মুখ।

২১১ পৃঃ। ৪

নিজ কর্ম্মে—মিলিব।

কর্ম্ম ফল অনুসারে জীব এ সংসারে চালিত হয়। *

২১১ পৃঃ। ৫

মূর্খ প্রতি—করুণা।

বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র, পুণ্য করিলে সাংসারিক সুখ হয় এই কথা বলিয়া থাকে; মূর্খ ব্যক্তিদের পুণ্যপথে লইবার জন্যই শাস্ত্র ঐরূপ বলিয়া থাকে; অর্থাৎ তাহা না বলিলে মূর্খদিগের পুণ্য করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

ঐ পৃঃ। ৬

এ বুঝি—মন্ত্রের কারণ।

এ ব্রাহ্মণ বোধ হয় মন্ত্রসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে বিফল হইয়া পাগল হইয়া গিয়াছে।

ঐ পৃঃ। ৭

হেন বুঝি—ভুলাইয়া।

নিত্যানন্দদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল হয়ত বা এই সন্ন্যাসীই এই ব্রাহ্মণকুমারকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে।

২১২ পৃঃ। ৮

তার সাক্ষী—কাশীবাসী।

যে ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়াছে কিন্তু ভক্তিশূন্য, প্রভু তাহাদিগকে দেখা দেন না। কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ বেদান্ত মতে জ্ঞানমার্গ অবলম্বী এবং উহারা ভক্তিশূন্য এই জন্য উহাদিগকে প্রভু দেখা দেন নাই।

ঐ পৃঃ। ৯

একণে—লুকাইয়া।

নাড়া [অদ্বৈত গোস্বামী] আমারে বৈকুণ্ঠ হইতে ভক্তিবলে আনিয়া একণে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড় এই ব্যাখ্যা করিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সংসারে বিষ্ণুভক্তির নিতান্ত অভাব এবং লোকের পাপপ্রবৃত্তির

জগদবস্থা দেখিয়া পরম ভক্ত অদ্বৈত গোস্বামী প্রভুকে বৈকুণ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে অবতার করান।

২১৫ পৃঃ। ১০

মোর চক্রে—বাসুদেব।

অজ (ব্রহ্মা) ভব (মহাদেব) শেষ (অনন্তদেব) রমা (লক্ষ্মী) আমার সেবা করে। পূর্ব্বে আমার কৃষ্ণ অবতারে বারাণসীর রাজা বাসুদেব আপনাকে (বিষ্ণুর) অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল তাই আমি তাহাকে চক্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলাম।

ঐ পৃঃ। ১২

নারিল—দিগ্‌বাসা।

যে সুদর্শন চক্রের নিকটে দুর্ব্বাসা মুনি পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই এবং যাঁহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২১৬ পৃঃ। ১৩

সে সব—ঘর।

বেদে অর্থাৎ চৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর সে সকল লীলা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে।

—

বিংশ অধ্যায়।

২১৮ পৃঃ। ১

ইহা মিথ্যা—খান্ খান্।

আমার অবতার লীলা এবং বৈকুণ্ঠাদি স্থান সকলই সত্য, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে আমাকে খান্ খান্ করে অর্থাৎ আমার হৃদয়ে বেদনা প্রদান করে। ভক্তিশূন্য অথচ জ্ঞানমার্গে বিচরণকারীদিগের প্রতি উপদেশ দিবার জন্য প্রভুর এই কথা।

২১৮ পৃঃ। ২

পুনঃ—অকিঞ্চনদের।

কিয়ৎকাল পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে প্রভু যেন সামান্য লোকের ন্যায় হইলেন।

২২০ পৃঃ। ৩

তথাপিহ—লয়।

গৌরাঙ্গচন্দ্রের লীলা বিলাস সকলে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু যাহাদের পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল তাহাদের দাসদাসী পর্য্যন্ত পরমানন্দে উহা দর্শন করিয়াছিল। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে ঐ লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃপা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তত্রাপি পাপিগণ উহা বিশ্বাস করে না।

২২১ পৃঃ। ৪

হইতে—বেদ।

বক যেমন তপস্বীর ন্যায় স্থিরভাবে থাকিয়া মৎস্য ধরিয়া খায়, নিন্দুক সন্ন্যাসীও সেই মত তপস্বীর মত থাকিয়া সাধু নিন্দা করে। শাস্ত্রে বক অপেক্ষাও নিন্দুকের অপকৃষ্টতা বর্ণিত হইয়াছে।

একবিংশ অধ্যায়।

২২২ পৃঃ। ১

কোন অপরাধ—প্রমাণ।

দেবানন্দ পণ্ডিতের অন্য কোন অপরাধ (পাপ) নাই। যদি পাপ থাকিত তবে কৃষ্ণ (চৈতন্যদেবের) দর্শন পাইতেন না।

২২৩ পৃঃ। ২

আনন্দে—পরকাশে;

মাতালেরা চৈতন্যরূপ দর্শনে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের পক্ষে মত্তব্যক্তিকে মোহিতকরা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর এই প্রকাশভাব দেখিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

২২৪ পৃঃ। ৩

তবে বহির্দ্দেশে—পায়।

তুমি ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া কেবল শব্দার্থ করিয়া তাহার শিক্ষা দিতেছ। তুমি যদি ঐ গ্রন্থের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিতে তবে বড়ই সুখ পাইতে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি উত্তম দ্রব্য ইচ্ছামত ভোজন করিতে পায় তবে সে বড়ই সন্তোষ প্রাপ্ত হয়। তুমি কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (ভাগবত) পড়াইয়া তেমন সুখ পাওনা অর্থাৎ তুমি এই

ঐ পৃঃ। ৪

প্রভু ভৃত্য—আমায়।

এখানে প্রভু চৈতন্যচন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণ) ভৃত্য নিত্যানন্দ প্রভু (অনন্তদেব)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

২২৭ পৃঃ। ১

সেহ—চিন্তা।

কেবল ভক্তিবিহীন চর্চ্চা করিতে থাকিত।

২২৮ পৃঃ।

এক পুত্র—স্থির।

অদ্বৈত গোঁসাই আমার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপকে সন্ন্যাসী করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন; আবার এই দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভরকে স্থির থাকিতে দিতেছেন না।

ঐ পৃঃ। ৩

জগতে—মায়া।

আমার ন্যায় অনাথিনী রমণীকে কেহই কৃপা করে না। এই অদ্বৈত আমাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া ক্লেশ দিতেছে।

ঐ পৃঃ। ৪

এত বড়—দেখিতে।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞতাবলে জানিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তীকালে কোন কোন লোক অদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবে; তিনি সেই জন্য শচী মাতাকর্ত্তৃক অদ্বৈতের নিন্দা বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া মাতার দ্বারা অদ্বৈতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করান। মাতাকে দণ্ড দিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণবত্বের প্রমাণ করাইয়াছেন।

২২৯ পৃঃ। ৫

এই বড়—অনুচর।

অদ্বৈত প্রভু যে মহাপ্রভুর অনুচর এই তাঁহার পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয়। তাহা না বলিয়া যাহারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার

ঐ পৃঃ। ৬

নিত্যানন্দ ভৃত্য—সাবধান

নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করেন। তাঁহারা অদ্বৈত ভৃত্যগণের ন্যায় নিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভুর উপরে স্থাপনা করেন না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

২৩১ পৃঃ।

বিষ্ণুভক্তি—কেবল।

প্রভু বলিয়াছেন যে কায়মনে বিষ্ণুভক্তি করিলে তপস্যার প্রয়োজন হয় না।

ঐ পৃঃ। ৮

চৈতন্যের—যার।

ব্রহ্মচারী পরম ভক্ত নকুল। চৈতন্যদেব তিরস্কার করিলে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিজ অপরাধের দণ্ড হইল বলিয়া সন্তোষলাভ করিবেন কেন?

২৩৩ পৃঃ। ১

আলিঙ্গন—সঙ্গে।

সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিবার জন্য প্রভু এক এক অনুচরের প্রতি এক এক সম্প্রদায় হইয়া নৃত্য করিতে অনুমতি করিলে, নিত্যানন্দদেব আনন্দে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভু আমার পৃথকরূপে নৃত্য করিবার শক্তি নাই। ইহার অর্থ এই যে আমি তোমার সেবক এবং তুমি আমার প্রভু, অতএব তুমি যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব। এই কথায় প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ে রাখিয়া দিলেন।

২৩৬ পৃঃ। ৩

বৈকুণ্ঠ স্বভাব—লোকে।

যাহারা সংকীর্ত্তন করিতেছিল তাহাদের এক হাতে দীপ এবং অন্য হস্তে তৈলের পাত্র ছিল অথচ উহারা মধ্যে মধ্যে হাতে তালী দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে বোধ হইতেছে যে লোকে বৈকুণ্ঠের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ চতুর্ভুজ হইয়াছে।

ঐ পৃঃ। ৪
হস্ত যে—জানে।

উহাদের যে চারি হস্ত হইয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। এ সময়ে চৈতন্যদেবের আর পৃথিবীর ভাব নাই; এখন তাঁহার বৈকুণ্ঠের ভাব হইয়াছে।

ঐ পৃঃ। ৫
হরে হরি—বনমালা।

প্রভুর এক্ষণে নটবর কৃষ্ণ বেশ। তাঁহার হস্তে বাঁশী এবং গলদেশে বনমালা।

২৪১ পৃঃ। ৭
অলক্ষিতে—হালে।

কাজির লোকগণ কীর্ত্তনের দলে মিশিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু উহাদের সর্ব্বদাই মনে ভয় হইতে লাগিল যে যদি যবন বলিয়া প্রকাশ পায় তবে বিশেষ দুর্গতি হইবে।

২৪৩ পৃঃ। ৮
তার সাক্ষী—শাক।

ভগবান্ দাসের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া থাকেন। তিনি নৈবেদ্যের অপেক্ষা রাখেন না। সেইজন্য পাণ্ডবগণ বনবাসে থাকিয়া দুর্ব্বাসার পারনের জন্য বিপদে পড়িয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর নিকট শাকান্ন চাহিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

২৪৪ পৃঃ। ৯
অল্প—নাম।

ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের বড়ই অনুগ্রহ। তিনি ভক্তের নিকট আত্ম গোপন করিতে পারেন না। সেই জন্য কৃষ্ণদাস হওয়া বড় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

ঐ পৃঃ। ১০
ধরণী—অধিকার।

কৃষ্ণদাস এই নামে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতির অপার আনন্দ হয়; ধরণীধারণকারী অনন্তদেব দাস্যভাবের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকেন।

ঐ পৃঃ। ১১
এ সব—অনুরক্ত।

ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেব ইঁহারা ঈশ্বরতুল্য তত্রাচ কৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত

ঐ পৃঃ। ১২

বলায়—মুগ্ধ হইয়া।

ইহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধকারে থাকিয়া ঐ মত করে।

২৪৫ পৃঃ। ১৩

কেহ বলে—না পারি।

নিত্যানন্দদেব সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে যে তিনি বলরাম তুল্য অর্থাৎ বলরামের অবতার। আবার কেহ বলে তিনি চৈতন্যদেবের বড় প্রিয়পাত্র। কাহারও মতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ তেজ অংশের অবতার।

ঐ পৃঃ। ১৪

যে সে—হৃদয়ে।

ফলতঃ নিত্যানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের যে সম্বন্ধই হউক না কেন তাঁহার চরণকমল আমার হৃদয়ে থাকুক।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

২৪৭ পৃঃ। ১

চৈতন্যের—মরে।

যে ব্যক্তি পরনিন্দা এবং পরপীড়ন করে সে ভগবানের কোপে পড়ে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

২৫২ পৃঃ। ১

সেহ ধ্যানে—দুষ্কর।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোজন করাইতে পারেন না এমন প্রভু নারায়ণ (শ্রীচৈতন্যদেব) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন ভোজন করিলেন।

২৫৩ পৃঃ। ২

ভক্ত সব—দর্শন।

আখরিয়া বিজয় দাসকে প্রভু নিজ শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন,

ইহাতে বিজয় উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল। ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন যে প্রভু অনুগ্রহ করিয়া বিজয়কে নিজ বিভূতি দেখাইয়াছেন।

ঐ পৃঃ। ৩

বিজয়ের—অনুরাগ।

প্রভু আত্মগোপন জন্য উহা গঙ্গার অনুগ্রহ অর্থাৎ গঙ্গাদেবী কৃপা করিয়া বিজয়ের প্রতি ভর করিয়াছেন, কিম্বা কৃষ্ণ কৃপা করিয়াছেন এই-রূপ বলিতে লাগিলেন।

ঐ পৃঃ। ৪

চেতন—সমস্ত।

প্রভু বিজয়ের অঙ্গে হস্ত দিলেই তিনি জ্ঞান পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিল।

ঐ পৃঃ। ৫

সবরূপ—ছল।

প্রভু ভাবাবেশ ছলে সমস্ত অবতারের আবেশে আবিষ্ট হন।

ঐ পৃঃ। ৬

সবে—চিরদিনে।

অন্যান্য অবতারের ভাবাবেশ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভাব সম্বরণ করেন। কিন্তু বলরাম ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

২৫৭ পৃঃ। ৭

কি হবে—লইলে।

প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলে কোন পড়ুয়া তাহাকে গোপী নাম না করিয়া কৃষ্ণ নাম করিতে বলিলে তিনি তাহাকে মারিতে গেলেন তখন কৃষ্ণনিন্দা করিলে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তখন প্রভু গোপীর ভাবে মোহিত হইয়াছেন; কৃষ্ণ বিচ্ছেদে গোপীগণ ক্লেশ পাইয়াছেন এই ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, সুতরাং আপনি আপনার উপর বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণনিন্দা করিতেছেন। ভক্তবৎসল ভগবানের এমনি আশ্চর্য্যলীলা এমনি অপার করুণা।

২৫৫ পৃঃ। ৮

উলটিয়া—দেহেতে।

ইহার সহজ অর্থ এই যে পিপ্পলিখণ্ড কফনিবারক, কিন্তু উহাতে কফের দমন না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইল। ভাবার্থ এই যে মহাপ্রভু জগৎ উদ্ধারের জন্য চৈতন্য অবতার হইয়াছেন, কিন্তু সেই নদীয়ারই অনেক লোক তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে ঈশ্বরের নিন্দা করিলে তাহাদের ঘোর নরকে নিবাস হইবে। এইজন্য

প্রভু বলিতেছেন যে আমি কি করিলাম! হিতে বিপরীত করিয়া ফেলিলাম! কোথায় আমা হইতে উদ্ধার হইবে তাহা না হইয়া আমার জন্য আবার লোকের অধোগতি হইতে চলিল।

ঐ পৃঃ। ৯

আমা দেখি—পাবে।

প্রভু বলিতেছেন যে কোথায় আমাকে দেখিয়া লোকের বন্ধন ছিন্ন হইবে না আবার কোটিগুণে বন্ধন দৃঢ় হইতে চলিল। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা বলিতেছেন।

ঐ পৃঃ। ১০

গারি হস্ত—নিশ্চয়।

আমি তোমারে বলিতেছি যে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

ঐ পৃঃ। ১১।

ইহাতে—আমারে।

যদি জগৎ উদ্ধার করিতে চাহ তবে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্মে বাধা দিও না। ইহার কারণ এই যে আমি সন্ন্যাসী হইলে সুকৃতি দুষ্কৃতি সমস্ত লোকই আমাকে প্রশংসা করিবে। সুতরাং তাহাতেই তাহারা উদ্ধার হইবে।

২৬শ অধ্যায়।

২৬০ পৃঃ। ৩

প্রভু—রঙ্গ।

প্রভু কহিলেন যে আমি একমাত্র অদ্বিতীয়। আমার আর দ্বিতীয় নাই, সুতরাং সঙ্গীও নাই; অর্থাৎ সমস্ত, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমা হইতে হইয়াছে এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে।

২৬১ পৃঃ। ৪

আমি—তোমার!

হে মাতঃ তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ আমি কোনকালেও তাহার পরিশোধ করিতে পারিব না। তবে তুমি প্রসন্না হইলে তাহার প্রতিকার অর্থাৎ কতকটা পরিশোধ হইবে। আমি জন্ম জন্ম তোমার নিকট ঋণী রহিলাম। লোক শিক্ষার্থ ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন।

ঐ পৃঃ। ৫

তোমার—আমার।

আমি তোমার সকল ভার লইব; অর্থাৎ তুমি যখন আমার ভ্রাতা হইয়াছ তখন তোমার কোন ভাবনা নাই; তুমি অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিবে।

২৬৩ পৃঃ। ৫

ভাল রঙ্গে—দয়াময়

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস এবং নদীয়া পরিত্যাগের কথা প্রচার হইলে নগরবাসী সকলেই যারপর নাই দুঃখিত হইল। তখন সকলেরই শ্রীগৌরাঙ্গে প্রেম জন্মিল। পাষণ্ডগণও গৌরপ্রেমে বিমোহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রভু এইরূপে সকলের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপনা করাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

২৬৪ পৃঃ। ৭

এতবলি—শিষ্য কৈল।

মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ [illegible] কর্ম্ম ও গঙ্গাস্নান করিয়া উপবেশন করিলেন। [illegible] দেওয়া কি মনুষ্যের [illegible] কহি[illegible] মন্ত্র [illegible] সেই মন্ত্র বলিলেন। ইহাতে ভারতী তাঁহার শিষ্য হইলেন।

ঐ পৃঃ। ৮

ইহানে—নয়।

মন্ত্রদান কার্য্য সমাধার পরে কেশব ভারতী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে আমি যখন ভারতী তখন আমার শিষ্যের ভারতী নাম হওয়াই উচিত। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র সামান্য ব্যক্তি নহেন; অতএব ইঁহার ভারতী নাম না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রাখিতে হইবে।

ঐ পৃঃ। ৯

সর্ব্বলোক—ধন্য।

তোমার দ্বারা সকল লোক ধন্য হইল, এই হেতু তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাখিলাম।

২৬৫ পৃঃ। ১০

বর্ণিবেন—ব্যাস।

এই চৈতন্যচরিত পরে অনেক বেদব্যাস তুল্য মহাজন বর্ণনা করিবেন।